য়ুরোপে তিনমাস

(সচিত্র)

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোং লিমিটেড,
২৯৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯১০

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
লণ্ডন	৩১০
ব্রাইটন	৩২৫
লণ্ডন	৩৩১
হেগ	৩৪১
ফ্রাঙ্কফোর্ট জর্ম্মাণী	৩৫৭
মিলান—ইটালী	৩৬৮
ভিনিস	৩৭৬
ফ্লোরেন্স	৩৮০
রোম	৩৮৫
নেপলস	৩৯৬
ব্রিণ্ডিসী	৪০৬
গৃহাভিমুখে	৪০৯
পোর্ট সায়েদ	৪১৪
উপসংহার	৪৩৫

ভারত-সম্রাজ্ঞী রাণী মেরী

য়ুরোপে তিনমাস।

উদ্যোগ।

ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রাবস্থায় ৺রমেশচন্দ্র দত্তের "ইউরোপে তিন বৎসর" পাঠের সময় বর্ত্তমান প্রবন্ধের সূচনা—রবিন্‌সন্ ক্রূশো বা গলিভারের ভ্রমণকথা অপেক্ষা রমেশবাবুর পুস্তক তখনকার ছাত্রদিগের অধিক চিত্তাকর্ষণ করিত। অনেকে কল্পনা সাহায্যে তৎপ্রদর্শিত পথের পথিক হইত। ওয়াশিংটন আর্ভিংএর "স্কেচবুক" তখন নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইত—"পুরাতন" বলিয়া তাহা কিছুদিন পাঠ্যপুস্তক তালিকার বহির্ভূত হইয়াছিল; "পুরাতন পন্থীদিগের" কর্ত্তৃত্বে আবার তাহা পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। হেয়ার স্কুলের প্রথিতনামা ছাত্রবৎসল শিক্ষক স্বর্গীয় নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় গুরুগম্ভীরস্বরে ওয়াসিংটন আর্ভিংএর "Voyage" হইতে 'Shoals of porpoises"এর সজীব, চিত্র আবৃত্তিচ্ছলে, যখন মানসপটে চিরাঙ্কিত করিয়া দিতেন, তখন বিলাতপ্রবাস বাসনা অনেকেরই মনে সদ্য জাগিয়া উঠিত। আমেরিকানদিগের সহিত ইংরেজের যে সম্পর্ক, আধুনিক ভারতবাসীর সহিত ইংরেজের ঠিক সে সম্পর্ক নয়। সে সম্পর্ক এখন নানা কারণে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যে আকর্ষণে ওয়াসিংটন আর্ভিং আকৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডে আসিবার উপলক্ষে 'Voyage' রচনা

করিয়াছিলেন, ইংরেজি শিক্ষিত অনেক ভারতবাসীর পক্ষে সে কারণ ও সে আকর্ষণ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল, রহিয়াছে ও রহিবে—বোধ হয় বাড়িবে। রামায়ণ মহাভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ, কেন আংশিক, পরিচয়েরও বহু পূর্ব্বে সেক্সপীয়র মিলটনের বহুলতর পরিচয় এ অবস্থার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। যে যে কারণে ইংলণ্ড-প্রবাস ইংরেজি শিক্ষার অনুকূলে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে ও করিবে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে কথাটার ইঙ্গিত অপ্রাসঙ্গিক নহে।

কারণ বা উত্তেজনা যাহাই হউক বিলাত যাইবার ইচ্ছা অনেকের হয়, আমারও ছিল। নানা কারণে ছাত্রজীবনে তাহা ঘটে নাই। ঘটিলে আর কি অঘটন ঘটিত তাহা যেটেরা পূজার দিন বিধাতাপুরুষের পক্ষ হইতে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

নিজের যাওয়া ঘটুক বা না ঘটুক, আত্মীয়-স্বজন—বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতের মধ্যে যে যখন বিলাত যাইতেন, তাহার ব্যবস্থা বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়া কখন কখন মনের আক্ষেপ নিবারণ করার যোগও অনেক দিন চলিয়াছিল। স্বর্ণলতার "বিধূভূষণ" যাত্রা বারোয়ারী উপলক্ষেও কখন এত ব্যস্ত বিপর্য্যস্ত হইত না। "কখন না কখন বিলাত যাওয়া ঘটিবেই ঘটিবে," কোথা হইতে এ ধারণা মনে কিন্তু বদ্ধমূল হইয়াছিল। দৈবজ্ঞ ঠাকুরও সময়ে সময়ে করকোষ্ঠী প্রমাণ একথায় সায় দিতেন, "পঞ্চাশোদ্ধের" অনুমানও দিতেন। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদর্পে বলিতেন, "বিলাত যাইতেই হইবে, কিন্তু পঞ্চাশের কাছাকাছি।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় সরল নির্ভীক সত্যসন্ধ স্নেহময়, ঋষি-তুল্য শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ আজ কাল দেখা যায় না। আবেদন, আন্দোলন, আলোচনার ফলে সিবিল সার্ব্বিসের বয়স পঞ্চাশের উপর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তোলা যাইতে পারিবে এ দুরাশা কখন মনে স্থান পায় নাই। অতএব পূজাস্পদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আশ্বাসবাক্য মরীচিকায় "বিষয় কর্ম্ম" ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিলে বিশেষ উপকার হইত না। আর পঞ্চাশের পর যে ব্যারিষ্টার হয় সে অল্পবুদ্ধি। তথাপি কোথা হইতে কি করিয়া এ বয়সে বিলাতপ্রবাস ঘটিয়া গেল সে কথাটা বিশেষজ্ঞদিগের বিবেচ্য।

যাহাদের বিলাত যাওয়া প্রসঙ্গে এইরূপে নিজের মনসাধ বিকল্পে কথঞ্চিৎ পূরণ করিতে হইত, তাহার মধ্যে উত্তরকালে স্বনামধন্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন এবং সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আর একজন। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাহার মধ্যম সহোদর নলিনী হেয়ার স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে আমার সতীর্থ ছিলেন। রোগে পড়িয়া তাহাকে মধ্যে এলবার্ট স্কুলের আশ্রয় কিছুদিন লইতে হয়। তারপর কলেজে পাঠ অবস্থায় প্রেসিডেন্সী পুনরায় দেখা শুনা। গিলক্রাইষ্ট স্কলার্শিপের জন্য আমি প্রার্থী ও সচেষ্ট শুনিয়া প্রফুল্ল ক্ষুণ্ণ হন। ল্যাটিন পড়িলাম, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতও হইলাম। কিন্তু প্রিয় বাল্য সহচর রুগ্ন প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে প্রবৃত্তি কুলাইল না। রুগ্ন সুহৃদকে মনঃক্ষুণ্ণ করান অপেক্ষা আমার নিজের সে সংকল্প ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বোধ হইল। প্রফুল্লচন্দ্র স্কলার্সিপ লাভে কৃতী হইলেন। স্কলার্সিপ পাইয়া প্রফুল্ল যখন বিলাত যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ করেন তখন আমি তাঁহার একজন উদ্যোগী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু।

গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার কল্পনায় ল্যাটিন ক্লাসে "মেন্সা মেন্সী" আওড়াইয়াছিলাম। অন্য কোন উপকার হউক না হউক, এই ল্যাটিন চর্চ্চা এবং উত্তর কালে এতদনুরূপ ফ্রেঞ্চ চর্চ্চা, সংস্কৃত কলেজে নয় বৎসর বয়স হইতে "সহর্ন্দ্ধে" "বারে"র আলোচনা এবং রামেশ্বরপুর স্কুলে এবং বহুবাজার বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা অভ্যাস, পরে ইংরাজী চর্চ্চায় বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিল, একথাটা এইখানে বলিয়া রাখি। আজ কালিকার শিক্ষা-যন্ত্র সাহায্যে সাধারণ জ্ঞান বর্জ্জিত "বিশেষজ্ঞের" সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিতে পাই। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস হেলায় হারাইতেছি বোধ হয়।

প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাত যাত্রার আয়োজনে উদ্যোগী হইলাম। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার মিষ্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তখন বিলাত হইতে নূতন আসিয়াছেন; বোধ হয় ইংরেজী ১৮৭৮ কি ১৮৭৯ সাল হইবে। মিষ্টার ঘোষের মলঙ্গার পুরাতন বাড়ীতে প্রফুল্লকে লইয়া বিলাত সংক্রান্ত সমস্ত বার্ত্তা নির্দ্ধারণ ও বিজ্ঞাপন, চাঁদনীর বাজারে কলার টাই খরিদ, কাঁটা চামচ ধারণ-প্রণালী আবিষ্কার এবং শেখান

এবং Anchor line জাহাজের Stewardকে লাট সাহেব ভাবিয়া সেলাম করার অর্ব্বাচীনতা বোঝান প্রভৃতি বিবিধ নিগূঢ় তথ্যের আমি প্রফুল্লচন্দ্রের স্বয়ং-সিদ্ধ শিক্ষা গুরু। গুরুর নিজের সাক্ষাৎ সাধনা বহুকাল পরে যখন ঘটিল তখন ভূতপূর্ব্ব শিষ্য জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে উভয়ে "পুনশ্চ" বিলাত-যাত্রার ব্যাপারে ভূতপূর্ব্ব শিষ্য গুরুপদ অধিকার করিলেন এবং গুরু আহ্লাদের সহিত শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সে বারেও শিষ্য একাকী পলাইয়াছিলেন, এবারে গুরুগিরীতে উন্নীত হইয়া শিষ্য ঘটনা চক্রে পুনরায় সেই পুরাতন, একাকী-পলায়ন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সেই কথারই সংক্ষেপে অবতারণা করিব।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সুরধাম বাটীতে যে শেষ পূর্ণিমা মিলনের উদ্যোগ করেন আমার তাহাতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। "ভারতবর্ষ" প্রচারকল্পে গুরু পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাহার সহৃদয় বন্ধুগণ অমিত বলে উদ্যোগ করিতেছিলেন। লেখক সাহিত্য রসে বঞ্চিত ও সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত জানিয়াও দ্বিজেন্দ্র বাবু এই নগণ্য বিলাত-বাস-বার্ত্তা 'ভারতবর্ষে' প্রচার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। লেখকের মনেও আস্পর্দ্ধা হইল যে, প্লিনি, ম্যাক্রো-পোলোর পর এমন তথ্যপূর্ণ অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বুঝি আর কাহারও নয়ন-গোচর হয় নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর আকস্মিক এবং শোকাবহ অকাল মৃত্যুতে সে সব কথা চাপা পড়িয়া অব্যাহতির দ্বার প্রশস্ত হইয়াছিল। সম্পাদক মহোদয়গণের সানুগ্রহ আহ্বানে এবং 'ভারতবর্ষের' পাঠকগণের এবং অন্যান্য অনেকের সস্নেহ প্ররোচনায় পাঠক সাধারণের ধৈর্য্যচ্যুতির যে কারণ ঘটিয়াছে, সে বিষয় বর্ত্তমান লেখক সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র পৃথিবীর, সমস্ত গুরুতর ব্যাপারই সভা সমিতির সাহায্যে চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। নৈমিষারণ্যে ঋষি সমাবেশ, ত্রিপিটক সংগ্রহ, বল্লালসেনের কৌলীন্য প্রচার-সভা বা কায়স্থের "একযাই", আমাদের

ন্যাসানেল কংগ্রেস, সাহিত্য-সম্মিলন বা মুসলমানদের Literary ও Educational Conferenceএর সুজাত বংশধর Pan Islamic League সকলই একই নিয়মের বশবর্ত্তী। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর বক্তৃতা-স্পৃহার যাঁহারা বিশেষ বিরোধী তাঁহাদের Parliament, Election Meeting, County Council, Company Meeting এবং সহস্র প্রকারের সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও শিক্ষা প্রচারিণী সভার কার্য্য মূক ভাষায় সম্পন্ন হয় না। "বাক্য-কথন-ভাষার" প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অস্বীকার বা খণ্ডন করিতে পারেন না। এ সকল কার্য্য "সহস্রাধিক" সভা সমিতিতেও কুলায় না। সময়ে সময়ে সাময়িক মহাসভা আহ্বানের প্রয়োজন হয়। Chicago Parliament of Religions of the World, London Universal Races Conference প্রভৃতি ইহার পরিচয় ও প্রমাণ। য়ুরোপের মহাযুদ্ধ অবসানে শান্তিস্থাপন জন্য প্যারিসের প্রতিনিধি সভায় উইলসন, লয়েড জর্জ্জ, প্রভৃতির বিরুদ্ধে এখনও অভিযোগ এই যে সে সভায় কাজের চেয়ে কথা অনেক বেশী হইয়াছে।

ইদানীং যাহা University অথবা বিশ্ববিত্যালয় নামে খ্যাত, বর্ত্তমান সভ্য জগতে লোক শিক্ষার তাহা এক প্রধান উপায়—মতান্তরে ইহার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সে কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে লর্ড ক্যানিংএর মাহাত্ম্যে মেকেলের চিরবাঞ্ছিত বিলাতী University প্রণালীর প্রচলন হয়। লণ্ডন ইউনি-ভারসিটির আদর্শে কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রথম ইউনিভারসিটি স্থাপন হয়। পুরাতন ইউনিভারসিটি কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড আদর্শ তখন ম্লান। কলিকাতার আদর্শেই পরে লাহোর এবং এলাহাবাদে নবীন দুই ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ম্মা, নাগপুর, ঢাকায়, অপর অপর ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠার অল্প-বিস্তর সম্ভাবনা রহিয়াছে। বেহার, কাশীধাম, মাইশোর, হায়দ্রাবাদে নব নব ইউনিভারসিটি স্থাপিত হইয়াছে; বিশ্ববিত্যালয় সম্বন্ধে যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের মত হইলে ক্রমশঃ গৌহাটীতে ও অন্যান্য প্রদেশে ও জেলায়

না হইবাব কোন বিশেষ কাবণ দেখা যায না। আগ্রা, কানপুব, আলিগড়ে নব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, যুক্তপ্রদেশেব শাসনকর্ত্তা স্যাব হাবকোর্ট বটলাব এমন আভাস দিযাছেন। বোধ হয বাজসাহীও বাদ পড়িবে না।

ফ্রান্সেব বোলোন ও প্যাবিসেব দৃষ্টান্তে এবং স্পেনেব সেবিল বিশ্ববিদ্যালয়েব অনুকবণে ইংলণ্ডেব অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজেব প্রতিষ্ঠা বহুদিন হইয়াছে। শুদ্ধ ইংবেজ-জগতে কেন সমস্ত সভ্য জগতে তাহাবা বিজ্ঞান সাহিত্য ও সুকুমাব কলাবিদ্যাব কেন্দ্রস্থল বলিযা বহুদিন সম্মান পূজা পাইযা আসিতেছে। তাবপব এবার্ডিন, সেণ্ট এণ্ড্রুস, এডিনবর্গ, ডবলিন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নবীন ইউনিভাবসিটিব উদ্ভব হয। পবে গ্ল্যাসগো, ম্যাঞ্চেষ্টাব, লিভাবপুল, লীডস, বৃষ্টল প্রভৃতি নবীনতব ইউনিভাবসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকাংশস্থলেই পুবাতন বিশ্ববিদ্যালযগুলি ভিন্ন ভিন্ন শাখাব সাহিত্য বিজ্ঞান অধ্যযনেব জন্য ভিন্ন ভিন্ন যে সকল কলেজ আছে তাহাবই সমষ্টি এবং কোন কোন শাখাব শিক্ষা নিজ তত্ত্বাবধানেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিযা থাকে। নবীনতব ইউনিভাবসিটিগুলি নামে ইউনিভাবসিটি। সেগুলি বাস্তবিক এক একটি প্রকাণ্ড কলেজ মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীব সাহিত্য বিজ্ঞান-শিক্ষা একই কলেজেব তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়। পুবাতন প্রেসিডেন্সি কলেজেব কথা যাহাদেব মনে আছে, তাহাদেব সহজে এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পুবাতন প্রেসেডেন্সি কলেজে এক অধ্যক্ষেব অধীনে একই বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে গণিত সাহিত্য ইতিহাস দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান যেমন শিক্ষা দিতেন, সেইরূপ ইঞ্জিনিযাবিং এবং আইন শিক্ষাও দিতেন। এই শিক্ষা প্রণালীব ফলও নিতান্ত মন্দ হইত বলা দুঃসাহসেব পবিচয় হইবে; কাবণ যাহাবা চিবদিনেব জন্য দেশমুখ উন্নত কবিযাছেন, সে সকল বঙ্গবত্ন সেই "অসম্পূর্ণ" প্রণালী প্রসূত।

ইংলণ্ডেব নবীন ইউনিভাবসিটি সকল এই পুবাতন প্রেসিডেন্সি কলেজ তুল্য এক এক কলেজ মাত্র, কিন্তু নামে ইউনিভারসিটি। বর্ত্তমান কলিকাতা ইউনিভাবসিটি বিলাতী "মধ্য"—পুবাতন-শ্রেণীব ইউনিভাবসিটি, অর্থাৎ ইহার

অধীনে ও সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র কলেজও আছে এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহার তত্ত্বাবধানে ভিন্ন ভিন্ন শাখার শিক্ষাও এখন দেওয়া হয়।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটির অনুকরণে কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা এবং সেই উপায়েই "বিদ্যাবিস্তার" কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রথম কাজ ছিল। ক্রমশঃ কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের অনুকরণে ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধ্যাপনাও ইহার নিজ তত্ত্বাবধানে হইতেছে ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য অনেক উন্নতিও সাধিত হইয়াছে।

নব্য শ্রেণীর অনেক ইউনিভারসিটি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থাপিত হইয়াছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সর্ব্বশুদ্ধ ইংরেজ সাম্রাজ্যে ৫৬টি নূতন পুরাতন ইউনিভারসিটি ছিল। সকল ইউনিভারসিটিতেই এক শ্রেণীর এক ধরণের শিক্ষা এক রকমে দেওয়া হইবে, ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। স্থান, কাল, পাত্র, সমাজনির্ব্বিশেষে ও কেন্দ্রগত পার্থক্যের প্রয়োজন বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষা ও প্রণালী-পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, অথচ শিক্ষাসংক্রান্ত মূলসূত্রগুলির মর্য্যাদা যথেষ্ট রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বোঝাপাড়ার জন্য Universities Congress of the Empire নামে ১৯১২ সালের মে মাসে লণ্ডনে এক মহাসভার আহ্বান হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্য মধ্যে যেখানে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহাদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। ইংলণ্ডেশ্বরের প্রিভীকাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য মুসলমান দলপতি আমীর আলি সাহেব ও কলিকাতার ইউনিভারসিটির ভূতপূর্ব্ব সভ্য ডাক্তার বসু সাহেব কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহারা উভয়েই তখন ইংলণ্ডে।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আমিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হই।

ইহাই বিলাত যাত্রার উপলক্ষ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৈবগণনা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ফলিল। বাধা বিঘ্ন যথেষ্ট ঘটিতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনের

আপত্তির অভাব ছিল না। আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাইবার কিছু বিলম্ব হওয়াতে ডাক্তার রায় আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না; একাকাই চলিয়া গেলেন। "পারিবারিক ও সমাজিক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ও কাজকর্ম্মের লোকসান করিয়া বিলাত যাওয়ার সাধ্য আমার নাই" এমনই একটা সুনামও সঙ্গে সঙ্গে প্রচার হইয়া গেল। অনেকের নানা বিষয়ে এরূপ সুনাম ঘটে। সুনাম প্রচারের বিশেষ ভার গ্রহণ করা এক শ্রেণীর লোকের সংক্রামক রোগ হইয়া দাড়াইয়াছে বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতির বিলাত ভ্রমণবৃত্তান্তে এমনই একটা কথা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। রোগ-শয্যায় পড়িয়া P. & O. কোম্পানীর প্রাসাদ- তুল্য Mantua জাহাজে স্যর রাজেন্দ্রনাথ ও লেডী মুখার্জ্জীর ন্যায় সহযাত্রীর ও আবাল্য বন্ধু ডাক্তার পি. সি. রায়ের এবং সহোদর সুশীলপ্রসাদের সঙ্গলাভ সুবিধায় বঞ্চিত হইলাম। তারপর Egypt জাহাজের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অসুস্থতা বশতঃ তাহাও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। পর সপ্তাহের জাহাজখানির নাম Arabia, তারপর Persia, তারপর India। "রোগ ভোগ উপলক্ষ করিয়া মানে মানে বিলাত-যাত্রার বিপদ হইতে অব্যাহতির পথ অন্বেষণ করিতেছি," এমন সুনাম যাহারা রটাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভৌগোলিক রসিকতারও অভাব ছিল না; তাঁহারা বলিলেন, প্রথম Mantua, তারপর Egypt, তারপর Arabia, তারপর Persia, তারপর India; পরে পরে এই সপ্তাহক্রমে P. & O. জাহাজগুলির যাত্রা-প্রণালী নির্দ্ধারিত আছে; প্রথমগুলিতে যাত্রা হইতে পারে না, শেষটিতে অর্থাৎ Indiaতে "গমন" অথবা "স্থিতিই স্থির" এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেও বাকী রহিল না।

ভৌগোলিক রসিকতা কাজে লাগিল না। Mantua, Egypt, ত্যাগ করিতে হইল বটে; Arabia জাহাজে দুই হাতে দুই লাঠিতে ভর করিয়া উঠিলাম। ধুতি চটী জুতা পরিয়া বিলাত যাইবার জন্য কেহ বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন কিনা প্রত্নতত্ত্বে তাহার প্রকাশ নাই। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এই বেশে যখন হাওড়ায় গাড়ীতে উঠিলাম, আমার কোন ইংরেজ সহ-

যাত্রীর সে দৃশ্য মনঃপূত হইল না। যাঁহারা বিদায় দিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দেশীয় ব্যারিষ্টার ও দুই একজন উর্দ্ধতন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ছাড়া সকলেরই ধুতি চাদর পরা ছিল; উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীর উপস্থিতিতেও সে দোষের খণ্ডন হইল না। আমার সহযাত্রী ইংরাজ, ষ্টেশন মাষ্টারের সাহায্যে, নিজের তল্পিতল্পা অপর গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়ায় উভয়েরই বেশ সুবিধা হইল। সাহেবটির নাম গাড়ীর রিজার্ভ টিকিটেই আমার নামের নীচে লেখা ছিল। তিনিও Hon'ble; তবে সাধারণ Hon'ble নহেন। তাহার পিতা বিলাতের Lord, ভারতবর্ষের কোন সওদাগর আপিসের তিনি অংশীদার। Lordএর পুত্র হইয়াও নিম্নশ্রেণীর ইংরেজসুলভ বাঙ্গালী বিদ্বেষের হাত এড়াইতে পারেন নাই। ধুতি চটি জুতা পরা বাঙ্গালীর সহিত অন্ততঃ কলিকাতার লোক চক্ষু সম্মুখে এক গাড়ীতে যাওয়া তাঁহার অসহ্য।

বাড়ী হইতে বিদায়ের কথা বিস্তার বর্ণনার স্থল ইহা নয়। যাহাদিগের পাঠার্থে এ ভ্রমণ কথার সৃষ্টি হইযাছিল, তাহাদের মনের সহিত সে কথা গাঁথা আছে। কত বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যাত্রা স্থির করিতে হইয়াছিল, ব্যাধিক্লিষ্ট পরিজনবর্গের সুস্থতা ও শান্তি বিধানের এবং সম্মতির জন্য কত চেষ্টা ও চিন্তার প্রয়োজন হইযাছিল, সে সম্বন্ধে বারংবার বন্দোবস্তের জন্য কত আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল সে সকল কথাও এ আখ্যায়িকায় বর্ণনীয় নহে। হিতৈষী আত্মীয় ও কর্ম্মসহায় প্রবীণ ব্যবহারজীবী বাবু কালীনাথ মিত্রের আশ্বাস বাক্য, ভ্রাতৃবৎসল সুরেন্দ্রপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদের উৎসাহ, সহৃদয় ও উদার বন্ধু স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহর্ষি বালানন্দ স্বামী ও শশীভূষণ সান্ন্যাল মহাশয় প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের সহানুভূতি ও উদ্যোগ ব্যতীত একার্য্যের সফলতা সম্ভব হইত না। স্বয়ং পীড়িত; সহধর্ম্মিণীও তদবস্থা এবং আত্মীয় স্বজন সমাজ সকলেই যাত্রার বিরোধী। অথচ নিঃশব্দে যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। নিত্য কর্ম্মস্থান যাতায়াতের পথে, ধীরে ধীরে আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। টমাস কুক কোম্পানীর সাহায্যে সকল বন্দোবস্ত অবাধে হইয়া গেল। শরীর কিছু সুস্থ বোধ হইবামাত্র গমনের বিশেষ উদ্যোগ হইল।

তখনও দুই পায়ে ব্যথা, দুই গাছা লাঠির সাহায্যে ধুতি চটিজুতা পরিয়া আফিস যাতায়াত করি। জজেদের ও ব্যারিষ্টারদের পূজার ছুটীর শেষ দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মস্থানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম, শেষ ঘণ্টা পর্য্যন্ত করা বরাবর দেখিয়া মনে হইত আমি যদি কখন বিলাত যাই তবে এইরূপ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিত্য কর্ম্ম করিয়া নিঃশব্দে যাইব। হৈ হৈ হাঙ্গামার আমার বিসদৃশ বিতৃষ্ণা বলিয়া এ ধারণা হইয়াছিল। কার্য্যেও তাহা সৌভাগ্যক্রমে পরিণত হইল। দেখা শুনা যাহাদের সঙ্গে করিবার প্রয়োজন ছিল, পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই ক্রমশঃ তাহা সারিয়া রাখিয়াছিলাম। মাল পত্রও পূর্ব্বাহ্ণেই যথাস্থানে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। সচরাচর মধুপুর যাইতে হইলেও যে গোল মাল সোর সরাবৎ পড়িয়া যায় তাহাও এক্ষেত্রে বর্জ্জন করিব স্থির করিয়াছিলাম। এমন কি সুরেশ প্রভৃতিকে ও ছেলেদেরও ষ্টেশনে যাইতে বারণ করিয়াছিলাম।

তথাপি যাত্রার সময় দেখা করিবার জন্য অনেকে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। আমি তখনও আপিস হইতে ফিরি নাই এবং যাইবার মোট ঘাটের কোন বাহ্য চিহ্ন না দেখিয়া অনেক সদয় আত্মীয় গা টেপাটিপি করিয়া মুচকী হাঁসিয়া বলাবলি করিয়াছিলেন যে যাইবার গুজব সর্ব্বৈব মিথ্যা, বম্বে পর্য্যন্ত যাইয়া কোন ওজরে ফিরিয়া আসিবার চিহ্নও তাঁহারা দেখেন নাই।

যেমন আপিস হইতে আসিয়া মুখ হাত ধুই তাহা করিলাম। পাইলাম না কেবল বিশ্রাম করিতে, এবং পারিলাম না কেবল আহার করিতে। সযত্নে প্রিয়জন হস্ত পরিবেশিত বিবিধ ভোজ্যপেয় যথাস্থানে পড়িয়া রহিল। উপবাসী দেহ প্রাণ মন লইয়া মহাকার্য্যের উপযুক্ত সংযম আয়োজন হইল। হেথা সেথা যাইবার জন্য নিত্য যেমন সাজি সেই ধুতি চাদর সাজেই সাজিলাম। পায়ে দারুণ ব্যথার জন্য বেশীর ভাগ চটি জুতা এবং ভর দিবার জন্য দুগাছা লাঠি। চারি দিকে জলভরা মেঘ; একবার বিন্দু বিন্দু পাত আরম্ভ হইলে বর্ষা কালের প্রবল বন্যার অসম্ভব নয়। বাঁধ ভাঙ্গিতে কতক্ষণ? দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ প্রচার করিলাম যে কয়েকটা চোখে জল

দেখিব, ফিরিতে তত মাস বিলম্ব হইবে। ষ্টেশনে যাইবার জন্য যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককেই নিবস্ত করিলাম।

যত অল্প আড়ম্বরে সেখানে যাওয়া সম্ভব তাহা করিয়াও ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দেখি গাড়ীর নিকট বহু বন্ধুজন বিদায় লইতে উপস্থিত; আরামের সকল আয়োজন তাঁহারাই করিয়া রাখিয়াছেন। কথাবার্ত্তায় এবং আয়োজনে বিদায় ক্লেশ বিস্তর চাপা পড়িল।

গোটা গাড়ীখানার অসম্ভাবিত এক চেটিয়া দখল পাইয়া সুবিধা বই অসুবিধা হইল না। শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ; এরূপ ভ্রমণ-প্রারম্ভে নির্জ্জনতা ক্লান্ত মানবের সম্পূর্ণ উপযোগী।

উল্লিখিত সাহেবটির দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি জাহাজেও আমার সহযাত্রী ছিলেন। জাহাজে চার জন Knight ছিলেন; Sir Allen Arthur, Sir William Dring, Sir Guy Fleetwood Wilson এবং Sir George Sutherland সকলেই আমার পরিচিত, সকলেই জাহাজে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন এবং সতত সাদর সম্ভাষণে আমার উল্লিখিত সহ-যাত্রীকে শীঘ্র "নব চক্ষু" প্রদান করিল এবং উপযাচক হইয়া তিনিও ক্রমশঃ আমার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তাঁহার ঈর্ষাক্লিষ্ট ব্যবহারের কথা কিছুমাত্র মনে আছে এমন চিহ্নই প্রকাশ করিলাম না; সাহেব নিজেকে "বিলকুল্ সেয়েনা" মনে করিয়া ধন্য হইলেন। এ শ্রেণীর লোক এরূপ অবস্থায় নিজের ভ্রম বুঝিয়া ভারতবাসীকে আপ্যায়িত করিতে স্বয়ং বাধ্য হয় ইহা মন্দ নয়। গায়ে পড়িয়া আদর আপ্যায়ন খুঁজিতে গেলেই বিপদ ঘটে।

সকল ইংরেজ-যাত্রীই এ শ্রেণীর নয়। মধ্যরাত্রে হাজারিবাগে বন্দুক তোষদান লইয়া একজন সৈনিক কর্ম্মচারী সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইলেন। তাঁহাকে ধুতি চটী জুতা দেখিবার যথেষ্ট অবকাশ ও সুবিধা দেওয়া সত্বেও তিনি কক্ষান্তর গমন প্রয়াসের চিহ্নমাত্রও দেখাইলেন না। ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখাইতেও তিনি কৃপণতা করেন নাই। সমস্ত পথ বাইবেল পড়া, ভগবদারাধনা

ও সদালাপ ছাড়া তাঁহার অন্য কাজ ছিল না। অপর শ্রেণীর ইংরেজের ইতর ব্যবহারে ইংরেজ-সুনাম ও ইংরেজ-শাসনের যে দারুণ ক্ষতি করে এই শ্রেণীর ইংরেজের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও প্রায়শ্চিত্ত হয়—অন্ততঃ হওয়া উচিত। রেল ও জাহাজ-যাত্রা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যেও ইতর ব্যবহারের অপ্রতুল নাই। ব্যক্তি-বিশেষের কি সম্প্রদায়-বিশেষের অপরাধ ও ত্রুটির জন্য সমস্ত জাতিকে অপরাধী করিলে উভয় জাতিরই ক্ষতি এবং উভয় পক্ষের নিতান্ত অন্যায়। সমাজ সংসার সবই ভাল মন্দ মিশাইয়া। কোন গতিকে সব চালাইয়া লইয়া মোটের উপর যৎকিঞ্চিৎ সুফল যিনি দাঁড় করাইতে পারেন তিনিই মানুষ। গোলাপ বাগানে বাস করিলেও কাঁটা আছে,—শুকনা পাতা আছে। আর সকলের ভাগ্যে সাজান গোলাপ বাগান ত জোটে না। এ সব সত্য যিনি জীবনে উপলব্ধি করেন এবং তদনুসারে কিয়ৎপরিমাণে কাজ না করিবার চেষ্টা করেন, তাহার সমাজে বা সংসারে থাকা কঠিন।

"দাড়ী বাবা।"

এ সকল কথার বিশেষ অবতারণার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সন্দেহের সম্ভাবনা বলিয়া দুই একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন। বিলাতে গিয়া যাহারা ভাল সমাজে মিশিবার সুবিধা ও অবকাশ পাইয়াছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ও ঘোষণা করিবেন যে, ভদ্র ইংরেজের—কি স্ত্রী, কি পুরুষ—অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গীণ ভদ্রতা সর্ব্বত্র সহজে দেখা যায় না। সামাজিক ভদ্রতায় আচার-ব্যবহারে, আতিথ্যে এ শ্রেণীর লোককে পরাস্ত করা আয়াসসাধ্য। ভারত-বাসীর আতিথেয়তা সর্ব্বত্র চির-প্রসিদ্ধ। যথাস্থানে ইংরেজি আতিথেয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবাসীরও তাঁহাদের নিকটে এ বিষয়ে শিখিবার অনেক জিনিস আছে। কিন্তু শিখিবার সুযোগ সুবিধা ত ক্রমশঃ কম হইয়া আসিতেছে; ইহা উভয় সমাজের দুর্ভাগ্য, লোক-সাধারণের দুর্ভাগ্য এবং শাসনকর্ত্তাদিগের ও শাসন-প্রণালীর দুর্ভাগ্য। পরস্পর যাওয়া জানাশুনা মেশামিশির সুবিধা না হইলে পরস্পরের সহিত যথেষ্ট

বোঝাপড়া কঠিন এবং যথার্থ সহানুভূতির সৃষ্টি অসম্ভব। শুধু বক্তৃতা ও রেজোলিউশনে সহানুভূতির আধিক্যে মঙ্গল অপেক্ষা মন্দফল অধিক হইতেছে। কারণ খাঁটি জিনিসের অভাব ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যথার্থ উচ্চশ্রেণীর সহৃদয় ইংরেজ এদেশে আসিয়া সার সত্যের আলোচনা অনুধাবনা করিলে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে অনেক কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যায়। এবং সহৃদয় ভারতবাসী বিলাতে গিয়া সেই শ্রেণীর লোকের সহিত সমমর্য্যাদায় মেশামেশি করিলেও তাহাদের মন্দ ধারণা কাটিয়া আসে এবং ক্রমশঃ মনে হইতে পারে যে ভারতবর্ষে বন্য, কেউটে, কলেরা, বাঘ ও প্লেগ ছাড়া আরও গ্রহণীয় বস্তু আছে।

এভাবে মেশামিশির প্রয়োজন যত বাড়িতেছে তাহার সুবিধা তত কমিতেছে। ইহা যথার্থ উন্নতির প্রধান বিঘ্ন। কিসে এ অন্তরায়ের তিরোধান হইতে পারে তাহার চিন্তা ও উপায় উদ্ভাবন ভাবুক ভারতপ্রেমিক মাত্রের প্রথম কর্ত্তব্য। অনেকে বিলাতে যান অথবা ভারতবর্ষে আসেন যাহাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন বা অধিকার নাই। সে যাওয়া আসায় কুফল বই সুফল অসম্ভব। আবার অনেকের যাওয়া এবং আসা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহাদের ও আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিতেছে না। শীঘ্র ঘটিবে বলিয়াও বোধ হয় না। অতএব যাহারা যান কিংবা আসেন তাঁহাদের কর্ত্তব্যভার ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সেই গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র ইঙ্গিত করা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য। বিলাত-যাত্রী ও বিলাতবাসী ভারতবাসী বিদেশীমাত্রেরই নিকট ভারতমাতার প্রতিনিধি ও দূতস্বরূপ। তাঁহাদের ব্যবহার, সুনাম, কুনামের উপর মাতার সুনাম কুনাম কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। ভারতপ্রবাসী ইংরেজগণ সম্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণরূপে খাটে। একজন উদ্ধত দুশ্চরিত্র ও দুর্ব্বিনীত ইংরেজ সমগ্র জাতির ও শাসনতন্ত্রের কি ভয়ানক অযশ ও ক্ষতি করে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিলে তাহাদের সাবধান হইবার সম্ভাবনা থাকিত এবং তাহাদের প্রতি সময়ে সময়ে যে অযথা সহানুভূতি বর্ষিত হয় তাহারও হ্রাস হইত।

কলিকাতা হইতে বম্বের পথ, বম্বে হইতে মার্সেলেসের পথ, মার্সেলেস্ হইতে লণ্ডনের পথ নিপুণ সাহিত্য-শিল্পিগণ বহুবার বর্ণনা করিয়াছেন। নূতন বলিবার

কথা বড়ই কম। তবে সকলের চক্ষে সকল জিনিস সকল সময় সমানভাবে লাগে না। এই তারতম্য অনুসারে দুইচারি কথা যাহা মনে হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। সমান নম্বরের চশমা যাঁহারা ব্যবহার করেন কাহারও কাহারও চক্ষে দুই একটা কথা একভাবে লাগিতে পারে। ভিন্ন নম্বর চশমা ব্যবহারীর সহিত দৃষ্টি-সামঞ্জস্য-প্রয়াস বৃথা।

"চাটুয্যে মহাশয" আমার সহিত দেখা করিতে বেনারস হইতে মোগলসরাই আসিয়াছিলেন। কাশীধামের অন্যান্য অনেক বন্ধুবর্গ বিদায় দিবার জন্য সদলে মোগলসরাই পর্য্যন্ত কষ্ট করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা পরম আনন্দ ও শ্লাঘার কথা।

সর্ব্বদেবতার নির্ম্মাল্য ও আশীর্ব্বাদ লইয়া চাটুয্যে মহাশয় আসিয়াছিলেন। পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্ন্যাল মহাশয়, যিনি সেবারাম কাশী-কিঙ্কর নাম গ্রহণ কবিয়া কাশীধামে গৃহস্থ সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ হইয়া লোক শিক্ষায় জীবনযাপন করিতেছেন, যাঁহার গভীর ধর্ম্মানুরাগ আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অপূর্ব্ব বক্তৃতাশক্তি ভক্তগণের ভক্তি আকর্ষণ করে, তিনি চাটুয্যে মহাশয়ের দ্বারা স্বহস্ত-লিখিত আশীর্ব্বাদ-পত্র পাঠাইয়াছেন। "খুকীর" কথায, "খুকীর" অগণন আত্মীয়-আত্মীয়ার কথায় গতিশীল রেলগাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। জগৎ খুকীময়—খুকীর আত্মীয়া আত্মীয়ময় হইয়া উঠিল; মনে বষ্ট হইল কঠোর কর্ত্তব্য-অনুরোধে এই সৌন্দর্য্য, এই আরাম এই শান্তি ছাড়িয়া যাইতেছি। ভগবৎকৃপায় যখন আবার ইহাদের মধ্যে স্থান পাইব তখন পুনরায় শান্তিলাভ হইবে।

কাশীর "দাড়ী বাবা" সোৎসাহ কথার কলকল ধ্বনিতে গাড়ী পূর্ণ করাতে সমভিব্যাহারী কাপ্তেন সাহেব কি মনে করিতে লাগিলেন জানি না। তবে রাজা মাধোলালের কর্ম্মচারীর সহিত ধুতি-চটিজুতা-পরিহিত অপূর্ব্ব-দর্শন জীবটি ইংরেজিতে কথাবার্ত্তা কহাতে কাপ্তেন একটু "চেঁচিয়ে চাহিলেন"; ইংরেজীজানা আছে বুঝিয়া দুই একটা কথা কহিলেন। তারপর গরম হাওয়া ইলেকট্রিক পাখা ইত্যাদি খরতর প্রসঙ্গ লইয়া ক্রমশঃ কথা ও আলাপ চলিল।

সকল "সাহেব" সমান নয়। মধ্যে মধ্যে অনেক বেশ ভাল লোক দেখা যায়। এ লোকটিও তাই; সমস্ত দিনই তাঁহার বাইবেল পাঠ প্রার্থনা ও আরাধনাতে কাটিল।

. পরদিন বম্বে প্রেসিডেন্সিতে এক বিপরীত দৃশ্য দেখিলাম। সে কথা এখানে শেষ করিয়া রাখি। দুইজন রেলের বড় কর্ম্মচারী আমাদের গাড়ী আক্রমণ করিলেন। মিস্ চক্রবর্ত্তীর—ইঁহার কথা পরে লিখিব—খাতিরে ধুতি ছাড়িয়া প্যাণ্টলুন পরিয়াছিলাম; তাই এই বিপদ ঘটিল। নতুবা গাড়ীতে ধুতিপরা কুলী দেখিলে এই সাহেব পুঙ্গবেরা গাড়ীতে পদার্পণ করিতেন না; সাহেবদের একজন বিবাহ করিতে বিলাতে যাইতেছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ বিস্তর দেশীয় কর্ম্মচারী মঙ্গল-কামনা করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। মালা, তোড়া নমস্কারের আদান-প্রদান খুব ধুমধামের সহিত হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পর আলাপ-পরিচয় করিয়া আমিও মঙ্গলকামনা প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় সাহেব অবতারদ্বয় ষ্টেশন ছাড়িবার এক মিনিট পরেই ঘৃণা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সহিত মালা তোড়া ও সোণার তারে বিজড়িত মঙ্গল চিহ্ন সকল দ্রুত নিক্ষেপ করিয়া একবারে গাড়ীর বাহির করিয়াদিলেন। মনে হইল সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আমার দেশকে, আমার আত্মীয়গণকেও যেন নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহা ত নয়। শীঘ্র পুনরায় এই দেশের অন্নে প্রতিপালিত হইতে "যুগল" ফিরিয়া আসিবেন। এই সকল নরাকার বর্ব্বর-গণের দোষেই দেশীয় ভদ্র লোক ও ইংরেজগণের মধ্যে সদ্ভাব হয় না; রাজরাজেশ্বর তাঁহার চিরস্মরণীয় বক্তৃতায় সহানুভূতির ও আশার অনেক কথা কহিয়াছেন; কিন্তু পথে ঘাটে এই সকল দুর্দ্দান্তের দমন না হইলে সাধারণের মনে আসল কথা বসিবে না।

আসল কথা ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়াছি। চাটুয্যে মহাশয়কে যাহারা জানেন তাঁহাদের জন্য তাঁহার পরিচয় এখানে দিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা না জানেন তাঁহাদিগকেও পরিচয় দিবার প্রয়োজন বা কোন ফলও নাই। তিনি বহুদিন কাশীবাস করিতেছেন। ৮২ বৎসর বয়সেও বালকের সরলতা,

যুবার অদম্য উৎসাহ ইঁহাতে বর্ত্তমান। দুই বৎসর হইল পদব্রজে কেদারনাথ দর্শন করিয়া গত বৎসর নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আমাদের বংশের ও পরিবারের চিরহিতৈষী, পিতার অকৃত্রিম আজন্ম-সুহৃদ চাটুয্যে মহাশয়কে না দেখিয়া গেলে বিলাত যাত্রার বিদায়-আশীর্ব্বাদ সম্পূর্ণ হইত না বলিয়া মোগল-সরাই পথে বম্বে যাত্রা করিলাম। সম্পদে বিপদে পিতার অভিন্ন-সুহৃদ শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েব সহিত দেখা না করিয়া গেলে তিনি বম্বে যাইয়া দেখা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। সুখ-দুঃখ সম্মান-অসম্মান, সমভাবে ভোগ করিয়াছেন। পিতার পত্রগুলি বেদ পুরাণের ন্যায় যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছেন। পিতৃত্যক্ত বহু যত্ন রক্ষিত, বহুস্মৃতি বিজড়িত একগাছা লাঠী আমায় দিয়াছেন—তাহা আমার বিলাতের সহযাত্রী। আমাদের বিবাহে, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে, সুখ দুঃখের কোন কাজে চাটুয্যে মহাশয় উপস্থিত না থাকিলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। পিতার শেষমুহূর্ত্তে নিজের হৃদয়ের উত্তেজনায়, চিঠি টেলিগ্রামের অপেক্ষা না করিয়া, সাধনা বলে আমাদের ভাবী বিপদ, ধারণা করিয়া আমাদের পূর্ব্বে মধুপুরে পিতার শেষ শয্যার শিওরে তিনি ছিলেন, শ্মশানে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, পিতৃ স্মৃতিরক্ষার্থ নির্ম্মিত মধুপুরের শ্মশান ঘাট-নির্ম্মাণে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। চাটুয্যে মহাশয়ের আগ্রহে এবং উৎসাহে মধুপুর আমাদের তীর্থ হইয়াছে। আমার বিদেশ অবস্থানকালে পরিবারবর্গকে লইয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন চাটুয্যে মহাশয়। সেই চাটুয্যে মহাশয় আমার বিলাত-যাত্রার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আশীর্ব্বাদক। আমি বেঙ্গল নাগপুর পথে যাইলে দেখা হইবে না, এই চিন্তায় কয়েক সপ্তাহ তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত ছিলেন এবং কত পত্র লিখিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে দেখিতে ও দেখা দিতে মোগল সরাই পথে আসিতে হইয়াছে। ষ্টেসনে তাড়াতাড়ি দুই চারি কথা কহিয়া আশা মিটিবে না বলিয়া স্বয়ং টাকা খরচ করিয়া মৃজাপুর পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে কথা কহিবার অনুরোধে ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট খরিদ করিয়াছিলেন। পরে টিকিটের দামটি দেওয়াতে যেন তাঁহার কষ্ট বোধ হইল। যেন তাঁহার সব সুখটা নিজের হইল না বলিয়া

গ্লানি বোধ হইল। ভাবিলাম এই সকল সুখ-স্নেহের মধ্যে আবার কত দিনে ফিরিব?

মৃজাপুর পৌঁছিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। চাটুয্যে মহাশয়কে নানা পরিচয়ের সহস্রাংশেব এক অংশ দিবাব পূর্ব্বে গাড়ী মৃজাপুরে পৌঁছিল; তিনি কাতব নয়নে বিদায় লইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে—এখন দুর্ভাগ্য বলিব না—তখন গবম খুব পড়িয়াছে। ক্যাপ্টেন রোজেব অনুমতি লইয়া সব জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্তঃ-প্রেক্ষণের সুবিধা ও অবকাশ পাইলাম। আকাশ পাতাল পৃথিবী সব চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল। খুকীর রাজ্য, খুকীর জগৎ, খুকাব অধিকার সর্ব্বত্র বিস্তৃত। শুনিয়াছিলাম কোন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি এই অবস্থায় পড়িয়া দ্বিতীয় বিলাত-যাত্রাব অকাল-মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। সেটা তাঁহার প্রথম যাত্রা বলিয়াই জানা ছিল। সম্প্রতি তাঁহার আত্মকাহিনীতে দেখিয়াছি সেটা প্রথম নয় দ্বিতীয় যাত্রা। সেদিন আমাব এক আত্মীয়েব সহিত বিলাত-যাত্রাব পূর্ব্বে শেষ দেখা হয়; তিনি আধ রাগ আধ স্নেহস্বরে বলিয়াছিলেন "তুই বাবু বম্বে হইতেই ফিবিয়া আসিস্।" আমাব মনেব গতি যেন ক্রমশঃ সেইরূপ হইয়া উঠিল; কলিকাতায় সকলকে ভয় দেখাইয়া ধমক দিয়া কয়েকদিন ধবিয়া যে বাঁধ দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী কাশীবাসী পিতৃবন্ধু সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া পলায়ন করিলেন।

গবম ক্রমশঃ যাহা বাড়িতে লাগিল তাহা বলিবাব নয়। ইলেক্‌ট্রিক পাখা দুইখানা যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল; একখানা বন্ধ হইয়া গেল। ক্যাপ্টেন সাহেব ও আমি ধরাধবি করিয়া কাঁচির সাহায্যে মেরামত করিলাম। এরূপ আত্মনির্ভর বহুদিন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সময়ে সময়ে দারুণ অগ্নি-উদ্গীরণ নিবারণ করিবার জন্য পাখা বন্ধ করিতে হইল। বহুকাল যে বরফ স্পর্শ করি নাই, দুইবার তাহা আনিতে হইল; সন্ধ্যার পর গবম আরও বাড়িল। জানালা খুলিয়া দিয়াও পরিত্রাণ নাই। ধূলা ও কয়লার অত্যাচারে তাহাও বন্ধ করিতে হইল। সাহেবটিকে যা বলিতেছি

তাহাই কবিতেছেন। সৌভাগ্যেব মধ্যে গবমে মাটিব কুঁজাব জল ববফের অপেক্ষাও শীতল। আহাবেব মধ্যে সন্দেশ ফল যতক্ষণ চলে ততক্ষণ চালাইলাম।

সন্ধ্যাব সময় জব্বলপুবে গাড়ী পৌছিল। বাহিব হইতে আলোকমালা শোভিত সহবের বড পাবিপাট্য দেখিলাম। কিন্তু সহবেব শোভাব প্রতি লক্ষ্য এখন কম।

বাতগ্রস্ত পায়ে বেশমেব রুমাল বাঁধিযা ছিলাম; গবমে তাহাও ফেলিয়া দিতে হইল। নিদ্রাব নাম ত নাই; সাহেব কিন্তু অকাতবে ঘুমাইতেছেন। বাতি নিবাইযা কাপড চোপড় ছাড়িয়া পূর্ণ মাত্রায বাঙ্গালী হওয়ার সুবিধা হইল, তাই বক্ষা।

বোম্বাই পথে।

পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়েব পবম-ভক্ত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী জব্বলপুবে ছিলেন; পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে বোধ হয কৈলাস বাবু ষ্টেসনে আসিয়া দেখা করিতেন। তিনি সংস্কৃত কলেজেব ছাত্র—বউ বাজাবেব বাসায় "মানুষ"; জব্বলপুব কলেজেব সংস্কৃতেব অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত-কলেজেব পুবাতন-ছাত্র যে যেখানে আছেন, জ্যেষ্ঠতাতেব ভ্রাতুষ্পুত্র ও পিতাব পুত্র বলিয়া উত্তব-ভাবতেব একসীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত যখন যেখানে গিয়াছি, তাঁহাদেব নিকট যে আদব অভ্যর্থনা পাইযাছি তাহাব পবিচয় দিয়া ফুবাইতে পাবি না। প্রাচীন-ভাবতেব গুরুভক্তি জ্যেঠামহাশয়েব বহুসংখ্যক ছাত্রে দেখিয়াছি; চিকিৎসা বা অপব সূত্রে পিতাব নিকট যে উপকাব পাইয়াছে, তাহাব প্রত্যুপকাব তাঁহার বংশধবেবা অজস্র পবিমাণে পাইয়াছে ও পাইতেছে।

অনেকের মনে হইতে পাবে যে, যুবোপ-প্রবাস-বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এত ব্যক্তিগত কথাব উল্লেখেব কাবণ কি? কাবণ এই যে, জীবনেব এই সকল সন্ধিস্থলেই বাল্যস্মৃতিব আলোচনাব প্রচুব অবকাশ স্বতঃপ্রবৃত্ত।

এদেশের গাছপালা, মাঠ, ঘাট, খোলাব ঘব, মানুষ সবই বাঙ্গালার মত। বিলাত-যাত্রার উদ্যোগেব মধ্যে WASHINGTON IRVINGএর SKETCH BOOK এর Voyage, R. C. Duttব THREE YEARS IN EUROPE পুনঃ পাঠেব কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। Voyage নামক অধ্যায় হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাধীর গুরু-গম্ভীরস্বরে, তান-লয় ও মস্তক-বিকম্পনসহ shoals of porpoises সম্বন্ধে যে বাক্-চিত্র আঁকিতেন,

তাহা যেন এখনও মনশ্চক্ষে—ও কানে—লাগিয়া আছে। হেয়ার স্কুলের ছেলেদের উচ্চারণ ও পাঠের যে কিছু দোষগুণ তাহা নীলমণিবাবু ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দোষগুণে হইয়াছিল। দোষ, কি গুণ, সেকথা বলা আমার মুখে সাজে না। ১৮৭৭ সালের এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর Hand সাহেবের ক্লাসে যখন Presidency Collegeএ সকল স্কুলের ছেলেরা সমবেত হইল, তখনই পাঠ ও উচ্চারণ সম্বন্ধে প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে হেয়ার স্কুলই যে লাভ করিয়াছিল, তাহা নিলমণিবাবু ও কৃষ্ণবাবুর গুণে। Bengal Councilএর প্রথম Electionএ কৃতকার্য্য হইবার পরদিন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদধূলি লইতে যাইবার পূর্ব্বে পথে কৃষ্ণবাবুর পায়ের ধূলা লইতে গিয়া একবার তাঁহাকে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। বড় খুসী হইয়াছিলেন। সাশ্রু নয়নে সে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন ছেলেরা ভুলিয়াছে যে আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।

Voyageএ WASHINGTON IRVING বলিয়াছেন, যে মহাদেশ পর্য্যটনকালে দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে যাইতে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় যে ভাষা, লোক, জন, ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি—সবই যেন শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দীর্ঘকাল সমুদ্র যাত্রায় তাহা ঘটে না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, পরস্পরের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বা মহাদেশের মধ্যেই গণ্য; আর্ভিং কথিত প্রাদেশিক পার্থক্য বম্বে অঞ্চলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বড় বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান হইল না। সমুদ্র-যাত্রায় এ প্রভেদ উপলব্ধি করা যায় কি না, জানিবার অবকাশ বহু সাধনার পর আসিয়াছে। সমুদ্রের অন্য বিপদ-বিভীষিকা অপেক্ষা বমন বিভীষিকাই প্রবল। যদি গা-বমি-বমির হাত হইতে এড়াইতে পারা যায় তাহা হইলেই একথা বুঝিবার সম্বন্ধে অনেকটা সাহায্য হইবে। আপাতত স্থলপথে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহাই বিবৃত হইল।

পি. এণ্ড ও জাহাজ—এরেবিয়া।

১০ই মে রাত্রি ৯টায় জাহাজের উপর প্রথম সন্ধ্যার ভোজন শেষ হইল ডেকে খানিক বেড়াইয়া ভাল লাগিল না। নিজের ক্যাবিনে গিয়া ধুতি পরিঃ

পুরা-বাঙ্গালীবাবু সাজিয়া শয়ন করিলাম—নিদ্রার চেষ্টা বিফল হইল!—নিদ্রার চেষ্টা আজ বোধ হয় বৃথা। শয্যাত্যাগ করিয়া চির-সহচরী লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

লেখনীর ইতিহাস লিখিয়া বর্ত্তমান অধ্যায় আরম্ভ করিতে হইতেছে। জি. আই. পি. রেলওয়ের মনমাদ ষ্টেসন পার হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় খরিদ Stylographic কলম প্রাণপণে সেবা করিয়াছিল। গয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এক কলম কালীর সাহায্যে পূর্ব্ব কথিত কাহিনী চল্‌তি গাড়ীর অজস্র ঝাঁকুনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'আ'কার 'ই'কার 'স'কার 'র'কার কে কাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। চাতি গাড়ী জাহাজ নৌকা-রেলপথই বর্ত্তমান-কাহিনীর সূতিকাগার। অতএব ইহাতে গুণ বাহুল্য সন্ধান নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্ফল। stylo ক্রমাগত লিখিয়াছে—বিশ্রাম নাই। এরূপ অত্যাচারী প্রভু, অথবা সহচরকে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া, মনমাদ পার হইয়াই, লেখনী ধর্ম্মঘট করিল, যে সে আর চাকরী করিতে পারিবে না। ওজর হইল - খাবার নাই, কাজ করিব কি করিয়া? অর্থাৎ, কালী ফুরাইয়াছে, লিখিব কি করিয়া?—সত্য কথা বটে। বিনা রসদে কে কবে সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, এমন কি পারমার্থিক কাজই বা করিয়াছে?—বাধ্য হইয়া লেখা বন্ধ করিতে হইল। লিখিবার জন্য কালী ব্যাগের মধ্যে শিশিতে ছিল; কিন্তু চল্‌তি রেল-গাড়ীতে লেখার অভ্যাস আয়ত্ত করা হইয়াছে বলিয়া, শিশি হইতে কালী লইয়া কলমে পূরিবার অভ্যাস অচল গৃহমধ্যেও এখনও করিতে পারি নাই। নিজস্ব stylo কলমে লেখার এই সূত্রপাত। ছেলেপুলের কালী-ভরা কলম ধারধোর করিয়া এ যাবৎ বিষয়যাত্রা সম্পন্ন হইয়াছে। ডেস্কের চাবি খুলিতে, ছুরি খুলিতে, দড়ির বাঁধন খুলিতে যাহাকে এখনও পরের সাহায্য লইতে হয়, দুঃসাহস করিয়া সে বিলাত চলিয়াছে কি করিয়া—তাহার পরিচয় কি দিব।

যাহা হউক, এই তিন দিন রেল ও জাহাজে স্বায়ত্তশাসনের ও স্বাবলম্বনের যে সাধনা ও সিদ্ধি হইয়াছে, তাহা ত্রিশ বৎসর হয় নাই। যাহাকিছু বাল্য-

জীবনে ও প্রথম-যৌবনে ছিল, তাহা বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। আপিস হইতে আসিলে চাদরখানি হাত হইতে লইয়া এবং—"দশরথ" নামধারী শ্বশুরের নাম ধরিবে না বলিয়া, "দশটা বাজার" পরিবর্ত্তে "দু-পাঁচ বাজা" বলা—"মেনোর ঝি"র সাহায্যে বারান্দায় পা ধুইবার জল ও গামছা দেওয়ার ব্যবস্থায় যে কি কুফল হইয়াছিল, এবং সেই অবধি যে কি অপদার্থ হইয়াছি, রেলগাড়ী ও জাহাজের practical classএ পড়িবার সময় তাহা বুঝিবার অবকাশ পাইয়াছি! আফিংএর নেশায় ভোর করিয়া দিতে পারিলে কোথাও পালাইবার যো থাকিবে না—এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, বহুবর্ষব্যাপী এই ফাঁকির আয়োজন। তারপর, কাপড়-খোঁজা, আর চাবি খোলার বিদ্যাটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি!—এমন লোকের পক্ষে নিকট-বার্দ্ধক্যে বিলাতযাত্রা যে নিতান্ত দুঃসাহসিক কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। সেবা-স্নেহ-যত্নের মিষ্টতা যে কত মধুর, ক্রমে তাহা মনে পড়িবার অবকাশ বাড়িতেছে!—প্রথম জীবনের কষ্ট-সহিষ্ণুতাই লোককে মানুষ করিয়া তুলে। যে ছেলেপুলেদের ভাগ্যে সে সুবিধা না ঘটে, তাহাদের মানুষ-হইবার সম্ভাবনা কম। যেসব ছেলেপুলের জুতা-সাফ করিয়া দিতে, খাবার-জল গড়াইয়া দিতে হয়—আপিসের পোষাক, স্কুল-কলেজের কাপড় বিছানার উপর সাজাইয়া রাখিতে হয়, তাহারা পথের ভিখারী অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য। এ মধুর যত্ন-সেবার সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাদ পাইবার অধিকার উপার্জ্জন করিবার তাহারা অবকাশ পায় না—মানুষ হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারে না।

কথা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।—রেলওয়ের চলন্ত গাড়ীতে কালীর বোতল খুলিতে পারিব না, কিন্তু বম্বে পৌঁছিয়াই কালী ভরিয়া পুরা দমে কাজ লইব এই ভয় দেখানতে লেখনী বম্বে পৌঁছিয়াই অন্তর্ধান হইলেন! সঙ্গে সঙ্গে "রৌদ্র-চশ্‌মা"—লোহিত-সমুদ্রের লোহিত-উত্তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যাহা যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাও—ষ্টেশনের বিষম ভিড়ের মধ্যে অন্তর্ধান হইল!—বম্বে সহরে পদার্পণ করিয়াই এই লাভ! লেখা বন্ধ। দেখা বন্ধ। পুলিশ থানাতল্লাসী পর্য্যন্ত করিয়াও

কিছু হইল না।—পরিশেষে, পুনরায় Stylo এবং Sun-glass খবিদ কবিয়া তবে অন্যকাজ।

বম্বে কথা-প্রসঙ্গেব পূর্ব্বে পূর্ব্বকথাটা সাবিষা লই। মনমাদ পাব হইয়া মনে হইল যে, Washington Irvingএব Voyage প্রবন্ধেব কথাটা এই প্রদেশে কতকটা সত্য। এতক্ষণ যে দেশগুলাব মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম তাহাদেব গাছপালা, পাহাড়, মাঠ, বাড়ী, ঘব, লোকজন প্রভৃতিব মধ্যে বিশেষ পার্থক্য মনে হয় নাই। বাঙ্গালায আছি, কি বেহাবে আছি, কি উত্তব-পশ্চিমে—যাহাকে এখন যুক্ত-প্রদেশ বলে—আছি, তাহাব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় নাই। বাঙ্গালা, বেহাব, উত্তব-পশ্চিমেব ঘব দ্বাব-ক্ষেত্র এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য কতকটা একইরূপ। মনমাদ ছাডিযা বিশেষ পার্থক্য লক্ষণ আবম্ভ হইল। গরু-বলদগুলি হৃষ্টকায়, লোকজনগুলি পুষ্ট ও বলবান, ঘব দ্বাবগুলিও পবিষ্কার পবিচ্ছন্ন। এমন কি খোলাব ঘবেব খোলাগুলিতেও যেন বাঙ্গালাদেশসুলভ কৃশত্বেব অভাব। কৃষকেব পায় জুতা, মাথায় পাগড়ী। চষা-জমি ক্রোশেব-পব-ক্রোশ-ব্যাপী—যেন সবজী-বাগান কবিবাব জন্য যত্ন কবিয়া চষিয়া পবিষ্কাব কবিয়া বাখিয়াছে। যেন ধান-যব-গমেব চাষেব জমি নয়।—নূতন দৃশ্য বটে! হয় ত, কেহ বলিবেন দশ-শালেব বন্দোবস্তে কৃষক ও ভূস্বামীকে অলস অপদার্থ করিবাব অবসব বম্বে প্রদেশ পায় নাই, তাই এই প্রভেদ।

ক্রমে দূবে মেঘমালাব মত সহ্যাদ্রি "নয়ন পথেব পথিক" হইল; "নিদাঘ মার্ত্তণ্ডেব মবিচীমালাব" প্রচণ্ড উত্তাপে" সহ্যাদ্রিব "উলঙ্গ সৌন্দর্য্য" বড় মনোবম বোধ হইতেছিল না। দারুণগ্রীষ্মে কবি-ভাব,—"প্রত্নতত্ত্বকমবিৎ"-ভাবসব যেন তিবোধান পাইতে লাগিল। কোন্ গিবিশিখবে পুণ্যশ্লোক শিবাজীব 'বাজগৃহ' ছিল, কেথায় বা বসিয়া 'পার্ব্বত্য মূষিক', মাউলী "দস্যুব" সাহায্যে "বাজযোগী" অবিচাবি আওবঙ্গজেবকে জেববাব কবিতেন এবং বোশেনাবাব Platonic বন্ধুত্ব ঔদার্য্য সহকাবে হেলা কবিতেন, তৎসম্বন্ধে গবেষণা নন্দদাসেব দোকানেব খবিদ FIELD GLASSএব সাহায্যেও বড় সহজসাধ্য হইতেছিল না।

ইগৎপুর হইতে ঘাট-রেলওয়ের বাহাদুরী আরম্ভ। ইগৎপুর হইতে বম্বে পৌঁছিতে ১৩টা কি ১৪টা ছোট বড় টনেল! এক মুঙ্গের টনেল, তার পর হাজারীবাগের পথের তিনটা টনেল, আর দার্জ্জিলিংএর খেলাঘরের রেলওয়ের বাহাদুরী লইয়াই বাঙ্গালার অত মান। বম্বের এ সম্বন্ধে দাবী বাঙ্গালার অপেক্ষা অনেক উচ্চ। অন্য বাহাদুরীর দাবীও যে উচ্চে তাহা ক্রমশঃ স্বীকার করিতে হইল। এই উপর-পাহাড় দিয়া গাড়ী চলিতেছে, আবার পিছু হটিয়া নীচু-পাহাড় দিয়া যাইতেছে;—এই টনেলের ভিতর দিয়া ঘোর "সূচিভেদ্য" অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে, আবার "উপত্যকার" উপর পুল-পার হইয়া "অধিত্যকা" আরোহণ করিতেছে—দেখিয়া অদম্য "স্বদেশী" ভাব অনেকটা দমিত হইল। সুখ-শয়নে ফার্ষ্টক্লাস গাড়ীতে এই শ্রমসাধ্য পথে যাওয়া যাহার এত কষ্টকর বোধ হইতেছিল, তাহার পক্ষে "অসুর দস্যুর" মত এইরূপে রেলওয়ে নির্ম্মাণ বা চালাইবার ভার লইতে সহজে স্বীকৃত হওয়া সম্ভব নয়। লেখনী বা জিহ্বার সাহায্যে যৌথকারবারের, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের, চিরদিনের মত সর্ব্বনাশ সাধন করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে বল তাহা বরং কষ্ট স্বীকার করিয়া করা যায়।

বম্বে পথ আমার পথে সম্পূর্ণ নূতন হইলেও তাহার অকারণ বিস্তারিত বর্ণনায় গ্রন্থ-কলেবর স্থূল করিয়া ফল নাই; কারণ গাইড পুস্তক লিখিতে বসি নাই।

দুই ঘণ্টা পাহাড়ে পাহাড়ে চলিয়া, 'উপত্যকা অধিত্যকা অধিরোহণ অব-রোহণ আরোহণ' করিতে করিতে, সাদা জমিতে বাহির হইবার পর খাস বম্বের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। "থানা" "পারসীক" "পাবেল" "বাইকুল্লা" ইত্যাদি ষ্টেসন আসিতে লাগিল। তাহার পূর্ব্বে "নাসিক" ষ্টেসনে গাড়ীর জানালা হইতে নাসিকা বাহির করিয়া দেখি, শূর্পণখা-কীর্ত্তির কোন প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।—পৌরাণিক-গবেষণা-উদ্যমও উত্তাপবলে প্রতিহত হইল! চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিতেছে মাঠ। দণ্ডকারণ্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও চিরবসন্ত দর্শনে যে বনে রূপসী শূর্পণখা নাক-কাণ পণ করিয়া আত্মহারা

হইয়াছিলেন, তাহার কোন চিহ্নই দূরে বা নিকটে দেখিতে পাওয়া গেল না। শুনিলাম, কবি-প্রসিদ্ধ পঞ্চবটীর "আধানি" সংস্করণ এইখান হইতে কিছু দূরে। যাহা হউক কেমন একটা বীভৎস রসের অবতারণা হইল। খর-দূষণ স্মরণে, কিংবা খর সূর্য্যকিরণে হইল, তাহা হইল ঠিক বলা কঠিন।

এইবার কলকারখানার রাজ্য আরম্ভ। চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত বম্বে প্রদেশে নাই, সেইজন্য বম্বের টাকাওয়ালারা জমিতে টাকা না পুতিয়া ইট-লোহা-ইস্পাতে পুতিয়াছে ও সেইজন্য বম্বের এই সমৃদ্ধি শুনিতে পাই।—কথাটা প্রামাণিক কি না জানি না; তবে চাষের অবস্থা যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে দাক্ষিণাত্যবাসী কৃষক যে মাতা-বসুন্ধরার সেবায় উদাসীন তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখিলাম না। অল্প সময়ের বন্দোবস্তের মধ্যেই যতদূর সম্ভব জমির নিকট ফসল আদায় করিয়া লয়। উত্তরকালে অধিক করে জমা ধার্য্য লইয়া যে যোতদার "বন্দোবস্ত লইবে" তাহার জন্য জমির "পদার্থ" বড় একটা রাখিয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যের কৃষিজীবীর কষ্টের ইহা অন্যতম কারণ কিনা সন্ধান করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদেরও এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ প্রয়োজনীয়। জমিকে "রাখিয়া খাওয়া" ও উপযুক্ত অবকাশ দিয়া জমির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া যে মালিকের কর্ত্তব্য, অল্প-কালের জন্য বন্দোবস্ত লইলে তাহা মনে থাকা অসম্ভব।

বম্বে "দ্বীপে" শীঘ্রই পৌছান গেল। না-নদী, না-হ্রদ, না-সমুদ্র, না-খাড়ীর মত স্থির সুবিস্তীর্ণ জলরাশি এদিকে ওদিকে চৌদিকে উঁকিঝুঁকি মারিয়া দেখা দিতে লাগিল। এখানে নৌকা, ওখানে ডিঙ্গী, সেখানে সালতী, ওখানে আমাদের দেশের 'ডোঙ্গার' মত এক রকম "জলযান"—যেখানে যেমন গভীর জল সেখানে তেমনি চলিতেছে। কোথাও Back water বাঁধিয়া নূতন জমি তৈয়ারির চেষ্টা হইতেছে, কোথাও তাহাই বাঁধিয়া লবণ-প্রস্তুত হইতেছে। নৌকার মাস্তুলে রঙ্গীন নিশান, নাগরিকের মাথায় রঙ্গীন পাগড়ী, নাগরীর রঙ্গীন ঘাঘরা, ছেলের গায়ে, পেয়াদা চাপরাষীর গায়ে, ঝাড়ুদার মেথরের পর্য্যন্ত গায়ে, রঙ্গীন জামা। পাগড়ীর রং ঢং এত অধিক যে পাগড়ী

জঙ্গলে শিরস্ত্রাণ-শূন্য বাঙ্গালীর ধাঁধা লাগিয়া যায়। ভিন্নসম্প্রদায়ের' ভিন্নজাতির, ভিন্ন ব্যবসায়ীর, ভিন্ন পাগড়ী, ভিন্ন ত্রিপুণ্ড্রক। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' চতুর্দ্দশ-সংস্করণখানি বাহির হইয়াছে কি? Kitbagএব ভিতর তাহা না লইলে পাগড়ী ও ত্রিপুণ্ড্রক রহস্য সমজান দুষ্কব।

অধিকাংশ বাড়ী ঘর সুন্দর, পরিষ্কার গঠন; কেমন একটু চাকচিক্য ও পারিপাট্য আছে, যাহা উত্তর-ভারতের কোথাও দেখি নাই। সামান্য লোকের গৃহেও তাই। দরিদ্র হইতে লক্ষপতির বাড়ীর ছাত—সবই খোলাব বটে কিন্তু ঘব বাড়ীর এমন বাহ্য-চাকচিক্য সহর-সৌন্দর্য্য প্রবণ জয়পুরের রাজ-আদেশেও বুঝি ঘটে নাই। জযপুবে বড়-রাস্তাগুলির উপর "এক আইন-সঙ্গত" নক্সার বশবর্ত্তী হইয়া গোলাপী রংএব এক-ধরণের বাড়ীগুলা নির্জ্জীব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। বোম্বাইতে তাহা নয়। সকল বাড়ীরই একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অথচ পারিপাট্য আছে; "Elevation"এব কেমন একটু সৌন্দর্য্য আছে।

আর তারপব প্রতি বারান্দায় রঙ্গীন ঘাঘবী-পরা নাগরীর সারি। অধিকাংশ শ্রেণীর হিন্দু ও অধিকাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরদার লেশ মাত্র নাই। অতএব সমাজ-সংস্কারকগণকে মেহনৎ করিয়া পরদা দূবীকরণের ব্যবস্থা করিতে হয় না। পথে ঘাটে বাজারে রেলে সুন্দরীগণ অকুতোভয়ে যাইতেছে, সওদা করিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে। কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, কাহাকেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই। গ্রামে নগরে সর্ব্বত্রই এই ভাব। মুসলমান-দাসত্বের তরঙ্গ এতদূর প্রকটভাবে পৌছায় নাই বলিয়াই বোধ হয় এই অনাবিল স্বাধীন ভাবটা রহিয়া গিয়াছে। বম্বে অবস্থানকালে এক বড় ঘরের সুন্দরী যুবতী মহারাষ্ট্র-রমণী কোন কার্য্যের জন্য আমার সহিত হোটেলে অকুতোভয়ে দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে আসিয়া, দেখাশুনা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া জুতা মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সোণার বাঙ্গালাকে তখন আমার মনে পড়িল। অসুখের সময় নিতান্ত স্বাস্থ্য অনুরোধে দড়ির চটি জুতা পায় দিয়া দুই পা মধুপুরের জন শূন্য রাস্তায় বেড়াইবার অনুরোধ করিয়াও "ইহাদিগকে" রাজী করান দুঃসাধ্য।

গাড়ী প্রায় ১॥ ঘণ্টা "লেট" ছিল।—পূর্ব্বপরিচিত বাঙ্গালী বন্ধুগণ সদলে অভ্যর্থনা কবিতে আসিয়াছিলেন; সংবাদ পাইয়া দানবীর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের লোকও সাদর-অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, এবং বোম্বাইএব অন্যান্য গণ্যমান্য দালাল-মহাজনও উপস্থিত ছিলেন। বিদেশে, অপরিচিত অথচ আপাততঃ অন্তরঙ্গ হইতেও অন্তরঙ্গ, বহুসংখ্যক বন্ধুগণের অসম্ভাবিত অভ্যর্থনায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সকলেই নিজ নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা কবিতে এক-যাত্রীকে লইয়া এত পাণ্ডার টানাটানির চোটে, সঙ্গে সঙ্গে, চসমা কলম গাঁটকাটার জিম্মা হইয়া গেল। অনেকক্ষণ সেই হুজুকে কাটিল, পরিশেষে তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অন্য অভ্যর্থনাকাবিগণকে বিদায় দিয়া বাঙ্গালী বন্ধুগণেব সহিত যাওয়া গেল।—যত্নের ত্রুটি কিছুমাত্র হইল না। উৎসাহ ও স্নেহের সহিত বাঙ্গালী বন্ধুগণ যতদূব সম্ভব আদব আপ্যায়ন ও অতিথি-সৎকাব কবিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এক মোটব গাড়ী লইয়া সহর দেখিতে যাওয়া গেল। মোটর না হইলে অল্প সময়ের মধ্যে এতবড় সহর দেখা শেষ করা যাইত না। কোথায় এপোলো বন্দর, কোথায় ব্যালার্ড পিয়াব, কোথায় কোলাবা-চৌপাঠী, ম্যালাবার হিল্, কোথায় Grand Road, Hornby Row, Queen Street—কিছুই দেখিতে বাকি রহিল না। University, High Court, Elphinstone College, Post Office, Telegraph Office, Taj-mahal Hotel, Parsee Tower of Silence, মম্বাই দেবীর মন্দির, মহালক্ষ্মী, ভুবনেশ্বর, বালুকেশ্বর, তুলাপটি—সবই "চোখের দেখা" হইল। বাহিরের চাক্‌চিক্য কোনও ভারতবর্ষীয় সহরের এতদূব আছে কিনা সন্দেহ! তিনতালা চারিতালা পাঁচতালা বাড়ী, ছবির মত সাঁজাইয়াছে—ছবির মত গড়িয়াছে—ছবির মত রং করিয়াছে। কিন্তু বাড়ীগুলির ভিতরের বন্দোবস্ত তত ভাল নয়। অধিকাংশ বাড়ীতে আলো হাওয়া কম; স্বাস্থ্যেরও সেইজন্য বিশেষ হানি ঘটে। এই বড় বড় বাড়ীতেই প্রথমে প্লেগের উৎপত্তি!

বাড়ীগুলিকে 'চাল' বলে। কলিকাতায় মাড়য়ারীরা যেমন ঠাস-ঘন-বুনান করিয়া এক এক বাড়ীতে বিস্তর লোক বাস করে, এখানেও তাই। সমৃদ্ধ লোকেরাও কয়েকটা ঘর, কিংবা একটা 'flat,' লইয়া বাস করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। বম্বে সহরের স্থানসঙ্কীর্ণতাই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু ভিন্ন সমাজ ও জাতির লোকের সহিত একত্র এরূপ "বাসাবাড়ী"তে বাস করা কষ্টকর। এখানে দু-এক শ্রেণীর মুসলমান ছাড়া স্ত্রীলোকদের পর্দ্দা আদৌ নাই। সেই জন্য এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিবার একটা বড় বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে থাকিতে আমাদের অপেক্ষা বিস্তর কম অসুবিধা বোধ করে। বম্বে সহরে পাঁচ-তালা ছয়-তালা অনেক বড় বড় বাড়ী আছে যাহার মাসিক ভাড়া হাজার হাজার টাকা। একজন লোক তাহা লইয়া কোন মতেই থাকিতে পারে না। কাজেই একটা flat, বা একটা মহলের কয়েকটা ঘর, শুধু ব্যবসাদারেরা কেন, মধ্যবিত্ত স্থায়ী গৃহস্থেরাও লইয়া থাকে। তবে অনেক জায়গায় এরূপ চলন আছে যে, একটা বাড়ীতে কেবল মহারাষ্ট্রীয়েরা থাকে, কোন বাড়ীতে বা কেবল পার্সীরাই থাকে। এমন কি তাহা হিন্দু বাড়ীওয়ালার বাড়ী হইলেও সে তাহাতে পার্সী ছাড়া অন্য ভাড়াটিয়া রাখিবে না, কারণ তাহা হইলে অন্য ভাড়াটিয়ার অসুবিধা ঘটে।

এইভাবে গৃহস্থালী করিতে হইলে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া স্বতন্ত্রভাবে করিবার পক্ষে কিছু ব্যাঘাত হয় বলিয়া সে সব ক্রিয়াও কতকটা "দশে মিলিয়া" করে। পরম ভক্ত সকল হিন্দুর বাড়ীতেই যে আমাদের দেশের মত ঠাকুর ঘর আছে, তাহা নয়। অথচ দুই বেলা ঠাকুর-দর্শন না করিয়া জল-গ্রহণ করেন না, বা বিষয়-কর্ম্ম করেন না, এরূপ হিন্দুও বিস্তর আছেন। তাঁহারা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন ঠাকুর বাড়ীতে গিয়া, প্রত্যহ দেবতা-দর্শন করিয়া, তবে কার্য্যান্তরে যান। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে বিখ্যাত দেবতা দর্শনের জন্য যেরূপ নিত্য বিদেশী যাত্রীর ভিড় হয়, এখানে ঠাকুর-বাড়ীতে নিত্য-দর্শনের জন্য তেমনই স্থানীয় লোকের ভিড় হয়। কাশীতে গঙ্গাস্নান ও দেবতা দর্শন করিয়া বর্ষীয়সীরা যেমন বাজার হাটের কাজ সারেন, এখানে সকল শ্রেণীর সকল

বয়সের স্ত্রীলোকই তাহাই করেন। কেহ পদব্রজে, কেহ বা গাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। নিত্য রাস্তায় ব্যবহারেরও জন্য তাঁহাদের বেশ-ভূষা উৎকৃষ্ট। নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোক ব্যতীত বাঙ্গালার পথে ঘাটে স্ত্রীলোক দেখা যায় না বলিয়া, বাহিরের লোকের ধারণা যে বাঙ্গালীর স্ত্রীলোক বড় কুৎসিত। যথার্থ সুন্দরী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখি নাই—দেখিবার সৌভাগ্য-সুবিধা আমাদের সর্ব্বদা ঘটে না। তথাপি আমি—অবশ্য ঘরের কথা ছাড়িয়া দিয়া—বলিতে প্রস্তুত নই, যে বাঙ্গালী-স্ত্রীলোক সাধারণতঃ কুৎসিত। কিন্তু বম্বের রাস্তাঘাটে স্ত্রীজনতা দেখিয়া বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে ভাটিয়া, গুজরাটি, মারহাট্টা, পার্সী অধিকাংশ স্ত্রীলোকই সুশ্রী। আর কেহই উত্তম রেসমী-কাপড় ঘাঘরা-কোর্ত্তা-মোজা-জুতা-অলঙ্কার ছাড়া পথ চলেন না! সমুদ্রধারে চৌপাঠীতে সন্ধ্যার সময় এত গাড়ী-মোটর জমায়েৎ হয় যে, আমাদের ইডেন গার্ডেনে তাহার এক-চতুর্থাংশও হয় না! আমাদের দেশে এই সকল সৌখীন জনতার মধ্যে অধিকাংশই সাহেব-মেম; এখানে অধিকাংশই ভারতবাসী। ভাল গাড়ী, ভাল মোটর, ভাল কাপড়-চোপড় জহরৎ সবই ভারতবর্ষীয়দিগের। ষ্ট্র্যাণ্ড ও রেড রোডে বেড়াইবার সময় কলি-কাতায় মনে হইবে ইংরাজের সহরে বাঙ্গালী মাথা গুঁজিয়া কষ্টে শ্রেষ্ঠে আছে। বোম্বাইতে মনে হইবে ভারতবাসীদিগের সহরে ভারতবাসীই অধিক সংখ্যক; এবং পদস্থ ইংরাজও সামান্য আছে—মিলিয়া মিশিয়া আছে। রবিবার দিন চৌপাঠীতে মণি-মুক্তা-অলঙ্কারের এত সমাবেশ সমারোহ হয় যে, এক একজন স্ত্রীলোকের গায় লক্ষ টাকার জিনিস দেখা যায়। হীরা-মুক্তার চলনটাই বেশী। যে মুক্তা কলিকাতার লোক চোখেও দেখিতে পায় না, তাহা এখানে অজস্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় জহরতের কারিগর সব বাঙ্গালী। সূক্ষ্ম-জড়ওয়ার কাজ বাঙ্গালী না হইলে হয় না; সেই জন্য জহরতের অনেক বাঙ্গালী কারিগর এখানে অন্ন করিয়া খায়। তা ছাড়া, বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি এখানে বড় নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্য গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি অধিকাংশ স্থানীয় লোকের হাতে, ইংরাজের হাতে অল্প। ভারতের অনেক স্থানেই পারসী

ও নাখোদা দোকানদার ইংরাজকে হটাইতেছে। তাহাদিগের নিজের সহরে যে তাহা করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

দোকানদারেরা পুরুষকে ধার দিতে ইতস্ততঃ করিবে; কিন্তু স্ত্রীলোক যাইয়া যত টাকার যে জিনিস ধার চাউক, অক্লেশে পাইবে। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদের এত সমাদর যত্ন বলিয়া বুঝি বম্বেতে এত লক্ষ্মীশ্রী! স্ত্রীলোকেরা এই বিশ্বাসের যোগ্য ব্যবহারও করেন। অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, ব্যভিচার এখানে খুবই কম।—পার্সীদিগের মধ্যে ত আদৌ নাই বলিয়াই শোনা যায়!

স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বকার্য্যে যেমন অগ্রণী, সুখদুঃখেও তাই। পথে দেখিলাম, বরের বাড়ী তত্ত্ব লইয়া, কিংবা ঐরূপ একটা-কি-কার্য্য উপলক্ষে প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া বাজনা বাদ্য লইয়া সুবেশা সুন্দরীগণ চলিয়াছেন। আবার এক জায়গায় দেখিলাম, অধোবদনে এক দল স্ত্রীলোক একটা বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় ভূমি-শয্যায় বসিয়া আছেন। শুনিলাম, কাহারও মৃত্যু হইলে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ অশৌচান্ত পর্য্যন্ত প্রতি বৈকালে এইরূপ "পথে বসে"। যে "পথে বসাইয়া" গিয়াছে, তাহাকে স্মরণ করিবার ইহা অপেক্ষা আর প্রকৃষ্ট উপায় কি হইতে পারে! সমুদ্র-তীরে প্রাচীর-বেষ্টিত প্রকাণ্ড শ্মশান গৃহ; সেখানে দাহ কার্য্য সমাধা করিয়', "মম্বা দেবীর" মন্দিরের পুষ্করিণীতে শুচি হইয়া, পুরুষেরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কবেন।

বোম্বাই সহর।

বাসা-বাড়ীতে বাস কবাব জন্য, বিবাহ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কার্য্য নিজ নিজ বাড়ীতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন বলিয়া, বোম্বাইতে আব এক অভিনব প্রথা দেখিলাম। এক একজন বড লোক এক একটি সুসজ্জিত "ওয়াবী" অর্থাৎ 'বাড়ী' কবিয়া দিয়াছে। থালা, বাসন, বিছানা, টেবিল, চেয়াব,—সব সেখানে প্রস্তুত আছে। লোক জনও সব প্রস্তুত আছে, কিছু "ধবিয়া দিলেই"
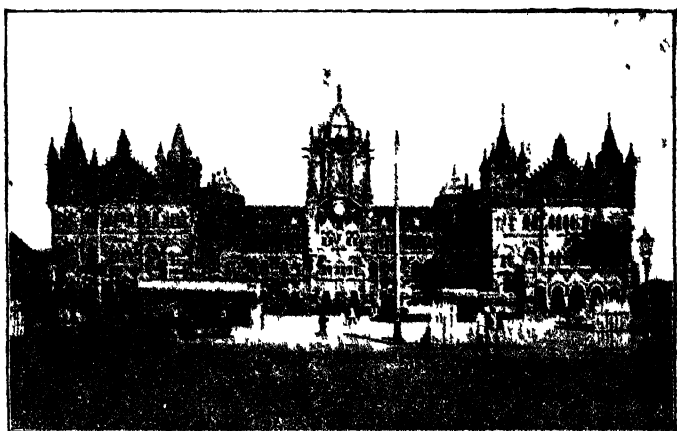
ভিক্টোবিয়া টাবমিনাস্ বোম্বে।

সব জিনিস তৈয়াবি পাওয়া যায়। "বব বামুন" লইয়া উপস্থিত হইলেই, শুভকার্য্য সমাধা হইয়া যায়! সকল লোকই এই সুবিধাব সদ্ব্যবহাব কবে। কলিকাতার বন্ধু ব্যাবিষ্টাব মেটাসাহেবের বিবাহ মহাবাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুবের বাড়ীতে হইয়াছিল। মেটাসাহেব বড়লোক, এবং ক্যানিং ষ্ট্রীটে তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ীও আছে, অথচ এমন কেন হইল তখন বুঝিতে পারি নাই। এমন একটা একটা রীতি অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর চক্ষে কেমন কেমন লাগে। এখন বুঝিতে পারিলাম, এই প্রথা ইহাদের মধ্যে দোষেব কথা নয়। বাঙ্গালীর ঘব সংসার

আত্মীয় পরিজনের দশা ক্রমশঃ যে রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে শীঘ্রই বাঙ্গালী সমাজে এ প্রথার অনুকরণ সম্ভব। বড় লোক আত্মীয়েরা গরিব কুটুম্বের দায় ঘাড়ে করিতে রাজী হন না। গাল্‌চে, শামীয়ানা, তাকিয়া, হুকা, বাসনও ধার পাওয়া যায় না। ভাঁড়ার, রান্না, পরিবেশন, অভ্যর্থনার কাজের জন্য আপনার লোক পাওয়া অসম্ভব। কাজেই কাজে কর্ম্মে "কেনা ভাত" "হোটেলের বন্দোবস্ত" প্রথা যথেষ্ট প্রবল হইবার উপক্রম বাঙ্গালা দেশেও হইয়াছে। "বুক দিয়া পড়িয়া" "দৌড় ধাপ" "হাক ডাক" করিয়া কাজ তুলিয়া দিবার স্বেচ্ছা সেবক দল অন্তর্হিত হইয়া কেতাবী Social Service দেখা দিয়াছে, শ্মশান-ত্রাণ-সমিতি ও Nursing Homeএর আবির্ভাবও হইয়াছে। সময়ে সবই হয়।

সাহেবদের গির্জ্জায় বিবাহ,—হোটেলে বিবাহ-ভোজ প্রথা আছে। বম্বে বাসীরা "আধাসাহেব",—বাসা বাড়ীতে থাকে। পরের বাড়ীতে বিবাহ প্রায়ই হয়, তাহাতে দোষ বা লাঘবের কথা কিছু নাই। আমাদের যে যার কুঁড়েতে যা হয় করিয়া সব কাজ সারিতে হয়। আজ-কালকার কালে ভাই খুড়া-জ্যেঠার বাড়ীতে গিয়া কাজ করিতেও "মাথা কাটা" যায়; আর আজ কাল খুড়া-জ্যেঠার যেরূপ ব্যবহার তাহাতে এ পুরাতন রীতি আর টেকাও দায় হইয়াছে। তাই আমাদের মধ্যে এত "ক্রমোন্নতি"। ম্যারাপ্ বাঁধিতে, ভাঁড়-খুরি কিনিতে, বাড়ীবাড়ী মেয়েপুরুষ গিয়া মেয়েপুরুষের নিমন্ত্রণ করিতে ও সেই ওজনে নিমন্ত্রণ রাখিতে, আর মেয়ে-নিমন্ত্রণের ঝঞ্ঝাট পোহাইয়া যাহাদের হাড় ঝালাপালা হইয়াছে,—বোম্বাইয়ের এই চিত্র তাহাদের চক্ষে, সুন্দর না লাগুক, কার্য্যকর বলিয়া মনে হইবে।

বোম্বাইতে সাহেব পাড়া, বাঙ্গালী পাড়া নাই। বড়মানুষ, গরিব মানুষ লইয়া পাড়া আছে। মালাবার পাহাড়ের উপর ও গায়ে এবং সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত ভূখণ্ড—কোলাবার দিকে সব শ্রেণীর বড়মানুষ—সাহেব পার্শী-হিন্দু-মুসলমানের বাস। মালাবার পাহাড়ের উপর অনেক বাড়ীতেই স্বতন্ত্র পরিবার বাস করে। এখন 'Season' নয় বলিয়াই অনেক বাড়ী খালি রহিয়াছে। বোম্বাইয়ের লাট সাহেবের বাড়ী মালাবার শৈলের শেষ কোণে। মালাবার

শৈলের বিপরীতদিকে, যেখানে সমুদ্র অর্দ্ধ চক্রাকারে ঘুরিয়া গিয়াছে, সেইখানে কোলাবা। ইহার স্থানে স্থানে কামানের ব্যাটারী, স্থানে স্থানে ব্যারাক্। অদূরে সমুদ্রগর্ভে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর বারুদখানা এবং Light House, অথবা সমুদ্রের বাতীঘর ; এই রূপ দৃশ্য বোম্বাইয়ের চারিদিকে দেখা যায়। যেদিক্ হইতে রেলগাড়ী করিয়া ভারত মহাদেশ হইতে বম্বে দ্বীপে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা ছাড়া তিনদিকে খোলা-সমুদ্র ; রেল পথের দিকে সমুদ্রের খাড়ী দ্বারা বেষ্টিত হইয়াই বোম্বাই সহর "বোম্বাই দ্বীপ"। কাজেই বোম্বাইয়ের এদিক্ ওদিকে বাড়িবার স্থান কলিকাতা অপেক্ষাও কম? সমুদ্র-ভরাট্ করিয়া কতক কতক বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে ও হইতেছে। Improvement Trus অনেক নূতন রাস্তা তৈয়ারি করিয়া, বাড়ী করিয়া, অথবা জায়গা দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দিতেছে। ইহারা জায়গা বিক্রয় করে না, ভাড়া লইয়া বাড়ী করিতে হয়। দীর্ঘ-মেয়াদ অন্তে বাড়ী সব কোম্পানীর হইয়া যাইবে। এই রূপ বড়া-মেয়াদেও লোকে জায়গা লইয়া বাড়ীঘরদ্বার করিতেছে। কাজেই ভাড়াটীয়া বাড়ী করিতে হইলে ৫।৬ তালা বাড়ী না করিলে চলে না। কাঠা হিসাবে নয়—এখানে গজ দরে জমি-বিক্রয় হয়।

এইরূপে, সমুদ্র তীরে সহর দুই দিকে দুই বাহু বিস্তার করিয়া আছে—এক দিকে মালাবার হিল্, অপর দিকে 'কোলাবা'; আবার বিপরীত দিকে দুই বাহু বাহির হইয়া গিয়াছে—এক দিকে মহারাজা গোয়ালিয়র সুন্দর প্রাসাদ-নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ; অপর দিকে, তাজমহল গম্বুজের অনুকরণে প্রস্তুত, তাজমহল হোটেল্, সমুদ্রতীর দখল করিয়া এপোলো বন্দরের উপর দাঁড়াইয়া আছে। জাহাজে বম্বে ছাড়িয়া আসিবার সময় শেষ পর্য্যন্ত তাজমহল হোটেলের গম্বুজ দেখা গিয়াছিল।

লাইট্ হাউস পার হইয়া অদূরে ছোট ছোট পাহাড়। তাহার বিপরীত দিকে এলিফাণ্টা-গহ্বর ; ৪।৫ ঘণ্টা সমুদ্র-পথে যাইতে হয়। এ যাত্রায় সেখানে যাওয়া সম্ভব হইল না ; মনে বড় আক্ষেপ রহিয়া গেল। দেশের যুগযুগান্তব্যাপী অপূর্ব্ব-দর্শন এই সকল কীর্ত্তি,—দর্শনের সময় করিতে

না পারিয়া বিদেশে দৌড়িয়াছি।—ইহাতে আক্ষেপ ও অপযশ—দুইএরই কথা আছে!

লোক-শিক্ষা সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের লক্ষপতিগণের গুণ ও দান প্রশংসনীয়। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ কলেজের একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র আট লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কলেজের বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।—আর আমাদের Presidency Collegeএর একটা হলের জন্য মোটে এক লক্ষ টাকা প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরাতন ছাত্রদিগের নিকট চাঁদা চাওয়া গেল, তাহার হাজার টাকাও উঠিল না। একশত জন ছাত্র হাজার টাকা করিয়া দিতে পারে, কিংবা হাজার ছাত্র একশত টাকা করিয়া দিতে পারে,—এই দীর্ঘকালে কলিকাতার Presidency College যদি এরূপ ছাত্র প্রসব করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বই বৃথা।

বোম্বাইয়ে Grant Medical College, Victoria Jubilee Technical Institution, University Buildings, Town Hall ইত্যাদি দানবীর আঢ্য পার্শীদের তৈয়ারী সুন্দর সুন্দর অনেক বাড়ী আছে। সময়-সংক্ষেপ বলিয়া এগুলি সব ভাল করিয়া দেখা হইল না। High Court, Municipal Buildings, Post-Office, Telegraph Office, Byculla Club, Gymkhana কতক কতক ঝাঁকি দর্শন করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া পড়িল।
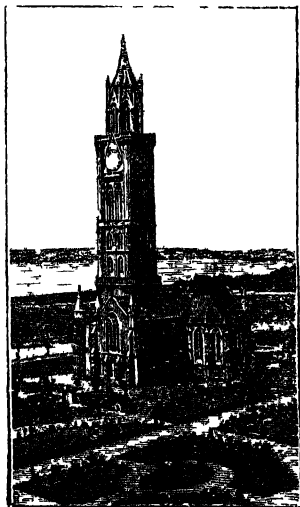
ক্লক্‌ টাওয়ার-বোম্বে।

ক্রমে 'মেও রোড্‌' ধরিয়া হাইকোর্ট প্রভৃতি ছাড়াইয়া,—রাশি রাশি তুলার কসা গাঁটের মধ্যে দিয়া আপলো বন্দরে যাওয়া গেল। কাল সেইখান

হইতেই জাহাজে উঠিতে হইবে। অতএব Port Commissioner আপিসের নিকট সে বন্দরটার পরিচয় লইয়া আসা আবশুক। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার তখন বাড়ীটাকে গিলিয়া রাখিয়াছে। বাড়ীটাও আমায় যেন গিলিতে আসিল। চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া মনে কেমন একটা ক্লান্ত ভাব আসিয়া পড়িল। দূরে সন্ধ্যার আঁধারের মধ্যে ARABIA জাহাজ আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। বৃহৎকায় জলপোত—ডাঙ্গার নিকট আসিতে পারে না;—তাই দূরে নঙ্গর করা আছে। ছোট জাহাজে করিয়া গিয়া উঠিতে হইবে। নৌকা করিয়া দেখাইয়া আনিবার উমেদার মাঝি অনেক জুটিল, কিন্তু তাহাতে আর তখন ইচ্ছা হইল না। কেমন একটা ভিজা কম্বল দিয়া প্রাণটাকে চাপা দিয়া ফেলিল।

যে সকল ভদ্রলোক দয়া করিয়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের যত জনের সহিত সম্ভব বাড়ীতে গিয়া দেখাশুনা করিলাম—ধন্যবাদ দিলাম। খাওয়াইবার জন্য, থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিতে যাইবার জন্য, তাঁহারা অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আজকার দিনে সে সব আর ভাল লাগিল না। মটর্ গাড়ী যতক্ষণের জন্য ভাড়া করা হইয়াছিল, তাহাপেক্ষা অনেক অল্পসময়ের মধ্যেই বাড়ী ফিরিলাম, এবং আহারাদি করিয়া বিশ্রামের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।—কিন্তু পুরাতন অভ্যাস সহজে যায় না! বম্বের Picture Post-Card লইয়া বাছাগোছা ২০।২৫ খানা চিঠিলেখা ইত্যাদিতে অনেক রাত্রি হইল। কত ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, ভক্তিপূর্ণ কাতরতার সহিত ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে, তন্দ্রা সঞ্চার হইল; কিন্তু সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না।

বোম্বাই বিদায়।

১৯শে মে শনিবার—অতি প্রত্যূষে পূর্ব্বকথিত সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মহিলাটি দেখা করিতে আসিলেন। সুশ্রী, সুগঠন ও সুবেশ। অচঞ্চল স্বাধীনতা, স্ত্রীজনোচিত অপ্রগল্ভ ও সুকুমার সলজ্জ ব্যবহার অতি মনোরম। পুরুষ অভিভাবকের বিনা সাহায্যে একটি অপরিচিত পুরুষের নিকট অসঙ্কোচে আসিয়া নিজে প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া ও যথাযথ ব্যবস্থা লইয়া চলিয়া গেলেন। ইনি কোন সর্দ্দার বংশের মহিলা। ষ্টেট্ সেক্রেটারীর সহিত বহুদিনব্যাপী পত্র সংগ্রামেও বংশাধিকার অক্ষু· রাখিতে অসমর্থ হইয়া, অপরিচিতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমার মহারাষ্ট্রী জানা নাই, তিনিও ইংরেজি জানেন না। ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে কথাবার্ত্তা এক প্রকার শেষ হইল।

বিদায়ের প্রাক্কালে স্থানীয় বাঙ্গালী ও বম্বে নিবাসী বন্ধুগণ আমায় যে কতদূর যত্ন-আত্মীয়তাতে আপ্যায়িত করিলেন, তাহা বলিবার নয়। বাড়ীর মায়া কাটাইয়া আসিয়াও আবার এই দূরদেশস্থ নূতন পুরাতন বন্ধুদিগের মায়া —নূতন করিয়া—কাটাইতে, বিদায় যাতনা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ইঁহারা Ballard Piers পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন। স্থানীয় পদ্ধতি অনুসারে বহুমূল্য জরি ও ফিতা দিয়া সুসজ্জিত ফুলের মালা, তোড়া দিয়া কত যে, সম্মান-যত্ন করিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের মধুর আপ্যায়নে আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বিদায়দান ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে সমুদ্রগামী বন্ধুবান্ধবগণকে মাল্যবিভূষিত করার প্রথা এখানে খুব অধিক প্রচলিত দেখিলাম। বন্দরদ্বারে লোকে লোকারণ্য। ফটকের উপরেই এই শ্রেণীর মালা ও তোড়ার রীতিমত হাট বসে। যাহার বন্ধুসংখ্যা যতবেশী, তাহার মাল্যসংখ্যাও তদনুরূপ। ইংরেজ ও ভারতবাসী সকলেই এ সম্মান পান।

আমার ভাগ্যেও পূর্ণমাত্রায় এ সম্মান ঘটিল। যাত্রী অপেক্ষা যাত্রীদের এইরূপ বন্ধুবান্ধব—লোকজন—দশগুণ; কিন্তু বন্দরের নিয়ম অনুসারে তাহাদের ভিতরে যাইবার অধিকার নাই। কতক জিনিসপত্র ষ্টেশন্ হইতে গত কল্যই 'কুক্ এণ্ড সন্স্'এর জিম্মা করিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে খরচ কিছু অধিক হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা তাহাই সুবিধা। বাকী জিনিসপত্র কুকেদের লোকের আজ জিম্মা করিয়া দিলাম। সঙ্গে রহিল,—কেবল ছাতা ও বেদনাযুক্ত পায়ের অবলম্বন লাঠি; আর রহিল—ফুলমালার রাশি। চারিদিকের লোক চাহিয়া দেখিয়া বোধ হয় ভাবিতে লাগিল যে এই একটা অপরিচিত নগণ্য বিদেশী-লোককে এত ফুলমালায় বিভূষিত করিল কে?

বন্দরে প্রবেশ করিবার সময় ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষার অভিনয় হইল। প্লেগ-আবির্ভাবের পর হইতে এই অভিনয় অব্যাহত রহিয়াছে; কিন্তু এখন তাহা মারাত্মক নহে। সভ্য-ভদ্র-ভাবে একবার হাত দেখিয়া, আর "কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করিয়া ডাক্তার-সাহেব প্লেগ বসন্ত ওলাউঠা ইত্যাদি সার্ব্বজনীন মহামারী সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করিয়া সভ্য য়ুরোপকে মাভৈঃ বলিয়া অভয় দিলেন। একখানা ছাপা সার্টিফিকেট্ দিয়া তাঁহার কাজ শেষ হইল। "কালা" চাকর-চাকরাণীর ব্যবস্থা অনুরূপ। "অদল বদলের" ভয়ে তাহাদের হাতে একটা রবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ দিয়া মোহর করিয়া দেওয়া হয়। Government of Indiaর Finance Member, Sir Guy Fleetwood Wilson এই জাহাজে যাইতেছেন। তিনি পরে গল্প করিলেন যে, ডাক্তারপুঙ্গবের তিনি প্লীহা চমকাইয়া দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। "কেমন আছেন?" কথার উত্তরে Sir Guy ডাক্তারকে রহস্য করিয়া অথচ গম্ভীরভাবে বলেন, It is my duty, Doctor, to inform you that I am suffering from a loathesome and incurable disease." ডাক্তার চমকিয়া লাফাইয়া উঠিয়া অ্যাঁ—অ্যাঁ—করিতে লাগিলেন। Sir Guy স্বয়ং এই কবুল জবাব দিলেন, অথচ তাঁহার মত লোককে আটকান যায় কি প্রকারে। ডাক্তারের বিষম-সমস্যা দেখিয়া Sir Guy হাসিয়া বলিলেন, "And that disease is,

old age."—তখন ডাক্তার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। Sir Guy অবিবাহিত;—নতুবা যযাতির মত যৌবন-ঋণ লইতে উপদেশ দিলেও দেওয়া যাইত।

জাহাজ তীরের নিকট আসিতে পারে না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তীর হইতে প্রায় একমাইল দূরে নঙ্গর করিয়া আছে। ছোট 'টেণ্ডার' জাহাজ কয়েকবার যাতায়াত করিয়া যাত্রী পৌঁছিয়া দিতেছে। দুইটি পরিচিত মুসলমান ছাত্র ব্যারিষ্টার হইবার জন্য চলিয়াছে। তাহারা আগ্রহ করিয়া আসিয়া আলাপ করিল। Second classএ যাইতেছে বলিয়া, পরে তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা হইবে না বলিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিল। জাহাজে জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু "শ্রেণীভেদ"টা খুব গুরুতর! জাহাজের দূরস্থ ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্ অংশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থান। পরস্পরের সহিত দেখাশুনা প্রায় অসম্ভব।

টেণ্ডার্, ডাঙ্গা ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় আঁতুড়ের ছেলে লইয়া এক য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক আসিয়া পড়িলেন। নিয়মের এমনই বাঁধাধরা যে এক সেকেণ্ড বিলম্বের অপরাধে, তাঁহার জন্য জাহাজ দাঁড়াইল না। রৌদ্রে ছাতা মাথায় দিয়া ছেলে কোলে লইয়া পুনরায় টেণ্ডার্ ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। ডাক্তার সাহেব ছেলেখেলার যে সার্টিফিকেট্ দিয়াছিলেন, তাহা পুলিসকে দেখাইয়া সকলকেই টেণ্ডারে উঠিতে হয়। Sir Guy Fleetwood-কে পর্য্যন্ত তাহা দেখাইতে হইল।—ইংরেজদের যেখানে যেমন!—এইরূপ Sense and Spirit of Discipline—ইহাতেই সব দোষ শোধরাইয়া যায়। ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলে এখনও বুঝি নাই, তাই "মেকী"-স্বাধীনতার এত চলন, ও তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা!—শিক্ষার ও সংযমের যথার্থ অভাব এইরূপেই প্রকাশ পায়!

টেণ্ডার্ ছাড়িয়া দিল। কত অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল,—লেখনী বা জিহ্বা কখন তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারিবে না। ভুক্তভোগী ব্যতীত সে বিষয়ে যথার্থ সহানুভূতি কেহ করিতে পারিবে না।

সতৃষ্ণনয়নে ভারতেব শেষবেখার দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে চলিলাম। যতক্ষণ টেণ্ডার্ বড় জাহাজের নিকট যাইতে লাগিল, ততক্ষণ জাহাজের দিকে ভ্রূক্ষেপ করি নাই। কারাদণ্ডের অনুমতির পর, জেলের গাড়ীর দিকে রক্ষী যখন হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কয়েদী তখন Black Mariaব বীভৎস রূপের দিকে লক্ষ্য করে না। যাহাদেব ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কীয় যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহারই দিকে শেষ পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকে; এমন কি, আদালতের দরজার দিকে পর্য্যন্ত সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে। বম্বেব ও বম্বের লোকের সহিত আমাব পবিচয় ২৪ ঘণ্টা মাত্র! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, বধূ, বন্ধু ও অন্যান্য প্রিয়জন সব দূরে—কতদূরে বহিয়াছে! নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবাব মত লোক, বম্বেতে কেহ উপস্থিত নাই। বম্বের বন্ধুগণ—যাহাবা বিদায় দিতে আসিয়াছেন, তাহারা—বন্দরের ফটকের বাহিরে। তথাপি বন্ধুশ্রেণীর বম্বেবাসীর উপব হইতে চোখ পাল্‌টাইতে পারিলাম না; নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম।

বিদায় ভারতবাসী!—বিদায় ভারত! ম্লানিম্লান-নয়নে "Arabia" জাহাজের প্রতি দৃষ্টিমাত্র অমঙ্গলচিহ্ন নয়ন গোচর হইল; শিহরিয়া উঠিলাম! মাস্তুলের অর্দ্ধপথে জাহাজের নিশান উড়িতেছে! এই আর্ত্ত চিহ্ন যেন আমারই গুরুভার হৃদয়ের অস্ফুট অভিব্যঞ্জনা মাত্র। এই অমঙ্গলচিহ্নের কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম যে গত কল্য ডেনমার্কের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। আত্মীয় ইংরেজ-রাজ তাঁহার স্মৃতির প্রতি,—বন্দবে বন্দবে সম্মান দেখাইতেছেন। জাহাজের সিঁড়ি লাগাইতে, লোক উঠিতে, কিছু বিলম্ব হইল। চুপ করিয়া বসিয়া বহিলাম। গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন-পথে যাইতেছি না, যে ব্যস্ততার প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান যুবক দু'টি নূতন-উদ্যমে যাইতেছে। তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যত্ন ও ভক্তিভরে এবং তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে ফুলের তোড়া তাহাদিগকে উপহার দিলাম। ফুলমালার সে উজ্জ্বল-হাস্য যেন তখন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। কলিকাতায় বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে Seekers' Club,

Shakespeare Society, Anti-smoking Union, রায় বাহাদুর—এখন রাজা যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাটী প্রভৃতি নানা স্থানে আমায় বিদায় দিবার জন্য বন্ধুগণ যে সব সভাসমিতির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেখানেও ফুলরাশির ছড়াছড়ি হইয়াছিল; আমার প্রিয়-জনেরা যত্ন-আহ্লাদ আদর করিয়া সেগুলি তুলিয়া গুছাইয়া রাখিত; তাহাতে ফুলের শোভা ও মূল্য দ্বিগুণ হইত। মালাতোড়ার প্রাচুর্য্যে প্রাণাধিক সেই সকল প্রিয়জনকে বার বার মনে পড়িতে লাগিল। স্মরণচিহ্নস্বরূপ মালা গাথার ফিতাগুলি তাহাদের জন্য রাখিয়া ফুলগুলি সমুদ্রদেবের পূজায় ক্রমে ক্রমে অঞ্জলি দিলাম। ক্যাবিনের সহযাত্রী শুষ্ক ফুলের মালার দুর্গন্ধে আপত্তি করিবে।

জাহাজে উঠিবামাত্র কর্ম্মচারীরা ফার্ষ্ট ক্ল্যাস্ এইদিকে, সেকেণ্ডক্ল্যাস্ ওদিকে, বলিয়া পথনির্দ্দেশ করিতে লাগিল। Cabinএর নম্বর বলিতেই Cabin Steward আমার কামরায় লইয়া গেল। তাহাদের যত্নভক্তি নমস্কার, আর প্রতিপদে "মহাশয়" "মহাশয়" (Sir) উক্তি শুনিয়া, আমাদের চাকর-মহাশয়দের সহিত তাহাদের প্রভেদ বুঝিলাম। ইহাদের বেতন অধিক বটে, আর মার-গালাগালি-কটূক্তিও ইহারা সহ্য করে না; কিন্তু "ঠোঁটে ঠোঁটে" কাজ যোগায়, কোন কথা বলিতে হয় না, ধমকাইতে হয় না। বিছানার চাদর, বালিস, তোয়ালে, সাবান, প্রয়োজনীয় সমস্ত আস্‌বাব্, মায় (Springএর) খাট, কার্পেট, চেয়ার—খেলা ঘরের মতন বলিতে হয় বল কিন্তু—পুরা দস্তুর সাজান আলমারী, আয়না, দিয়া ঘর সাজান। এক ঘরে তিনজন লোক থাকার নিয়ম। জাহাজের সম্মুখভাগ বেশী দোলার জন্য গা-বমি করিবার ভয়ে, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কামরা ছাড়িয়া, আমি জাহাজের মাঝামাঝি একটা ঘর চাহিয়াছিলাম। কিন্তু জিনিসপত্র লইয়া দুইজন অপরিচিত লোকের সহিত ১৫ দিন ক্রমাগত একত্র থাকার মহা অসুবিধা। এই সব কথা ভাবিতেছি, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বতন্ত্র একটি ঘর আমার একেলার দখলেই থাকিবে। Steward জিনিস-পত্রগুলি নূতন ঘরে আনিল। অসুরের মত কি অক্লান্ত পরিশ্রমে Steward,

যাত্রীদের জিনিসপত্র যথাস্থানে নিমেষের মধ্যে রাখিয়া, তাহাদের সকল রকমের সুবিধা করিয়া দেয়, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার এক চাকর আছে, তাহাকে যে কাজ করিতে বলা যায়, সে তখনই উত্তর করিয়া বসে,—"আমরা তাঁতিমানুষ, ওসব আমাদের কাজ নয়"; একথাটা যে কিছুদিন শুনিতে হইবে না, ইহা পরম লাভ—ইহাতে নিরানন্দের মধ্যেও কিছু আনন্দ বোধ হইল। জুতা সাফ্ করা, কাপড় গুছান, জল দেওয়া, বিছানা করা, ঘরঝাড়া ইত্যাদি Cabin Stewardএর কাজ। Table Steward যে যেমন খাইতে চায় তাহার বন্দোবস্ত করিতেছে; Deck Steward ডেকের উপর চেয়ারটি খুঁজিয়া যথাস্থানে পাতিয়া রাখিতেছে; খাবার জল, Lemonade, প্রভৃতি যে যাহা চায়, অম্লান বদনে সত্বর যোগাইতেছে, ডেকের উপর যাত্রীদের খেলাধূলার আমোদ আহ্লাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। যেন কলে কাজ চলিতেছে। ভুলিয়া একটি কল টিপিয়া ধরিতে Bell Steward আসিয়া হাজির; সেই ঘণ্টায় ঘা দিলেই তাহাকে উপস্থিত হইতেই হইবে। একদিন অনেক রাত্রে খাবার জল না থাকাতে, জলের জন্য এই বালকটিকে ডাকিয়া তাহার ঘুমঘোর চোখ দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল।

কথায় কথায়, চাকরবাকরদের কথা বলিতে বলিতে, আসল কথা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কয়েকবার টেণ্ডার যাতাযাত করিতে সব যাত্রী ও মাল জাহাজে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু Punjab মেল দুই ঘণ্টা "লেট" ছিল, সে মেল আসিয়া না পৌঁছিলে জাহাজ ছাড়িতে পারে না। বেলা ৪টার সময় সে মেল আসিয়া পৌঁছিল; তখন আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন, অপরাহ্ণ জলযোগ এবং চা-পান হইয়া গিয়াছে।

আহারের নিয়ম,—সকাল ৬টার সময় চা, সঙ্গে সঙ্গে আপেল আঙ্গুর লেবু, বেলা ৮টার সময় রীতিমত প্রাতর্ভোজন, ১২টার সময় এক বাটী সুপ, ১টার সময় রীতিমত জলযোগ (Lunch), ৪টার সময় চা, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি, ৭টার সময় পূরা সায়ং ভোজন (Dinner), রাত্রি ১১টার সময় ইচ্ছা করিলে কিছু (Supper); দিন রাত্র আহার, নিদ্রা-গল্প, অপদার্থ-

নভেলপাঠ, মাঝে মাঝে জালদিয়া ঘিরিয়া ডেকের উপর ক্রিকেট্-ক্রোকে ইত্যাদি খেলা। কখন কখন নাচগান এবং জাহাজ প্রতিদিন কতপথ চলিতেছে তাহার উপর বাজী রাখা এই প্রধান কাজ। চুরুট, মদ, তাস, পাশা, জুয়া, সতত চলিয়াছে। সৌভাগ্যের মধ্যে তাহার জন্য স্বতন্ত্র ঘর। জাহাজের কর্ম্মচারীদের "Duty"র সময় এই সকল আমোদপ্রমোদে যোগদান করা নিষিদ্ধ।

আহারের সময় কাপ্তেন সাহেব প্রধান আসনে বসিলেন, Sir Guy Fleetwood তাঁহার দক্ষিণে, তার পর যে যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিলেন। আমাদের প্রথম-নির্দ্দিষ্ট আসনের নিকট দুইজন মাতাল গ্রীক্ ও দুইজন অভদ্র মুসলমান ছিল বলিয়া, আমরা ক্রমশঃ যোগাড় করিয়া স্বতন্ত্র টেবিলে নিজেদের আবশ্যক ও মনের মত দল যোগাড় করিয়া লইলাম।

Punjab Mail আসিয়া পৌঁছিবামাত্র জাহাজ ছাড়িয়া দিল। E. I. R এর Agent Sir William Duing সেই সঙ্গে আসিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর, তাঁহার অকালমৃত্যু বন্ধুমাত্রেরই বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। কলিকাতার প্রধান সওদাগর Sir George Sutherland ও Sir Arthur Allen পরিচিত লোক, সকলেই বিশেষ আদর অনুগ্রহ আপ্যায়নে সম্মানিত করিলেন। Sir Guy Fleetwood ও অন্যান্য সকল উপাধিপ্রাপ্ত বড় বড় সাহেব যত্ন-খাতির করিয়া কথা কওয়াতে, সাধারণ "সাহেবান" দলকে বিশেষ নরমভাবাপন্ন দেখিলাম। জাহাজে বাঙ্গালীবাবুর উপর সাহেবের অত্যাচার অপমানের গল্প যত শুনিয়াছি, তাহার ত কিছুই দেখিলাম না। যাহারা নিজের মান রাখিতে পারে না, যাচিয়া অগ্রসর হইরা আলাপ করিতে চায়, অথচ ভদ্রব্যবহার পর্য্যন্ত জানে না,—তাহারা যে মাঝে মাঝে কোন নরপশুর নিকট অপমানিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নিজের মান নিজে রাখিয়া পিছাইয়া থাকিলে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া সহজ; এবং পশু-সান্নিধ্য সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। মানুষের সহিত মানুষের সদ্ভাব হইতে অধিকক্ষণ লাগে না; চামড়ার রং এর তফাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আর নরপশু কৃষ্ণকায় হউক—

শ্বেতকায় হউক—সর্ব্বদা পবিত্যজ্য, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাদের দিকে পিছু ফিরিয়া থাকিলে, তাহারা মাথায় তুলিবার অবকাশ পায় না। এ সম্বন্ধে একটু নাড়ীজ্ঞান প্রয়োজন।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সান্ধ্য অন্ধকার ক্রমশঃ বম্বে সহর, তাহার গির্জ্জা বন্দর Light House তাজমহল হোটেলের ঈষৎ সবুজবর্ণ গম্বুজ, আক্রমণ ও গ্রাস করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভারতের ক্রোড় হইতে দূরাদপি দূরে পড়িতে লাগিলাম। বাহিরে আঁধার ভিতরেও আঁধার, আঁধারে জগৎ ছাইয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে সব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। আকুল প্রাণের ব্যাকুল নিশ্বাস ভারতবায়ুস্তরের নিকট বিদায় লইল।

জলপথে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিবার পূর্ব্বে জাহাজের পার্শ্বে একটা জনতা ও গোল হইল। গিয়া দেখি, পাইলট্ সাহেব জাহাজ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বন্দর হইতে কূল-সন্নিধি বিপদাপদের পথ কাটাইয়া পথাভিজ্ঞ পাইলট্, জাহাজ কতকটা পৌঁছাইয়া দূরে দিয়া যান। তাহার পর কাপ্তেন সাহেব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ে। সম্প্রতি English Channel-এ একখানা বড় জাহাজের যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, নাবিক কাপ্তেন ও পাইলটের মত-বিভেদই তাহার কারণ। যে সীমানা পর্য্যন্ত পাইলটের রাজ্য, তাহার মধ্যেই সেই বিপদ ঘটিয়াছিল। কাপ্তেন পাইলটের ভুল সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলেও সফল হয় নাই, কারণ সে স্থানে পাইলট্ই প্রধান। পরে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতে এই কথা প্রকাশ হইয়াছিল। পূর্ণজ্ঞানে কাপ্তেনকে চক্ষের পলক না ফেলিয়া নির্দ্ধারিত বিপদ্মুখে প্রবেশ করিতে হইল। সাধ্য নাই পাইলটের কথার উপর কথা কন; কারণ পাইলট্ সেখানে একেশ্বর।

বহুদিন পূর্ব্বে Punch-এ "Dropping of the Pilot" নামে একখানা মর্ম্মস্পর্শী ছবি দেখিয়াছিলাম—তাহার কথা মনে পড়িল। নানা উপলক্ষে অনেকবার সে ছবির কথা মনে পড়িয়াছে, আজও পড়িল। নবীন জার্ম্মানসম্রাট্ উইলিয়ম প্রাপ্তবয়স্ক ও নিজজ্ঞানে কৃতকর্ম্মা। জার্ম্মান প্রাধান্যগত-প্রাণ বিজ্ঞ প্রাচীন "লৌহ সচিব" বিস্মার্ককে ক্ষমতাচ্যুত ও অধিকারভ্রষ্ট করিয়া নিজ কোমল-কঠিন হস্তে পূর্ণক্ষমতা যখন গ্রহণ করেন, তখন সেই ছবির সৃষ্টি হয়। ব্যঙ্গশিল্পি-শ্রেষ্ঠ সার জন টেনিয়লের তাহা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; জার্ম্মান সাম্রাজ্য-পোতের কাণ্ডারী উইলিয়ম জাহাজের

ধারে দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্যভবে কৈশোরের কর্ণধার বিস্মার্কের ধীর ক্লান্ত অথচ গম্ভীর পদবিক্ষেপে নৌসোপান-পথে অবরোহণ দেখিতেছেন। অবনত মস্তক বিস্মার্ক শেষ-সোপান-রজ্জু ধরিয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রের বক্ষে নৃত্যশীল পাইলট্ বোটের উপর নামিতেছেন। জার্ম্মান সাম্রাজ্যের চিরকর্ণধার স্বাধিকারপ্রার্থী অবিমৃষ্যকারী কাপ্তেনের হস্তে নিজাধিকার প্রদান করিয়া অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ বিপদ ভাবিতে ভাবিতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। চিত্রখানি মর্ম্মে মর্ম্মে করুণ-কঠিন ভাব পূর্ণ। আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে বার বার ইংরেজের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে পরামর্শ ও আদেশ দিয়াছিলেন। বিসমার্কও কাইজারকে সেই উপদেশ দিয়াছিলেন; কোন উপদেশই কাজে লাগে নাই। উভয় ক্ষেত্রে ফলও এক। তাই আজ সমস্ত জগৎ বিপর্য্যস্ত; কাইজার ও কাইজার বংশ রাজ্য তাড়িত। অপরম্বা ভবিষ্যতি।

বিশেষ ও পরিদৃশ্যমান কারণ অভাবেও সেই ছবির কথা মনে পড়িল। আমাদের জাহাজের পাইলট্ বিস্মার্কের সম্পূর্ণ অসদৃশ; রজ্জু-সোপান-অবলম্বনে নামিয়া গেল। একথা কেন মনে পড়িল, তাহার কারণ বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও নিষ্ফল। তরঙ্গবক্ষে পাইলটের বোট নাচিতেছে। পাইলট্ নামিয়া আসন গ্রহণ করিবামাত্র নাবিকগণ বোটখানিকে জাহাজের নিকট হইতে অদূরে—"পাইলট্ জাহাজে" লইয়া চলিয়া গেল। অচিরে সে তাহার স্থায়ী আবাস জাহাজে, আপন জনের সহিত মিলিত হইবে। তাই আপন জন ছাড়িয়া প্রবাসগামীর তাহার প্রতি দৃষ্টি নিতান্ত ঈর্ষাশূন্য মনে হয় না।

আহারের পর ডেকের উপর আসিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইলাম—ভাল লাগিল না। ক্যাবিনে গিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিলাম তাহাও হইল না। অগত্যা "ভ্রমণ-কথা" লিখিতে বসিলাম। শ্রান্তিতে যখন চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিতে লাগিল, তখন শয্যার আশ্রয় লইলাম। নিদ্রার পরিবর্ত্তে চিন্তা সহচরী হইলেন, অনেকক্ষণ তাঁহাকে একাধিপত্য করিতে দিয়া অবশেষে নিদ্রাদেবী দয়া করিলেন। এইরূপে সে রাত্রি কাটিল।

ভিড়ে স্নানাগারের সুবিধা অসুবিধা কত দূর হইবে, অপরিচিতের

পক্ষে এ সকল বিষয় বিশেষ ভাবিতে হয়—বিশেষতঃ যে পূবা মাত্রা "বাঙ্গালীয়ানা" বজায় বাখিবে, তাহাব ভাবনা আবও বেশী। আপাততঃ বাত্রি-শেষেব পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্য সাবিয়া লওয়াই সুবুদ্ধিব কাজ বোধ হইল। মগ, গামছা, ধুতি কিছুই ছাড়ি নাই। ড্রেসিং গাউনেব অন্তবালে সকল জোগাড়ই ছিল। প্রাতঃকৃত্যান্তে সভ্যতা-সম্মত বস্ত্র-পবিবর্ত্তন কবিয়া শয্যাগৃহ ত্যাগ কবিলাম। পূর্ণ "সবস্ত্র" না হইয়া শয্যাগৃহ ত্যাগ সভ্যতানুমোদিত নহে মনে কবিয়া, এত কষ্ট স্বীকাব কবিতে হইল। "ক্রম-বিজ্ঞতায" জানিলাম যে, প্রাতবাশেব পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ নযম বলবান নহে। অল্পাদপি অল্পমাত্রাব বস্ত্রভাব প্রাতবাশেব পূর্ব্বে জাহাজেব প্রকাশ্যাদপি প্রকাশ্য স্থানেও মার্জ্জনীয়। মহিলাগণ তখনও প্রকাশ্য স্থানে আবির্ভূত হইবেন না। অযাচিত মহিলা-সান্নিধ্যে ও ডেকেব উপব প্রাতঃকালে অবাধ বিচবণ জাহাজেব "অলিখিত বাণীব" অন্তর্ভূত।

জাহাজেব দৈনন্দিন ঘটনাব বৈচিত্র্য ও পার্থক্য বড় অধিক নয়। ষ্টুয়ার্ড প্রত্যযেই শয্যাগৃহে চা বিস্কুট ফল দিয়া যায। তাব পব ডেকেব উপব নগ্নপদে বাত্রিবাস-বস্ত্রে বিচবণ, উল্লম্ফন ইত্যাদি; পবে স্নান। আহাবগৃহে ৮৷৷৹টাব সময প্রচুব পবিমাণে প্রাতবাশ (Breakfast), ১টাব সমব জলযোগ (Lunch), ৪টাব সমব পুনবায চা ও সাতটাব সময়—Dinner, মধ্যে একবাব ডেকেব উপব বসিযাই একবাটী-সুপ, মধ্যে মধ্যে রুচি ও আর্থিক অবস্থাভেদে আইসক্রীম, Lemon Syrup ইত্যাদি (ইহাব স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয)। এইরূপ অনবরত আহাবেই জাহাজে বিবহীবিবহিণীবা কোনমতে কায়ক্লেশে "দীর্ঘং বিবহব্রতং বিভর্ত্তি। দুই বাব চাব সহিত যে ফল-মাখম-মিষ্টান্ন দেয়, তাহাতেই আমাদেব ভালরূপেই দৈনিক 'ভোজন হইয়া যাইতে পাবে। "প্রধান আহাব" তিনটাও তদনুরূপ। মৎস্য, মাংস, মিষ্টান্ন, ও ফল—স্থলচর জলচব খেচব উভচব সমবায়ে পেটুক-প্রধানেবও ভীতি উৎপাদন করিতে পাবে। "লবণাম্বুবাশিব বেলা" ত্যাগ কবিয়া কিছু দূব যাইতে না যাইতেই

অর্ণবপোত-বক্ষে ভীমকুম্ভকর্ণেরও চমকপ্রদ আহার্য্য-সম্ভার, দেখিতে দেখিতে প্রতি " খানা ঘণ্টার " পর টেবিল হইতে, আত্মবাম সবকাবের যাদুবিদ্যা-বল-সদৃশী কোন মহাশক্তি-বলে, কোথায় যে তিরোধান হয়, তাহা আমি নিরূপণ করিতে পাবিলাম না। আকণ্ঠ পূর্ণ কবিয়া উঠিবাব পর মনে হইল যে, আজ সমস্ত দিন কেন, কালও বোধ হয়, কিছু "চলিবে না।" কিন্তু দ্বিতীয় ঘণ্টার পব যথাসময়ে " ক্ষুধারূপেণ সংহিতা মহাদেবী "ব আবাব দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের আসামীব দেহেব মত অস্মদাদিব দেহে পূর্ণতেজে আবির্ভাব হওয়া বাস্তবিক অঘটন-ঘটন। জাহাজে যাওয়া আসায় যাঁহাদেব " দেশে "—(Home)—থাকিবাব অধিক সময় থাকে না, তাঁহাবাও বিলাত-ফেবত অবস্থায় গণ্ডদ্বয়ে সুপক্ক আপেল শোভাব অধিকাবী কি'সে হন, সে তথ্যেব মীমাংসাব কতকটা আভাস জাহাজে পাওয়া যায়।

যথাশক্তি আহার্য্য-অন্তর্ধান-সাহায্য-চেষ্টায় বিবত ছিলাম বলিতে পারি না। ইচ্ছা ও সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবাবেই " চলিয়াছে "। বিশেষতঃ আপেল, আপ্রিকট, আনাবস, বোম্বাই আম, আঙ্গুব, ফিগ, পেঁপে, ফুটী, প্রুণ, আইসক্রীম, চিজ, নানা বকমেব " নিত্যনূতন " সমুদ্রমৎস্য এবং নানা গঠনেব নানা বর্ণেব নানা আস্বাদনেব পুডীং ও কেকেব সঙ্কটাপন্ন সান্নিধ্যে স্থিব হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহিলেও অনিচ্ছাক্রমেও ধৈর্য্য নষ্ট হয়;—সুন্দবী প্রতি বেশিনীগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে মনেব বিনা অনুমতিতে অনেক সময় হাত কাঁটাচামচে সাহায্যে কিছু না কিছু তোলাইয়া মুখবিবরে উপস্থিত করে। তখন আব—' না ' বলা যায় না।

এক একটি টেবিলে দুই জন " কেতা দোবস্ত " সুবর্ণ মুদ্রা-বক্‌সীস-প্রত্যাশী বিনীত ভৃত্য মোতায়েন। নিঃশব্দে সকলের মন যোগাইতেছে। ভোক্তাকে কেবল কষ্ট করিয়া, কাঁটা চামচে স্থাপনেব সাঙ্কেতিক ভাষাটা আয়ত্ত করিতে হয়। তাহারই সাহায্যেই নিঃশব্দে কলের মত আদান-প্রদানেব কাজ চলিয়া যাইতেছে। এতলোক যদি গল্প-কথিত ইংরাজী অনভিজ্ঞ ' হোটেল আহারী ' বাবুর মত তারস্বরে ক্রমাগত সনাতন প্রথা-অনুসারে বলিতে থাকে,

"ও খানসামা এই পাতে আর একটু 'অখাদ্য' দাওত" তাহা হইলে Dining room-এব দৃশ্য যে কিরূপ হইয়া উঠে তাহা অনুভবনীয। 'দীয়তাং-ভুজ্যতাং' কথার উল্লেখ নাই; কিন্তু চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়—কিছুরই ক্ষণিক অভাবও নাই।

"ববফেব ঘবে" ফলমূল, মৎস্য, মাংস সব আছে, শোনা যায়। কিন্তু সত্য কথা "ববফেব ঘবে" ববফেব নাম মাত্রও নাই। ববফ দিয়া মাংস, মৎস্য, ফল তাজা বাখা নিতান্ত পুবাতন প্রথা। ইদানীন্তন বিজ্ঞান-শিল্প-সাহায্যে, যে Refiigenaterএব উদ্ভাবন হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানবসায়ন-সমবায়ের সুকৌশল মাত্র। কল-কবজা আবক সাহায্যে অদ্ভুত "ঠাণ্ডা ঘবেব" আয়োজন; প্রয়োজনীয় সব জিনিসই সেই শীতল ভাণ্ডাবে বক্ষিত হয়। নিত্য প্রযোজনমত তাহাই খবচ হয। আহাবেব পাত্রাদি ও ভৃত্যদিগেব হাত পা ও পোষাক পবিচ্ছদ সমস্তই পবিস্কৃত পাবিচ্ছন্ন। দ্বিধা কবিবাব কোন কাবণই নাই। যে খাইতে চায না তাহাব কোন 'অখাদ্য' খাইবাব প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত দীর্ঘ তালিকা হইতে বোঝা যাইবে যে ফলমুল আহাবেও সহজে জীবন যাপন অসম্ভব নহে। প্রথম দিন দুইজন অভদ্র মুসলমান ও দুইজন মদ্যপ্রিয় গ্রাক্ আমাদেব টেবিলে থাকাতে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে বড় খানসামার শবণাগত হইয়া আমবা যথা সম্ভব হিন্দুধবণেব একটা আলাদা টেবিল যোগাড় কবিয়া লইলাম;—সকল আহারই সেই টেবিলে চলিতে লাগিল। তবে চা যে যেথানে পায়, পান কবিয়া লয়।

এলাহাবাদেব স্কুল ইনস্পেক্টাব বায় বাহাদুব জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহাব কন্যা,—বম্বেব প্রধান মাবহাট্টা ডাক্তাব বাওএব স্ত্রী, গোয়ালিয়াব মহাবাজেব প্রাইভেট সেক্রেটাবী ও ল-মেম্বব এই কয়জন আমাদের টেবিল-সহচর। এক রকম চলিয়া যাইতেছে মন্দ নয়। জাহাজে লোক নিতান্ত কম নয়—অথচ অযথা ভিড়ও নয়। অতএব স্নানাগাবেব দ্বারে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা কবিয়া থাকার গল্প যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে পাইলাম না। সাবান তোয়ালে প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য লইয়া স্নানাগারে ভৃত্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে।

মানুষপ্রমাণ মার্ব্বেল বা মার্ব্বেলের মত রঙ দেওয়া Bath tub সমুদ্রজল ও গরম জল মিশাইয়া—নিমেষের মধ্যে পূর্ণ করিয়া দিতেছে। পরমানন্দে স্নান করিয়া পরে মিঠা জলে গা ধুইয়া নিজের কেবিনে আসিলাম। সান্ধ্য-আহারের পূর্ব্বে ফার্ষ্ট ক্লাসের সমস্ত যাত্রীকেই Evening dress পরিতে হয়। কখন কখন কাপ্তেন সাহেব টেবিলের প্রধান আসনে বসেন। আবার কখনও বা জাহাজের অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীরাও বসেন। সাহেব-মেমদের সান্ধ্য-পোষাকের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি ভারতবাসীর পক্ষে সহজ না হইলেও অভ্যাসক্রমে ও শীলতার খাতিরে সহিয়া যায়। এখন clinging short skirtএর রাজ্য; এখনকার ত কথাই নাই।

ভারত মহাসাগর।

আমাদের Arabia জাহাজের মোটামুটি বর্ণনাটা এইখানে হইয়া থাকুক। এ জাহাজখানার চারিটি তলাতেই লোক আছে। সর্ব্বোপরি Boat Deck ; কাপ্তেন ও কর্ম্মচারীরা তথায় থাকেন, "Bridge" হইতে জাহাজ-চালান'র কাজ পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদি হয়। যাত্রীদের তথায় উঠা নিষেধ। তার নীচে Hurricane Deck ; এইখানে ভ্রমণের, বিশ্রামের, ক্রীড়ার, এবং কদাচিৎ গ্রীষ্ম প্রখর রজনীতে শয়নেরও যথেষ্ট স্থান আছে। এখানে কিন্তু ঝড়-ঝটিকার আধিক্যও যেন কিছু বেশী। এই ডেকেই ক্রিকেট, কোয়েট প্রভৃতি খেলা ও Sports, Ball Danceও মাঝে মাঝে হয়। এখানে কএকটি Cabinও আছে; কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত খোলা, তত সুবিধা বোধ হইল না।

এই ডেকের একদিকে ধূমপানের ও তাস খেলিবার প্রকাণ্ড সাজান ঘর, আর একদিকে তদপেক্ষা বৃহৎ—সুন্দর সুসজ্জিত Music room ও বৈঠকখানা ঘর। এই সকল ঘরের অপেক্ষা ডেকের উপরই অনেকে সর্ব্বদা থাকেন। ক্যাবিনের মধ্যে আমার মত একাকী অল্প লোকেই থাকেন। চিন্তাসহচরীকে লইয়া, এবং অতিরিক্ত ১৫৲ পনের টাকা ব্যয় করিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার দাম আদায় করিবার অছিলায়, আমার সময় অনেকের অপেক্ষা ক্যাবিনেই অধিক কাটে। Hurricane Deck এর নীচে Spar Deck ; এখানেও অনেক ক্যাবিন আছে। এই ডেকেই আমার প্রথম স্থান হইয়াছিল। Purser, অর্থাৎ কেরাণী সাহেবের আপিস, ডাকঘর, নাপিতের দোকান ইত্যাদি এই ডেকে। তার নীচে Main Deck ; আহার ও শয়নগৃহ এই ডেকে, অধিকাংশ শয্যাগৃহই এই ডেকে। আমার শয্যাগৃহ স্নানাগার প্রভৃতির নিকট, এইস্থান আমি পছন্দ করিয়া লইয়াছি। কোন অসুবিধা নাই।

তাব নীচে Hold. জিনিস পত্র কলকাবখানা সমস্ত এইখানে। যাত্রীদেব সেখানে যাইবাব নিয়ম নাই। সেকেণ্ড ক্লাস ক্যাবিনগুলি জাহাজেব পশ্চাদ-ভাগে—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে। সেখানে সর্ব্বদা যাইবাব সুবিধা হয় না। জাহাজেব সম্মুখেব দিকে স্বতন্ত্র উচ্চস্থানে একজন Look-out man সর্ব্বদা সম্মুখে নজব কবিয়া আছে। উচ্চ কর্ম্মচাবিগণকে কিছু জানাইবাব প্রয়োজন হইলে Speaking Tube দিয়া কথা কয়।

জাহাজেব সকল কর্ম্মচাবী ও ভৃত্যই আনন্দিত মনে কাজ কবে। বক্সীসেব প্রত্যাশা কবে ও পায়, এবং কাজ হইয়া গেলে স্বাধীনেব মত অকুতোভয়ে মনিবমণ্ডলীব চক্ষেব সম্মুখে নিজেবা আনন্দ কবে ও মনিবমণ্ডলীবও আনন্দেব সাহায্য কবে ও পায়। Cabin Steward এক পাউণ্ড; Table Steward দশ শিলিং, Bath Steward, Deck Stewardকে পাঁচ শিলিং কবিয়া বক্সীস আমাব ন্যায় নিঃস্ব আবোহিগণেব পক্ষেও নিয়ম আছে। ধনকুবেবদেব নিয়ম অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহাবা প্রকাশ্যভাবে কিছু প্রার্থনা কবে না। সকলেই তাহাদেব গুণে বশীভূত হইয়া ইচ্ছাক্রমে বক্সীস দেন। ঘব হইতে তাহাদেব দ্বাবা জিনিসপত্র চুবি বা নষ্ট হয না। কোন কোন বন্দবে আগন্তুক লোক উঠিয়া কখন কখন চুবি কবে। তদ্বিষযে যাত্রীদিগকে সাবধান কবিবাব জন্য ঘবে ঘবে নোটীস দেওয়া আছে। সকল স্থানেই সকল কার্য্যেব সম্বন্ধে নোটীস টাঙ্গান আছে, সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই স্পষ্ট কবিয়া জানান আছে। তাই চক্ষুকর্ণবুদ্ধিসাহায্যে, সহজে সকল কাজ সুসাধিত হওয়া সতত সম্ভব। নিজ ক্ষৌবকর্ম্ম যে স্বয়ং সম্পন্ন কবিতে অক্ষম, সে নিত্য ছয় আনা দর্শনী দিয়া ক্ষৌবকাব মহাশয়েব ইন্দ্রপুবী তুল্য সুসজ্জিত কক্ষে গিয়া কার্য্য সমাধা কবিয়া আসে। আমাব মত অলস অকর্ম্মণ্য অথবা আভিজাত্যাভিমানী অনেক লোক আছেন, যাঁহাবা নিজেব কুলীন হস্ত অযোগ্য ক্ষৌবকর্ম্মে নিয়োজিত কবিতে পাবেন না। এই পূবা সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত না থাকায় প্রথম প্রথম নাপিত বাড়ী যাইতে লজ্জিতপ্রায় হইতেছিলাম, কিন্তু পবে দেখি নাপিত সাহেবের বৈঠকখানা প্রাতঃকাল হইতে নিত্য লোকে লোকারণ্য।

রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিয়াও তাঁহার কাজ ফুরায় না। তখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

জাহাজে ডাক্তার সাহেব আছেন। তাঁহাকে ডাকিলে পাঁচ শিলিং ফী দিতে হয়। কিন্তু ঔষধের দাম দিতে হয় না। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতি-দিনের আহারেই প্রত্যহ প্রায় ৬।৭ টাকা পড়ে, অন্যান্য বাবুগিরির আসবাবেও খরচ আছে। বিছানা তোয়ালে প্রায় নিত্য বদলাইয়া দেয়। দাম দিলে জাহাজে কাপড় পর্য্যন্ত কাচাইয়া লওয়া যায়। বৈঠকখানায় বসিয়া যত ইচ্ছা চিঠির কাগজে চিঠি লেখায় বাধা নাই। খেলা ধূলারও যোগাড় জাহাজে যথেষ্ট আছে। জাহাজ ভাড়ার টাকাটা এইরূপে বোধ হয় কতকটা তুলিয়া লওয়া যায়।

জাহাজ প্রতিদিন কত মাইল যাইতেছে, তাহার একটা চার্ট প্রত্যহ দেওয়া হয়। তা লইয়া বাজী খেলাও হয়। জুয়া খেলিবার অবকাশ একশ্রেণীর লোক ছাড়িতে পারে না। প্রত্যহ প্রায় ৩১৫ মাইল হিসাবে আমরা চলিতেছি। প্রতি বার ঘণ্টার পর জাহাজের ঘড়ীর কাঁটা অর্দ্ধঘণ্টা হিসাবে পিছাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই উপায়ে স্থানীয় সময়ের নির্দ্দেশ হয়। চন্দ্রতারার গণনা সাহায্যে জাহাজ দিনরাত্র চলিয়াছে।

সুয়েজ খালে যাইবার সময় রাত্রে Search Light জ্বালিয়া চলে। সোমবার চতুর্থীর চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলাম; মঙ্গলবার Southern Cross নামক নক্ষত্র-মণ্ডল দেখিলাম। ক্রমশঃ যেন কোন অজানা অচেনা জায়গায় অগ্রসর হইতেছি। অসীম সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, ও তাহাতে অসংখ্য জীবলীলা, কিরণলীলা, বর্ণলীলা; মধ্যে মধ্যে জাহাজের উপর নানা ভাবের লোকলীলা দেখিয়া সময় এক রকম কাটিয়া যাইতেছে, যতটুকু বাকি থাকিতেছে, তাহা অনন্ত চিন্তার সাহায্যে বেশ পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে উড্ডীয়মান পক্ষী সারি গাথিয়া যাইতেছে। শ্রেণী-বিশেষের মৎস্য কখন কখন লাফাইয়া এখান হইতে ওখানে পড়িতেছে। আর নীলাম্বরের উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া মাঝে মাঝে বড় সুন্দর রামধনুর অবতারণা করিতেছে। ভাবুকের নিকট এই অনন্ত

শোভাব আদর যে শ্রেষ্ঠতম, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবুক হইবার অবসর বড় পাইলাম না। কাবণ—চিন্তা কিছুতেই ত্যাগ করিল না।

অত্যন্ত গবম ও বমনোদ্রেক হইবে ইত্যাদি কত ভয় করিয়াছিলাম; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ত তাহাব চিহ্নও দেখিতে পাই নাই। তবে এখনই সে গর্ব্ব করা উচিত নয়। পথ এখনও অনেক বাকী। ধীর স্থির স্বচ্ছ দর্পণেব মত সমুদ্র কাল রাত্রে ও আজ প্রাতে, ক্ষণকালেব নিমিত্ত কিছু অধীর হইয়া দৃপ্ত মানবকে মনে করাইয়া দিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। যাহাকে "সমুদ্রপীড়া" বলে, অনেকেব তাহা হইয়াছিল; কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমি এ পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাইয়াছি। "You are a good sailor",—"You have nothing to fear",—"You have stood the first part of your first journey well" ইত্যাদি অভিনন্দন অনেকেব নিকট পাইয়াছি।

শুনিলাম, বৃহস্পতিবাব রাত্রি ২টাব সময় এডেনে পৌছিব; অন্ধকার রাত্রে ডাঙ্গায় নাবিতে ভরসা বা সুবিধা হইবে না। জাহাজ হইতেও সহর দেখা যাইবে না। কেবল কয়লা ও মাল লইবার হাঙ্গাম—গোলমাল। ভোরবেলা এডেন ছাড়িবাব সময় কিছু দেখা যাইতে পারে। ৪টা ৫টার মধ্যে ভারতবর্ষে যাইবাব মত চিঠিপত্র ডাকে দিতে হইবে বলিয়া সকলে প্রস্তুত হইতেছেন।

গত সোমবার পর্য্যন্ত আমাদের জাহাজ বম্বের সহিত বিনা-তারের বিদ্যুৎ-সংবাদ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। সে সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে বাড়ীতে একটা Marconigram দিয়া সে শৃঙ্খল কাটাইলাম। কাল মঙ্গলবার Salsette ষ্টীমার অনতিদূরে গৃহগামী Indian Mail লইয়া গেল।

চিঠিপত্র সমস্ত শেষ করিয়া ভ্রমণ-কথার কতকটা লিখিয়া ডাকে পাঠান গেল। এই দেবাক্ষর ভেদ করিয়া কেহ যে পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবে, সে ভরসা করিয়া লিখিলাম না। কখন 'ভারতবর্ষ' পাঠকপাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতির ইহা কারণ ঘটিবে, তখন তাহা জানিতাম না। জানিলে

ভাষা, ভাব ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে সংযত হইতাম। কিন্তু এ সকল পত্র-রচনার সময় সাহিত্য-সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি ছিল না। ক্ষমতাও বুঝি ছিল না। পিপাসী প্রাণ ও উন্মুক্ত চক্ষুকর্ণ যাহা পাইয়াছে, তাহাই ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রিয়জনের অবগতির জন্য দিনে দিনে পাঠাইয়াছি।

বৃহস্পতিবার ২৩শে মে—কাল বৈকাল হইতে গরম কিছু অধিক পড়িয়াছিল; কিন্তু যে গরম আমাদের গ্রীষ্মকালে সহ্য করিতে হয়—যে গরমের মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে বম্বে পৌঁছিয়াছিলাম, ইহা তাহার তুলনায় কিছু নয়। আজও বেশ গরম আছে; সাহেব-মেমেরা হাঁপাইয়া, জামাকাপড় হাতে করিয়া, সভ্যতানুমোদিত বস্ত্র-হীনতার চরমসীমায় পৌঁছিয়া জাহাজময় হা হুতাশ করিয়া বেড়াইতেছে। কোথায় দাঁড়াইলে একটু অধিক বাতাস পাওয়া যাইবে, তাহার সমীচীন পরীক্ষা বর্ত্তমান জীবনের যেন একমাত্র উদ্দেশ্য,—এইভাবে "দাঁড়ড়িয়া" বেড়াইতেছে। ইহাই তাহাদের বল,—ইহাই তাহাদের দৌর্ব্বল্য। হুজুগ বাহির করিবার "একটি"; কিছু—একটা রাগ গোসা অভিমান করিয়া কথা কহিবার জিনিস পাইলেই যেন বাঁচে। অভিযোগের কিছু বিষয় না থাকিলে ইহাদের যেন পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। আর দেখাদেখি, যাহারা অনভিপ্রেত বিষয়েও সাহেবানুকারী হইয়াছেন, তাঁহাদেরও এই সংক্রামক রোগে ধরিয়াছে। পথে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও Sea Sicknessএর ভয় সকলে আমায় যেরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার ত চিহ্নমাত্র নাই। যে "কষ্টকে কষ্ট বোধ করিব না" একবার মনে করিতে পারিয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তাহার দুঃখ কষ্ট ভয় কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই।

নগদ ১৫৲ টাকা খরচ করিয়া ইলেকট্রিক পাখা শয়নকক্ষে লওয়া হইয়াছিল, কারণ জাহাজ কোম্পানী এ বিলাসটা বিনা-পয়সায় দেন না,—তাহার দাম আদায় এ কয় দিন আদৌ হয় নাই। কাল ও আজ সামান্য কিছু হইয়াছে মাত্র। অতএব প্রতিদিন পাঁচ টাকা করিয়া হাওয়া খাওয়ার উপযোগিতা সন্দেহের বিষয়। জাহাজে জামা,

রুমাল, কলার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হইবে, এ পরামর্শ দিয়া যাঁহারা ঐ সব জিনিসে বাক্স বোঝাই করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও দেখিতেছি বিশেষ ভুল হইয়াছিল। প্রত্যহ দুইবার কাপড় বদল করা প্রয়োজন বটে; কিন্তু একদম "উৎপরীক্ষায় ফিটফাট" হইতে হইবে, নিত্য বারে-বার কামিজ-কলার বদল চাইই চাই, এমন কথা কিছু নাই। এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, ফ্যাসানের দায়ে সঙ্গের বোঝা বাড়াইয়া—ভূতের বোঝা বহিয়া, এই দীর্ঘ পথে যেন ভবিষ্যৎ যাত্রিগণ অকারণে কষ্ট না পান। রেলে করিয়া প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কগুলি লইয়া যাইতে "ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি" গোছের ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা। অতএব এক সপ্তাহের মত প্রয়োজনীয় অল্প কাপড় জামা 'Hold all'তে কিম্বা ছোট পোর্টমেণ্টে লইয়া মার্সেলস্ ও প্যারিসে ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিস সঙ্গে রাখিয়া ভারি মালপত্র বরাবর জাহাজে পাঠাইলেই এ পথে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা।

কাল বৈকাল হইতে "কখন্ এডেন্ পৌঁছান যাইবে" এই সমস্যা লইয়া ক্রমাগত কথাবার্ত্তা—আলোচনা চলিতেছে। এইরূপ একটা আলোচ্য বিষয় পাইলেই জাহাজের সকলেই যেন উন্মত্ত হয়। স্থির অচল থাকে, জাহাজের কর্ম্মচারিগণ। তাহাদের স্থির অচঞ্চল বুদ্ধির উপরেই জাহাজের ও যাত্রীর রক্ষা নির্ভর করে। প্রশ্ন পরম্পরায় তাহাদিগকে উদ্দাম যাত্রীরা ব্যস্ত করিয়া তোলে। ভদ্র ও নম্র ব্যবহার তাহাদের যেন স্বভাবসিদ্ধ। কর্ত্তব্য-পালন সময়ে যাত্রীদের সহিত গল্পগুজব করা বা আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিবার তাহাদের অনুমতি নাই। সে নিয়ম অতিক্রম করিলেই বিপদ্। নিম্নকর্ম্মচারীরা দিবারাত্র অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছে। কোম্পানির নিকট ইহারা বেতন কম পায়। কিন্তু যাত্রীদের "বক্সীসে" পোষাইয়া যায়। সেই জন্য যত্নও অত করে। প্রত্যেক বার ক্যাবিনে গিয়া দেখি যে, বিছানা জুতা কাপড়গুলি পুনরায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। একটি জিনিস স্থানচ্যুত বা অযত্নে রাখা নয়, কাজেই

কোন জিনিস হাবায় না। এডেনে নাকি আবব-দেশীয় চোবেবা উঠিয়া চুবি কবে। জাহাজ বন্দবে লাগিলে সকলকে সাবধান কবিবাব দে. জাহাজেব প্রকাশ্য স্থানে নোটিশ লাগান আছে।

তাই খাজাঞ্জী সাহেবেব নিকট টাকা কড়ি বাখিতে দিলাম এবং জিনিসেব 'হেফাজৎ' ক্যাবিন-ষ্টুযার্ডই কবিবে। মাথা ঘামাইবাব কোন অবকাশই দেয না। এ শ্রেণীব য়ুবোপীয ভৃত্য সাধাবণতঃ সাধু চবিত্র কালে-ভদ্রে কখন দুই একজন অসাধু ভৃত্য সমস্ত সম্প্রদায়কে ব • কবে।

মিসেস বাওয়েব, লাল পাতলা বেনাবসী সাড়ী ধাব কবিয়া, শাড়ী ছাঁদে পবিয়া এক প্রবাসী বমণী খুব বাহবা জোগাড় কবিযা বেড়াইতে ছিলেন। এ উপলক্ষ পাইযাও জাহাজ খুব সবগবম। বাস্তবিকও সে মহিলাকে ভাবতবমণী বেশে মানাইতেছিল ভাল। ফ্যান্সিবল উপলক্ষে একবাব এক বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্ম্মচাবীব স্ত্রী আমাব জ্যেষ্ঠতাত কন্যাব বস্ত্রালঙ্কাবে ভূষিত হইযা সাহেব মেম মহলে বেশ-নৈপুণ্যেব বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিলেন। আমাদেব দেশেব এক শ্রেণীব স্ত্রীপুরুষে বিলাতী পোষাকেব দাসত্বেব জন্য কেন পাগল হয়, ইংবাজেবাই তাহা বুঝিতে পাবেন না। তবে এ বিষয়ে আমাদেব অপেক্ষা আমাদেব বমণীগণেব বুদ্ধি বিবেচনা বিচাব অনেক অধিক। তাঁহাবা সহজে বিলাতী পোষাকেব জালে পড়েন না। কাযেই আমাদেব উন্নতিশীল দলেব মধ্যেও আযাব মত চেহাবা কম দেখা যায়।

প্রায় বাত্রি ১টাব সময় এডেনে জাহাজ পৌঁছিল। নোঙ্গব ফেলাব হাঙ্গামে আববীয ভীমকায়, ভীমতব-কণ্ঠ কুলীদেব কয়লা তোলাব গোলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সকালে যথন হয় সহব দেখা যাইবে মনে কবিয়া পাশ মোড়া দিলাম। কাবণ ভোব না হইলে জাহাজ ছাড়িবে না শুনিযা-ছিলাম। তত বাত্রে কে আবাব উঠিয়া মাফিক দস্তুব কাপড় পবে বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল না। দিবাবাত্র এইরূপ সাহেব বল—বাবু

বল—সাজিয়া বেড়াইতে হয়, জাহাজের ব্যবস্থাই তাই। সকালে স্নানের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ সকলেই রাত্রের কাপড়েই ডেকে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে কিংবা ডেকের উপর ঘুমাইতেছে, তাহাতে কোন দোষ বিবেচনা নাই। আমাদের অনভ্যস্ত চক্ষে—বিছু 'ঠেকে'। কোন কোন মেমেদের সান্ধ্য বেশও ক্রমশ যথার্থ উচ্চশ্রেণীর মেম সাহেবদের পর্য্যন্ত লজ্জা জন্মাইতেছে। এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতির আশু কোন সম্ভাবনা আছে বোধ হয় না। অথচ
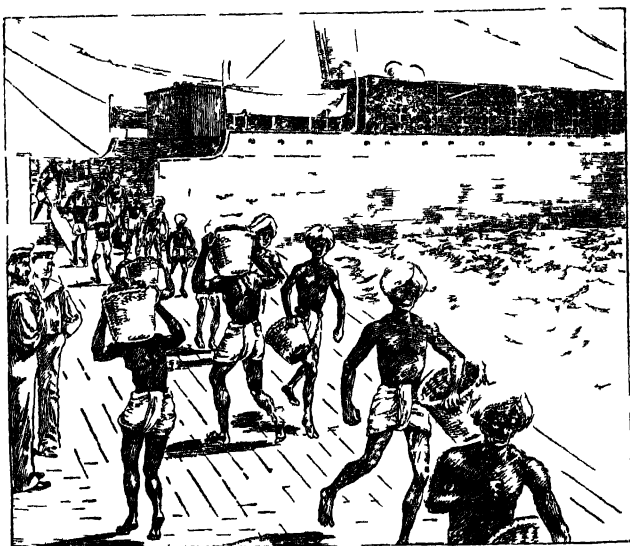
জাহাজে কুলীরা কয়লা তুলিতেছে।

এ প্রশ্ন জাতির শ্রেষ্ঠতম নরনারীকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিলাতী ছবির কাগজে যে সকল হাসিঠাট্টার কথা বা ছবি বাহির হয়, বাস্তবিক তাহা শুদ্ধ হাসিঠাট্টার জন্য নয়। লোক-চরিত্র ও সমাজরীতি সংশোধন পক্ষে—এইরূপ তীব্র বিদ্রূপ ও পরিহাস সময়ে সময়ে বিশেষ সহায়। সেদিন এক বিলাতী ছবির কাগজে প্রভু ও দাসীর মধ্যে-সান্ধ্য-কথোপকথনের এক ভূমিকা দেখিয়াছিলাম। তাহার একটু আভাস দিলে, কথাটা

একটু পরিষ্কার হইবে। গৃহস্বামিনীকে দেখিতে না পাইয়া প্রভু সদ্য গ্রাম-প্রত্যাগত অল্পবুদ্ধি দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝি তোমার মা'ঠাকুরাণী কোথায়।" কিছু ব্রীড়ানম্র স্বরে, অনিচ্ছার সহিত, দাসী উত্তর করিল, 'সান্ধ্য ভোজের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য মা'ঠাকুরাণী বিবস্ত্র হইতেছেন" "My lady is stripping for dinner"। কথাটা হঠাৎ বুঝিতে একটু কষ্ট হইল। বুঝিবার পরে লজ্জা হইল। পল্লীনিয়মে অভ্যস্ত দাসীর চক্ষে নাগরিক সান্ধ্য-বেশ-পরিধান প্রায় বিবস্ত্র হইবারই তুল্য,—একথা ফ্যাসান পুঙ্গবের মনে লাগিল। এইরূপ বিদ্রূপ তাড়নায় ক্রমশঃ সুফল ফলিতে পারে। য়ুরোপীয যুদ্ধের ফলে য়ুরোপীয় রমণীগণের বেশভূষা সম্বন্ধে অনেক উন্নতি হইয়াছে। সাহেবেরা শুনিয়াছি, আমাদের তামাসা করিয়া বলেন, "We dress for dinner, but you undress for dinner"। সেটা দেশের সমাজের ও গৃহের নিয়ম মত পুরুষ মহলে হয় ত হয, কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে সে কথা আদৌ খাটে না। অতএব এ বিষয়ে আমরা ভাল কি সাহেবেরা ভাল তাহা ভাবিবার বিষয়। সহসা নিজ পথ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি বা ভরসা হয না। কোন কোন অসংযত পরিবারে ফ্যাসান তাড়নার বলে আংশিক "বুক কাটা" জ্যাকেটের আবির্ভাব হইয়াছে বটে। কিন্তু সেমিজ বডির উপর "ঘোর-বেড়" সাড়ী, কোথাও বা 'ভেল' কিংবা চাদরে ভারত মহিলার মহা মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

দিনের বেলার প্রচণ্ড গরমেও কাপড় কাহারও একটু কম ব্যবহার করিবার যো নাই। আজ কেহ কেহ কোট খুলিয়া শুধু কামিজ গায়ে দিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু মেম দেখিলেই কোটটি টানিয়া লইবার ভাণ করিতে হইতেছে। স্নানের পূর্ব্বে পাতলা স্লিপিং সুট পরিয়া পায়জামার পা গুটাইয়া দুই ঘণ্টাকাল শুধু পায়ে জাহাজ ধোয়া জলের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে দোষ হয় না।

উঠিতে না চাহিলেও উঠিতে হইল। জাহাজ বন্দরে লাগিবার কিছুক্ষণ পরে "মহাশয় আপনার টেলিগ্রাম", শব্দে চমকিত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না, তব টেলিগ্রাম কেন আসিল—মনে করিয়া আতঙ্ক হইল। বেলা ১১টার সময় টেলিগ্রাম এডেনে পৌঁছিয়াছে। রাত্রি তিনটার সময় আমার হাতে পৌঁছিল। ঘরের ভাল সংবাদ পথের মাঝে পাইয়া মনে প্রবাসার একটু অধিক বল স্বভাবতঃ হইয়াই থাকে।

ডেকের উপর আসিলাম। বন্দরে অসংখ্য অবৃদ্ধিগম্য লাল নীল আলো রহিয়াছে। প্রকাণ্ডকায় বলশালী আরব, সোমালী কুলীরা তাহাদের শ্রমবিনোদন ভীষণ সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে নিমেষের মধ্যে দুই জাহাজ (Lighter) কয়লা আমাদের জাহাজে তুলিয়া দিল। অস্পষ্ট আলোক জলের উপরে বিস্তীর্ণ ছায়া ফেলিয়া অন্ধকারকে বাস্তবিক 'পরিদৃশ্যমান' করিয়া তুলিতেছিল। তাহা ভেদ করিয়া সেই মহাকায় শ্রমজীবিগণের ঘর্ম্মাক্ত অৰ্দ্ধনগ্ন কলেবর দেখিয়া Milton, Dante, মধুসূদনের অন্ধকার-পুরীর অধিবাসিগণের কথা মনে পড়িল। অসুরোচিত কার্য্য করিতে করিতে যে ঘনান্ধকারতুল্য ধূলার বৃষ্টি করিতে লাগিল তাহার তরঙ্গে কবিকল্পনা ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া ঝটিতি পলায়ন করিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বাধ্য হইয়া শয্যার পুনরায় আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িবার উপক্রম হইতেছে, বুঝিয়া,—আবার ডেকের উপর গেলাম। তৃণপল্লবহীন নগ্নসৌন্দর্য্য পর্ব্বত পরুষকঠিন একাকিত্বের নিশান তুলিয়া সমুদ্রের মাঝখান হইতে উঠিয়াছে। জাহাজ হইতে নাবিয়া সহর প্রদক্ষিণের সময়ও ছিল না, আর দেখিবার যোগ্য বিশেষ কোন বস্তুও নাই বলিয়া সে চেষ্টা করা গেল না। অনেক জিনিস দূর হইতে দেখিলে বরং কিছু ভক্তি থাকে। এডেন সহর সেই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যশালী।

ভারতবর্ষের পথে এশিয়ায় ইংরাজের প্রধান দুর্গ এই এডেন। সুয়েজখাল ইংরাজের হাতে সম্পূর্ণ নাই। ফরাসী ও অন্যান্য জাতিরও ইহাতে অধিকার আছে। কিন্তু ইংরাজের তাহাতে আসিয়া যায় না। এডেন ও পেরিন এই দু'টি তাঁহাদের হস্তগত। লোহিত-সমুদ্র দিয়া আরব সাগরে যাইতে হইলে, এডেন পেরিনের সুসজ্জিত কামানের সম্মুখ দিয়া যাইতেই হইবে।

ইংরাজকে পরাভব না করিয়া কিংবা তাহার অনুমতি না লইয়া কেহ এই পথে প্রবেশ করিতে পারে না।

পুরাকালে এক সময় পেরিন্ ফরাসীরা লইবার উদ্যোগ করিতেছিল। রাত্রে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ফরাসী নৌসেনাপতির সহিত আহার-সময়ে অসতর্ক কথাচ্ছলে সে সংবাদ পাইয়া নিশাযোগে পেরিন্ দখল করিলেন। প্রাতে যখন ফরাসী-জাহাজ দ্বীপ দখল করিতে গেল, তখন বৃটীশ নিশান তথায় গর্ব্বভরে বুঝি বা কতক বিদ্রূপভরে—উড়িতেছে। ইংরাজ এইরূপে সর্ব্বত্র ঘাটি বাঁধিয়াছেন ও ভারতের বিদেশী আক্রমণ-শঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে। Mediterraneanএর সদর ফটক Gibralterটি দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঘটিয়া উঠিতেছে না।

এডেন বন্দর ছাড়িয়া পেরিনের সংকীর্ণ-পথে পোতচালনা কিছু কঠিন। অতি সাবধানে যাইতে হয়। এখানে " পাঁচ বাম মিলে না " বলিয়া দেশী খালাসী সুর করিয়া জল মাপে না; জাহাজের দুই দিকে বাহির করা কাষ্ঠমঞ্চের উপর হইতে জল মাপিবার সরঞ্জাম লইয়া দুইজন ইংরাজ নাবিক পূর্ব্বশ্রুত সুরের অনুরূপ সুরে, অথচ নূতন বুলিতে, " A half and six " গায়িয়া জল মাপিতে মাপিতে জাহাজ লইয়া চলিল। স্থান-বিপর্য্যয়ের লক্ষণ ক্রমশঃ নয়নগোচর হইতে লাগিল। দুই চারিটা এশিয়ার অনভ্যস্ত ভিন্নজাতীয় পাখী দেখা গেল, আর মাছি ফড়িং এর জাতি ও আকারের পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হইতে লাগিল। দুই দিকেই কূলের নিকটে নিকটে ছোট বড় পাহাড়—উচ্চ-নীচ জমি। মাঝে মাঝে সংকীর্ণকায় লোকালয় দেখা যাইতে লাগিল। যেন বড় নদীর উজান বহিয়া যাইতেছি, বলিয়া মনে ধাঁধা লাগিতে লাগিল। স্থান অল্পপরিসর বলিয়া বিপরীতগামী অনেক জাহাজ আসেপাশে দেখা গেল। অসমুদ্রগামী ছোট ছোট নৌকাও পালভরে যাইতেছে।

বেলা ১টার সময় পেরিন উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত-সমুদ্রে প্রবেশ করা গেল। লোহিত-সমুদ্রের লোহিত অপবাদ কেন হইল, বুঝিতে পারিলাম না। ভারত ছাড়িয়া যে নীলিমা-সাগরে এ কয়দিন ভাসিয়া আসিতেছি, সেই নয়নমনোরম

নীলই এখনও দেখিতেছি। দিগন্তবিস্তারী সেই নীল সাড়ীতে হীরক-চূর্ণ-মণ্ডিত আঁচলার বাহার এখনও চলিয়াছে। তফাৎ এই যে, গরম কিছু বেশী। যে দিকে আমরা যাইতেছি, বায়ুর গতিও সেই দিকে, সেই জন্য সম্মুখ বায়ুর অভাবে এত গরম বোধ হইতে লাগিল। দুই দিকে বহুদূরে মরুদেশ থাকাতে গরম বেশী বলিয়া যে লোকসংস্কার আছে—তাহা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। সংকীর্ণ পথে অনেক জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। সম্মুখে আকাশ ও সমুদ্রের মিলনস্থলে অস্পষ্ট ধূম্রাকার একটা ছায়ার মত দেখা গেল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অল্পে অল্পে সেই ছায়া একটা জাহাজের আকার ধারণ করিল। সেই জাহাজ আমাদের জাহাজের বিপরীত মুখগামী; অবশেষে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অল্পে অল্পে বিপরীত দিকের সীমান্তরেখায় মিলাইয়া গেল। শৈশব পঠিত প্রথম ভূগোলের "প্রথম পাঠের প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পরিচয়" বিস্তীর্ণ সমুদ্র-পথেই পাইলাম।

বিলাতী টেলিগ্রামে দেখা গেল যে, প্যারিসের নিকট রেল সংঘর্ষণে ৫১ জন মানুষ মারা গিয়াছে। এবার জলে স্থলে কি সংহার-মূর্ত্তিরই অবতারণা! টাইট্যানিক ব্যাপারের পর স্নেহবশে বিপদভয়ে যাহারা আমার সমুদ্রযাত্রার বিরোধী তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিবেন জাহাজে না চাপিয়া—রেলে চাপিয়াও ত পরিত্রাণ নাই। সম্পদ্‌বিপদ্ যাঁহার পূর্ণাধীন—সেই বিপদ্‌ভঞ্জন-সাহায্য ব্যতীত নিস্তার-সম্ভাবনা কোথায়।

আরব সাগরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জিবুল টেয়ার নামক পার্ব্বত্য দ্বীপ দেখা গেল। সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র এই দুই দ্বীপ তুরস্কের অধিকারভুক্ত। একটার উপর বাতিঘর (Light House) আছে। আজ কাল তুরস্ক ও ইটালির মধ্যে যুদ্ধের ওজরে বাতি জ্বলে না। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে—ইটালিয়ান রণতরী এই সকল প্রদেশও আক্রমণ করিবে। সে কথা যথার্থ হইলে সাক্ষাৎ যুদ্ধের ঘোরতর ব্যাপারের আন্দাজ কতক পাওয়া যাইত। কিন্তু যুদ্ধস্রোত এতদূর এখনও বিস্তৃত হয় নাই।

কিছুদূরে আফ্রিকার উপকূলাংশ দেখা যাইতে লাগিল। ছোট-বড় সারি

সারি কয়েকটা পাহাড় দেখা গেল। নাবিকেরা ইহার নাম Twelve apostles বা দ্বাদশগোপাল দিয়াছে। ধর্ম্মের বিদ্রূপাত্মক এইরূপ অকারণ স্বেচ্ছামত নামকরণের—আমাদের দেশেও অভাব নাই। সন্ধ্যার শীতল বাতাসে দিবসের উত্তাপ স্মৃতি ক্রমশঃ কমিয়া আসিল।

২৪শে মে শুক্রবার। -লোহিত-সমুদ্রে লোহিত মূর্ত্তি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সময় সময় সূর্য্যাস্ত সময়ে নাকি তীরভূমি ও তীরবর্ত্তী নিম্ন পাহাড়গুলি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়, তাই লোহিত-সমুদ্র এই খ্যাতি। রঞ্জিত সমুদ্র-কীটাণুর গল্প কল্পনা প্রসূত। গ্রীষ্মের বিশিষ্ট লোহিত ভাব দেখাও আমার সৌভাগ্যক্রমে হইল না। কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলীর কথায় বাশীকৃত "ঠাণ্ডা" কাপড় লোহিত-সমুদ্রে ব্যবহারের জন্য আনিয়াছিলাম; তাহার ত আবশ্যকই হইল না। আর কলার কামিজ পারিপাট্য ও বৈচিত্র্য দেখাইবার অবকাশ বা প্রয়োজনও বিশেষ দেখা গেল না। দুইবেলা কামিজ বদলাইতে হইবে, এমন ব্যবস্থা বড়লাট কাউন্সেলের মেম্বরেরও ত দেখিলাম না। পশ্চাদ্‌গামীরা আমার ন্যায় ভুল না করেন বলিয়া একথা বারংবার উল্লেখ করিতেছি। তবে খাস বাবু সাহেবদের পক্ষে একথা খাটিতে পারে না।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সমুদ্র বক্ষে ভালরূপে এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই বলিয়া আজ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ডেকের উপরে আসিলাম। "Look-out man' যে ডেকে জাহাজের মুখের নিকট দাড়াইয়া সম্মুখে সর্ব্বদা নজর রাখিতেছে, সে ডেকে উঠিয়া তাহার নিকট পর্য্যন্ত গেলাম। সেখানে যাইতে কোন বাধা নাই। কেবল তাহার সহিত কথা কহিয়া তাহাকে অন্যমনস্ক করা নিষেধ। খুব নিকটে গেলেও বোধ হয় হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়, অতএব না যাওয়াই ভাল। আমার পদশব্দে একবার ফিরিয়া—চকিতের মত আমাকে একবার দেখিয়াই—আবার নিজ পর্য্যবেক্ষণ-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতর্কতার উপর জাহাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। বিশেষতঃ লোহিত-সমুদ্রে এখন রাত্রিকালে বিপদ্ অপেক্ষাকৃত অধিক। তুরস্ক, ইটালি উভয়েরই Light House যুদ্ধ আরম্ভ অবধি বন্ধ রহিয়াছে। কেবল

আমাদেব বাজাব যাইবাব আসিবাব সময় তাহাবা উভয়ে অনুগ্রহ কবিয়া আতিথ্য স্বরূপে বাতিঘব জ্বালাইযা ছিল। এখন সে সুবিধা বন্ধ। কাজেই বাত্রে অন্যান্য জাহাজকে অতি সাবধানে যাইতে হয়। আকাশ আজ মেঘশূন্য। তাই বাত্রি বড পবিষ্কাব, চন্দ্রদেবও মাঝে মাঝে দেখা দিতেছেন। এমন চমৎকাব বাত্রে উন্মুক্ত আকাশেব সৌন্দর্য্য উপভোগ বহুকাল ঘটে নাই। স্তব্ধ প্রাণে কিছুক্ষণ নিজেকে সেই সৌন্দর্য্যসাগবে ডুবাইয়া বাখিলাম। প্রাণে বড তৃপ্তি—বড শান্তি পাইলাম।

পেবিন পাহাডেব নিকট "চাযনা" (China) জাহাজ ডুবিয়াছিল। এখনও তাহা তুলিতে পাবে নাই। এখনও তাহাব মাস্তলেব অংশ দেখা যায়।

ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশ অরুণবাগে বঞ্জিত হইযা উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে—'আমাদেবই আপন" সূর্য্যদেব বক্তিম ববণ "নিজ তনু" প্রকাশিত কবিলেন। চাবি দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কি মহান্—কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য!—ভক্তিপূর্ণ প্রাণে নতমস্তকে বিশ্বেশ্ববেব বন্দনা কবিলাম। প্রভাসেব কবি যে মহাগীত গায়িয়াছিলেন—ইহা তাহাব অনুরূপ। "But Westward look, the sky is aglow with light" ইংবাজ কবিব কথা পাল্টা কবিয়া বলিবাব কিন্তু প্রয়োজন নাই। অজপাব কবি গায়িযাছিলেন, "বর্ণরূপং নমামি"। এই মূর্ত্তি গায়ত্রীব পূর্ণ বিকাশ। অজপা জপে ভগবৎ শক্তিকে বর্ণরূপে কেন বন্দনা কবিয়াছে,—ভক্তমণ্ডলেব অন্তবেব চক্ষু বহিশ্চক্ষুব সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যেব সুধাময় ফল—আজ তাহা বুঝিতে পাবিলাম। সমুদ্রেব জলে লাল, নীল, সবুজ বঙ্গেব মেলা, তাহাব উপব শ্বেত উর্ম্মিবাশিব অবিশ্রাম চঞ্চলতা, যেন বঙ্গেব ফোয়াবা খুলিয়া দিয়াছে। সীমাশূন্য নীল আকাশেও পীত লোহিত বঙ্গেব খেলা, পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাইতেছে, প্রকৃষ্ট বিপর্য্যয় পলকে পলকে। কাহাব সাধ্য তাহা কথায় বা তুলিকায় বর্ণনা কবে। জীবন্ত গায়ত্রী সম্মুখে। বিশ্ব মন্দিবেব এই মহান্ গবীয়ান্ চিত্রেব মধ্যে বিশ্বনাথেব অপূর্ব্ব ছবি নির্নিমেষ-নয়নে মুগ্ধ, স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। সে দৃশ্য ভুলিবাব নয়। বৈদিক কবি ধর্ম্মজ্ঞ,

ভাবজ্ঞ ও বসজ্ঞ ছিলেন—দার্শনিক ছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যার অসীম অধিকারী ছিলেন। তাই এত ভাব বাশি ধবিয়া বাখিতে পাবিয়া ছিলেন।

ডেকে অনেকগুলি পবিচিত উচ্চপদস্থ ইংবাজ ছিলেন। ক্রমে তাঁহাবা আসিয়া জুটিলেন। তাঁহাদেব সহিত কথায় কথা বাড়িল -আলোচনাব তবঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তাঁহাদেব মধ্যে অনেকে ভাবুক-চক্ষে—কবিচক্ষে—ক্রমশঃ আমাব চক্ষে দেখিবামাত্র এই দৃশ্যে আত্মহাবা হইলেন। ভাবতে দীর্ঘ দিন যাপন কবিয়া এ সকল অপূর্ব্ব মহান ব্যাপাব সম্বন্ধে ভাবতেব অন্তস্তবেব কথা—যাহাবা জানিয়া আসেন নাই, ইংলণ্ডোন্মুখ ভাবতবাসীব মুখে তাঁহাবা তাহাব সামান্য আলোচনাতেই যেন কৃতার্থম্মন্য হইলেন। যেন নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন। বিচিত্র ব্যাপাব এই যে, বৈষয়িক-সংঘর্ষ-ব্যস্ত পবস্পবেব পার্শ্ববর্ত্তী ইংবাজ বাঙ্গালী কখন পবস্পবেব আভ্যন্তবীণ সত্তাব অনুভবেব অবকাশ পান না। এই আলোচনাব ফলে "অসভ্য আদিম হিন্দু ইংবাজেব নিকট সর্ব্ব-শিক্ষাব জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য", তাহা জাহাজস্থ ইংবাজেবা ক্ষণকালেব জন্য বলিতে—বুঝি বা ভাবিতেও ভুলিয়া গেলেন।

নবশোভা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল—নিত্য যেমন দিন দেখি সেই রকমেব সাদামাটা দিনটা আসিয়া ক্রমশঃ পৌছিল। তাহাব পব প্রাত্যহিক কার্য্য। ক্ষৌরকাব-মন্দিবে প্রথমে উপস্থিত হইয়াও ১৫ মিনিটেব কমে নিস্তাব নাই। নানা ছাঁদি কথায় সময় নষ্ট কবে। নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে ক্ষৌবকর্ম্ম কবে। দশটা জিনিস বিক্রয়েব চেষ্টা কবে। আবাব অন্যলোক উপস্থিত থাকিলে দোকানে পৌছিবার ক্রম অনুসাবে পবপব যদি কাজ সাবিতে হয়, তাহা হইলে সময় ক্ষেপেব ত কথাই নাই। যাঁহারা ক্ষৌব-কার্য্য-অনুবোধে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাবা ভদ্রলোক হইলে কথাবার্ত্তা চলে। নতুবা সংবাদপত্র পাঠ, কিংবা Picture Post Card দেখা ইত্যাদি কার্য্য ক্ষৌবকাব মন্দিরে সময় সংহাবের উপায়। স্নানাদি কার্য্যেও প্রায় তিন্ কোয়াটার। তিনবার আহারে নয় কোয়াটার। দুইবার চা

খাওয়ায আধ ঘণ্টা। সময় "খুন" কবিবাব এত অবকাশ পাইয়াও সময় যেন কাটে না।

ডেকে বেড়াইতেছি, এমন সময়—নবপবিচিত ব্রিগেডিয়াব জেনাবেল ম্যাকিন্‌টায়াব সাহেব আসিয়া কথাবার্ত্তা আবম্ভ কবিলেন। দেশেব কথা—বিলাতেব কথা—হিন্দু ইংবাজেব দোষগুণেব ধাবাবাহিক সেবেস্তা বাঁধা—নানা কথা হইল। সে সব কথাব সবিস্তাব বর্ণনা কবিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। জেনাবেল সাহেব লণ্ডনে Hampstead Heathএ তাঁহাব বাড়ীতে গিয়া দেখা কবিবাব জন্য বিশেষ আগ্রহেব সহিত জেদ কবিলেন এবং ঠিকানা দিলেন। ভাবতে ইংবাজ-বাঙ্গালী সম্বন্ধ-সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপাব দেখিতে পাই। সামান্য কাপ্তেন লেফ্‌টেনাণ্টেবা মদগর্ব্বে ভদ্রভাবে কথা কয় না—কিন্তু তাহাদেব উচ্চতব কর্ম্মচাবীবা কয়। সামান্য collector সাহেবও তদ্রূপ অপবাধে অপবাধী, কিন্তু লাট কৌন্‌সেলেব মেম্ববগণ ও স্বয়ং লাট সাহেব দেশীযগণকে আদব কবেন; ইহা এক অপূর্ব্ব ব্যাপাব। ভাবিবাব বিষযও বটে। বয়োবৃদ্ধিব সহিত লোকাভিজ্ঞতা বোধ হয় বাড়ে এবং তাহাতেই সাধাবণ ইংবাজেব উন্নতি সাধিত হয়। নিজেদেব দেশেও ইহাবা সহজে সাধাবণেব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে অনেক সময় লয়।

বদাওনেব Collector Sherring সাহেবেব সহিত আলাপ হইল। আমাব বি এ. পবীক্ষায় Shakespeare paperএ তাঁহাব পিতা Rev. Mr. Sherring পবীক্ষক ছিলেন। তখন পবীক্ষায় প্রতি প্রশ্নেব নম্বব সম্বন্ধে এত বাধাবাঁধি ছিল না। পবীক্ষাব পূর্ব্ব বাত্রে Herr Bandmanএব অপূর্ব্ব হ্যমলেট অভিনয় দেখিবাব পবদিন শাবীবিক গ্লানি বশতঃ পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবাব সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে ভয়ও স্পষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্নেব মধ্যে Elizabethan Theatre সম্বন্ধে এক প্রশ্ন ছিল। Bandmanএব অভিনয়েব উত্তেজনা তখন মস্তিষ্ক অনুপ্রাণিত করিয়া বাখিয়াছিল। অন্যান্য প্রশ্নেব যথাযথ উত্তব না লিখিলে বিপদেব সম্ভাবনা, ইহা ভুলিয়া গিয়া এক Elizabethan Theatre সম্বন্ধে প্রশ্নেব উত্তব

উন্মাদের মত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহন করিয়া দেখিলাম যে, বাকি প্রশ্নের উত্তর লেখা হয় নাই এবং সময়ও নাই। পরীক্ষায় নিশ্চয় অকৃতকার্য্যতা স্থির করিয়া বাড়ী আসিলাম। পরীক্ষার ফল-প্রকাশের পূর্ব্বে কলেজের প্রিন্সিপাল টনি সাহেবের মারফৎ শেবিং সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার যে ছাত্র এই অভিনয়োন্মত্ততা প্রকাশ করিয়াছে সে কখন ইংলণ্ডে গিয়াছিল কি না। প্রিন্সিপাল নিজের ঘরে ডাকিয়া এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা বহুদিন বলবতী হইলেও যাওয়া ঘটে নাই—কেবল ব্যাণ্ডম্যানের অভিনয় দেখিয়া হয় ত এই উন্মাদ-লক্ষণ ঘটিযাছিল জানাইলাম। টনি সাহেব ছাত্রদিগের নিকট সহসা ও সহজে হাস্যমুখ ধরা দেওয়া ভালবাসিতেন না; সস্নেহে বলিলেন যে, "শেবিং সাহেব আমার অভিনযোন্মাদে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার মারফৎ এ প্রশ্ন করিয়া পাঠান নাই। এক প্রশ্নের উত্তরেই তিনি সমস্ত প্রশ্নের প্রাপ্য পূর্ণ সংখ্যা দিয়া তোমায় সম্মানিত করিযাছেন এবং কৌতূহলক্রমে তোমার ইংলণ্ডের থিয়াটারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করিয়াছেন", - বলিলেন। আজ বহুকাল পরে Shakespeareএর Englandএ যাইবার সময় তাহা মনে পড়িল, এবং কৃতজ্ঞতার সহিত শেবিং পুত্রকে এ পুরাতন গল্প বলিলাম।

লোহিত সমুদ্র।

আহারের পর 'চক্রবর্ত্তী'র সহিত গল্প করিতেছি, এমন সময় তাঁহার পুত্র সংবাদ আনিল যে, সেকেণ্ড ক্লাসে একজন যাত্রী মারা গিয়াছে, এখনই তাহার সমুদ্র-সমাধি (Sea Burial) হইবে। শুনিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইল। কে বা সে আমার, তথাপি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিতের, সমুদ্র-বক্ষে জলপোতের

জাহাজের বহির্দৃশ্য।
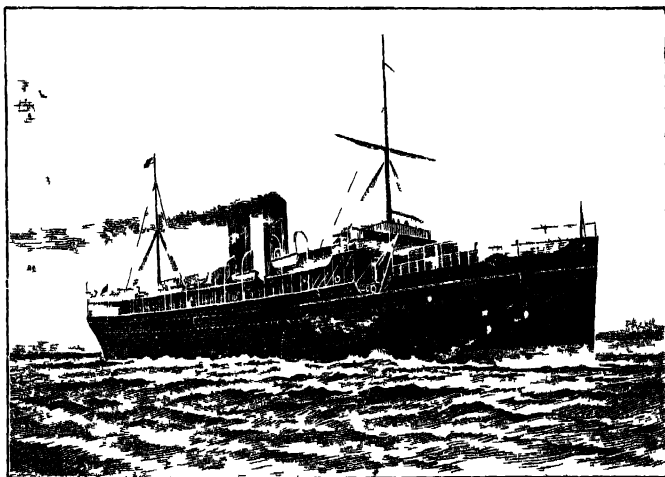
উপর, আকস্মিক মৃত্যুতে নানা তরঙ্গ মনে উদিত হইল। মন নারায়ণ।—কাল্ এডেনে দেখিয়াছিলাম যে, থলিয়ার মত একটা আবরণের মধ্যে দাঁড়াইয়া, একজন নাবিক জলের গভীরতা মাপিতেছিল। Monte Cristo নবন্যাসের নায়ক, জীবন্ত-সমাধিতুল্য সমুদ্রগর্ভস্থ কারাগার হইতে মুক্তি পাইবার প্রত্যাশায়, সমুদ্র-সমাধির জন্য প্রস্তুত মৃত-বন্দীর স্থান সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিল। বাল্যজীবনে 'ডুমা'র সেই অমর পুস্তক পাঠকালে যুগপৎ যে সকল হর্ষ-বিষাদ তরঙ্গে হৃদয় আন্দোলিত হইত, সমুদ্র-তরঙ্গের উপরও আজ সেই লীলালহরী

খেলিয়া গেল। কাল থলিয়ার মাঝে মানুষ দেখিয়া অকারণে সমুদ্র-সমাধির কথা মনে হইয়াছিল,—হঠাৎ মনে হইয়াছিল, এই যাত্রায়, নিজের কিংবা সহযাত্রীদিগের কাহারও না কাহারও, সমুদ্র-সমাধি অবশ্যম্ভাবী। এ কথার আভাস কাল চক্রবর্ত্তীকে দিয়াছিলাম। এত অমঙ্গল-আশঙ্কা কদাচিৎ বৃথা হয়। কিন্তু এ কথা মনে হইবার পর, এত শীঘ্র যে Sea-Burial দেখিতে হইবে—তাহা ভাবি নাই। নিজের ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের বাহুল্য-পরিচয় জন্য এত কথা বলিতেছি না। কিন্তু স্থান কাল-পাত্র ও অবস্থা হিসাবে ভবিষ্যতের ছায়া যে মানুষের মনে পড়ে, তাহা বিশ্বাস না হইবার কারণ নাই। তাই বুঝি বলে, "মন নারায়ণ।" চক্রবর্ত্তী ছয়বার বিলাত যাতায়াত করিয়াছেন, কখনও Sea-Burial দেখেন নাই। কিন্তু দুইবার জাহাজ হইতে পড়িয়া দুইজন আত্মহত্যা করিয়াছে, দেখিয়াছেন। তখনই জাহাজ থামাইয়া, ছোট নৌকার সাহায্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও, সেই হতভাগ্যদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমাদের সময়ের প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন খ্যাতনামা এবং ছাত্রপ্রিয় গণিত-অধ্যাপক এইরূপে বাস্তবিকই "দেহ-বিসর্জ্জন" দিয়াছিলেন।—এই সকল কথার কা'ল আলোচনা হইয়াছিল। আর আজই এই সাক্ষাৎ Sea-Burial।

অনুসন্ধানে শুনিলাম যে, P. & O. Companyর China Serviceএর একজন Steward, পীড়িত হইয়া দেশে যাইতেছিল, সেই হতভাগ্যেরই আজ মৃত্যু হইয়াছে। পাছে অন্য যাত্রীদের মধ্যে কোনরূপ আতঙ্ক হয়, এই জন্য তাহার মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে প্রচার পর্য্যন্ত হয় নাই। এখন সমাধির সময় উভয়শ্রেণীর প্রায় সমস্ত যাত্রী ও নাবিকগণ তাহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সমবেত হইল। একটী ক্যাম্বিসের থালিয়াতে মৃতদেহ সেলাই করিয়া, বিশ্ববিজয়ী বৃটীশ্ বৈজয়ন্তীর আবরণে তাহার শেষকৃত্য সম্পাদিত হইল। দেহ পাছে ভাসিয়া উঠে, তাই গুরুভার প্রস্তরাদি বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পুরোহিত, নিয়মিত পদ্ধতিমত, অন্ত্যেষ্টিকালীন পাঠ ও প্রার্থনা করিলেন। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে দেহ জলে বিসর্জ্জন হইল। ক্ষণকালের জন্য জাহাজের

সমস্ত কার্য্য, জীবনসাগরের পরপারযাত্রী পথিকের সম্মানার্থ, বন্ধ রাখা হইল। নিশিদিন গতিশীল অর্ণবযানের অখণ্ডগতিও নিমেষের জন্য স্থগিত রহিল। সে রাজার ডাক লইয়া, রাজার নিশান উড়াইয়া যাইতেছে; সহজে এ জাহাজের গতি বন্ধ হয় না। রাজার রাজার ডাকে, মহাপ্রস্থান সময়ে সে গতি লহমার জন্য বন্ধ রাখিয়াও, মহাপথের যাত্রীর প্রতি সম্মান যত দূর দেখান হউক আর না হউক, মানুষ নিজের নিজত্ব স্মরণ—অনুধাবন, করিবার অবকাশ মুহূর্ত্তের জন্যও পাইল। সেই অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতনামা হীনাবস্থ সহযাত্রীর জন্য গভীর দীর্ঘশ্বাস, বিরাট্ অর্ণবপোতের সকল অংশ হইতেই, সমান আন্তরিকতার সহিত পড়িল বলিয়াই মনে হইল। মানুষের মানুষ ভাবের ইহা পরিচায়ক মাত্র।

এইরূপে সমাধি-কার্য্য সম্পন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে দেহ অতলজলে ডুবিয়া গেল। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশাইল। বাহ্যিক আবরণ অসংখ্য জলচরের জীবিকার উপায় করিয়া দিল।

অন্যকার এই ঘটনায়, অনেকের মনে একটু নিরানন্দ ভাব দেখা গেল। কিন্তু এক দল লোক আছে, তাহাদের যেন কিছুতেই উদ্যম নষ্ট হয় না;—অল্পক্ষণ পরেই, তাহাদের তাস-পাশা-গল্প সকলই সমানভাবে চলিতে লাগিল।

পত্নীপুত্র সান্নিধ্যে যে হতভাগ্য শান্তি পাইবে বলিয়া রুগ্নদেহে দেশে ফিরিতেছিল, তাহার নশ্বরদেহ মকর-কুম্ভীরের আহার যোগাইতেছে—আর সেই দৃশ্য পাঁচ মিনিট অন্তর্হিত হইতে না হইতেই যে সেই—সেই নাচগান, ধুমধাম। বাস্তবিকই—"বিসদৃশ।" ডেকের এই সকল ব্যাপার ভাল না লাগাতে, ক্যাবিনে গিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

UNIVERSITY CONGRESSএ বক্তৃতা করিতে হইবে, তাহার আয়োজন কিছুই হয় নাই। মনে করিলাম, চিত্ত স্থির করিবার উপায়স্বরূপ সেই কাজটাই লইয়া থাকি!—কাগজপত্র গুছাইতে গিয়া দেখিলাম, কাগজ পত্র সঙ্গের ব্যাগে নাই। প্রয়োজনীয় উপাদান না পাইয়া সে কাজে ক্ষান্ত হইতে হইল। কোন্ বাক্সে কি আছে, লণ্ডনে না যাইয়া তাহা স্থির হইবে

না ;—কাজেই কংগ্রেসের কাজ যখন শেষ হইবে, বক্তৃতাচিন্তা প্রায় তখন আরম্ভ হইবে। সেখানে নূতন জগতের মধ্যে পড়িয়া লেখাপড়ার কাজ করিবার সময়, সুবিধা ও ইচ্ছা, কতদূর ঘটিবে জানি না। সেইজন্য যতদূর হয়, এই সময় শেষ করিয়া রাখিব ভাবিয়াছিলাম ,—সুযোগ কিন্তু ঘটিল না। কাজেই, ‘ ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে ’ মনে করিয়া, অদৃষ্টবাদের উপর নির্ভর করিতে হইল।

দেশের অনেকগুলি যুবক সেকেণ্ডক্লাসে যাইতেছে , মাঝে মাঝে তাহাদের সংবাদ লইতে যাই ,—কারণ, তাহাদের ফাষ্ট ক্লাসের দিকে আগমন নিষেধ।—কেবল মধ্যাহ্নে, একবার লাইব্রেরী হইতে চাঁদা দিয়া, বই লইতে আসিবার অধিকার আছে। আজ দেশের লোকের সঙ্গে দেশের দুটি কথা কহিয়া চিন্তালাঘবের চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন হইল। স্যর জজ্জ সাদার্লণ্ড, স্যর গায় উইলসন্ প্রভৃতির সহিতও নানাবিষয়ের কথা হইল। অনেক সাহেবই আমাদের নিজের বিষয়—আমাদের অপেক্ষা—অনেক বেশী জানেন এই ধারণাতেই গর্ব্বের সহিত কাজ চালাইতেছেন। কিন্তু যখন নিবিষ্টচিত্তে যে বিষয়ের আলোচনা হয়, তখনই ইহাদের ভ্রম বুঝিতে পারা যায়। তবে, ভ্রমস্বীকার অনেকেই করেন না ; অপরের কাছে, তাহা সারিয়া লইয়া, বাহাদুরী দেখান।—বাস্তবিকই ইহা বাহাদুরী। ভাল লোকে ভ্রমস্বীকার করে এবং কৃতজ্ঞতাও দেখায়, উচ্চ শ্রেণীর লোক এরূপ ভ্রম স্বীকারে পরাঙ্মুখ নয়। স্যর্ গায় উইল্‌সন সেই শ্রেণীর লোক।

শনিবার—২৫শে মে—১৯১২। কা’ল সূর্য্যোদয় দেখিয়া আজও দেখিবার লোভ হইল,—কারণ সে চিত্র ভুলিবার নয়, পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও আশা মিটে না।—তাই, আবার দেখিতে গেলাম। পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙ্গিতেই ডেকে আসিলাম। আট্‌টা পর্য্যন্ত শয্যাশ্রয় অভ্যাসটা, জাহাজে চাপার মত “অহিন্দু” কার্য্যের উপলক্ষে যদি লোপ হয়, তবে মন্দ হইবে না। কিন্তু কলিকাতার জলহাওয়ার—গুণে (দোষে ?) এ অভ্যাস যে থাকে, সেপক্ষে বিশেষ সন্দেহ।—আর একটা কারণও আছে।—এখন পরিশ্রম নাই

বলিলেই হয়। কায্যাভাবে শীঘ্র শয়ন হইতেছে; অতএব অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ কতকটা স্বাভাবিক। কলিকাতায় উভয়ই অসম্ভব। প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী, "দ্রুত গতিশীল", কর্ম্মজীবনে আমাদের অভ্যাস প্রকৃতি সব ওলট্‌পালট্‌ হইয়া যাইতেছে! যেন বাতির—দুমুখ কেন, বোধ হয় চার মুখই পোড়ান হইতেছে। কাজেই কলিকাতার জীবনে যত কদর্য্য অভ্যাস প্রভুত্ব-স্থাপন ও বিস্তার করিতে সুবিধা পায়।

কাল সূর্য্যোদয়ের ঘটা যেমন দেখিয়াছিলাম, আজ যেন তাহার অপেক্ষা কম বোধ হইল।—"বর্ণরূপং" দর্শন বড় সুবিধার হইল না।

অল্প অল্প করিয়া ঠাণ্ডা পড়িতেছে। ক্রমশঃ "উদ্ধ" প্রদেশে যত ওঠা হইতেছে, ঠাণ্ডাও তত বাড়িতেছে; কিন্তু প্রত্যহ-সমুদ্র-স্নানের লোভ সম্বরণ করা দুষ্কর। নিত্যস্নান বহুকাল উঠিয়া গিয়াছিল; সমুদ্রজলের লোভে অভ্যাসটী ফিরিয়া আসিতেছে,—সহজে ছাড়িয়া দিই কেন। অতি প্রভাতে ক্ষৌরকার-উপাসনা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। বিনামূল্যে চিকিৎসা-ও ঔষধ-প্রার্থীর মত, পরের পর 'তীর্থের কাক' হইয়া সমানে "স্তব্ধ গম্ভীর" হইয়া বসিয়া থাকা, ক্রমশঃ অসম্ভব হইতেছে। বিলাতে গিয়াও নরসুন্দরের মন্দিরে গিয়া এই উপাসনা করিতে হইবে! অতএব হয় শ্মশ্রুগুম্ফ রক্ষা করিতে হইবে, না হয় অকুলীনোচিত ক্ষৌরকার্য্যে মুখ্যকুলীনের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু কোন্‌টা যে করিব, উপস্থিত তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না! যতই নিজ দেশের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, সহযাত্রী সাহেবদের নেটিভাতঙ্ক ততই যেন কমিতেছে;—আপনারা দয়া করিয়া একে একে আলাপ করিতেছেন। আজ একজন Sappers and Miners দলের Engineer ও একজন Generalএর সহিত বিশেষ আলাপ ও কথাবার্ত্তা হইল। সকলেরই কিন্তু এক ভাব। আমাদের দেশের—আমরা কিছু বুঝি না, জানি না; আর আমাদের সবই মন্দ!—এইরূপ শুনিয়া আসিয়াছে, এইরূপ শুনিয়াই দেশে ফিরিয়া যায় ও দেশবাসীকেও বুঝায়। খোসামুদে ভারতবাসীরাই বোধ হয় এইরূপ ধারণা করাইয়া

দেয়। কিন্তু স্থিরভাবে কোন কথা বুঝাইয়া দিলেই—ভদ্রতা ও বুদ্ধির সহিত যাহাদের চিরবিরহ ঘটে নাই—তাহারা বেশ সরলভাবেই বুঝে; এবং সেই কথা লইয়া পরকে পরে বুঝায়। একজন বা দশজন ইংরাজের এই গুণই বল, দোষই বল,—সমস্ত জাতিটাকে সম্মানভাজন করিয়া রাখিয়াছে।

আহারের পর সেকেণ্ড্ ক্লাসে বেড়াইতে গেলাম; পরিচিত অপরিচিত কয়েকজন ভারতবাসীর সহিত আলাপে আপ্যায়িত হইলাম। একজন অপরিচিত বাঙ্গালী তাহাদের সর্ব্বদা তত্ত্ব সংবাদ লইতেছে, ইহাতে তাহারাও সন্তুষ্ট; কারণ, যাহারা ফার্ষ্ট ক্লাসে গমন গরিমায় গৌরবান্বিত, তাহারা এ হীনতা স্বীকার প্রায় করে না।

সেকেণ্ড্ ক্লাসের যেরূপ ভিড়, ময়লা ও বেবন্দোবস্ত এবং পুরাদস্তুর সাহেব "ছোটলোকের" ঠেলাঠেলি, তাহাতে আমার মত অকর্ম্মণ্য স্থবিরের যাওয়া অসম্ভব হইত। ফার্ষ্ট ক্লাসের ইংরাজেরা কেবল গ্রাহ্য করে না, তাহাদিগকেও গ্রাহ্য না করিলেই চলিয়া যায়। কিন্তু সেকেণ্ড্ ক্লাসের ইংরাজেরা বাঙ্গালীকে অনেক সময় অপমান করে; কারণ, তাহারা প্রায়ই সমাজের অতি-নিম্নস্তরের লোক। ইংরাজী নবন্যাস সাহিত্যে সুপরিচিত steerage passengerদের কথা সেকেণ্ড্ ক্লাসে মনে পড়ে। P. & O. ছাড়া অন্য লাইনে নাকি এরূপ নয়।

সেকেণ্ড্ ক্লাসে বেড়াইতেছি, এমন সময় একটা "আগুন আগুন" রব ও মহাকোলাহল উঠিল। খালাসী, নাবিক, কর্ম্মচারী, সকলেই—উর্দ্ধশ্বাসে উপরে নীচে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল; দমকলের নলে হু হু করিয়া জল দিতে লাগিল! লোকরক্ষার চেষ্টার জন্য, মাঝি মাল্লারা Life boats জলে ভাসাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল! মহা হুলস্থূল ব্যাপার! বিপদে সাহায্য-প্রার্থনাসূচক কামানধ্বনি হইতে লাগিল। সাঙ্কেতিক বিউগল কাতর স্বরে বাজিতে লাগিল। চারিদিকে মহাকোলাহল।—নিত্যই একটা না একটা কাণ্ড দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু আজিকার এ ব্যাপার কিছু

গুরুতর বোধ হইল। তবে যত গুরুতর প্রথমে মনে হইয়া ভয় হইয়াছিল, তাহার কিছুই নয়। জাহাজে আগুন লাগিলে, জাহাজরক্ষার বন্দোবস্ত কিরূপে করিতে হয়, লোকরক্ষার যে সব বন্দোবস্ত আছে, ঝটিতি তাহার সুব্যবহার কিরূপ করিতে হয়, তাহারই অভিনয় হইয়া গেল! নাবিক-খালাসী-কর্ম্মচারী-যাত্রী—সকলকে যথাযথ স্থানে কিরূপে থাকিতে হয়, কাজ করিতে হয়, আদেশপালন করিতে হয়, তাহার ছাপান নিয়ম জাহাজের স্থানে স্থানে টাঙ্গান আছে; সকলকে তাহা জানিয়া রাখিতে হয়। অভ্যাস রাখিবার জন্য এইরূপ অভিনয় মাঝে মাঝে, করিতে হয়; টাইট্যানিক জাহাজ নিমজ্জনের কারণ অনুসন্ধানকালে, একথা প্রকাশ পাইয়াছিল যে, মধ্যে মধ্যে এইরূপ (fire drill) 'অগ্নি-অভিনয়' হইবার যে নিয়ম ছিল, তাহা সে জাহাজে না হওয়াতেই, সে জাহাজের নাবিকেরা এ বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল। এখন তাই, সকল জাহাজেই এইরূপ অভিনয় সর্ব্বদা হয়। যাহা হউক, নূতন ব্যাপার দেখিলাম। বিপদে স্থিরবুদ্ধি কিরূপে হইতে হয়, তাহার অভ্যাস সর্ব্বদাই ভাল।—সংযমের অধিক বল নাই।

'টাইট্যানিক্' জাহাজ মারা যাওয়া সম্বন্ধে এক আজগুবি গল্প সম্প্রতি জাহির হইয়াছে। বৃটিশ্ মিউজিয়মে নাকি এক দুর্দ্দান্ত 'ইজিপ্সিয়ান্ মমি' ছিল। বহুসহস্রবর্ষ পূর্ব্বের কোন দুর্দ্দান্ত নরপতি কিংবা লোকনায়কের সমাধি-ভঙ্গ করিয়া, তাহাকে বিদেশে লইয়া যাওয়াতে 'মমি' নাকি 'মমি'-অবস্থায় বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং মিউজিয়মের রক্ষীদিগকে নানারূপে এত দূর ত্রাস্ত-ব্যস্ত-বিপন্ন করিয়া ফেলে যে, তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া অধ্যক্ষগণের নিকট কর্ম্মত্যাগের বাসনা প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। কাজেই অধ্যক্ষেরা জাল 'মমি' যথাস্থানে রাখিয়া, দুর্দ্দান্ত 'মমি'কে লোক-চক্ষুর অন্তরাল করিয়া কোন নিভৃত স্থানে রক্ষা করেন। আমেরিকার কোন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেই জাল ধরিয়া, মিউজিয়াম্ অধ্যক্ষগণকে অপ্রস্তুত করিয়া, "উচিত মূল্যে" আসল 'মমি'টি আমেরিকার জন্য খরিদ করেন

এবং অতি সন্তর্পণে 'টাইট্যানিক্' জাহাজে, তাহাকে "মাল" সাজাইয়া, লইয়া যাইতেছিলেন। ফলে, প্রত্নতত্ত্ববিৎসহ 'টাইট্যানিকে'র বিনাশ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ-প্রবরের প্রতি 'মমি'র যত আক্রোশের কারণ থাকুক, এত সহস্র নিরপরাধ নরনারীকে 'ইজিপ্সিয়ান্' বীর কেন বিপন্ন করিলেন, আমাদের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন দেশেও তাহা সহজে বোঝা যায় না। অথচ এ গল্পটির বিলাতে ক্রমশঃ বেশ কাট্‌তি হইতেছে।

আমরা গত ২৪ ঘণ্টায় মোটামুটি ৩৬৫ মাইল বই আসি নাই। ইহার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টায় ৩৭৯ মাইল আসিয়াছিলাম। গতি কিছু কম হইতেছে—তাহার কারণ, ইটালী তুরস্কী যুদ্ধের জন্য সমস্ত Light Houseএ আলো দেওয়া হয় না। সেই জন্য রাতে জাহাজ খুব সাবধানে চালাইতে হয়, কাজেই জাহাজ ধীরে চলে।

দুই প্রহরের পূর্ব্বে, এক দিকে আফ্রিকার উপকূলে 'সুয়াকিন্', অপর দিকে আরব উপকূলে 'মক্কা' যাইবার বন্দর 'জিদ্দা' বন্দরকে দক্ষিণে বামে রাখিয়া আসিয়াছি। মহম্মদের জন্মস্থান মুসলমানদিগের পুণ্যভূমি মক্কা এক দিকে -আর মহম্মদীয় ধর্ম্মে মাতোয়ারা হইয়া 'ইংরাজ-ইজিপ্সিয়ান্'কে ত্রস্তব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে—"মাধী" তাঁহার কীর্ত্তিভূমি 'সুদান' অপর দিকে।

'মাধী'-বিজেতা লর্ড কিচেনার এখন ইংরাজপক্ষে ইজিপ্টের কর্ত্তা। অদূরে "আল্লাহো আকবর" শব্দে মুখরিত 'খারটুম',—যেখানে কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী 'গর্ডন' অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—এখন সেস্থান ইংরেজী কলেজ স্কুলে পরিপূর্ণ।

আমরা এখন কলিকাতার Latitudeএর সমান Latitudeএ উঠিয়াছি। কিন্তু ঠাণ্ডা, কলিকাতার অপেক্ষা অনেক বেশী। এশিয়ার রাজ্য পার হইয়া যাইবার সময় আসিতেছে। Palestine—Jerusalem—যীশু খ্রীষ্টের জন্মভূমি—দক্ষিণে রাখিয়া য়ুরোপের অভিমুখীন হইবার প্রাক্কালে, য়ুরোপীয় শিক্ষায় ভাবে বিভোর ভারতবাসীর কত কথাই না মনে হয়।

যে মহাত্মা হাবড়াতে বাঙ্গালীর নাম ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীতে দেখিয়া, জিনিসপত্র লইয়া, অন্য গাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিলেন, স্যর্ উইলিয়ম্ ড্রিং আজ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। এই মহাত্মা মান্দ্রাজ ধন্য করেন নাই, ইনি কলিকাতার সওদাগর। ইঁহার পিতা কিরূপে Law Lord হইয়াছিলেন, সেই সূত্রে তিনি চিরস্থায়ী "অনারেবল্" উপাধিতে আখ্যাত। বোধ হয়, আমায় হাবড়া ষ্টেশনের পরিত্যক্ত সেই ধুতিপরিহিত বাঙ্গালী বাবু বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। আত্মীয়তা প্রদর্শন-চেষ্টা অনেক করিলেন। আমার কিন্তু ভদ্রতার বিনিময়ে যতটুকু ভদ্রতা করিতে হয়, তাঁহার সহিত, তাহার অধিক আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা হইল না। তাঁহার পুণ্য নামটি আর ভ্রমণকথার ভিতর উল্লেখ করিব না।

বৈকালে, চা খাইতে যাইবার সময়, সিঁড়ির উপর একটি প্রবীণ সাহেব স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বিস্তর আলাপ করিলেন। কয়েকদিনই তিনি সাধারণ ভদ্রতায় আমায় আপ্যায়িত করিতেছেন। নাপিতবাড়ীতেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ। কথায় কথায় শুনিলাম বিখ্যাত ঔষধওয়ালা Burgoyne Burgoiseএর তিনি এজেণ্ট। পিতৃদেবকে তিনি জানিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার অনেক কথা—পুরাতন অনেক ঘটনা—তিনি গল্প করিলেন। আমাদের শৈশব অবস্থারও অনেক কথা তাঁহার জানা আছে, দেখিলাম। বহুদিন পূর্ব্বে, যখন ১৮৭৮ সালে আমরা Presidency Collegeএর First Yearএ পড়ি, জ্যাঠামহাশয় তখন ইতিহাসের অধ্যাপক। একদিন আন্দুলে নৌকা করিয়া রোগী দেখিতে যাইয়া, নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়; তিন দিন তাঁহার কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই,—বহু কষ্ট সহ্য করিয়া পিতৃদেব তিন দিন পরে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারেন। বৃদ্ধ হোয়াইট্ সাহেব সে সময় কলিকাতায় উপস্থিত; তিনি সে সম্বন্ধে অনেক গল্প করিলেন। সেকথা সেদিনের কথার মত মনে আছে। দারুণ উৎকণ্ঠা ও দুঃখের কথা কি কখন ভোলা যায়! কি করিয়া সে কয়দিন কাটিয়াছিল, তাহা এখনও বেশ মনে আছে। আজ

বিদেশে—অকূল সমুদ্রের মাঝে—পিতৃপরিচিত অপরিচিতের মুখে পিতৃকথা শুনিয়া, মনে নানা তরঙ্গের উদয় হইল।

University Congressএ পেশ্ করিবার জন্য যাহা লিখিতে হইবে, তাহার কতকটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু অপরের সাহায্যে ২৫ বৎসর কাজ করিয়া, অভ্যাসের এমনই শৈথিল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কেবলমাত্র লেখা ছাড়া—কাগজ পত্র গুছাইয়া—কোন কাজ করিতে হইলেও চক্ষে অন্ধকার দেখি। বেশ বাতাস বহিতেছে। জাহাজ দুলিতেছেও ভাল।—গা কেমন-কেমন করিবার উপক্রম হইল—ইচ্ছাশক্তির বলে সেটা পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সাহেবেরা আমায় "good sailor," ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে—শেষ রক্ষা না হইলে বিশ্বাস নাই।

কাশীর বিখ্যাত পাদরী "INDIAN CASTES AND TRIBES" ও "HISTORY OF PROTESTANT MISSIONSএর লেখক Sherring সাহেবের পুত্র বদোনের কমিশনার সাহেবের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। লোকটি সাহেবদের সঙ্গে বড় মেশেন না। নিজের স্ত্রীপুত্রের সহিত খেলাধূলা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমার সঙ্গে বেশ আলাপ হইয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ক্যানেডাতে নিজকর্ম্মচারী ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারেন না—এই কথার উত্তরে বলিলেন যে, "তোমরা এসকল বিভিন্ন শাসন-প্রণালীকে এক গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়া রাগ করিতে পার, কিন্তু বাস্তবিক স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদের মতে ইহাদের সকলকে এক গবর্ণমেণ্ট বলা যায় না। ভিতরের কথা এই যে, বরং ফরাসী, কিংবা জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট কিংবা তাহাদের কর্ম্মচারী, ভারতীয় প্রজার উপরে অত্যাচার করিলে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে পারেন; কিন্তু ক্যানেডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বিবাদ করিতে পারেন না।" এ অবস্থার তিরোধান প্রয়োজন।

রবিবার, ২৬শে মে, ১৯১২। রজনীর অন্ধকারে এশিয়া ত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় প্রবেশ করিয়াছি। সুয়েজ খালে বেলা ২টার সময় পৌঁছিব। এখন আমরা সুয়েজে সমুদ্রের ভিতর দিয়া যাইতেছি। আফ্রিকার উপকূল উভয় দিকেই দেখা যাইতেছে। নগ্নপ্রায় পাহাড়গুলি সূর্য্যালোকে বড় সুন্দর দেখাইতেছে। নিকটেই মরুভূমি, কিন্তু আমরা বহুদূর উত্তরে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া আদৌ গরম নাই।

'সিনাই' পর্ব্বতের অগ্নিধূমরাশির মধ্যে প্রাচীন ইহুদীয় তপস্বী 'মোজেস' ভগবৎ সাক্ষাৎকার, ও লোক-হিতার্থে ভগবৎ আদেশ, পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং ইহুদিদিগের ধর্ম্ম-নিয়মের আদি সূত্র পাইয়া পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। মিলটনের অমর কবিতায়, ও অন্যান্য সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত, রত্নমালার ন্যায় গ্রথিত হইয়া যে কাহিনী অমর হইয়া আছে, সেই সিনাই পর্ব্বতচূড়া অদূরে। দক্ষিণে সকল ধর্ম্মের স্থায়ী স্তম্ভ। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান্, ইহুদী, খ্রীষ্টান্ সকল ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা নেতা ও প্রধান পুরুষেরা—এই এশিয়া খণ্ডেই জন্মগ্রহণ ও কর্ম্মসূত্রের প্রাধান্য স্বীকার ও প্রচার করিয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছেন। আধুনিক আলোক-মণ্ডিত পাশ্চাত্য জগতের ভাবী উপকার, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য জগতের উন্নতি ও রক্ষার স্থায়ী উপায়ও করিয়া গিয়াছেন। এই মহাতীর্থরাজির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ও এশিয়াকে পশ্চাতে ফেলিয়া মূর্ত্তিমান কাম্যকার্য্য ও ভোগের লীলাস্থল য়ুরোপে পৌঁছিবার পূর্ব্বে—আর একবার সব কথা মনে পড়িল। য়ুরোপ এশিয়ার নিকট কি ঋণে আবদ্ধ, ভক্তিসহকারে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের মূল সূত্র যিনি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই 'দাদন' না দিলে, আজ য়ুরোপের দশা কি হইত, আর অখ্রীষ্টীয়ান্ বলদৃপ্ত-য়ুরোপের সহিত সংঘর্ষে এশিয়া-আফ্রিকার কি দশা হইত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা।

রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। পাখা ত বহুকাল বন্ধ করিতেই হইয়াছে। 'পোর্টহোলে' বাহিরের বাতাস আসিবার জন্য, 'উইণ্ডসেল্' নামক যে

ডানার মত চক্র জাহাজ হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়, তাহাও খুলিয়া লইতে হইয়াছে। নাপিত উপাসনার জন্য যাইয়া দেখি যে মন্দিরদ্বার এখনও খোলে নাই। নবসুন্দরের প্রাতরনুগ্রহ পাইবার জন্য যত ব্যস্ত হইতে হয়—সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্যও বুঝি বা তত ব্যস্ত না হইলেও চলে। ঠাণ্ডা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। 'বাত' ত চাপা পড়িবার মত হইয়াছে। বোধ হয় সমুদ্র-স্নানে এতটা উপকার হইয়াছে।

পোর্ট সায়েদ ও সুয়েজ খাল।

পত্রাদি সুয়েজে ডাকে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। সেই জন্য বৈঠকখানার দরজায় নোটীশ্ দিয়াছে যে, আজ বেলা একটার মধ্যে পত্রাদি ডাকে দিতে হইবে। ২৪ ঘণ্টা পরে পোর্ট সায়েদেও পত্র দেওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য পত্রাদি লিখিতে সকলেই ব্যস্ত। যাহারা কাল 'পোর্ট সায়েদে' নামিবে, তাহারাও উদ্যোগ করিতেছে। পোর্ট সায়েদে ১২জন লোক নামিয়া 'বৃণ্ডিসী'র পথে যাইবে। আবার Cairo হইতেও অনেক নূতন লোক

জাহাজে উঠিবে। ঘরকন্না এক রকম পাতা হইয়াছে; নৌ-সংসার এক রকম কাটিয়া যাইতেছে; আবার কে কোথা হইতে আসিবে, ভাবিয়া একটু চিন্তা হইতেছে। মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যই এই, যে পরকে যেমন-করিয়া হউক দুদিন আপনার করিয়াছি, তাহার উপর মন বসে; অপর কে আসিয়া কি করিবে—ভাবনা হয়। আবার, যেখানে বিছানা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছি, তাহা গুটাইয়া, নিজাবাসে যাইবার সময়ও যেন একটু অনিচ্ছা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে।

বৃণ্ডিসীর পথে গেলে, দুই দিন পূর্ব্বে পৌছান যায়। যে জাহাজ পোর্ট সায়েদ হইতে বৃণ্ডিসী যায়, তাহা নিতান্ত ছোট এবং সমুদ্রতরঙ্গবক্ষে নৃত্য কিছু অধিক ভালবাসে। আড়াই দিন এইভাবে কাটাইয়া, তাড়াতাড়ি ইটালীর প্রধান সহরগুলি ভাল করিয়া না দেখিয়া রোম্, ভিনিস, মিলান্, টুরিণ্, ফ্লোরেন্স্, নেপল্‌সের মাঝখান দিয়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গিয়া কোন ফল নাই। তাই আমি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া, মার্সেলস্ হইয়া যাইব স্থির করিয়াছি। মার্সেলসে একদিন, প্যারিসে সুবিধা মত দুইতিন দিন থাকিয়া, ক্যালে ও ডোভার পথে যাওয়া স্থির করিয়াছি। অনেকে মার্সেলস্, জিব্রাল্টার, বিস্কে ঘুরিয়া সমস্ত রাস্তা সমুদ্রপথে Plymouth অথবা London যাইবে। সময় থাকিলে, এবং বিস্কের ভীষণ মূর্ত্তিতে ভয় না পাইলে, সে পথ মন্দ নয়। ফিরিবার সময় ইটালীর পথে আসিব, ইচ্ছা আছে।

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা এখন কহিবার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যতের ভার তাঁহার উপর দিয়া, বর্ত্তমানে নিজের কর্ত্তব্য যতদূর সাধ্য করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কাল কি হইবে আজ কেহ জানে না। বৈকালে কি হইবে, সকালে তাহা কেহ বলিতে পারে না। মানবের জীবন ত এই। ভবিষ্যতের বন্দোবস্তের কথা আলোচনার প্রয়োজন কি?

আজ স্নানের পর IMITATION OF CHRIST পাঠ করিবার সময় যে অধ্যায়টি খুলিয়া গেল, তাহাতে একথা সুন্দর ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনিই ধন্ত—তিনিই ভরসা—তিনিই কর্ত্তা। তিনিই কর্ম্ম; আমি আমার

আমার করিয়া আপনার বন্দোবস্ত—আপনার প্রাধান্য—লইয়া এত ব্যস্ত কেন।

ঠাণ্ডা পড়ায় ও মাথায় একটা ফোড়া বাহির হওয়ায়, স্নান করিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমুদ্র স্নানের লোভসংবরণ করিতে পারা যায় না। কাল একাদশী। বহুদিন একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমায় স্নান করি নাই। কিন্তু জাহাজে যে কয়দিন সমুদ্রজলের সুবিধা পাওয়া যাইবে, সে কয়দিন স্নান না করিয়া যে থাকিতে পারিব, তাহা ত বোধ হয় না।

কাল মহাত্রিবেণীতে একাদশীর উপবাস হইবে দেখিতেছি। যীশু, মহাম্মদ, মোজেস্ পবিত্রীকৃত এশিয়া এবং আফ্রিকা ও য়ুরোপের সঙ্গম-স্থান যে মহা ত্রিবেণী ও মহাতীর্থ, তাহার সন্দেহ নাই। মহাতীর্থ যেরূপ মহাপাপেরও স্থান, পোর্ট সায়েদও তাই। এখানে পৃথিবীর যেন বাছাই করা বদমায়েস্ গুণ্ডার মেলা।

আট দশ জন একত্র হইয়া দল বাঁধিয়া সহরের গলি ঘুঁজিতে না গেলে বিপদ হয়। সমস্ত দিন সেখানে জাহাজ থাকিবে। নামিয়া সহর দেখিবার কল্পনা করিতেছিলাম। নানা কথা শুনিয়া, আমার নামিবার ও বহুদূরে যাইবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। দূর হইতে নমস্কারই ভাল।

বাইশ জন যাত্রী, কাল পোর্ট সায়েদে নামিয়া ডাকের ছোট জাহাজে ব্রিণ্ডিসী যাইবে, আর কতজন উঠিবে, ঠিক নাই। কর্ম্মচারীরা সকল যাত্রীকে ভয় দেখাইয়া বেড়াইতেছে যে, সকলের ঘরেই কাল ভিড় হইবে। চারিদিকে এখন এই বই আর কথা নাই।

আজ রবিবার। জাহাজে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যতীত, অপর সমস্ত কাজকর্ম্মই আজ বন্ধ। (Hold) খোল হইতে জিনিসপত্র আজ পাওয়া যাইবে না। অথচ গরম কাপড়ের কিছু প্রয়োজন হইতেছে।

রবিবার মধ্যাহ্নে সাহেবদের গির্জ্জার সরঞ্জাম, খাইবার ঘরেই হয়। জাহাজের অধিকাংশ সাহেবমেম তাহাতে যোগ দেয় না। কেহ বা কোন ধর্ম্ম গ্রাহ্য করে না, কেহ বা রোম্যান্ ক্যাথলিক্ কিংবা অন্য শাখা-

ধর্ম্মাবলম্বী, সেই জন্য সকলে গির্জ্জায় যায় না। কিন্তু ভগবানের নাম যে উপায়ে—যেখানেই হয়—তাহাতে, দূর হইতেও অন্ততঃ, যোগ দেওয়া উচিত। গত রবিবারেও এইরূপ ছাড়াছাড়ি দেখিয়া বড় ব্যথিত হইয়াছিলাম।

সুয়েজ-সমুদ্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। 'ফেরো'র সৈন্যদল হইতে পরিত্রাণপ্রার্থী ইহুদী পলাতকগণ যে তখনকার এই সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা বড় আশ্চর্য্য নয়। এখানে সমুদ্রের পরিসর খুব অল্প। প্রায় একটা বড় নদীর মতই বোধ হয়।

২৫শে মে—আজ উত্তর বাতাসের প্রবলতা যেন কিছু বেশী। ডেকে বসিবার বা বেড়াইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, তাই রক্ষা। সকল সময়েই যে, এই আবেরিয়া-জাহাজখানি শান্তভাবে চলে, তাহা নহে। প্রবল ঝড়ের সময় সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদ করিয়া কেমন নির্ভয়ে চলে, নাপিতের দোকানে তাহার এক ছবি আছে। ঝড়ের সময় ক্যামেরা লইয়া যে ফটো তোলা হইয়াছিল, বলিয়া মনে হয় না। তবে কল্পনার সাহায্যে ছবির সৃষ্টি হইয়া যাত্রীর মনে অভয় উৎপাদনের সাহায্য করিতে পারে।

.আজ নয় দিন বারিরাশি ভেদ করিয়া চলিয়াছি। চারিদিকে আলোকের ছড়াছড়ি। কিন্তু হৃদয়ের আঁধার ত কিছুতেই ঘোচে না। জানি না এত আঁধার কিসের। অজানা অচেনা নূতন যায়গায় যাইতেছি বলিয়াই কি? এ প্রশ্নের উত্তর পাইলাম না। ভগবৎ নাম মধুর গম্ভীর স্বরে গির্জ্জা-সভায় গীত হইতেছে—ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া নিজেকে সেই সঙ্গীত-সাগরে ভাসাইয়া দিলাম। প্রাণে কিছু শান্তি আসিল। আঁধার হৃদয়ে সব আঁধার—সব ভাব তাঁর পাদপদ্মে দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

কিছু কায না থাকায় ভ্রমণ কথা লিখিতে বসিলাম। যা মনে আসে, তাই লিখিতেছি। কেন যে লিখিতেছি, কার পড়িবার জন্য ব্যগ্রতা কে যে কষ্ট করিয়া, এই দেবাক্ষর পড়িবে জানি না। যদি লেখায় লেখনীর তেজ, ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য থাকিত, সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণশক্তি, ভাব প্রকাশ শক্তি পাণ্ডিত্য, ভাষাজ্ঞান কিছু থাকিত, "য়ুরোপে

তিনবৎসরে” বর্ণিত বিষয়ের মত বহু বৎসর পূর্ব্বে বহুবার বর্ণিত বিষয়ের কিছু নূতনত্ব থাকিত। কিংবা নূতন ভাবে দেখাইবার সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে P. & O. Companyর এত কাগজ কলম এবং নিজের সময় ও প্রতি ডাকে বড় বড় কাগজের তাড়া পাঠাইবার—ষ্ট্যাম্প খরচ করিবার সার্থকতা থাকিত। যাহাদের জন্য গমনশীল রেলে ও জাহাজে ইহা লিখিতেছি, তাহাদের এই বর্ণব্যূহ ভেদ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা বিশেষ ধৈর্য্যের পরিচায়ক হইবে। মনের কথা মনে সব সময় না রাখিয়া কাগজে কতক স্থান পাইতেছে। ইহাতে মনের ভার কিছু লাঘব হইতেছে।

Dutton সাহেব আমায় কাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমি Diary লিখি কি না। আমি বলিয়াছিলাম যে Diary লেখার অভ্যাস আমার নাই—আর পাঠক মনোহর Diary লিখিবার ক্ষমতাও আমার নাই। তবে প্রিয়জন—যাহাদের গ্রন্থ-পাঠ সাহায্যে পথের কথা, ভ্রমণের কথা, সমাজ-কথা প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে জানিবার সম্ভাবনা বা সুবিধা নাই, আমার হস্তাক্ষরে যাহাদের তুষ্টি, মনে যাহা উদয় হয়, তাহাদের জন্য সময়ে সময়ে তাহা লিখি। আমার প্রবাস উপলক্ষে এই সকল কথা শুনিয়াও তাহারা প্রবাসকাল ধৈর্য্য-সহকারে কাটাইতে পারে। প্রচলিত সামান্য Guide Bookএ শতগুণে প্রয়োজনীয় ও শ্রুতিমধুর কথা-সম্বলিত বর্ণনা সামান্য ব্যয়ে পাওয়া যায়। সাহিত্যসৃষ্টির উচ্চাশায়ও এ উদ্যমের অবতারণা নয়। এ লেখা পড়িয়া প্রিয়জনের ভাল লাগিবে, এই মনে করিয়াই লিখি।

এডেন হইতে গুরুদাস বাবুকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহা পকেটেই রহিয়া গিয়াছে, ডাকে দেওয়া হয় নাই। আজ তাহা খুঁজিয়া পাইলাম। অন্য চিঠির সহিত আজ তাহা ডাকে দিলাম। ডাক মাসুলের জরিমানা তাঁহাকে বোধ হয়, কিছু দিতে হইবে। কারণ, এডেন পর্য্যন্ত দুই পয়সায় চলে—তার পর চার পয়সা মাসুল।

ট্রুঙ্ক খুলিয়া জিনিস-পত্রের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য দেখিয়া ভয় হইল। ছেলে

বাবাজীরা যাহা কিছু পারিয়াছে চাপাইয়াছে, কিন্তু যেখানকার জিনিস সেই খানেই রহিয়া গেল। বাবুগিরি অভ্যাসটা আমার কিছুতেই রপ্ত হইতেছে না। গৃহস্থ মানুষ বাবুগিরি করিই বা কি করিয়া। জাহাজের খরচপত্র যা দেখিতেছি, তাহাত সাধারণ লোকের পক্ষে ভয়ানক। ভাড়া যা লাগে, তাহাই যথেষ্ট। তাহার উপর অতিরিক্ত যাহা আবশ্যক তাহা চতুর্গুণ মূল্য লয়। এক গ্লাস লেবুর সরবতের দাম ৪ পেনি অর্থাৎ চার আনা। একটা কামিজ কাচাইবার খরচ ৬ পেনি অর্থাৎ ছয় আনার বেশী। এই দামে প্রত্যহ কামিজ কাচাইলে আমি যে দামের কামিজ পরি, কাচাইবার দামেই তাহার গোটা কযেক খরিদ হইযা যায়। এর উপর মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি যাহাদের অভ্যাস আছে, কিংবা ফ্যাসানের দাসত্ববশে যাহারা তাহা করিতে বাধ্য, তাহাদের ত সর্ব্বনাশ। এই সকল বিষয়ের বিরুদ্ধে অল্পবয়স্ক স্বদেশবাসিগণকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই বারবার একথার অবতারণা।

নাপিত মহাশয় প্রত্যহ ছয় আনা লইতেছেন। আপনার সেবার জন্য আর "কি করিতে পারি" বলিযা এটা ওটা বাজে জিনিস বিক্রয়ের চেষ্টা ত নিত্যই করিতেছেন। আর "কিছু করিতে পারার" অনুমতি না পাইয়া যেন কিছু ক্ষুণ্ণ। Steward মহাশয় প্রাচীন অথর্ব্ব ও জরদ্গবসদৃশ প্রাজ্ঞ। প্রায়ই শুনাইযা রাখিতেছেন যে, তাহার রোজগার এবার কিছুই হইল না। বোধ হয়, এক গিনির কম তাঁহার মন উঠিবে না। ইহা এক রকম বাঁধা দরের মধ্যে দাড়াইয়াছে এবং অপরিহার্য্য। অতএব পরিহার্য্য খরচপত্র সম্বন্ধে গৃহস্থশ্রেণীর যাত্রীর প্রথম হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা হিসাব কোথায় মিটিবে, বলা যায় না।

স্থানীয় ডাকের নিয়ম অদ্ভুত। সুয়েজে জাহাজ হইতে বাক্সমেত চিঠি লইয়া গিযা দিয়া আসিবে, তাহাতে চার পয়সায় ইংলণ্ড ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র যাইবে। কিন্তু অন্য জাহাজে থালের মধ্যে গিয়া কিংবা পোর্ট সায়েদএ, পত্র দিলেই Egyptian Government অধিক ষ্ট্যাম্প লইবে, অথচ এক জাহাজেই

সব চিঠি যাইবে। ডাক সুয়েজ হইতে রেলে পোর্ট সায়েদ্ যাইবে। সেখান হইতে জাহাজে ব্রিন্দিসি। বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকলের এই সব নির্ব্বোধ ব্যবহারই তাহাদের স্থায়ী উন্নতির অন্তরায়-স্বরূপ। আর এই সব বিষয়ে সূক্ষ্ম দূরদর্শী অথচ মোটের উপর অধিক লাভজনক ব্যবস্থার জন্য ইংরাজের এত উন্নতি। আন্তর্জাতিক Penny Postageএর এখনও অনেক বিলম্ব।

মাথায় একটা ছোট ফোড়ার মত হইয়াছে। Steward মহোদয়ের বহু বিস্ফোটক শোভিত মস্তক দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে, ক্রমাগত Oatmeal Porridge ভক্ষণেই এইরূপ হইয়াছে। আমিও ত প্রত্যহ Oatmeal Porridge যথেষ্ট খাইতেছি; তাই বা বিস্ফোটক বিকাশ হইল। Oatmealএ বলাধান হয়, সঙ্গে সঙ্গে "বাড়ীতে" "মাথার দিব্য" দিয়া দুগ্ধেরও কথা যে বলা আছে, তাহাও বেনামীতে কতক পেটে যায়, তাই খাই। দুধ, মাখম, ফল, মাংস, মৎস্য সবরকমই ঠাণ্ডা ঘরে থাকে। জনশ্রুতি-মতে তাহা খারাপ হয় না। মুখে খাইতে খারাপ না লাগিতে পারে, কিন্তু জিনিসটা যে, সত্যসত্যই অবিকৃত থাকে—ইহা সন্দেহের বিষয়।

আমার আহারের রুচি ও ক্ষুধা আর পূর্ব্বের মত নাই। আহার কমাইয়া দিয়াছি। আহার-বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু নিত্য এসব ভাল লাগে না। আপেল, আনারস, আম, আঙ্গুর, আপ্রিকট, ওয়ালনট, বাদাম, পণ, ফিগ, বাতাবীলেবু, কমলালেবু, জাভালেবু, মার্ম্মালেড, বহুতর আচার, মাখম, পনির রুটি, কেক, স্কন্স, পুডিং, আইস ক্রীমের ছড়াছড়ি। আহার্য্যের এই অরণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া লওয়া অল্লাহারীর পক্ষে প্রত্যহ অধিক কষ্টকর হইতেছে। মটন, মাছ, গেমবার্ড প্রচুর। "অন্য" মাংস আমাদের নিষেধ আছে বলিয়া আমাদের নিকটে আনে না। মাছও এত রকম যে, নাম মনে করিয়া রাখা কঠিন। Place, Turbot, Sole, Halibut, Herring, Sardines-Salmon এই কয়টাই ভাল। সবই সমুদ্র-মৎস্য। এত রকমের এত জিনিস

প্রত্যহ খাওয়া অসম্ভব। মাছ মাংসে অরুচি আসিয়া পড়িয়াছে। ফল মূল আর শাকসব্জী-সিদ্ধর উপর ক্রমশঃ নির্ভর করিতে হইতেছে। রান্নাঘরের পাস দিয়া নাপিতের ঘরে যাইতে হয়। সে সময় প্রায় বমনোদ্রেক হয়। সাদাটুপি ও পোষাকপরা বস্তুযে 'ঠাকুর'দের গাত্রে "সৌগন্ধও" কিছু কম নয়। ফল মূলের যোগান যেন কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে। পোর্ট সায়েদএ নূতন যদি কিছু জোগাড় হয় তবেই রক্ষা।

বায়ু প্রতিকূল বলিয়া আমাদের গতি কিছু কম। সমুদ্র-খাড়ির দুই দিকে তৃণগুল্মশূন্য নগ্ন পাহাড় অনেক দূর বিস্তৃত। তাহার কোলেই কোথাও মরুভূমি, কোথাও কৃষিক্ষেত্র। এই পাহাড়ের গণ্ডীর বহু পশ্চিমে নীল নদ। "যমুনা লহরী" বহুদিন সুকবির দ্বারা রচনা হইয়াছে। আজ সমুদ্র বক্ষে মনে মনে "নীল" লহরী রচিত হইল। কিন্তু "সমালোচকের" ভয়ে প্রকাশিত হইল না। Pharoaদিগের কীর্ত্তিকথা মনে পড়িল। কত যুগের সে কথা। যেন মানসচক্ষে সব দেখিলাম।

আমার এত লেখার ঘটা দেখিয়া সার উইলিয়ম্ ড্রিং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এত লিখিতেছ কি? বিলাতের জন্য বক্তৃতা লিখিতেছ নাকি? তাহা হইলে ত কাজ হইত। সে সকল দিকে মন আদৌ যাইতেছে না। বাড়ী ছাড়িয়া আসিলাম, দেশ ছাড়িয়া আসিলাম, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আসিলাম। এশিয়া ছাড়িবার সময় সেই সব বিদায় যন্ত্রণা যেন নূতন করিয়া সহ্য করিতে হইতেছে।

জাহাজের ঘণ্টায় একটা বাজিল। কিন্তু ওটা "একটা" নয়—জাহাজে ঘণ্টা বাজে নূতন রকমে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্থানবিশেষের Latitude Longitude হিসাবে প্রত্যহ ঘড়ির কাঁটা ১০।২০।৩০।৪০ মিনিট পিছাইয়া দিলে তবে সেই জায়গায় ঠিক সময় জাহাজের "পরিদৃশ্যমান" ঘড়িতে পাওয়া যায়। তারপর দিনরাত্র ছয় প্রহরে ভাগ করা হয়। আমাদের মত আটপ্রহর নহে। Eight Bells জাহাজের সর্ব্বোচ্চ ঘণ্টাবাজা। প্রতি ঘণ্টার সঙ্কেত তাড়াতাড়ি দুইটা ঘণ্টার আওয়াজ দেওয়া

হয়, আর আধ ঘণ্টার সঙ্কেত একটা আওয়াজ। বেলা আটটার সময় ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা পড়িবে। সাড়ে আটটাব সময় ১ঘা পড়িবে। ৯টাব সময় ১টা ডবল ঘণ্টা পড়িবে। এইরূপে ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা পর্য্যন্ত পড়িলে ঘড়ির ১২টা বাজিল। আবাব ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ৪ জোড়া ডবল ঘণ্টাব সাহায্যে পবিচয় হইবে। ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আবার ৪ জোড়া ডবল ঘণ্টা এবং ৮টা হইতে ১২; ১২টা হইতে ৪টায় পুনবায় ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা বাজিবে। ঘণ্টাব পরিচয বুঝিতে পূর্ব্বজ্ঞান সত্ত্বেও আমাব ২ দিন লাগিয়াছিল। ৩৫৲ টাকা দামেব আমাব ৩৫ বৎসবেব সাথী, পূর্ব্ব পলায়নেব সাথী, জেমস মবেব পুরাতন কাচের ঘড়ি এইরূপ অকারণ অতিবিক্ত পরিশ্রমে অস্বীকৃত। তাই তাঁহাকে পুরাবেতনে ছুটী দিয়া বন্ধ করিয়া বাখিয়াছি। ক্রমাগতঃ দিন বাত্র এই রূপ ঘড়ি ঠিক কে করে? Louis Stevenson এব "Essays on Travel" নামক সুন্দব গ্রন্থে সে দিন পড়িতেছিলাম যে, স্থানবিশেষে সময় ভিন্ন হয়, বৃদ্ধা যাত্রী সে কথা পড়িয়া তাহাতে আদৌ বিশ্বাস না করিয়া নিজের ঘড়িটিতে নিজেব গ্রামের সময় ববাবর ঠিক রাখিয়া যাইতেছিল। তাহাব ইচ্ছা ছিল যে, সে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া সেখানকাব ঘড়ি তদারক করিয়া নাবিকদিগকে জব্দ করিয়া তাহাদিগের ভুল দেখাইয়া দিবে। কিন্তু আকস্মিক সমুদ্রপীড়ায় বেচাবা দুই তিন দিন ঘড়িতে দম দিতে না পারায় অনাহারে ঘড়িটি কর্ম্মে ইস্তফা দিল। কাজেই প্রাচীনাব মনোজ্ঞ পবীক্ষার শেষ ফলাফল তদাবক হইতে পারিল না। Stevensonএর পুস্তক পড়িবাব পূর্ব্বে বম্বেতে আমারও মনে হইয়াছিল যে, গোপনে আমিও এইরূপ একটা পবীক্ষা আমার পুবাতন বিশ্বাসী ও চিরপরিচিত পানের ডিপানুকারী ঘড়িটি দ্বারা করিব। সমুদ্রপীড়া না হউক, আলস্যবশতঃ আমার ঘড়িরও আহার বন্ধ হইয়া পরীক্ষা বন্ধ হইল। পূর্ব্ব-কথিতা প্রাচীনা আমারই মত কীর্ত্তি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পড়িয়া হাসিলাম। দেখিতেছি, বিজ্ঞান-জগতে নূতন কিছু নাই। আমি এতবড় একটা কাণ্ড করিয়া

গোপনে একটা বহুমূল্য তথ্যসংগ্রহেব চেষ্টায় ছিলাম, আর প্রাচীনা আমার বহু পূর্ব্বে তাহাব চেষ্টা কবিয়াছিল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল।

আহাম্মুখীতে মানুষেব "পার্ব্বত্য-প্রাচীনতা" আছে দেখিতেছি।

বৈঠকখানাব জানালা দিয়া জলযোগ আয়োজনের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বিশেষ প্রয়োজনাভাবেও আহাব-টেবিলে পাঁচটিবাব যাওয়া চাই। অতএব আপাততঃ এইখানেই লেখনীব বিশ্রাম।

সোমবাব ২৭শে মে।—ক্রমশঃ বাড়ী, ঘব, জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি দেখা দিতে লাগিল। আমেবিকা-আবিষ্কাবেব প্রাক্কালে কলম্বসেব ভাবেব মত মনেব ভাব হইযা পড়িবাব উপক্রম হইল। তীবেব দিকে অগ্রসব হওয়াব জন্য জল কমিবাব সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদিগেব জল মাপা ও সাধবানে অগ্রসর হইবাব কাজও তত বাড়িতে লাগিল; Deep Six, A half and Six, A quarter less Seven, Deep Seven এই সব অদ্ভুত শব্দ শুনিতে লাগিলাম। ঠিক আমাদেব দেশেব খালাসীদেব 'পাচ বাম মিলেনা'ব মত সুব কবিয়া কবিয়া গান, কেবল বুলি স্বতন্ত্র। কাপ্তেন, কর্ম্মচারী সকলেই সতর্ক হইয়া কাজ করিতে লাগিল। জাহাজের সম্মুখে সব পাল নামাইয়া ফেলিয়া মাল লইবাব জন্য স্থান পবিষ্কাব ইত্যাদি উদ্যোগ চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই খালে প্রবেশ করা যাইবে ও নানা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যাইবে, মনে কবা গিযাছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না। জাহাজ নোঙ্গব ফেলিল। ভাবতবর্ষেব ডাক, জাহাজ হইতে নামিয়া গেল। ৩৫০ বস্তা আফ্রিকার হস্তিদন্ত জাহাজে বোঝাই লওয়া হইল। ক্রমশঃ নূতন যাত্রী আসিতে আবম্ভ কবিল। তীবে যাইবাব জন্য ছোট নৌকা ধীবে ধীবে নামান হইল। হঠাৎ বিপদের সময় এত বিলম্বে ও ধীবে ধীরে বোট নামাইলে যে বিশেষ কায হয়, তাহা সন্দেহের স্থল। সে সময় নিশ্চয়ই ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত কার্য্য সাধিত হয়।

এখানেও আবার প্লেগেব পরীক্ষা। বম্বেতে একবার এই অভিনয় হইয়াছে। এখানে পুনরভিনয়। ৯ দিন সমুদ্রবাসের পরেও আবার পরীক্ষা।

সভ্য যুরোপের প্লেগ আতঙ্ক কিছুতেই যায় না। Venice Convention এর নিয়ম অনুসারে ১৪ দিন সমুদ্র বাস না হইলে প্রতি বন্দরে ডাক্তার পরীক্ষা করিবে। কিন্তু সে পরীক্ষা নাম মাত্রের অপেক্ষাও হাস্যাস্পদ। ডাক্তারদের চাকরী বজায় রাখা চাই, তাই স্থানে স্থানে এই পরীক্ষা-পীড়ন। প্লেগের কোন সন্দেহ থাকিলে পূর্ব্বে Moses' Well নামক নিকটবর্ত্তী স্থানে যাত্রীদের নামাইয়া Quarantineএ রাখা হইত, এখন সে সব গোল নাই। এই Moses' Well সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী আছে। Moses আততায়ী Pharaohর সৈন্য হস্তে পরিত্রাণ পাইয়া দৈবানুকূল্যে লোহিত সমুদ্র পার হইয়া এই স্থানের কূপে নাকি জলপান করিয়াছিলেন। এখানে লোহিত সমুদ্র এত সঙ্কীর্ণ যে, সেকালে হাটিয়া পার হওয়ার অজানিত অথবা কেবল মোজেসের জানিত 'হাটুডুবা" পথ থাকা, আর তারপর হঠাৎ বান আসিয়া Pharaohর সৈন্য ধ্বংস হওয়া, বড় বিচিত্র ঘটনা বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই।

পরীক্ষার জন্য আমাদের ভাগ্যে এক মহিলা ডাক্তার জুটিয়া গেলেন। পুরুষ-ডাক্তার সাহেব মাঝিমাল্লা ও সেকেণ্ড ক্লাস আরোহী তদারকে ছিলেন। মহিলা-ডাক্তার আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন। খাবার ঘরে সকলে সমবেত হইলে জাহাজেরই একজন কর্ম্মচারী আদালতের পেয়াদার মত সুন্দর উচ্চারণ সহকারে, নামধারীর পর্য্যন্ত অবোধ্য ভাবে, সকলের নাম ডাকিতে লাগিলেন। বিশেষ এশিয়াটিকদিগের নাম উচ্চারণে তাঁহার বেজায় কারদানী। বহুকাল লেভীতে যাওয়া হয় নাই, আজ ডাক্তার-মেমের নিকট ছোটখাট লেভী হইয়া গেল। সিঁড়ির কাছে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন; আর নামডাকার ক্রম অনুসারে এক এক যাত্রী তাঁহার সম্মুখ দিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেমেয়েদের নাড়ী দেখা হইল, কাহাকে কাহাকেও বা কঠোর কিম্বা কঠোরতর পরীক্ষার জন্য বসাইয়া রাখা হইল। কিন্তু জঘন্য পুরুষদিগকে তিনি স্পর্শও করিলেন না। একবার চাহিয়াই পরীক্ষা কার্য্য শেষ হইল—আমরাও বাঁচিলাম।

তাঁহার সার্টিফিকেট পাইতে ও মনশুদ্ধি করিয়া তুলিতে সান্ধ্য আহারের সময় উপস্থিত হইল। তখন ঠাণ্ডা বেশ পড়িয়াছে। ডেকের উপর হাওয়া বেশ জোরে বহিতেছে। বৈকালে সুয়েজের কাছাকাছি হইয়া জাহাজ যখন দাঁড়াইয়া ছিল, তখন বেশ গরম পড়িয়াছিল। বোধ হয়, জাহাজে উঠিয়া অবধি এত গরম হয় নাই। তাই গরম কাপড় না পরিয়াই ডেকে আসিয়াছিলাম। ঠাণ্ডায় একটু কষ্ট পাইতে হইল। ৯টার সময়ই ঘরে গেলাম। Port hole বন্ধ করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিতে হইল। সকালে সুয়েজ খালের সম্বন্ধে কত গল্পকথা শুনিলাম। খালের পথেও কত সুদৃশ্য দেখিলাম, তাহা সব লিখিতে গেলে একটা বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠে এবং ডাকও ধরা যায় না।

ব্যারন্ লেসেপ্স্ নামে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার এই খাল কাটেন। পূর্ব্বে Pharaohদের আমলে এই খাল Mediterranean হইতে লোহিত সমুদ্র পর্য্যন্ত এক করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। এ কথার প্রমাণ ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ এবং সহস্র বাধা, বিপত্তি, ভ্রুকুটি, এমন কি অত্যাচার সহ্য করিয়াও তিনি এই খাল কাটিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং সংকল্প ক্রমে কার্য্যে পরিণত করিলেন। আমেরিকার পানামা খালএরও মতলব ও নক্সা এই মহা কর্ম্মবীর করিয়া যান। কিন্তু শেষ জীবনে অন্যান্য কর্ম্মবীরগণের ন্যায় তিনি লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহা কার্য্যে তখন পরিণত হয় নাই, এখন হইয়াছে। সুয়েজ খালের সফলতার সম্ভাবনা ধনকুবের জগতে নিতান্ত বিদ্রূপের কথার মধ্যে গণ্য ছিল। প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর শেয়ার কেহ কিনিতে চাহে নাই।

ব্যারন্ লেসেপ্স্এর নিজ দেশবাসী ফরাসীরাও বিশেষ বিদ্রূপ করিত। গাঁয়ের ফকির অতি অল্প স্থানেই "ভিক্" পায়। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী, দূরদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ডিজ্‌রেলী, খালের ভবিষ্যৎ উপকারিতা ভারতসাম্রাজ্য সম্বন্ধে ধ্রুব, একথা নিশ্চয় বুঝিয়া শেয়ার সামান্য মূল্যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের তরফে যতদূর পারিলেন, গোপনে কিনিয়া ফেলিলেন। দেখাদেখি

ইজিপ্টের খেদিভও কিনিলেন এবং ফরাসীরাও কিনিলেন। এখন ইংরাজের অংশই প্রধান; এবং সেই সূত্রে খাল সম্বন্ধে ও ইজিপ্ট বা মিশর শাসন-সম্বন্ধেও ক্রমশঃ ইংরাজের প্রাধান্য হইয়া গিয়াছে। ইজিপ্ট ইংরাজের অধিকৃত ও শাসিত দেশ না হইলেও ইংরাজ এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। ৯৯ বৎসর মেয়াদে খাজনা করিয়া কোম্পানী খাল কাটেন। আর ৪০ বৎসর পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ইংরাজের প্রাধান্য আরও বাড়িবে মনে হয়।

প্রথমে খাল অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, এখন খুব বিস্তৃত করিয়া দুই দিকে পাথর দিয়া বাঁধা হইয়াছে। তারে শ্রেণীবদ্ধভাবে নয়নরঞ্জন মনোরম সবুজ ঝাউ গাছের সার,—খালের তীর দিয়া রেলও গিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রাচীন লবণ হ্রদ আছে, খালের মুখে ডক আছে। স্থানে স্থানে দুইখানা জাহাজ পাশাপাশি হইয়া এক সময়ে যাইতে পারে, এমন বন্দোবস্ত আছে। যেখানে তাহার সম্ভাবনা নাই, সেখানে পাশে একখানা জাহাজ অপেক্ষা করিবার বন্দোবস্তও আছে। Signal দ্বারা সব কাজ হইতেছে। যে জাহাজ যে ভাবে যাইবে, তীর হইতে তার দিয়া তাহার হুকুম দেওয়া হয়, এবং সমস্ত খালের রাস্তায় জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে একজন পাইলট যায়। জাহাজ খুব ধীরে চালাইতে হয়। বৈদ্যুতিক দীপালোক সাহায্যে রাত্রে যাইবার কোন বাধা বা অসুবিধা নাই। খালের দুই ধারে লাল, নীল আলো দ্বারা পথ নির্দ্দেশ করা আছে। মাঝে মাঝে খালের ধারে রেলের লাইনের উপর পাথরের বাড়ীগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছে। খালের বালি কাটিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য কয়েকখানা জাহাজ সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে। সেই বালি-মাটীতে অনেক গ্রামের নীচু জায়গা ভরাট হইতেছে। উটের দ্বারা বালি বহন হইতেছে। দীর্ঘ আলখাল্লা-পরা ইজিপ্ট ও আরবীয় নাবিকগণ ধীর গম্ভীর ভাবে নিজ কাজ করিতেছে। সেইরূপ বেশপরিহিত নাগরিকগণ খালের ধারের রাস্তা দিয়া যাইতেছে; মাটি বহিতেছে। সর্ব্বত্রই একটা গম্ভীর ভাব। রাজসই ভাব, আমীরি চাল; যেন এই মাত্র ক্লিওপেট্রার সেবা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। প্রাচীন সভ্যতার প্রাচীন কীর্ত্তি আধুনিক সভ্যতার

মাঝে ছায়ার ন্যায় জাগিতেছে। নূতনের মধ্যেও পুরাতন মাথা জাগাইয়া রহিয়াছে। তাহাকে তাচ্ছিল্য বা ত্যাগ করিবার উপায় নাই।

রাত্রে সুয়েজ খালের আলো, ভিন্ন ভিন্ন আপিসের ও দূরবর্ত্তী সহর ও ডকের আলো বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। ঝাউগাছের সার, তার মাঝে রেল লাইন। বড় মনোরম দৃশ্য।

পূর্ব্বে খালের ধার দিয়া স্থলপথে ডাক যাইত। পোর্টসায়েদ হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত স্থলপথে গিয়া পুনরায় জাহাজে যাইতে হইত। Lieutenant Waghorn নামে একজন নৌসেনা কর্ম্মচারী, ১৮৪০ সালে এই নূতন পথ আবিষ্কার করেন। গল্প আছে যে, বর্ত্তমান Finlay Muir কোম্পানির পূর্ব্ববর্ত্তী James Finlay কোম্পানির একবার হঠাৎ অনেক তুলা খরিদের প্রয়োজন হয়। তখন Cape of Good Hope পথে ছয় মাসে জাহাজ যাইত। টেলিগ্রাম ছিল না। অথচ সত্বর তুলা খরিদ করা প্রয়োজন। James Finlay কোম্পানি যথেষ্ট টাকা দিয়া Waghornকে যেমন করিয়া হউক, শীঘ্র ভারতে পৌঁছিবার ভার দেন। তিনি এই পথ আবিষ্কার করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করেন। গল্পটা বড় প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না, কারণ সেই সময়ে East India Companyর বাণিজ্যের একচেটিয়া ছিল। বে-সরকারী কোম্পানী যে এত বড় রকমের একটা কাজ করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প ছিল। Interloper বড় জোর লুকাইয়া চুরাইয়া কিছু কাজ করিত। Waghorn এ অবস্থার অনেক পরে এই পথ আবিষ্কার করিলেন বলিয়া প্রবাদ। যে উপলক্ষেই হউক, Waghorn যে এই পথ আবিষ্কার করেন, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। লোহিত সমুদ্র হইতে কেনালের প্রবেশ দ্বারে তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে। য়ুরোপের দিকে খালের মুখে ব্যরন লেসেপ্‌সের মূর্ত্তি আছে। অঙ্গুলিনির্দ্দেশে যেন খালের রাস্তা দেখাইয়া দিতেছেন। Pharaohদিগের পূর্ব্ব প্রদর্শিত পথে এই অদ্ভুতকর্ম্মী ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সাহায্যে এখন য়ুরোপ-এশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ বিরাটকর্ম্মী, ক্ষণজন্মা, কর্ম্মবীরের নিকট জগতের ঋণ অপরিশোধনীয়, সন্দেহ নাই।

কাল বড় ঠাণ্ডা গিয়াছে। সকালে তাই বড়কোট ও হাতে-বাঁধা পাগড়ী বাহির করিয়া দেশী পোষাকে সাহেব-মেমকে চমকিত করিয়া দিলাম।

আজ একাদশী। স্নান নিষেধ। আর খালের জঘন্য জলে স্নান করিতে প্রবৃত্তিও হইল না। আজ যেন রামরাবণে উভয়ে মিলিয়া সমুদ্র স্নান বন্ধ করিলেন। আহার সম্বন্ধেও তাই। একাদশীর দিন পাঁজি না দেখিলেও শরীরের জড়তায় তিথি-মাহাত্ম্য বুঝা যায়। প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া গরম গেঞ্জি ও ফ্ল্যানেল বেনিয়ান বাহির করিতে হইল। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা বেশ পড়িয়াছে। যাহারা পোর্ট সায়েদএ নামিয়া যাইবে, তাহাদের উদ্যোগ চলিতেছে।

ঘরে যাহাতে নূতন যাত্রীর ভিড় না হয় তাহার তদ্বির প্রয়োজন হইল। আজ কেরানী (Purser) মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়া ভার। কয় দিনে তাঁহাকে দেখিতেই পাইলাম না। অতএব তাঁহাকে তুষ্ট করার চেষ্টা না করিয়া অবশ্যম্ভাবীর বশ্যতা স্বীকার করাই ভাল। কালা মূর্ত্তি দেখিয়া সাহেব-দলের কেবিন হইতে পলায়নের সম্ভাবনা, ইহাই মঙ্গল।

পোর্ট সায়েদ।

একখানি রেলওয়ে ট্রেণ ঝাউগাছের ভিতর দিয়া খালের তীর কাঁপাইয়া চলিয়া গেল। জলপথে জাহাজ চলিতেছে। আর তাহার পাশেই 'স্থলপথে' রেল গাড়ী চলিতেছে। মরুভূমিতে যেখানে তৃণপল্লবও টিকিতে পারে না, বালীর প্রকোপ হইতে সেখানে কেবল ঝাউ গাছই অন্যান্য গাছপালা রক্ষা করিতে পারে. পুরীতে সমুদ্র তীরে তাহার বহুপ্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানেও ঝাউ-বনের প্রাদুর্ভাব। এখানে বাগান, বাড়ী সমস্তই পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত। রেলওয়ে পথে, ষ্টেসনে French নাম লেখা। জাহাজ মৃদুমন্দ গমনে চলিতেছে। খালের তীরভূমি পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, তাই অতি ধীরে যাইতে হয়। কিন্তু আমাদের ডাক-জাহাজ বলিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত যাইতেছিল, সম্মুখে অন্য জাহাজ থাকিলে আমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়া পাশের খালে অপেক্ষা করিতে বাধ্য। অন্য জাতির ডাক-জাহাজকেও ইংরাজের ডাক-জাহাজকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। ধন্য ইংরাজ। ভারতবর্ষে, সম্পূর্ণ নিজ অধিকারে, এই রূপ আধিপত্য, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরের দেশেও এইরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

কয়লাগুঁড়ার ভয়ে তীরে নামিয়া পরিত্রাণ চেষ্টার কথা হইয়াছিল; কিন্তু নামিবার পূর্ব্বেই তাহা পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া গেল। সিঁড়ি ফেলিতে, তদ্বির করিতে অনেক সময় গেল। ততক্ষণ ধূলার পূর্ণভোগ।

ইতিমধ্যে অসুরের মত দীর্ঘাকৃতি অসভ্যদর্শন ভীষণদন্ত তাম্রবর্ণ একজন ইজিপ্সিয়ান নানা ভাবের সাঁতার দেখাইয়া বাহাদুরী করিতে ও পয়সা উপায় করিতে লাগিল। জলের মধ্যে পয়সা ফেলিয়া দিলে মাছের মত ডুবিয়া তাহা তুলিয়া মুখের মধ্যে রাখিতে লাগিল। কেহ পয়সার বদলে টিল ছুঁড়িলে

নিজেব ভাষায় গালি দিতে ও মুখ-বিকৃতি কবিতে লাগিল। তাহাতে তাহাব বড় অপবাধ ধবা যায় না। প্রায় একঘণ্টা সে এইরূপ অবলীলাক্রমে জলে ক্রীড়া কবিতে লাগিল। পবে যখন আমবা নগবভ্রমণে যাইলাম, তখন দেখি, সে দীর্ঘবপু উভচব। টুপী পবিযা ভদ্রলোক হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাব ভীমদর্শন অসুব মূর্ত্তি লুকাইবে কিরূপে। তখন বোধ হয সহবেব অলিগলিতে সে অন্যরূপ শিকাবে প্রবৃত্ত হইবাব চেষ্টায় ছিল।

তীবে যাতায়াতেব জন্য অনেক ছোট জাহাজ ছিল। আমাদেব সহযাত্রীদেব মধ্যে Sir William Dring প্রভৃতি যাহাবা Brindisi পথে যাইবেন, তাঁহাদেব জন্য Osiris নামক জাহাজও নিকটে বাধা ছিল। কবমর্দ্দন, বিদাযগ্রহণ, কার্ড ও ঠিকানা আদান-প্রদানেব দস্তুবমত ধূম পড়িযা গেল। কয়দিন সব একত্র থাকা হইযাছিল, কাজেই এই সকল আত্মীয়তাব প্রাবল্য। সাবাপথ Sir William Dring এবং General Mckintyre ও ফবাসী সাভেজদান বড়ই আপ্যাযিত কবিয়াছিলেন। বিদায় দান গ্রহণে উভয় পক্ষেবই কিছু কিছু কষ্টবোধ হইল। বিলাতে ডিং সাহেবেব সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ভাবতে প্রত্যাবর্ত্তনেব পব দেখা হইলে সাধাবণ হিতকব কার্য্য—বেলওয়ে, স্কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক পবামর্শ হইবে কথা ছিল। কে জানিত, দারুণ কাল তাঁহাব ভাবত-প্রত্যাবর্ত্তনেব অব্যবহিত পবেই এই মহাপ্রাণ কর্ম্মবীবেব নিজেব বেলওয়েব উপব, নিজেব সেলুন গাড়ী হইতে তাঁহাকে লোক বুদ্ধিব অতীত ভাবে চোবেব ন্যায় অপহবণ কবিবে। ড্রিং সাহেবেব ন্যায় সদাশয় নিত্যপ্রফুল্ল ভাবতহিতৈষী ইংবাজ আমি অল্পই দেখিযাছি। এখানকাব বড় বড় ইংবাজদিগেবও বিলাতে গিযা কি দশা হয বিলাতে ড্রিং সাহেব তাহাব পবিচয় আমায দিযাছিলেন। আমাব মুখে ইউনিভাবসিটি কংগ্রেসেব নানা গল্প শুনিয়া এবং আমাব প্রতি কিছু বাৎসল্য অনুগ্রহেব খাতিবেও তাঁহাব কংগ্রেসে আমাব বক্তৃতা শুনিবাব ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য টিকিট সংগ্রহেব চেষ্টাও কবিয়াছিলেন; কিন্তু ব্যর্থ মনোবথ হন। পবে Calcutta Dinner নামক একটা খানায আমাব সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমায় হাসিতে হাসিতে

একথা গল্প করিয়া বলেন যে তোমাদের দেশে আমরা এত লম্বাচৌড়া করি কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের বড় কেহ হঠাৎ গ্রাহ্য করে না। অনেক তদ্বির তাগাদা করিয়া খাতির জোগাড় করিতে হয়। সরল প্রাণে এই মহাপ্রাণ ইংরেজ এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকের ভাগ্যেই এই দুর্দ্দশা ঘটে। আমাদের দেশে যাহাদের সহসা "মান হারাইয়া" যাইবার নিত্য ভয় ভাবনা, তাহাদের এ কথাগুলা জানিয়া রাখিলে মন্দ হয় না।

জাহাজ হইতে সহরটি দেখিতে সুন্দর। সুন্দর সুন্দর বাড়ী অনেক। হোটেল দোকান আপিসই অধিক। অধিবাসীর সংখ্যা কম। বড় বড় বিজ্ঞাপন চারিদিকে আঁটা রহিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যে, সহরের নাম বুঝি, Pear's Soap, না হয় Dawson's Whisky, না হয় Coleman's Mustard.

য়ুরোপের নগরমাত্রেই এই বিপদ। সহরের, ষ্টেশনের, রাস্তার বড় বড় অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপনের দৌরাত্ম্যে নবাগতের পক্ষে নাম স্থির করা দুষ্কর।

এখানে প্রধান বাড়ী ক্যানাল কোম্পানির আপিস। খাল দিয়া যাইবার জাহাজের মাশুল এইখানে আদায় হয়। আমাদের জাহাজকে প্রায় দুই হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ত্রিশ হাজার টাকা মাশুল দিতে হইয়াছে। মাল ছাড়া যাত্রীপিছু পাঁচ শিলিং মাশুল লাগে। সমুদ্রের ধারে পাকা Quay, পাকা রাস্তা, রেলিং দিয়া ঘেরা। গাড়ী-ঘোড়া বিস্তর। দুই শিলিং দিলে প্রকাণ্ড জুড়ী ও গাড়ী সহর ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনে। অশ্বতরে ট্রাম টানিতেছে, অশ্বতরে মোট বহিতেছে। আগে এই অশ্বতরই যাত্রীদের প্রধান সহায় ছিল। এখন গাড়ীঘোড়া হইয়া সুবিধা হইয়াছে।

সিঁড়ির সুবিধা হইবামাত্র আমরা (অর্থাৎ আমি, চক্রবর্ত্তী-পরিবার, আর তাঁহাদের সহযাত্রী, শিশুতুল্য সরল ও উৎসাহী প্রাচীন থিওজফিষ্ট কিটলী সাহেব) দল বাঁধিয়া নৌকা করিয়া সহর দেখিতে গেলাম। অত্যাচার-নিবারণের জন্য পুলিস নৌকা ভাড়ার হার ঠিক করিয়া দিয়াছে। সেই হারেই তিন পেনি করিয়া প্রত্যেককে দিতে হয়। কোন গোলমাল নাই।

বাহান্নখানা নৌকা আসিয়া টানাটানি করিবার হুকুম নাই। পুলিস যে নৌকাকে যে যাত্রীর জিম্মা করিয়া দিতেছে, সেই সে যাত্রী পাইতেছে। আসিবার সময়ও তাই। জাহাজ পাঁচটার সময় ছাড়িবে, নোটিস দিয়াছে। আমরা ১০টার সময় নৌকা লইলাম। কিন্তু গরমে অধিকক্ষণ বেড়াইতে পারা গেল না। ১১॥ টার মধ্যেই জাহাজে আবার ফিরিয়া আসিতে হইল।

মেয়ে ছেলে সব সঙ্গে ছিল বলিয়া বেশী দূর যাওয়া হইল না এবং দিশী সহর-অংশটা আসলেই দেখা হইল না। সেখানে পৃথিবীর বিখ্যাত বদমায়েস-দের আড্ডা। চুরি ডাকাতী নরহত্যা প্রায়ই হয়। কিন্তু পুলিসেরও প্রতাপ অল্প নহে। তাহাতেই এখন অত্যাচার-হাঙ্গামা কম। সঙ্গীন লইয়া পুলিস নানাস্থানে পাহারা দিতেছে। দিশী লোকদের এক কথায় বর্ণনা করিতে হইলে তাহাদিগকে truculence to the weak ও servility to the strong personified বলিতে হয়। য়ুরোপীর দেখিলে কোমর-হাঁটু বাঁকাইয়া সেলাম করে, আর অপরের প্রতি কঠোর খরদৃষ্টি—ভারতের চিত্রের পুনরভিনয় এখনও দেখিতেছি।

বাড়ী দোকান বিস্তর আছে। অনেক সওদাগর ও অন্যান্য কোম্পানির প্রতিনিধিগণ এখানে আছেন; কারণ কায়রো যাইবার ইহাই পথ এবং এশিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকায় যাইবার রাস্তার চোমাথা বলিলেই হয়। খুচরা ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তর হয়। সব রকমের দোকান আছে। বড় দরের বাণিজ্যের চিহ্ন বিশেষ দেখিতে পাইলাম না।

পাথর সিমেণ্ট দিয়া ফুটপাথ সব বাঁধান। স্থানে স্থানে চৌড়া ফুটপাথের উপর চৌড়া বারান্দা, দোকান ও হোটেলের সাম্নে ছায়া করিয়া আছে। সেই ফুটপাথের বারান্দার নীচে টেবিল চেয়ার সাজাইয়া চা, সরবৎ, কফি এবং তদপেক্ষা গুরুতর শ্রেণীর পানীয় বিক্রয় চলিতেছে; গল্পগুজব এবং নাচগান-বাজনাও চলিতেছে। মারামারি গালাগালিরও অভাব নাই। রাস্তার উপর দুই পার্শ্বে এই রকম দোকান হোটেল সাজাইয়া প্রকাশ্য বৈঠকখানা ভাবের ব্যবহার প্যারিস-প্রমুখ য়ুরোপের অনেক সহরে আছে। এইখানে তাহার

আরম্ভ। ডাকঘরটি বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা জায়গায়। কিটলি সাহেবের ও মিসেস রাওয়ের—বাজার করার চেষ্টা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নগরভ্রমণ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে হইল। যেখানে ভাল টুপী, জুতা, কি অন্য জিনিস দেখেন সেইখানেই মিসেস রাও দৌড়িয়া যান, দর করেন, অথচ খরিদ কিছুই হয় না। এই "প্রাচীনা বালিকার" সহিত অধিকক্ষণ নগরভ্রমণে বড় সুবিধা বোধ হইল না। আবার সকলকে ফেলিয়া একলা গাড়ী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানটাও ভাল দেখায় না। কাজেই পরিশ্রান্ত হইয়া সকাল সকাল ফিরিতে হইল। গণক, জুয়াচোর, নানাশ্রেণীর দালাল ও ফিরিওয়ালায় রাস্তা পরিপূর্ণ। ঠকাইবার চেষ্টা চতুর্দ্দিকে যেন বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

রৌদ্রও অধিক হইয়া পড়িতেছিল; সকাল সকালই জাহাজে ফেরা গেল। কয়লা তোলার ব্যাপার তখনও শেষ হয় নাই। কাজেই ক্যাবিনের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল। কিছুক্ষণ পরে কয়লা তোলা পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ক্ষিপ্রকর্ম্মা নাবিকগণ সব ধুইয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল।

অনেক নূতন মুখ দেখা গেল। পুরাতন মুখ কতক দেখিতে পাইলাম না; বণ্ডিসী জাহাজে চলিয়া গিয়াছে। জগতের গতিই এই। সব নূতন যাত্রী এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। বেলা ৪ টার সময় কায়রোর ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিলে জাহাজ ৫টায় ছাড়িবে। সুয়েজে পাঁচ ঘণ্টা সময় গিয়াছে।

পোর্ট সায়েদে প্রায় ১০ ঘণ্টা সময় নষ্ট হইল। জাহাজ ছাড়িয়া ডাক গিয়াছে, বৃণ্ডিসী পথে। কাজেই জাহাজ আর এখন "ডাকের জাহাজ" নয়, তিরস্কার জরিমানার ভয় নাই। গয়ংগচ্ছ একটু বাড়িয়াছে।

স্যার গাই উইলসন আজ কিছু ভাল আছেন; দেখা হইল। কয়দিন জ্বর অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল, সেই জন্য বড় দুর্ব্বল। বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু আমরা "এত যত্ন করিতেছি" বলিয়া ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইলেন না।

পোর্ট সায়েদ বন্দর বহুদূর বিস্তৃত। দীর্ঘবাহু ছড়াইয়া কয়েকটা সমুদ্র প্রাচীর (Sea Wall) দিয়া বন্দর তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। জাহাজে নৌকায় বন্দর প্রায় পরিপূর্ণ থাকে। ভূমধ্যসাগরের উপরে ও বন্দরের কোলে সুয়েজ ক্যানালের ইঞ্জিনিয়ার ব্যারণ লেসেপ্সের প্রস্তরময় বৃহৎ মূর্ত্তি রহিয়াছে। যন্ত্রের সহিত খালের পথের দিকে বাহু বিস্তার করিয়া যেন দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "Behold my Work."

এশিয়ার সীমা এইবার নিতান্তই ছাড়াইলাম। য়ুরোপ এখন সম্মুখে। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় মনে কত তরঙ্গের উদয় হইতেছে। কৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধের স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছি। মহম্মদ, মোজেস্, ফেরোর স্থানও ছাড়িয়া আসিলাম। অদূরে যিশু খ্রীষ্টের স্থান। এই ত্রিসঙ্গম স্থানে য়ুরোপ, এসিয়া, আফ্রিকার মিলনপ্রয়াগে মহাত্রিবেণীতে ভাবতরঙ্গের আন্দোলন স্বাভাবিক। ভারত-বিদায় দশ দিন হইয়াছে। আজ এসিয়ার বিদায়!

চারিটার পর কায়রোর ট্রেণ আসিল। ইতিহাস-ধন্য অথচ বর্ত্তমান সভ্যতার স্রোতে নগণ্য হইয়াও অবস্থা-বৈচিত্র্যে সর্ব্বমান্য কায়রো সহর পোর্ট সায়েদ হইতে রেলপথে ৬ ঘণ্টার রাস্তা। অনেকটা রেলরাস্তা খালের ধারে ধারে গিয়াছে। তাহার অনতিদূরে জগদ্বিখ্যাত পিরামিড, 'স্ফিংকস্' প্রভৃতি প্রাচীন ইজিপ্ট কীর্ত্তি বিরাজমান—ইহার সহিত প্রাচীন ভারত-কীর্ত্তিও অতি ঘন সম্বন্ধে আবদ্ধ। সে সম্বন্ধ যে কত নিকট তাহা এত দিন জানা যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিতদিগের গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশরের নৈকট্য ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। মিশর দেশের সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে রাবণের লঙ্কা বর্ত্তমান সিংহলে নয়, প্রাচীন মিশরে ছিল। কাহারও মতে তাহা সিঙ্গাপুরের দিকে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের গবেষণার বৈচিত্র্যের অবধি নাই।

এ যাত্রায় ইজিপ্ট দেখা হইল না। ভবিষ্যতে হইবে কি না ভবিষ্যতই জানে।

ভূমধ্য সাগর।

সকলেরই লক্ষ্য নিজের নিজের স্থান ঠিক করিয়া লইতে—আর আমার লক্ষ্য নিজের স্থান রক্ষা করিতে। কয়দিন একলা নির্ব্বিরোধে ঘরকন্না করিয়া কেমন বিলাতী ধরণের "হি স্থটে" ভাব ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছে। তিন জনের ঘর, বিভাগ না করিয়াও, একলা দখল অভ্যাস হইয়া যাওয়াতে সেইরূপ চিরদিন দখলের ইচ্ছা; এবং সে ইচ্ছা সফল না হইলে, তাহা অন্যায় বলিয়া ধারণাটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যদিও অন্য ঘর খালি আছে, পার্সীর বাবাজী মাণ্টাতে নূতন যাত্রী উঠিবার আশায় বিস্তৃতকায়, কিমাকার "Kim" মহাত্মাকে, তাঁহার নিজের দরখাস্ত না মানিয়া এবং আমার পক্ষে তদ্বিরকার আমার ষ্টুয়াডের বিস্তর কৃত চেষ্টা সত্ত্বেও আমারই স্কন্ধে চাপাইলেন। লোকটা ইজিপ্টবাসী। এক বর্ণ ইংরাজী জানে না। তাহা ফ্রেঞ্চ জানে। এদিকে আমার ফ্রেঞ্চের জ্ঞান অতি সামান্য।

অতএব কথাবার্ত্তা কতকটা ইসারা ইঙ্গিতে হওয়া ছাড়া উপায় নাই। ষ্টুয়াডের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সে অন্য ঘরে শুইবে ও আমায় যত কম পারে বিরক্ত করিবে, এইরূপ ভদ্রতার কথাও প্রকাশ করিল। আমিও ধন্যবাদের সহিত তাহাকে আপ্যায়িত করিলাম।

পাঁচটার সময় নঙ্গর তুলিয়া, জল মাপিতে মাপিতে, পোর্ট সায়েদ পশ্চাতে রাখিয়া ধীরে ধীরে "ভূমধ্যসাগরে"—প্রবেশ করিলাম। এইবার প্রকৃতই এসিয়া ত্যাগ করিয়া ইউরোপে পদার্পণ অথবা পদশোভিত জাহাজার্পণ—হইল। লিসেপ্সের প্রতিমূর্ত্তি Sea Wallএর প্রায় মধ্যস্থানে। এখানে জল কম বলিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত এই "সমুদ্র-প্রাচীর" গাথিয়া বন্দর প্রস্তুত হইয়াছে। "বয়া," লাইট হাউস প্রভৃতিরও প্রচুর বন্দোবস্ত। সমুদ্রে

অল্পদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিবার জন্যও পাইলটের সাহায্য লইতে হয়। বম্বে, এডেন ও সুয়েজে পাইলট যেমন সহজে নামিয়া যাইতে পারিয়াছিল, এখানে তাহা হইল না। পবনদেব সমুদ্রকে রীতিমত নাচাইয়া তুলিয়া ছিলেন। সেই জন্য পাইলট সাহেবকে সেই নৃত্যশীল তরঙ্গের উপর নৃত্যশীল নৌকার কাছি ধরিয়া নামিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। যাহা হউক, পাইলট নির্ব্বিঘ্নে কিন্তু কষ্টে নামিয়া গেল। আমরাও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার আঁধার অল্পে অল্পে এসিয়া-আফ্রিকার সঙ্গম-স্থল ছাইয়া ফেলিল। আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ হাসিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া নিত্য নৃত্যশীল "ভূমধ্য" দর্পণের সহিত স্থির মুকুর তুলনা অসম্ভব। স্থির ভাবে প্রতিফলিত হইতে না পারিয়া, চন্দ্রমা আত্মীয়তারাশি বর্ষণ করিয়া সঙ্কেতে যেন জানাইলেন যে, ধীরসমীর সরসীতে এমন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। 'দর্পণের' এত প্রখর চাঞ্চল্য উপভোগ করিতে হইলে, শশধরের "কুমুদিনী কান্ত" হওয়া সাজিত না। চাদ সেই বটে; কিন্তু দেশের চাদের মত, চিরপ্রিয় মধুপুরের চাঁদের মত, "চন্দ্রিকা-ধৌত-হর্ম্ম্য"—কারিকর চাদের মতন ত দেখাইতে ছিল না। যেন কিছু কান্তিহীন—যেন কিছু ম্লান। কিংবা আমার হৃদয়ের ছায়াই চন্দ্রমাকেও স্পর্শ করিয়াছিল। ভূমধ্য-সাগর তীরেই গ্রীক, ইটালিয়ান, যূদীয় ও ইজিপ্সীয়ন কবিগণকে চন্দ্রদেব "চন্দ্রিমা গ্রস্ত" করিতেন।

ডেকে বড় ঠাণ্ডা বলিয়া অগত্যা "তামাক খাইবার" ঘরে যাইয়া বসিতে হইল। পরিচিত সাহেবেরা "সুধা" ও "তাসে" যোগ দিবার জন্য কায়দা দস্তর মত অনুরোধ করিলেন। অধীন উভয়েই বঞ্চিত। অতএব ক্ষমা প্রার্থনা-বাহুল্যে অকারণ পরস্পরকে বারংবার বিত্রস্ত না করিয়া পলায়ন-পন্থাই প্রকৃষ্ট বোধ হইল। অবশেষে নিজের ক্যাবিনে আসিয়া সকাল সকাল পদ্মনাভ স্মরণের উদ্যোগ করিতে হইল।

আজ Northern Armyর একজন ষ্টাফ অফিসারের সঙ্গে অনেক কথা হইল। পোর্ট সায়েদে বহু অপরিচিতের সমাগম হওয়াতে পূর্ব্বপরিচিত

সহযাত্রীরা যেন অধিকতর রূপে "আপনার" হইতেছে ও আত্মীয়তা করিতেছে। এই কর্মচারীটি ভারতের বহু স্থানে ঘুরিয়াছেন এবং ভারত সৈনিকের প্রতি প্রসন্ন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও অন্যান্য কারণে ভারতীয় সৈন্যের সংগ্রাম-কৌশলের হ্রাস হইতেছে দেখিয়া তিনি দুঃখিত ও চিন্তিত।

শরবীরেরাও আর যুদ্ধের নাম করে না। শিখও এখন যুদ্ধের বাজনায় নাচিয়া উঠে না। দিনে দিনে তাহারা অর্থান্বেষণে ভারতসীমার বাহিরে বিদেশে যাইতেছে। ক্যানাডা, ভ্যাঙ্কুভার প্রভৃতি স্থানে সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও তাহাদের এই অর্থলালসা কমিতেছে না। স্থানে স্থানে কুলী হইয়া প্রত্যহ ছয় শিলিং পর্য্যন্ত যদি ইহারা উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে মাসে ।১২ টাকার জন্য সিপাহী হইতে যাইবে কেন? আমরা বন্দর হইতে বাহির হইবার সময় দেখি যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া Steerage Passenger রূপে প্রায় ২০০ শিখ সিসিলি ও রুবাটীনো নামক কোম্পানীর জাহাজে কোথায় যাইতেছে। বোধ হয়, সাউথ এমেরিকা ক্যানাডা কি এমনি কোন জায়গায় যাইবার জন্য জেনোয়াতে গিয়া জাহাজ বদলী করিবে।

কর্ণেল পামার নামে একজন অতিবৃদ্ধ সৈনিকের সহিত আলাপ হইল। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির চাকরী লইয়া তিনি ভারতে আসেন। মধ্যে মধ্যে আত্মীয়কুটুম্বদিগের নিকট বিলাতে গিয়া কিছু দিন থাকেন। নিজের ঘরবাড়ী কিছুই নাই। কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ বা দুঃখিত ভাব কিছু প্রকাশ করেন না।

১৮৫৯ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন কোম্পানির রাজ্য গিয়া মহারাণীর রাজ্য হয়, তখন কলিকাতায় লাট সাহেবের বাড়ীর কিম্বা টাউনহলের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া যে বিখ্যাত ঘোষণাপত্র (Proclamation) পাঠ হয় —সে সময় ইনি উপস্থিত ছিলেন। স্যার হিউরোস, কোলিন ক্যাম্পবেল্ প্রভৃতি সেনাপতির অধীনে কর্ম্ম করিয়া লর্ড রবার্টসের আমল পর্য্যন্ত চাকরী করেন। ইহাঁর সহিত কথাবার্ত্তায় পুরাতন ইতিহাস চর্চ্চার কাজ হইল। পিতৃদেবের

পুরাতন বন্ধু—মিউটিনির ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ—ডাক্তার পামারের সহিত ইঁহার বেশ পরিচয় ছিল। পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া পুরাতন কথা অনেক হইল।

বুধবার, ২০শে মে।—নিত্যভ্রমণকথা লিপিবদ্ধ করিবার বিষয় ক্রমশঃ খুবই কমিয়া আসিতেছে। ৫টার কিছু পরেই সূর্য্যোদয় হইল। ৬টার পর আবার ঘড়ির কাঁটা পিছাইয়া দেওয়া হইল। নবসূর্য্যের উপাসনা এবং তাহার বহুজন-উপাসিত দেবোচিত ঊর্দ্ধতাদর্শন ও নিত্যকৃত্য। স্নান, আহার, শয়ন, নিদ্রা—সব নিয়ম ও কায়দামাফিক চলিতেছে। পোর্ট সায়েদে লোক-সমাগম অধিক হইয়াছে। কাল ভোজনালয়ে বেশী করিয়া টেবিল সাজাইতে হইয়াছিল। স্নানাগারের কম-প্রতীক্ষায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইতেছে। নিরিবিলি ডেকে বসিয়া বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, ছেলেমেয়েদের দৌরাত্ম্য এবং নবাগত ভাষার প্রাচুর্য্যে ডেক মুখরিত। যে যাহার চেয়ার পাইতেছে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া আপনার বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছে। বসিবার, বেড়াইবার, গল্প করিবার জায়গা নাই। ওদিকে তামাক খাইবার ঘরে যাইলেই মদ, তামাক, তাসের ভিড়ে তিষ্ঠান দায়। পরিচিতেরা আতিথ্য-গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, বারংবার নানা কথায় কথা-কাটাকাটি করিয়া সযত্নে অর্পিত আতিথ্য প্রত্যাখ্যানেও রূষ্টতা প্রকাশ পায়। অতএব সে দিকেও বসিবার যো নাই। শুনিতেছি, মালটাতে ভূমধ্য সাগর বাহিনীর নৌসেনাপতি স্যার আয়ান হ্যামিলটন্ ও অন্যান্য প্রায় নব্বই জন যাত্রীকে লইবার জন্য আমাদের জাহাজকে যাইতে হইবে। কাপ্তেন সাহেব সোজা রাস্তা ছাড়িয়া যাইতে বড় রাজী নহেন। কিন্তু হুকুম আসিয়াছে যাইতেই হইবে। তাহা হইলেই অসুবিধা ও গোলমালের চূড়ান্ত হইবে। এতদিন এসিয়া রাজ্যে নির্ব্বিঘ্নে আনন্দে আসা গিয়াছে; তাহা আর থাকে না দেখিতেছি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর কনকনে করিয়া দিতেছে; জাহাজের পশ্চাৎদিকে যাইবার যো নাই। পশ্চিমদিকের ডেকের মাঝখানে আমার চেয়ার পাতিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানেও বেদখল। ভূমধ্যসাগরে

পড়িয়া অবধি সমস্ত দিনই একটা কেমন আবহাওয়ার বদল ভাব বোধ হইতেছে। ভূমধ্যসাগর কখন স্থির, কখন অস্থির। মধ্যে মধ্যে তরঙ্গভঙ্গ বেশ; জাহাজকে রীতিমত দোলাইয়া দেয়। সেই জন্য বহুবার-সমুদ্রগামী যাত্রীকেও ভূমধ্যসাগরে কষ্ট পাইতে হয়। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার এখনও পর্য্যন্ত কোন কষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বউপার্জ্জিত 'Good sailor পদবাটি এক প্রকার কায়েমী হইয়া গেল।

আজ সকালে হাওয়া ও শীত একটু কমিয়া গিয়াছে। আকাশ সমুদ্র প্রশান্ত, স্থির ও প্রসন্ন। সমুদ্রের নিত্য নূতন—এমন কি পলে পলে নূতন লীলা দেখিয়াই—সময় একপ্রকার কাটিয়া যাইতে পারে। আজ কয়েকটি পাখী কোথা হইতে আসিয়া মাস্তুলের উপর বসিল। বসিতেছে—আবার উড়িয়া যাইতেছে। নিকটে কোন দ্বীপ আছে বোধ হয়। স্থলভ্রমে পরিশ্রান্ত পক্ষিগণ যখন সমুদ্রের শ্বেত ফেনরাশির উপর বসিতে যায়—তখন অপূর্ব্ব ভ্রান্তিবিলাসের অভিনয় হয়। জাহাজে আশ্রয় পাইয়া শান্তি দূর করিয়া লয়। আসন্ন-বিপদ ভাবিয়া লোকজনের কোলাহলেও তাহারা ভয় করে না। কারণ এ অবস্থার নৃশংস ব্যবহার অমানুষ, এ বিশ্বাস বোধ হয়—তির্য্যক্‌জাতির আছে। আর যখন এ আশ্রয় না পাইয়া সুদূর-সমুদ্রে—শ্রান্তপক্ষে—স্থলোন্মুখী পক্ষী ক্রমে ক্রমে হতবল হইয়া জলমগ্ন হয়—তখনকার অভিনয় বিশেষ শোকাবহ। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট মানব যখন অগাধে এইরূপে মিশাইয়া যায়, তখনকার অভিনয়ও এইরূপ শোকাবহ। লক্ষ্যভ্রষ্ট কত জীবনের এই দারুণ অবস্থা দেখিয়া সময়ে সময়ে দারুণ ব্যথা পাইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও হয়। লক্ষ্য স্থির করিয়া, কর-জোড়ে, সকাতরে বলিতে হয়, ভগবান সহায় হও। যে সকল গ্লানি, তাপ, এ অভিনয় স্মরণে দেহমন দগ্ধ করে—অসীম অনন্তের শোভা, সৌন্দর্য্য দেখিয়া—তাহা কতক ভোলা যায়। কিন্তু সময়ে সময়ে বৃশ্চিক-দংশনের মত সে সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জাগিয়া উঠে। ভগবান্ সকলকে সুমতি দিন—সকলের মঙ্গল করুন। কাহারও অহিত কামনা স্বপ্নেও যেন কেহ না করে।

আজ সকলকে গরম কাপড় বাহির করিতে হইয়াছে। জাহাজের কর্ম্মচারিগণ, নাবিক ও ভৃত্যগণও গরম পোষাকে বাহির হইয়াছে। মিসেস্ রাও চক্রবর্ত্তী কন্যাকে মেম্ সাজাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহাব সুবুদ্ধি দৃঢ়চিত্ত পিতা তাহাতে সম্মত নহেন। মেয়েটিও বড় বুদ্ধিমতী ও স্থিরমন।। আমাদের মেয়েদের, আমাদের পোষাকে যেমন দেখায়, আম্নাদেব পোষাকে তেমন দেখায় না, ইহা তাঁহার ধারণা। আব আমাদেরও ছেঁড়া চোগাচাপকান কালো মূর্ত্তিতে কতকটা যেমন মানায়, ধার করা পোষাকে তাহা মানায় না। আমি গরমে কাদন পাগড়ী বাহির করি নাই; এখন ঠাণ্ডা লাগিবাব ভয়ে পাগ্ড়ী বাহির করিয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অধিক পরিমাণে রক্ষার আয়োজন কবিতেছি। সাহেব, মেম—যাহার যাহাব সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কহিয়াছি, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, "আপনি নিজের পোষাক বজায় রাখিতে স্থির কবিয়া ভাল করিয়াছেন। তাহাতে অধিক স্নেহ ও সম্মান পাইবেন।" এই কথা যদি তাঁহাদের যথার্থ মনেব কথা হয়, তাহা হইলে বুঝি না যে, আমাদের দেশের লোক অকাবণ ব্যয়কষ্ট স্বীকাব করিয়া, লাঞ্ছনা পাইয়াও পদে পদে ভ্রান্তিবিলাস অভিনয় করিয়া—সাহেব সাজার যন্ত্রণা কেন সহ্য করেন। সাহেব বলিয়া সহজে ভুল করিবে, এ সম্ভাবনা কম। তবে সাহেব মেমদের সহিত মিশিতে হইলে ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে ধুতি, কিংবা তাড়াতাড়ি কাজের সময় প্রকাণ্ড আলখাল্লা দোলাইয়া বেড়াইলে চলিবে না। দেশভেদে, কালভেদে, অবস্থা ও কর্ম্মভেদে আমাদের নিজের মধ্যেই পোষাক পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ যাহা হইয়াছে, তাহার আশ্রয়ে জাতীয়তা রক্ষার কোন বাধাকষ্ট নাই। হ্যাট্‌কোট, মদ, অস্পৃশ্য মাংস, তামাক চুরুট না হইলে বিলাত যাওয়া যায় না—আর বিলাত গেলেই নৈতিক ধ্বংস হইতেই হইবে, এ ভ্রান্তি শীঘ্র দূর হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা ও সমাজ পর্য্যবেক্ষণের জন্য আমাদের দেশের প্রধান এবং প্রবীণ লোকের বিলাত আসার এখন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল বাধা তাঁহাদের পক্ষে

থাকা উচিত নয়। ভারতের অন্যান্য জাতি অধিকাংশ স্থলে এ বাধা থাকিতে দেয় না। বাঙ্গালীই বা পশ্চাৎপদ হইয়া, পরানুকারী হইয়া, থাকিবে কেন?

জাহাজে যাহারা তাস খেলিয়া সময় কাটাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়াছে। কারণ তাস, চুরুট, তামাক, সিগারেট, সব মাল্টা পৌছিবার পূর্ব্বে পার্সারের জিম্মা করিয়া দিতে হইবে। কাষ্টম কর্ম্মচারীরা খানা-তল্লাসী করিয়া গেলে তবে সেই সব মহারত্ন পুনরর্পিত হইবে, ইহাই নিয়ম। মাল্টা হইতে ডাকে চিঠি দেওয়া যাইবে, এই উৎসাহে পত্রলেখার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সকালেই মাল্টা পৌছান যাইবে। পূর্ব্বে মাল্টার পথে জাহাজ যাইত না। এখন মাল্টায় কি একটা কাণ্ড চলিতেছে। ইজিপ্ট হইতে লর্ড কিচনার, স্যার আয়ান হ্যামিলটন, য্যাসকিথ, চার্চ্চিল প্রভৃতি সব মহারথী মহামন্ত্রী নাকি সেখানে সমবেত হইয়া ইংরাজের ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য-রক্ষার কি সব উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও সহযাত্রী পাওয়া যাইতে পারে। প্রায় ১০০ জন লোককে লইয়া যাইতে হইবে, তাই জাহাজ এই পথে চলিয়াছে। অতি অল্প সময়ের জন্য দাঁড়াইবে। এই সব জল্পনা শুনিতে শুনিতে বুঝিলাম আমাদের মাল্টায় নামিয়া দেখিবার সময় অধিক হইবে না।

Knights Templarsদের আমল হইতে মাল্টা ইতিহাসে বিখ্যাত। কয়েকজন সন্ন্যাসী (Monk) নাকি অমানুষিক অত্যাচার সহিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। ভূমধ্যস্থ গহ্বরে যে ভাবে দাঁড়াইয়া মরিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবেই এখনও তাঁহাদের দেহাস্থি রক্ষিত আছে। Knights Templarsদের কীর্ত্তিও আধুনিক কেল্লা, সহর, বন্দর ইত্যাদি দেখিবার অনেক জিনিস আছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের "Three Years in Furope" যখন রচিত হয় তখন ডাকজাহাজ কলম্বো হইয়া মাল্টা পথেই যাইত। তখন বম্বের পথ প্রচলিত হয় নাই। সেই জন্য তাঁহার পুস্তকে বিলাত-যাত্রার সহিত মাল্টা নামটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ।

লণ্ডনের কুলী-গাড়ওয়ানের ধর্ম্মঘটের দৌরাত্ম্যে জাহাজ-চলার কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা মার্সেলে পৌঁছিলে বুঝা যাইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এ জাহাজ আপাততঃ মার্সেলেই অপেক্ষা করিবে। ধর্ম্মঘট না কমিলে লণ্ডনে যাইবে না। এক মণ মালের ভাড়া এক পাউণ্ড দিয়া, সঙ্গের সমস্ত মাল লইয়া রেলে যাওয়া সুবিধাজনক না হইলেও তাহা করিতে হইবে। নতুবা লণ্ডনে পৌঁছিয়া জিনিসপত্রের জন্য হা-প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কষ্ট-অসুবিধার ত কথাই নাই, কাজেরও ক্ষতি হইবে।

গোয়ালিয়ার দরবারের ল-মেম্বর সুলতান আহমেদের সহিত আলাপ হইল। ইনি প্যারিস হইয়া লণ্ডন যাইবেন। লোকটি বেশ সদালাপী। গোয়ালিয়রের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল হাক্সারও সঙ্গে আছেন। তিনি সমুদ্রপথেই বরাবর যাইবেন। দুই জনেই আমাদের আহারের টেবিলে বসেন। তাঁহাদের সহিত গোয়ালিয়ার সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় অনেক নূতন সংবাদ পাইলাম। শুনিলাম, মহারাজ কেবলমাত্র শিকার ও ঘোড়াচড়া লইয়া থাকেন না। রাজকার্য্য নিজে সমস্তই স্বহস্তে করেন।

বৃহস্পতিবার, ৩০শে মে। উত্তর ল্যাটিচিউডে গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেবের আপিসের তাড়াটা যেন বেশী। আপিস হইতে বাড়ী ফিরিতেও যথেষ্ট বিলম্ব হয়। ৫টায় উদয়—৭টার পর অস্ত। প্রায় ১৪ ঘণ্টা দিনের আলোক পাওয়া যায়, অথচ তাহার সদ্ব্যবহার বড় কম। বিশেষ চেষ্টা না করিলে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়-দর্শন সুলভ নয়।

মাণ্টা দর্শন-চেষ্টায় ভোরেই ঘুম ভাঙ্গিল। আজ পূর্ণিমা বলিয়া স্নান বন্ধ দিলাম। কাজেই সকাল সকাল "সুপরিহিত" হওয়া সম্ভব হইল। পোর্ট সায়েদের পর স্নানাগারের ভিড় বাড়িয়াছে। ডেকে আসিয়া দেখি, মাল্টার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়িয়াছি। সকালে কিছু কোয়াসা ছিল বলিয়া ষ্টুয়ার্ড দ্বীপ-সান্নিধ্য বুঝিতে পারে নাই; এবং ভোরে ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয় নাই। বেচারা তাহাতে অপ্রস্তুত। আমাদের দেশী চাকরের নিকট এ বিষয়ে তাহারা পরাস্ত। কারণহীন "চোপা" তাহাদের অভ্যস্ত নয়। আটটার পর মাণ্টা

পৌঁছিবার কথা শুনিয়াছিলাম। অতএব তাহার অপরাধও তত নয়। জাহাজ ক্রমশঃ দ্বীপের নিকটস্থ হইতে লাগিল। পাইলট-বোট আসিল। জল-মাপা, মাল-তোলা, নামাইবার বন্দোবস্ত, সিঁড়ি-ফেলা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় কলের মত হইয়া গেল।

আমাদের মাল্টায় নামিবার সুবিধা হইবে কি না, সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ ছিল। জাহাজ সচরাচর তীর হইতে কিছু দূরে দাড়ায়, জাহাজ হইতে তীরে যাইবার বিশেষ সুবিধাও নাই, সময় কম, এই সমস্ত কথার আলোচনা চলিতে লাগিল। পি এণ্ড ও জাহাজ আজকাল এ পথে আসে না। সিটি লাইন প্রভৃতির জাহাজ আসে। এজন্য আমাদের সহযাত্রীর মধ্যে অনেকেই মাল্টা দেখেন নাই। কাজেই অনেকেরই দেখিবার ঔৎসুক্য ও উদ্যোগ স্বভাবতঃই প্রচুরভাবে হইতেছিল। অতএব নামিবার বন্দোবস্তের অভাব হইল না। মনে করিয়াছিলাম, মাল্টা কতকটা সমুদ্রতীরস্থ অন্যান্য নগরের মতই হইবে। মানচিত্রেও বাল্যশ্রুত ও বাল্যস্মৃতি জড়িত ক্ষুদ্র বিন্দু দেখিয়া কয়লা লইবার ছোট আড্ডা বোধে, 'মধুপরের বাটীর' মত মাল্টাকে তুচ্ছ নগণ্য বলিয়াই ধারণা ছিল। কিন্তু চাক্ষুষ দেখিয়া সে ভ্রম দূর হইল।

সমুদ্রের মধ্য হইতে প্রকাণ্ড পাহাড় উঠিয়াছে। তাহাই কাটিয়া দুর্গ, রাস্তা, সৈন্যাবাস, সহর, নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণ পাহাড়ী-সহরের ধরণেই স্তরে স্তরে সহর উঠিয়াছে। রাস্তাও সাপের মত পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে। তবে সিমলা, দার্জ্জিলিং, প্রভৃতি পাহাড়া-সহরের সে সম্পসাদৃশ্য তত বোধগম্য হয় না, কারণ দর্শককে থাকে থাকে উঠিয়া কিংবা নামিয়া দৃশ্যমাধুর্য্য অনুভব করিতে হয়। খোলা সমুদ্র হইতে ছবিটা আংশিকভাবে চক্ষে পড়ে না; একখানি মনোরম সম্পূর্ণ ছবি নয়নগোচর হয়। কাজেই জাহাজ হইতে দেখিবার ও বুঝিবার সুবিধা বেশী। সমুদ্রের ছোট ছোট শাখা। সুরক্ষিত দ্বীপের দীর্ঘ বাহুর মধ্যদিয়া গভীর অথচ সংকীর্ণ সমুদ্র-পথ সৃষ্টি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। বড় বড় জাহাজ অক্লেশে তাহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে। অথচ শত্রুর জাহাজ অনায়াসে

বোধ করা যায়। এরূপ সুকৌশলের পরাকাষ্ঠা সর্ব্বত্র প্রদর্শিত। কামানের মুখ এড়াইয়া কোন জাহাজ এ পথে আসিলে তাহার বিনাশ ধ্রুব।

ছোট বড় অনেক যুদ্ধের জাহাজ বন্দরের স্থানে স্থানে রহিয়াছে। টর্পেডো ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুসার সমস্ত বন্দরের ভিতরেই আছে। বাহিরে বড় বড় রণতরী ও ড্রেডনট্ প্রভৃতি রহিয়াছে। হেয়, নগণ্য, সীসা রংএর ছদ্মবেশধারী এই দারুলৌহময় চলন্ত দুর্গগুলি চিরদিন প্রস্তরইষ্টকমৃত্তিকা রচিত সুরক্ষিত দুর্গ অপেক্ষা ইংলণ্ডের রক্ষা ও রাজ্য বিস্তারের প্রধান সহায়। যথাস্থানে এগুলির স্থাপন ও রক্ষা ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞগণের নিশিদিনের চিন্তা। জিব্রাল্টর, ও মাণ্টার জাহাজগুলি ভূমধ্যসাগরে ইংরাজ-আধিপত্যের কেন্দ্রস্থান। অপর কোন জাতি কোন বৎসর একখানা নূতন রণতরী গঠন করিলেই তাহার প্রত্যুত্তরে ইংরাজকে অন্ততঃ দুইখানা রণতরী গঠন যে-কোন-প্রকারে করিতেই হইবে; নতুবা আন্তর্জাতিক জীবন-সংগ্রামে তাহার ভদ্রস্থ নাই। অন্যান্য জাতি আক্রোশে ও ইংলণ্ডকে বিপন্ন করিবার আশায় রণ-তরীর সংখ্যা বাড়াইতেছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিতে না পারিলেও এইরূপ ভয় দেখাইয়া, তাহার অর্থনাশের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হইবে। ইংরাজ ক্রমশঃ জাহাজ বাড়াইতেছে, প্রাণের দায়ে। কেহ কেহ বলেন, জাতীয় দারিদ্র্যের ইহা প্রধান কারণ, কাহারও বা অন্য মত। যাহা হউক, নৌসেনা-স্থাপন সম্বন্ধে গুপ্ত পরামর্শের জন্য প্রধান রাজমন্ত্রিগণের ও লর্ড কিচেনারের মাণ্টা-আগমনের কথা যাহা পোর্ট সায়েদে শুনিয়াছিলাম, তাহার সত্যতা প্রমাণ হইল না।

একজন প্রবীণ নৌ-সেনানায়ক মাণ্টায় আছেন; তাঁহার পরিবারবর্গ এই জাহাজে বিলাত যাইবেন, এইজন্য আমাদের জাহাজ এখানে আসিল। যাত্রী তুলিয়া দিবার জন্য তিনি সদলে জাহাজে আসিয়া উঠিলেন। প্রধান সেনাপতি স্যার আয়ন হ্যামিল্টনের যে যাইবার কথা ছিল, তাহাও ঠিক নহে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী কি ভাগিনেয়ী আমাদের জাহাজে যাইবেন। তারই জন্য এত ধূমধাম। কেল্লার ও সমবেত রণতরীর প্রধান

কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন। এও দর্শনীয় বটে। কারণ ঐরূপ লোকপ্রিয়তা সকলের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। দলে দলে বন্ধুগণ তাঁহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়া ছিল। কাষ্ঠহাসির মধ্যে সকলের ছল ছল নয়ন, ম্লান বদন দেখিবার জিনিষ। পাছে কাহারও বিদায়-অশ্রুতে আমার স্বভাব-দুর্ব্বল হৃদয় আরও দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হয়, তাই "কষ্ট সৃষ্ট" হাসির রাশির ভাণ করিতে আমিও বাধ্য হইয়াছিলাম। আজ পরের এই বিদায় দৃশ্য দেখিয়া অনেক কথা মনে পড়িল।

বম্বেতে প্লেগের অছিলায় যাত্রীদের বন্ধুগণকে জাহাজে আসিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু পোর্ট সায়েদ—বিশেষতঃ মাণ্টায়—দেখি, জাহাজ লোকে লোকারণ্য। নামিয়া যাইবার সময় উপস্থিত, এই সঙ্কেত-স্বরূপ ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাইয়াও এই সমস্ত লোকের ভিড় কমাইতে অনেক সময় লাগিল। ভারত-বাসীর ভিড় নয় যে, ধাক্কা দিয়া ধমকাইয়া নামাইয়া দিবে; কিংবা মোটেই উঠিতে দিবে না। এ যে খাঁটী ইউরোপীয়ানের ভিড়। অতএব এস্থলে ব্যবহারও স্বতন্ত্র। P. & O. কোম্পানীর জাহাজ প্রায় এপথে আসে না বলিয়া অনেকে আবার বাহুল্য করিয়া এই জাহাজে বন্ধু বিদায় দিবার ছলে আসিয়াছিলেন। ওয়াসিংটন আর্ভিংএর মত আমি এই প্রকাণ্ড এবং সৌষ্ঠবশালী অভিজাত-জনতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া, এক পাশে দাড়াইয়া, ধীরে ধীরে লোক-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইলাম। কেহ হাসিতেছে, কেহ যেন ম্লান, কেহ আকুল, কেহ চিন্তাশীল, কেহ ব্যস্ত; ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভিন্ন লোকের মুখে ব্যক্ত ও চিত্রিত। বিশাল জনতা সময়ে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করে; মানব অপেক্ষা মানবের দুর্জ্জেয়তর তত্ত্ব আর নাই। এই বিপুল জনতার মধ্যে এক একজন আমারই মত সুখদুঃখ চিন্তা-জ্বালার এবং আশার সমষ্টি; কিন্তু সমষ্টিতে মিলিয়া যেন ব্যক্তিগত পার্থক্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ভাব ও নরচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণের অবকাশ ও সুবিধা বারান্তরে অনেক মিলিবে, কিন্তু মাণ্টা ভ্রমণ আর হইবে না। কাজেই সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। গোলমালের মধ্যে আমরা নৌকা লইয়া গিয়া মাণ্টা

সহর ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। সমুদ্র হইতে নগরটিকে ছবিখানির মত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। প্রতি বন্দরে যেমন আপিসের নৌকা, খাবার নৌকা, মালের নৌকা, কাষ্টমের নৌকা, পুলিসের নৌকা দেখা যায়, এখানে যেন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী নৌকা দেখিলাম। বন্দোবস্তও এখানে ভাল;—আর দেখিলাম যুদ্ধজাহাজ ও সৈনিকবাহী জাহাজের বৈচিত্র্য। বড়লোকের সমাগম বেশী বলিয়া এই সব নৌকা ও ষ্টীমারের সংখ্যা আজ কিছু বেশী। জাহাজের রাশি যেন সমুদ্র ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভিনিসের গণ্ডোলার বর্ণনা যেরূপ পড়িয়াছি, মাল্টার অনেক নৌকারও অগ্রপশ্চাৎ সেইরূপ ময়ূরপক্ষী ধরণের প্রস্তুত: তাহার উপকারিতা কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। নৌকার নম্বরটা সহজে দেখা যায়, এভাবে লেখা আছে! এইরূপ গঠনে সুদৃশ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এ প্রকারের কোন গঠনগুণে তরঙ্গ ভেদ করিয়া যাইবার সুবিধা হয়। দেবীচৌধুরাণীর বজরা কতকটা এই গঠনেরই ছিল, বোধ হয়।

জাহাজ হইতে তীরে পৌঁছাইতে ছয় পেনী ভাড়া লাগে। পুলিস তদারকে এখানেও অশক্ত যাত্রীর নিকট ঠকাইয়া অধিক লইবার যো নাই।

জাহাজ হইতে মনে হইয়াছিল, অনেকগুলি এক্কা গাড়ীতে সুন্দর ঘোড়া জুতিয়া আনিয়াছে। গাড়ীগুলি বাস্তবিক এক্কা গাড়ী নহে। চারিজন বসিবার ভিক্টোরিয়া ধরণের গাড়ী। আর এক্কার মত ছাত; চারিদিক খোলা। পাহাড়ের রাস্তায় উঠানামা করিতে হয় বলিয়া ট্রাম-মোটর ও রেল-গাড়ীতে যেমন ব্রেক কসিবার বন্দোবস্ত থাকে, এখানকার ঘোড়ার গাড়ীতেও সেইরূপ আছে। এ ছাড়া মোটর, ট্রাম, রেল, ঘোড়া ত আছেই। মাল বহিবার জন্য ও নিম্নশ্রেণীর গাড়ী টানিবার জন্য অশ্বতরের ব্যবহারও দেখিলাম। খাঁটী "শাদা"-লোকের সহরে এই প্রথম প্রবেশ। দেখিয়া নয়ন যেন ধাঁধিয়া গেল। এত শাদার মধ্যে আমরা কয়েকজন মাত্র "কালা"। লোকগুলি আমাদের প্রতি—বিশেষতঃ আমার পাগড়ীর প্রতি—হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সহরটি বেশ বড়। প্রায় দুই লক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে সৈনিক লইয়া বার হাজার ইংরাজ। মাল্টায় ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ন নানা জাতীয় লোক

আছে; আরও দুইটি ছোট ছোট নগর দূরে আছে। সেখানে যাতায়াতের জন্যই রেলগাড়ীর প্রয়োজন। পাহাড়ে দেশ, গাছ পালা সামান্য। যত্ন করিয়া বাগানে যাহা রোপণ করা হইয়াছে তাহাই হয়। কোথাও পাথরের বাড়ীর গায়েও দুই এক রোপিত লতান গাছ উঠিয়াছে। নতুবা হরিৎ বর্ণের সহিত প্রায় সংস্রব নাই। শাদা বাড়ীর উপর শাদা বাড়ীর শ্রেণী থরে থরে উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে রক্ত, পীত, শ্যামল বর্ণের বারান্দাগুলি নিত্য শ্বেত দর্শন জনিত নয়ন ক্লেশ কথঞ্চিৎ নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। পাহাড়ের উপর বলিয়া সকল রাস্তাই ঢালু। সমুদ্রের ধার হইতে সহরের সর্ব্বোচ্চ অংশ বোধ হয় ১৫০।২০০ ফুটের বেশী হইবে। কিন্তু ঘোড়াগুলি গাড়ী লইয়া অবলীলাক্রমে এই রাস্তায় যাতায়াত করিতেছে। তবে নামিবার সময় বুঝিয়া গাড়ীর ব্রেক কসিতে হয়।

বাজারে বাঁধা কপি, শাক, কড়াইসুঁটি, সালগম, গাজর, বড় বড় আলু, বড় বড় পেঁয়াজ দেখিলাম। অপর ফলমূল বড় দেখিতে পাইলাম না। শস্য-রক্ষার জন্য সরকার তরফ হইতে মাটীর মধ্যে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের গোলা ঘর গাঁথা আছে। প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা বদ্ধ, অনতিপরিসর এক সুড়ঙ্গ মুখে নামিয়া মাঝে মাঝে আবশ্যকমত শস্য বাহির করিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম এইরূপে শস্য বাহির করা হইতেছে। দ্বীপে শস্য অতি সামান্যই জন্মায়। তাহাতে সমস্ত অধিবাসীর প্রাণধারণ অসম্ভব। অধিকাংশ শস্য রসিয়া হইতে আমদানী হয়।

সহরের মধ্যে মাঠে ঘাস নাই বলিলেই হয়। খেলিবার ও বেড়াইবার জায়গাগুলা সবই প্রায় পাথর বাঁধা।

নীচে উপরে অনেকগুলি রাস্তা বেড়াইয়া বাজার, ব্যারাক, বাগান, গির্জ্জা, স্কুল, পোষ্টাপিস, সবই মোটামুটি দেখা হইল। অধিকাংশ বাড়ীই পুরাতন ধরণের, কিন্তু সুদৃশ্য ও প্রকাণ্ড। ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপের বিশেষ সৌষ্ঠব ও শ্রী ছিল। বর্ত্তমান সহর সেই সময়েরই গঠিত। প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র।

Knights of St. John, ওবফে Knights Templars ক্রুসেডেব সময় বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিলেন; এ দ্বীপ-নগব তাঁহাদেবই বচিত। প্যালেসটাইন অধিকাবে অকৃতকার্য্য হইয়া ইহাবা বোডস দ্বীপ অধিকাব কবে। তুবস্কেবা যখন সেখান হইতেও তাড়াইয়া দিল, তখন ইহাবা মাণ্টা অধিকাব কবিল। সেই পর্য্যন্ত ইহা তাহাদেবই অধীনে ছিল। পবে নেপোলিয়ান মাণ্টা অধিকাব কবেন। নেলসন নাইল যুদ্ধ জয় কবিবাব পব ইহা ইংবাজেব দখলে আসিয়াছে। ইংবাজ-সাম্রাজ্য বক্ষাব জন্য দুর্গ-শৃঙ্খলেব মধ্যে মাণ্টা দুর্গ অন্যতম প্রধান দুর্গ।

মাণ্টায় এই অবস্থা-বিপর্য্যয়েব সমসাময়িক যুদ্ধে যে সকল ইংবাজ উচ্চ কর্ম্ম-চাবী নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদেব সমাধি অতি যত্নে সমুদ্রতীবে এক সুন্দব উদ্যানে রক্ষা কবা হইয়াছে। স্থানটি বড়ই মনোবম। দণ্ড বসিলে বেশ শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদেব সময় বেশী ছিল না বলিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পাবিলাম না। এখান হইতে বন্দবেব সুন্দব দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। চাবিদিকেই সমুদ্রেব শাখা প্রবেশ কবিয়াছে। তাহাব মধ্যে সহবটি অবস্থিত। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য বড়ই সুন্দব।

১৭৯৮ সালে যুদ্ধেব সময় নেপোলিয়ান যে বাড়ীতে সপ্তাহকাল বাস কবিয়া তাহাকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন, সেই বাড়ীতে এখন জেনাবেল পোষ্ট অফিস হইয়াছে। তাহাব সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড পুবাতন জীর্ণ প্রাসাদ—সেখানে Italian Knights of the Order of St. John বাস করিতেন। তাহাব মার্ব্বেল পাথরেব ফটকেব সুন্দব কাক্কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। নিপুণ শিল্পী ধ্বজা, বাদ্যযন্ত্র, পতাকা, বর্ম্ম ও নাইটদিগেব "Order"এব অন্যান্য চিহ্ন শ্বেত পাথবে খুদিয়া অতি সুন্দব কারুকার্য্য কবিয়াছে। অল্পপবিসব পথের দুই ধাবেই ইটালিয়ন, ফ্রেঞ্চ. ইংরাজী, মল্‌টীজ ভাষায় সাইনবোর্ডযুক্ত দোকানেব শ্রেণী। বাজার লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশই শ্রমজীবী; স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা ছাতা এবং ইউনিভারসিটির হুড এই দুই মিশাইয়া এক রকম কাল ঘোমটার মত ব্যবহার করে। ধনী নির্ধন

সকল স্ত্রীলোকেই এই ঘোমটা ব্যবহার করে দেখিলাম। তুরকীদিগের অত্যাচারেই বোধ হয়, এইরূপ ঘোমটার সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের দেশের পরদা ও ঘোমটা সৃষ্টি তাঁহাদিগের রীতিনীতি অনুকারিগণের কৃপায়। আর Nunদিগের ঘোমটাও যে কতকটা সেই কারণে নহে, তাহা বলা যায় না। মাল্টা রোমান ক্যাথলিকদিগের প্রধান স্থান।

মাল্টা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্থান বটে, কিন্তু এখানে অনেকগুলি গির্জ্জা আছে। সুন্দর গঠনের পুরাতন ধরণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গির্জ্জাগুলি ভিন্ন ভিন্ন সেণ্টের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহা ব্যতীত Presbyterianদিগেরও সুন্দর গির্জ্জা-ঘর আছে। সকলগুলিই সুদৃশ্য। এই সামান্য সহরে পাথরের যে Theatre বাড়ী, যে Public Library (Bibliothra) দেখিলাম, তাহার চতুর্থাংশের একাংশও কলিকাতায় ও বম্বেতে দেখি নাই। খাঁটি যুরোপের অন্তর্গত না হইয়া, যুরোপীয়দিগের সহরে আসিয়া পৌছিয়াছি, তাহা বেশ অনুভূত হইতে লাগিল।

গির্জ্জাগুলির মধ্যে St. John's Churchই স্থপতি-শিল্পে উৎকৃষ্ট ও মনোহর। বহির্দৃশ্য তত সুন্দর নহে বটে, কিন্তু ভিতরের কারুকার্য্য অতি চমৎকার। চারিদিকে বড় বড় খিলান। প্রতি খিলানের কোণে Mosaic কাজ করা ছাদ। দুই পাশে Aisle; ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ বিভিন্ন Saintএর পূজায় অর্পিত। মধ্যের প্রকাণ্ড হল প্রধান পূজার স্থান,—ধূপ পুড়িতেছে, দীপ জ্বলিতেছে। যিশুখ্রীষ্টের, ম্যাডোনার ছবি ও Statue চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। দেওয়ালে বড় বড় Italian Painterদিগের জগদ্বিখ্যাত Masterpieces দেখিলাম। বাইবেলের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলেখ্য রহিয়াছে। Mosaic নির্ম্মিত মেজেতে ভক্তদিগের সমাধিস্থান। লোকে তাহার উপর দিয়াই জুতা পায়ে দিয়া যাতায়াত করিতে সঙ্কোচ করিতেছে না। মৃতের পবিত্র সমাধির উপর এইরূপে পদার্পণ করিতে আমার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। পাশ কাটাইয়া গেলাম। দুই দিকের Aisleএর শেষে Sanctum Sanctorum অথবা Sacro Sanct, পবিত্রাদপি পবিত্র, প্রাচ্য ধরণের মন্দির। স্তিমিতপ্রায়

প্রদীপ ভক্তেব ভক্তি নিদর্শন-স্বরূপ জ্বলিতেছে। পুবোহিত ঠাকুব যত্ন সহকাবে সমস্ত দেখাইলেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও বোমান ক্যাথলিকেব মধ্যে অর্চ্চনা-প্রণালীব আশ্চয্য সাদৃশ্য দেখা যায। নিভৃত অন্ধকাবে ধূপধূনা, দীপ, পুষ্প, মূর্ত্তি, আলেখ্যেব সাহায্যে হিন্দু সাধক ভগবৎ প্রাপ্তিব পথ দেখিতে পাইতেন ও ভক্ত বোমান ক্যাথলিকও পাইতেন। দেখিযা শুনিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব ভাবেব উদয় হইল। ভক্তিপূর্ণ প্রাণে বিশ্বনিয়ন্তাব চবণে প্রণাম জানাইলাম।

এখান হইতে Church of Bones দেখিতে গেলাম। ১৩৬৫ সালে তুবস্ক সেনা পবাজিত কবিযা প্রায় দুই সহস্র যোদ্ধা এই দ্বীপ-বক্ষাব জন্য প্রাণ দান কবে। Capuchin Order এব Sacro নামধাবী একজন Monk এই সকল নিহত যোদ্ধাব কঙ্কাল সংগ্রহ কবিয়া এই Church of Bones ভক্তি ও যত্ন সহকাবে প্রতিষ্ঠা কবেন।

প্রায দুই সহস্র নবকঙ্কাল শ্রেণীবদ্ধভাবে চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া বক্ষা কবা হইতেছে। মৃত্যুকে অহবহঃ স্মবণ কবাইযা দিয়া মানবমনকে কর্ত্তব্যপথে নিয়োজিত বাখিবাব জন্য খৃষ্টান জগতেও নবকঙ্কাল ও অস্থিব সমাদব হইযাছে। কেবল আমাদেব কাপালিক ও তান্ত্রিকদিগেব মধ্যে একপ লোমহর্ষণ পূজা সীমাবদ্ধ ছিল না। যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নবকঙ্কাল ও নব-অস্থি সংগৃহীত হইযা এই Church of Bones নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাব বহু পূর্ব্বে তন্ত্রপ্রচাব কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ হিন্দুব সকল কীর্ত্তিই বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান্, এমন কি, মুসলমান অনুকবণে গঠিত বলিয়া সাব্যস্ত কবিবাব চেষ্টা কবিতেছেন। তাহাতে আসিয়া যায় নাই—আসিয়া যাইবেও না।

ভূমধ্যসাগবেব ইংবাজ প্রধান সেনাপতিই মাল্টাব গভর্ণব। তিনিও পুবাতন এক প্রাসাদে বাস কবেন। Crusades এব সময় St. John Knightগণ যে সকল লৌহবর্ম্ম ব্যবহাব কবিয়াছিল তাহা এবং সুন্দব সুন্দব অনেকগুলি Tapestry এখানে সযত্নে বক্ষিত আছে।

আর সময় নাই। জাহাজ ১২টার সময় ছাড়িবে। অগত্যা এই সুন্দর প্রাচীন-জগতের সহিত সম্বদ্ধ নগরটিকে অনিচ্ছার সহিত শীঘ্র ছাড়িতে হইল। আমাদের জাহাজে বিদায়ের পালা তখনও শেষ হয় নাই। পুনঃ পুনঃ ঘণ্টা ও বংশীধ্বনি করিয়া অতি কষ্টে যাত্রীর বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

প্রায় জন নূতন যাত্রী বাড়িয়াছে। খাবার ঘরে বা ডেকে কোথাও স্থান নাই। বৈঠকখানা ঘর অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সন্থবিদায়-ক্লিষ্ট যাত্রিগণের চক্ষে নিজ মনের ঘনান্ধকারের ছায়া দেখিতে দেখিতে উত্তর পশ্চিম মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহানুভূতিবশে সূর্য্যদেব মেঘান্তরালে লুকাইলেন। উৎসাহ কৌতূহল ও উত্তেজনা, সব যেন শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। কি করিতে যাইতেছি, যাইয়া কি করিব, এইরূপ শত চিন্তা অনেক কষ্টে কয়েকদিন দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, ক্ষণিক পরিবর্ত্তিত অবস্থাপরম্পরায় তাহা পুনরায় জাগরিত হইল।

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।
কণ্ঠাশেষপ্রণয়িনীজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥"

এর বলিবা দূর। কত দূর!!

ঠাণ্ডা বাতাস, মেঘ ও কোয়াসায় সর্ব্বত্রই যেন উৎসাহের একটু শৈথিল্য দেখিতেছি। কেহ কেহ বলিলেন যে লণ্ডনের চিরপ্রসিদ্ধ সেই দুর্ভেদ্য কোয়াসার মধ্যে পড়িলে উৎসাহের উৎস আপনা আপনিই রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

হিংসুক মানুষের নিয়ম এই যে, নবাগতকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে করিয়া তাহার প্রতি বিরূপ হয়। স্কুল কলেজে নবাগত ছাত্র, আপিসের নূতন কেরাণী, ক্লবের ও যে কোন সভাসমিতির নূতন মেম্বর, কেহই এ নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না। বাড়ীতে নূতন-বৌ আসিলেও তাহার নিস্তার নাই। তাহার ও তাহার পিতৃপক্ষের পর্য্যন্ত বিরুদ্ধে সকলে মিলিয়া দল বাধিয়া অন্ততঃ কিছুদিন তাহাকে জ্বালাতন করে। অবশ্য পরে এটা থাকে

না; কারণ, পরে ত সে আর নূতন-বৌ থাকে না। নচেৎ সংসার অশান্তির আগার হইয়া উঠিত। এক্ষেত্রে আমাদের যে সকল সহযাত্রী আমাদের সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিত না, এমন কি, আমাদের প্রতি চাহিয়াও দেখিত না, তাহারা আজ দল বাঁধিয়া নবাগতদিগের সম্বন্ধে আমাদের সহিত বহুস্যবিদ্রূপ আরম্ভ করিয়া দিল!

ফরাসীর দেশ।

৩১শে মে, শুক্রবার, ১৯১২। জলপথে আজ চৌদ্দ দিন কাটিল। এইবার যেন কতকটা বিরক্তির ভাব আসিতেছে। যেন জাহাজ ছাড়িতে পারিলে বাঁচি—মনে হইতেছে। অথচ জাহাজের উপর কেমন একটা মায়াও পড়িয়াছে। ঘরদুয়ার বিছানাপত্র সব যেন নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ সহজে এত মায়ার বশ হয় বলিয়াই বুঝি এত কষ্টও পায়। আবার হয় ত সুখও লাভই তাই। যাহা ত্যাগ করা প্রয়োজন ও ইচ্ছা, তাহার উপরেও এইরূপ মায়া জন্মিয়া যায়। যাহা ছাড়িতে যথার্থ কষ্ট বা ছাড়া উচিত নয়, তাহার ত কথাই নাই। এই জাতীয় মায়ার অদ্ভুত প্রতাপ। মধুপুর হইতে কলিকাতায় যাইতেই হইবে—অথচ যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইলেই মনে হয়, আর ২দিন থাকিয়া যাই। মানুষ যখন যেথা, তখন সেথাই যেন নিজস্ব করিয়া লয়। উপন্যাস-কল্পিত বন্দী ৪০ বৎসর কারাবাসের পর সাধের কারাগৃহ ত্যাগ করিয়া, সৌরকরোজ্জ্বল অবাধ স্বাধীন জীবনের পক্ষপাতী হইতে কেন পারে নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়। গাছতলায় থাকিলেও তাহা আপনার করিয়া লইতে মানুষ বেশ পারে। তাই ছাড়িবার সময় গাছতলা ছাড়িতেও মায়া হয়।

Gulf of Lyonsএর যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যাইতেছে, জাহাজের উদ্দাম নৃত্যলীলাও যেন ততই বাড়িতেছে। এ কয়দিন Rolling অর্থাৎ এপাশ ওপাশ দোলনই ছিল, কিন্তু আজ Pitching অর্থাৎ সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ আবার পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। Rollingএ বড় কষ্ট হয় না। Pitchingএ অত্যন্ত কষ্ট। আমার ঘর জাহাজের ঠিক সম্মুখভাগে! সেই জন্য Pitchingএ বেশী কষ্ট বোধ হইতেছে। স্নানাদির সময় দাঁড়াইয়া থাকা কষ্ট বোধ হইতেছিল। ডেকের উপরে আসা অপেক্ষা

ক্যাবিনে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে আরাম। "অর্ণব ব্যাধি' সম্বন্ধে কবুল জবাব দিতে বড়ই নারাজ। কিন্তু এ নারাজীটা সেযাবের গাড়ীর আমলের আলিপুরযাত্রী ব্রাহ্মণের "জপান্তে প্রণামের' সমতুল্য। ব্রাহ্মণ সারা পথটা ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। সহযাত্রীরা যতবার ঠেলিয়া তুলিয়া দিতেছিল, ঠাকুর গোসা করিয়া বলিতেছিলেন, "কেন হে বাবু, আমার ঘুমই দেখলে কিসে। নিশ্চিন্ত মনে অভীষ্টদেবতার জপ করিবারও কি তোমাদের জন্য যো নাই।" বার বার তাড়া খাইয়া সহযাত্রীরা চুপ করিল। এখানে গাড়ীর পাদানে ব্রাহ্মণের পতন সময়ে কেহ সাবধান বা সাহায্য করিল না। ব্রাহ্মণ নিদ্রাবশে যখন সজোরে গাড়ীর পাদান আশ্রয় করিলেন, একজন সহযাত্রী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুর এইবার জপান্তে প্রণাম নাকি।" সমুদ্রপীড়ার পরাজয় সম্বন্ধে অভিমান ক্রমশঃ আমার জপান্তে প্রণামের কাছাকাছি হইয়া পড়ে।

ক্যাবিনে শুইয়া সমস্ত রাত সমস্ত দিন কাটান অসম্ভব। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বেশ ফরসা হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে পৌছিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। আগের ঘুম হয় না, শুইয়া থাকিতেও ইচ্ছা হয় না। কাজেই ডেকের উপর বসিতে বা বেড়াইতে না পারিলে কষ্ট। আবার জাহাজে পা-মাথা ঠিক রাখিয়া এখন চলাও দুষ্কর। কষ্টে শ্রেষ্ঠে অনেকের অপেক্ষা সভ্যতা রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। এত Rolling ও Pitching-তেও আমার মৌখিক ধৈর্য্য দেখিয়া Good Sailor পসারটা আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু কষ্ট যে একেবারেই হইতেছে না তাহা নয়। কষ্টকে কষ্ট মনে করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। তাই এই সামান্য কষ্টে কষ্ট স্বীকার করিলাম না। কিন্তু Gulf of Loynsএ Pitching আরও বাড়িবে, তাহার পর English Channel আছে। অতএব এখন বাহাদুরী না করাই ভাল।

Maltaয় Mr. Asquith (Prime Minister), Mr. Churchill (First Lord of the Admiralty), Lord Kitchener (Agent of the British

Government in Egypt) আসিয়া Sir Ian Hamiltonএর সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন শুনিলাম। Lord Kitchener ১০ই জুন পর্য্যন্ত এখানে থাকিবেন। ইংলণ্ডে মজুরদের Strike ব্যাপার লইয়া হুলস্থূল চলিয়াছে, আর দুইজন প্রধান রাজমন্ত্রী Maltaতে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন, একথা বিশ্বাস হয় না। Germanyর Naval Programme, France ও Germanyর Northern Africa লইয়া মনান্তর ও Italyও Turkeyর বহুদিনব্যাপী যুদ্ধ ব্যাপারে Mediterranean Seaতে ইংরাজ রণতরীর প্রাধান্য-স্থাপন বিশেষরূপে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে ইংলণ্ডের প্রচলিত সমর পদ্ধতির আলোচনা চলিতেছে। এ সময় এই সমস্ত প্রধান রাজপুরুষ যে মাত্র Maltaর মিঠা হাওয়া খাইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন, এ কথা বলিলে লোকে বুঝিবে কেন? নিশ্চয়ই একটা গুরু ব্যাপারের আলোচনা চলিতেছে।

রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। ডেকে আহারের পর বসা বা বেড়ান অসম্ভব। বৈঠকখানায় বসিবার সুবিধা নাই। কাজেই Cabinএ শয্যাশ্রয় করিলাম। Mediterranean কতকটা নিজমূর্ত্তি ধরিবার উপক্রম করিতেছেন। অবিরাম চঞ্চলতায় সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইল। প্রত্যেকবার নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখি যে, তাণ্ডব নৃত্য যেন উত্তোরর বাড়িতেছে। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগরের উচ্ছল তরঙ্গলীলা অক্লেশে সহ্য করিয়া আসিয়া, শেষে ভূমধ্যসাগরের অপেক্ষাকৃত ধীরজলে সমুদ্র-পীড়া হওয়াটা বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয় হইবে। Mediterranean (ভূমধ্যসাগর) বড়ই অব্যবস্থিত চিত্ত। এই বেশ শান্তমূর্ত্তিতে আছে—আবার ক্ষণেকের মধ্যে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে।

"অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্কর।"

'অপ্রসাদ' ত আরও ভয়ঙ্কর। রাত্রে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার টিউনিসের অনতিদূর দিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে উত্তরমুখী হইয়া Sardiniaর রাস্তা লইল।

রাত্রেই মার্সেলসের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে পৌছান যাইবে। কিন্তু তখন

জাহাজ চালান বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয় এবং ডকে সহজে স্থান পাওয়া যায় না বলিয়া, কাল বেলা আটটা নয়টা পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে হইবে। P. & O. Companyর নিকট Thomas Cookএর প্রতিপত্তি কিছু কম। তাহাদের লোক জন জাহাজে প্রায় আসে না। মালপত্র পাঠাইবার কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। ফ্রান্সে অধিকদিন কাটান উচিত ও সম্ভব হইবে না; জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখা বা প্যাক করা, আমার দ্বারা বহুকাল ঘটে নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় ট্রঙ্কটা জাহাজের Hold হইতে লইয়া, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় প্রভৃতি বাহির করিবার ইচ্ছা ও শক্তি পর্য্যন্ত হয় নাই। এ অবস্থায় বরাবর Bay of Biscay ও Gibralter হইয়া জাহাজের পথে গেলেই ছিল ভাল। কিন্তু সমুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য দেখিয়া তাহাতে ইচ্ছা বড় হইতেছে না। এইরূপ অব্যবস্থিত মনে কিছু সময় গেল। এ সকল কথার বারংবার উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে যাহারা পরে বিলাতে আসিবেন তাঁহারা যেন মনে করিয়া রাখেন যে বেশী মালপত্র লইয়া বিলাত যাত্রা বড় অবিবেচনার কাজ। দেশের মত, মুটে গরুরগাড়ী এমন কি রেলগাড়ীও সস্তা নয়। জাহাজে অধিক ভাড়া লাগে না বলিয়া সমারোহে মালপত্র আনিয়া অনেকে আমার মত বিপদ্‌গ্রস্ত হন। ইহা অপেক্ষা বিলাতে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া লওয়া সুবিধা; পথের প্রয়োজনের জিনিস সঙ্গে রাখিলেই যথেষ্ট।

আজ আবার "আগুন লাগার" অভিনয় হইল। পূর্ব্বের মত নৌকা প্রস্তুত হইল, দমকলে জল চলিতে লাগিল। নৌকায় পালাইবার জন্য খানসামা রাঁধুনি চাকরেরা খাবার দাবার লইয়া যথাস্থানে কলের পুতুলের মত দাঁড়াইল। বাঁশীর সঙ্কেতে কাজ চলিতে লাগিল। খেলায় এ সব দেখিতে ভাল বটে। কাজের বেলায় কতদূর দাঁড়ায় তাহা বলা যায় না। নচেৎ সে দিন Titanicএর অমন ব্যাপারের পর Empress of Irelandএর এমন শোচনীয় ঘটনা ঘটিত না। তবে ঘটনাচক্রের সম্মুখীন হইয়া স্থির থাকিয়া কার্য্য করিবার শিক্ষা সর্ব্বদাই উচিত। তাই—এই সমস্ত fire-drill ইত্যাদির অবতারণা।

বেলা ১২টার সময় সার্ডিনিয়া ও তাহার দক্ষিণস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপ দুইটি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। তীরেব অতি নিকট দিয়া যাইতেছে বলিয়া তরঙ্গ কিছু অধিক লাগিতে লাগিল এবং জাহাজের দোলাও কিছু বাড়িল। ইহাব উত্তরেই নেপোলিয়নের জন্মস্থান কর্সিকা। আমরা কর্সিকা দেখিতে পাইব না। উহা দূরে দক্ষিণে বাখিয়া জাহাজ Gulf de Lyons অভিমুখে চলিয়াছে। পূর্ব্বে সার্ডিনিয়া ও কর্সিকাব মধ্যে Strait of Bonifacio দিয়া জাহাজ যাইত। তখন কর্সিকা স্পষ্ট দেখা যাইত। এখন সে রাস্তা ত্যাগ কবিয়া সোজা পথেই যাওয়া হয়। একদিন যাহাব বিক্রম-প্রতাপে সমস্ত য়ুরোপ কেন—সমস্ত সভ্যজগৎ ত্রস্তব্যস্ত হইয়াছিল, সেই বীর-কেশরী নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ কবিয়া কর্সিকাকে ইতিহাসে ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে অভিসম্পাত করে, এমন লোকও অনেক আছে; কিন্তু এই দীনহীন সামান্য কর্সিকান্ বালক অতি অল্প বয়সে কি বীব অভিনয় করিয়া জগৎ চমৎকৃত করিয়াছিলেন, পরে সেই বালক অদ্ভুতকর্ম্মা সম্রাট্ হইয়া কতরূপে কত মহৎ কার্য্য দ্বারা পৃথিবীব হিতসাধন চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্থিরমনে তাহা আলোচনা করিলে, অভিসম্পাত অনেক অংশে অহেতুক মনে হইবে। নেপোলিয়ান সময়ে সময়ে নানা নিন্দনীয় কার্য্য করিয়া পাতকগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই পৃথিবীতেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাব প্রায়শ্চিত্তও হইয়াছিল। St. Helenaয় তাঁহাব শেষ জীবনকাহিনী মনে করিলে চক্ষে জল আসে। জগতে এরূপ লোক কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন।

Maltaর Church of Bonesএর ভিতর পাঁচটি স্বতন্ত্র নরকপাল দেখিয়াছিলাম; Maltaর পাঁচ জন তেজস্বী নাগরিক নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাদের প্রাণদণ্ড হয়। বন্দুকেব গুলি যেখানে মস্তক-ভেদ করিয়াছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেশ সেই হিতৈষী নাগরিকগণের অস্থি সমাধিক্ষেত্রে রক্ষা করিয়া, নেপোলিয়ানের অত্যাচারের স্থায়ী-অপরাধ ঘোষণার চেষ্টা করিয়াছে। সকল বিজয়ীবীরের বিরুদ্ধেই এরূপ অভিযোগ আনা যায়। Abbot, Scott,

Rosebery এবং Fisher প্রভৃতি নেপোলিয়ন জীবনী লেখক সে বিষয়ের সুবিচার করিয়াছেন।

সেই নেপোলিয়ানের কীর্ত্তি-সমুজ্জ্বল ফ্রান্সের দ্বারদেশে আমি আজ উপস্থিত। কত কথা ছায়াবাজীর মত হৃদয়পটে উদিত ও বিলীন হইতেছে। য়ুরোপের কথা, য়ুরোপের ভাব, য়ুরোপের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস যাহাদের অস্থি মজ্জার ভিতর প্রবেশ করিলেও দেশীয় স্বাতন্ত্র্য পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াছে, তাহারাই বাঁচিতে পারিবে, এই সন্ধিক্ষণে মনের কিরূপ চাঞ্চল্য হয়। ফ্রান্স এখনও একাদিনের পথে রহিয়াছে। চিন্তাবলে মানুষ কত রাজ্য অধিকার করে, কত কত অধিকৃত প্রদেশ হারাইয়া ফেলে, তাহার সংখ্যা নাই।

শনিবার, ১লা জুন। ১৮ই মে শনিবার বম্বেতে এরেবিয়া জাহাজে আরোহণ করিয়াছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আজ ১৫ দিন সমুদ্রবক্ষে কোনরূপ কষ্ট, বিপদ, অসুখ ও বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। পিতৃ মাতৃ-পুণ্য, প্রিয়জনের নিরন্তর ভগবৎ-পাদপদ্মে কাতর-ভিক্ষা ও ভগবানের অনন্ত কৃপা সকল বিঘ্নবাধাবিপত্তি কাটাইয়া,—নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে যথাসময়ে উপস্থিত করিবে, স্থির বিশ্বাস আছে।

সমস্ত রাত্রিই ভাল নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি ৪টার সময় বেশ পরিষ্কার আলো হইল। শয্যাত্যাগ করিয়া যতদূর পারি, জিনিসপত্র গুছাইতে ও বাধিতে আরম্ভ করিলাম। এ সকল বিষয়ে এই প্রথম অভ্যাস বলিয়া কিছু কষ্ট। আমার ন্যায় অক্ষম যাত্রীদিগকে এ সকল বিষয়ে প্রথম হইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

গাল্‌ফ্ অব্ লায়নসএ প্রায়ই ঝড় তুফান হয়। আমরা ভগবৎ-কৃপায় তাহা হইতেও অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু বিষম ঠাণ্ডা—কোয়াসায় কিছুই ভাল লাগিল না। স্নানাহারে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি হইল না।

ক্রমশঃ যাত্রীরা বিদায় গ্রহণ, পরস্পরের ঠিকানা আদানপ্রদান প্রভৃতি জাহাজত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বোচিত কার্য্যে নিয়োজিত হইল। তাহার

পর জাহাজে খরচের বিল শোধ করা ও বক্সীস দানের পালা পড়িল। সে এক বৃহৎ ব্যাপার। Cabin Steward এক পাউণ্ড, Table Steward দুই পাউণ্ড ও Bathroom Steward পাঁচ শিলিং, Deck Steward ৩॥ শিলিং নগদ ও ডেক চেয়ারখানি পাইবে, ইহাই গরাব গৃহস্থের পক্ষে সনাতন নিয়ম। ফ্রান্সে বক্সীস-প্রণালী আরও গুরুতর। খোঁজ করিয়া সর্ব্বত্র দেনা চুকাইয়া বেড়াইতে হইল। যাত্রী প্রাপ্য দেনা না দিয়া পালাইবে জাহাজের কোন কর্ম্মচারীর বা দোকানদারের সে ভয় নাই। খুঁজিয়া পাওনাদারের পাওনা ভদ্রলোক চুকাইয়া যাইবে, এই বিশ্বাসে সকল কাজ চলে। Purser মহাপ্রভুর মন্দিরে ৩।৪ বার গিয়া তবে তাঁহার দর্শন পাইলাম। টাকাকড়ি সব তাঁহার নিকট। নিজের পাঁজী পরকে দিয়া দৈবজ্ঞের যে অবস্থা হয়, টাকা পয়সা Purserএর নিকট রাখিতে দিয়া কয়দিন সেই অবস্থাই হইয়াছিল, কিন্তু এক-রকম নিশ্চিন্ত থাকা গিয়াছিল।

যাহারা বরাবর রাত্রের Special Express Trainএ যাইবে, তাহারা এখন নামিবে না। একবারে বৈকালিক চা খাইয়া গাড়ীতে উঠিবে। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের গায়েই Special ট্রেণের platfrom। P. & O. কোম্পানির এই সব সুবিধার জন্যই লোকে এই লাইনে আসে।

মাল্টার ন্যায় মার্সেলস নগরের প্রান্তভাগও সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বাহুর সন্নিধানে পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। মার্সেলস ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রদেশের প্রধান বন্দর। তাই জাহাজে, নৌকায়, ষ্টীমারে, ভিড় বড় বেশী।

ভিন্ন ভিন্ন (Mole) বাঁধ সমুদ্র-গর্ভ পর্য্যন্ত প্রস্তর বাহুবিস্তার করিয়া জাহাজের নিরাপদ স্থানের সৃষ্টি করিয়াছে। পাহাড়ের উপর বাড়ী ও গির্জ্জা থরে থরে উঠিয়াছে। দূর হইতে মার্সেলসের পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ Notre Dame গির্জ্জা ও মাতৃমূর্ত্তি দেখা যায়। বড় মনোহর দৃশ্য। Maltaর ধরণে গঠিত হইলেও মাল্টা হইতে মার্সেলসের সমুদ্রের তীর অনেক বিভিন্ন। মাল্টা পুরাতন সহর—প্রয়োজন মত দুইচারিটা নূতন বাড়ী হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মার্সেলসে অধিকাংশ গৃহই নূতন গঠিত। স্থানে স্থানে প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ

কীর্ত্তি স্থানও আছে। Chateau D' If পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর স্থাপিত—বন্দরের প্রবেশদ্বারেই এই দুর্গ অবস্থিত। অনেক অপরাধী ব্যক্তি পূর্ব্বে এই দুর্গে অবরুদ্ধ হইত। Dumasএর Monte Christoর প্রধান ও আদিম দৃশ্য এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বীপ সংশ্লিষ্ট

অন্যান্য বন্দরের মত এখানেও নানারকম তামাসা ও ভিক্ষা করিবার দৃশ্য চক্ষে পড়িল। নৌকা করিয়া দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ নাচগানবাজনা করিয়া জাহাজের চারিদিকে ভিক্ষা করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই ধূমময়—মেঘাকার। "সূর্য্যকরোজ্জ্বলধবলী" বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহা পদে পদে মনে করাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমশঃ জাহাজ "Mole C" অর্থাৎ P. & O. কোম্পানির নঙ্গর করিবার স্থানে লাগিল। নঙ্গর ফেলা, সিঁড়ি লাগান, মাল জাহাজের Hold হইতে কপিকলের সাহায্যে উপরে তোলা, মাল নাবান, গোলমাল চাৎকারের ধুম পড়িয়া গেল। পরের দেশে পরের মত একধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই। এতদিনে জলযাত্রার অবসান হইল। ভগবানকে প্রাণপ্রাণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিলাম। তিনি যে এ অধমকে নিরাপদে সুদূর সমুদ্রপথ বিনাক্লেশে পার করিলেন তজ্জন্য বার বার ধন্যবাদ দিলাম। এতদিনে উৎকণ্ঠারও কতকটা নিবৃত্তি হইল।

Thomas Cook কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের জাহাজে বড় দেখা যায় না। তাহারা সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছে। সগুবগ্রাসতুষ্ট Stewardএর সাহায্যে ছোট ছোট জিনিসগুলি তীরে নামাইয়া Custom Officialদিগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। "মাসুল লাগিবার মত কোন জিনিস নাই" দৃঢ়স্বরে এই কথা বলাতেই বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া জিনিসগুলি ছাড়িয়া দিল। Grand Hotel De Russie and Angleterreতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলাম যে, তাঁহার ও কিট্লী সাহেবের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে সহর দেখিবার সুবিধা হইবে। ভাষার দৌড় কম বলিয়া তাঁহাদিগের এ যন্ত্রণা বাড়াইতে হইল।

তাঁহাদের কযজনের মালপত্র অনেক। কাজেই কষ্টম দারোগা ও কুলীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে কষ্ট হইল। ২।৩ ঘণ্টা তাঁহাদের মালপত্র আদায়ের উপলক্ষে মোটরে বসিয়া বসিয়া নূতন জায়গার লোকচরিত্র ও ব্যবহারবৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। Moleএর পশ্চাতেই পাথরবাঁধা রাস্তা, তাহার পর রেলিংএর বাহিরে আবার পাথরবাঁধা রাস্তা। হঠাৎ হাবড়া পোল হইতে নাবিয়া বাড়ী যাইবার রাস্তায় পড়িলাম মনে হয়। পোর্ট কমিশনরদিগের কম্পাউণ্ডের মত উচ্চ রেলিং ও তাহারই পরে পাথর-বাধান রাস্তা প্রায় কলিকাতারই ষ্ট্রাণ্ড রোডের মত। কলিকাতায় প্রবেশকালে সহরসৌন্দর্য্য মার্সেলসের সহিত ভ্রমেও তুলনা হইতে পারে। শীঘ্র ভ্রম দূর হইল। বড় বড় ঘোড়ার গাড়ীতে মাল লইয়া যাইতেছে। পাহাড় সমান মাল বোঝাই করিয়া হাতীর মত দুইটা, কোথাও বা তিনটা, ঘোড়া জুতিয়া প্রকাণ্ড গাড়ী যাইতেছে, মাল সরিয়া পড়িয়া যাত্রীর মাথায় পড়িবে কি না ভ্রূক্ষেপ নাই।

সহরের মধ্যে রেলের গাড়ী Shuntingএর কাজ প্রকাণ্ডকায় ঘোড়ার দ্বারা হইতেছে। সর্ব্বদা সহরের ভিতর এঞ্জিন যাতায়াত করে না। সহরের লোকারণ্য রাস্তার উপর রেল পথে এঞ্জিন চালাইয়া সময়ে সময়ে অনেক বিপদ হয় বলিয়া এঞ্জিনের বদলে ঘোড়ার ব্যবহার।

আশ্চর্য্য দৃশ্য। সাদা মুটে মজুর, গাড়োয়ান, বিচিত্রবেশী ফরাসী পুলিস, ট্রাম, নূতন ধরণের বাজার, দোকান, ৭।৮ তোলা বাড়ী সব চক্ষে যেন ধাঁধা লাগাইতে লাগিল। কাহারও প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। যেমন করিয়া হয় নিজে নিজেকে বাঁচাইয়া চল। কিন্তু পুলিসের চক্ষু চতুর্দ্দিকে। চুরি ডাকাতি মারামারি দাঙ্গা বন্ধ করিবার প্রণালী যেমন শক্ত, লোকের প্রাণ, অঙ্গ, সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধেও যত্ন সেইরূপ। সতর্ক নয়নে পুলিসকে রাস্তার গোলমাল সব দেখিতে হইতেছে; যেন ভিড়ে কাহারও কোনরূপে বিপৎপাত না হয়। কাজেই এত ভিড়েও দারুণ দুর্ঘটনা

যত হইতে পারে ও হওয়া সম্ভব তাহা অপেক্ষা অনেক কম হয়। দোকানপসার বিস্তর এবং নানা রকমের, নানা ধরণের। মাল্টার মত অনেকগুলি রাস্তা ঢালু; এই উপরে, এই নীচে গিয়াছে, কারণ পাহাড়ের উপর সহর প্রতিষ্ঠিত। ঘোড়ার গাড়ী ও মালের গাড়ীতে (গরুর গাড়ী বলিবার যো নাই। কারণ গরু এ কাজ আদৌ করে না, মালটানা ঘোড়ারই একচেটিয়া) সেইজন্য ব্রেক আছে। মালগাড়ীর ঘোড়ার ঘাড়ের উপর বড় বড় মহিষের শিংএর মত বাঁকান উচ্চ বিচিত্র সাজ। কোন কোন গাড়ীতে ঘোড়া পাশাপাশি না জুতিয়া সামনাসামনি জুতিয়াছে। সিসিলি হইতে গন্ধকের রপ্তানি বিস্তর হয়, সমুদ্রের ধারে ও রাস্তার পাশে গুদামে পাহাড় সমান গন্ধক সাজান রহিয়াছে। আমাদের দেশে পাথুরে কয়লা যেমন স্থানে স্থানে রাশি রাশি দেখা যায়, এখানে গন্ধকের গুদামও রাশি রাশি ও সেইরূপ। তাহার গুঁড়া উড়িয়া চোখে লাগিতেছিল। সেই জন্য মোটরসাহায্যে সহরের এ অংশটা দেখা বড় সুবিধা নয়।

হোটেলের Lift সাহায্যে ত্রিতলে উঠিয়া বাসস্থান পাইলাম। বহুদিন পরে জাহাজের সংকীর্ণ শয্যার পরিবর্ত্তে সুপরিসর শয্যায় আশ্রয় পাইয়া কতকটা আরাম বোধ হইল।

মার্সেলস—১রা জুন, রবিবার। মার্সেলসে দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। তথাপি, যুরোপীয় নগরে প্রথম পদার্পণ করিয়া জাতীয় রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ জন্য এক দিন থাকিয়া যাইলাম।

এই এক দিনের খরচ ত্রিশটাকা পড়িল। বিদেশে ভাল হোটেলে বাস এইরূপ ব্যয়সাধ্য একথা মনে করিয়া যুরোপযাত্রীর প্রস্তুত হওয়া উচিত। কাল বিকাল হইতে ঠাণ্ডা কোয়াসা বেশই ছিল; তাহার উপর আজ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কাজেই নগর-পরিভ্রমণ-কাণ্ডটা বিশেষ সুখকর মনে হইল না।

চক্রবর্ত্তী ও কিট্‌লী সাহেব বহুবার মার্সেল্‌স দেখিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের দেখিবার বড় তাড়া নাই। চক্রবর্ত্তীর ছেলেরাও ঠাণ্ডায় অসুস্থ —তাহারাও বাহির হইবে না।—একাকী ভ্রমণও সুবিধার নহে; অগত্যা

শয্যাশ্রয়ে পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠে মার্সেলসে ত্রিশ টাকা খরচ করা গেল।

ফরাসী-হোটেলের আহার্য্য দ্রব্যাদি, আহার-পাত্রগুলি নূতন ধরণের, পরিবেশনের বেশ পারিপাট্য আছে। খাইবার ঘরগুলিও সুন্দর ও সুসজ্জিত, পরিবেশন প্রণালীর চাতুর্য্যে আমাদের দেশের মত কোন জিনিস অপচয়ের প্রথা নাই। 'কেক' ও রুটিগুলি সৌখীন, খুব পাতলা করিয়া কাটা, কাগজের সুন্দর লেফাফায় মোড়া; কিছু নষ্ট হয় না। ইচ্ছা হয়, আবার একখানা লও। কিন্তু অকারণ আহার-পাত্রে অধিক লইয়া কোন জিনিস নষ্ট করা প্রথা সঙ্গত নহে। হোটেলের ঘরের ভিতর টেবিল আছে, বাহিরে বাধান বাগানেও টেবিল আছে। আবার ফুটপাথের উপরেও টেবিল আছে, দেখিলাম। যেখানে ইচ্ছা, জল হাওয়া বুঝিয়া গল্প কর—খাও। ফরাসী রাস্তায় বাস করে—রাস্তায় খায়। তাহার নমুনা কতক পোর্টসায়েদে পাইয়াছিলাম। বেলা তিনটার পর বৃষ্টি একটু কমিলে চা খাইয়া পদব্রজেই একবার বাহির হইয়া পড়িলাম। অনেক হোটেলের সম্মুখে বারান্দার নীচে ফুটপাথের উপরই এইরূপ চা-কফি খাইবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে দেখিলাম। ব্যয় বাহুল্য সত্বেও অনেকে হোটেলেই বাস করে,—গৃহস্থালীর অসুবিধা পোহাইতে চায় না।

কোন বাড়ীই পাঁচ সাততলার কম নহে। বাড়ীগুলি বাহির হইতে দেখিতে সুন্দর। নীচের তলার ঘরগুলি জেলের মত গবাদে দেওয়া। মাটির নীচেও ঘর (Cellar) আছে। বাজার দোকান অনেক। থিয়েটার, বায়স্কোপ ও অন্যান্য আমোদের স্থানও বিস্তর। রাস্তা ও ফুটপাথ পাথর-বাধা, রাস্তার দুই ধারেই গাছের শ্রেণী; দেখিতে বড় সুন্দর। ঘোড়ার গাড়ী, মোটর, ট্রাম, মালগাড়ী, জনস্রোত রাস্তায় ক্রমাগত চলিতেছে। কোনরূপে জীবনটা কাটাইয়া যাইতে পারিলে হয়, এমন ভাবে ফরাসী জীবন-যাপন করে না। চিন্তাশীল অথচ কর্ম্মঠ লোকের লক্ষণ চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান। সাধারণ গরিব লোকেরাও সৌখীন; কাপড় ময়লা হইবার

ভয়ে সৌখীন কোট-ওয়েষ্টকোটের উপর রাস্তায় চলার ও কাজকর্ম্ম করিবার সময় আলখাল্লার মত একটা লম্বা জামা পরে। "বাবু" লোকেরা অবশ্য তাহা পরে না। তাহারা সর্ব্বদাই প্রকাশ্য ভাবে সুসজ্জিত। কাপড় নষ্ট হইবার ভয় করে না। কত প্রকার বেশধারী কত রকমেরই লোক যে রাস্তায় দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র যাইতেছে আসিতেছে, কাহাকেও ক্ষেপ নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সার্ব্বজনীন বিভিন্নতা এই প্রথম দেখিলাম। পোর্টসায়েদ ও মাল্টায় গৃহস্থ জীবন বড় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পথে ঘাটে স্ত্রীলোকের মুখাবরণও যথেষ্ট দেখিযাছি। মার্সেলসে প্রকৃত যুরোপীয় গৃহস্থজীবনের প্রথম পরিচয় পাইলাম। এখানে পুলিসের সকল লোকেই সশস্ত্র। কারণ, ফরাসী বদমাইস আজকাল প্রবল হইয়াছে। স্থানে স্থানে সৈনিকদলও দেখিলাম।

নগরে অশান্তি ও আবর্জ্জনার প্রকাশ্য লক্ষণ নাই। আমাদের দেশের ধরণেরই মিউনিসিপাল আবর্জ্জনার গাড়ী ক্রমাগত রাস্তা পরিষ্কার করিতেছে। পাহাড়ে রাস্তা অত্যন্ত গড়ানে বলিয়া এত বৃষ্টিতেও জল দাড়াইতে পারে নাই। ড্রেনেজও খুব পরিষ্কার থাকে, কিন্তু ঢালু রাস্তার জন্য গাড়ী ও পথিকের পক্ষে পথচলা কিছু কষ্টকর।

আবার বৃষ্টি আসিল বলিয়া অগত্যা "Fiacre" গাড়ী একখানা ভাড়া লইতে হইল। গাড়ীর হুড্ তুলিয়া দিয়া নগর-দর্শনের বড় ব্যাঘাত হইল। জুলজিক্যাল গার্ডেন বাড়ীটা দেখিয়া আসা গেল। পাথরের সুন্দর বাড়ী। বোটানিক্যাল গার্ডেন, (Notre dame) গির্জ্জা প্রভৃতি দূরে। বৃষ্টিতে দেখা দুষ্কর—গাড়ীতে দুইজনের অধিক তিনজন উঠিলেই ডবল ভাড়া,—এটাও নূতন। কলিকাতায় নাকি এইরূপ আইন-প্রচলনের চেষ্টা সম্ভব শুনিতেছি। তাহা হইলে "পরিবারশুদ্ধ সকলে" থার্ড্ ক্লাস গাড়ীতে কালীঘাট বা গঙ্গাস্নান যাওয়ায় বিপদ।

হোটেলে ফিরিয়া, মুখহাত ধুইয়া, বেশ-পরিবর্ত্তনে ৭॥টা বাজিল।

স্নানাগারের প্রয়োজনীয় তোয়ালে ও কাগজ সম্বন্ধেও হোটেলওয়ালার কৃপণতা। মুখ ধুইবার জলের নলও সরু সরু! কলিকাতার কলের জল যাহারা "পরের পয়সায়" পাওয়া জিনিস মনে করিয়া অকাতরে অপব্যয় করে তাহাদের এই জল-কার্পণ্যের কথা জানিবার ও ভাবিবার বিষয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় ফ্রান্সের হোটেলওয়ালা স্নানাগারে সাবানও দেয় না। স্থানভেদে নিয়ম ভেদ।

শরীর ক্লান্তবোধ হইতেছিল। শরীরেরই বা দোষ কি; তাহার উপর জুলুমটা ত বড় কম হইতেছে না!

আহারে বড় রুচি ছিল না। তবে সমস্তদিন প্রায় অনাহারে গিয়াছে। ফরাসী-হোটেলের সৌখিন খাওয়াটা কিরূপ দেখিবার জন্য যথেষ্ট অপব্যয় করিয়া "দেখা গেল।"

আহার অতি সামান্য করিলাম। কিন্তু পরিবেশন-প্রণালী ও সাজসজ্জা দেখিয়া কিছু শিক্ষা লাভ হইল। ইংরাজীহোটেলের মত যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহা তুলিয়া লওয়া দস্তর নহে। পরিচারক কাঁটাচামচ এক হাতে ধরিয়া, চীনেম্যানেরা দুইটি কাটী দিয়া যেমন ভাত খায়, সেইভাবে পরিবেশন করিল; পরিবেশন-কালেও সভ্যতাসূচক মাথা নোয়াইয়া একটু নৃত্যশীল গতিতে চলিতে লাগিল। একহাতে পাঁচসাতখানা কাচের রেকাব অক্লেশে লইতে লাগিল। ইহাদের ব্যবহার আমাদের দেশের ইংরাজী-হোটেলের অভ্যস্ত ধরণের নয়; রান্নাও বেশ পরিষ্কার। "অখাদ্য" সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়া দেওয়াতে, সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। ফল-পরিবেশনের সাজীটি সুন্দর সাজাইয়া আনিল। নবোঢ়া বধূর রক্তবর্ণ চেলাঞ্চলের ন্যায়, সুন্দর ঘোমটার মত কাপড় দিয়া সাজীটি সাজান। তাহাতে নেপথ্য-বেশবিন্যাসের ভাবে বেরী, কলা, কমলালেবু, সবুজ বাদাম সাজান; আলো আঁধারের মাঝে, থরে থরে গুছান রহিয়াছে। দেখিয়াই তৃপ্তি হইল। কিছু ফল খাইয়া আজিকার মত ভোজন-ব্যাপার সমাধা করিলাম।

ভোর রাত্রি হইতে প্যারিস-গমন-উদ্যোগ আরম্ভ হইল। মোটঘাট বাঁধাই আবার মুস্কিল। তাহার উপর দেখি, হোল্ড্ অলের বাঁধন ছিঁড়িয়া

গিয়াছে। পেণ্টালুন গেঞ্জির বোতাম নাই! সূচ সূতাও সঙ্গে নাই। বোতাম টাঁকিয়া দিবার লোক নাই। প্রবাসের সুখ আরম্ভ হইল। "যাহা-হয়" করিয়া গুছাইয়া লইলাম।

প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিয়া কফিকটি খাইয়া লইলাম। সময় অনেক আছে দেখিয়া লেখা আরম্ভ করিলাম। ভ্রমণ-কথা লিখিতেছি দেখিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এজীবনটা লিখিবার জন্যই আসিয়াছেন। ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কপালের ও স্বভাবের দোষে। কাজ-আর-লেখা লইয়া বাঁচিয়া থাকায় ফল কি? ফ্রেড্রিক্ হ্যারিসন্ প্রত্যহ ১৫০০ কথা লেখেন। গণনা করিলে এ কয়দিনে আপনার কত কথা লেখা হইয়াছে, তাহা দেখিবার লোক নাই।" কথা ত নয়—আবর্জ্জনা। গণনা করে কে করিবে?

হোটেলের দাম চুকাইবার ভার কিট্‌লী সাহেবের উপর ছিল। টাকা-কড়ি তাঁহারই হাতে দিলাম। এ সম্বন্ধে যন্ত্রণা সহ্য যত কম হয়, তত ভাল। নতশিরে, দস্তুরমত ফরাসী নমস্কার করিয়া, হোটেল-অধিকারী ও বক্সীসতুষ্ট ভৃত্যগণ বিদায় লইল।

৩রা জুন, ১৯১২, সোমবার।—বেলা ৮টার সময় হোটেলের মোটর গাড়ীতেই ষ্টেশন রওয়ানা হইলাম। বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ ফ্রান্সের জলবায়ু বেশ মিঠেন। ফ্রেঞ্চ রেপব্লিক ঘোষণার সময় সহরের মধ্যস্থলে স্মরণার্থ এক প্রকাণ্ড প্রস্তর-তোরণ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার উপর রেপবলিকের নেতাদিগের প্রস্তরময় মূর্ত্তি রহিয়াছে। কিছুদিন তাহা দেবতাস্থানীয় হইয়া আদর পাইত; এখন তাহার প্রতি বড় কাহারও লক্ষ্য নাই। নিকটেই মিউনিসিপালিটি সাধারণের কাপড় কাচিবার জায়গা করিয়া দিয়াছেন। ধরিতে গেলে যথার্থ "Republic-Spirit"এর পরিচয়। রেপবলিকানদেরমধ্যে কাপড় কাচানর পয়সা যাহাদের জোটে না, অথচ কাপড় কাচাও প্রয়োজন, তাহাদের জন্য সহরের কর্ত্তারা রাস্তার মাঝে কাপড় কাচিবার জলের চৌবাচ্ছা করিয়া দিয়াছেন। রেপবলিক নেতাদের চরণচ্ছায়াতলে

বসিয়া, পাথরের উপর আছড়াইয়া, নিজ নিজ কাপড়-কাচার মধ্যে হয় ত ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্টের কাপড়ও পরিষ্কার হইতেছে! দেখিবার, শিখিবার কথা এইরূপ সামান্য সামান্য অনেক জিনিসের মধ্যে থাকে।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ ষ্টেশনে পৌঁছান গেল। আমাদের যদিও ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট ছিল এবং দিনের বেলা যাইতে বিশেষ কিছু কষ্ট হইবে না, তথাপি সীট্ রিজার্ভ করা ভাল বিবেচনায় তাহা করা গেল। কিন্তু তাহার দক্ষিণা স্বতন্ত্র। হাবড়ায়—শিয়ালদহে চিঠি লিখিয়া বা টেলিফোঁ করিয়া সীট্ রিজার্ভ করা যায়। এখানে নগদ অতিরিক্ত মূল্য কিছু দিতে হইল। এ সকল ব্যবস্থা কিট্‌লী সাহেব সকলের পক্ষ হইতেই করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার হাতে টাকা দিয়া নিশ্চিন্ত। ফরাসী ভাষার, ফরাসী টাকার, তত্ত্বভেদ করিতে সময় লাগে। পয়সা দিয়া আজকাল সকল বিদ্যাই উপার্জ্জন করিতে হয়। পয়সা দিয়া পথের অভিজ্ঞতাও লাভ করিতে হয়। বিদেশী দেখিলেই পয়সা ঠকাইয়া লইবার চেষ্টা সর্ব্বত্র। এখানে কিছু বেশী।

আমাদের গাড়ী এক্সপ্রেস নয়—ইহার নাম Rapide অর্থাৎ দ্রুতগামী। সেই জন্য সঙ্গে ডাইনিং সেল্‌ন আছে। এক গ্লাস জলের চেষ্টায় যাওয়াতে হোটেলরক্ষক বলিল, 'জল নাই'! হোটেলওয়ালারা জল রাখে না; কেবল মদ রাখে। স্নানের ঘরের ভিতর কাঁচের কুজা-গেলাসে যাত্রীদের জন্য জল থাকে। উহা পানে প্রবৃত্তি হয় না। যাহারা মদ খায় না, তাহাদিগকেও এইরূপে বাধ্য হইয়া মদ খাইতে হয়। কারণ মদ বড় সস্তা। দেশে কুঁজা-গেলাস সঙ্গে থাকে, ভাবনা থাকে না। এখানে সে বন্দোবস্ত না থাকায় অসুবিধা হইল। অথচ কুঁজা-গেলাস, বিছানা-বালিস লইয়া কেহই এ পথ ভ্রমণ করে না; বিছানা-বালিসও রেলে ভাড়া পাওয়া যায়। এক রাত্রের ভাড়া প্রায় এক টাকা। কা'র ব্যবহৃত বিছানা-বালিস ব্যবহার করিতেছি, ঠিক নাই।

জলপিপাসা সহ্য হইল না। আবার চেষ্টাতে অনেক কষ্টে পেরিয়া ওয়াটার পাইলাম, দাম ৭৫ সঁতিম, অর্থাৎ প্রায় আট আনা। জাহাজে তাহার দাম চারি আনা দিতে ছিলাম; আর ঐ জলের জন্মস্থানে আট আনা লইল! মদের

দাম ইহা অপেক্ষা সস্তা। তাহা না লইয়া দুর্মূল্য, অকর্ম্মণ্য পানীয়ের জন্য কেন আমি এত ব্যস্ত, বিজ্ঞ ফরাসী হোটেলরক্ষী তাহা কিছুতেই বুঝিল না।

মার্সেল্‌স্ ষ্টেশনটি বেশ সুন্দর গঠনের। কাচের ছাদ বলিয়া খুব আলো হয়, প্লাট্‌ফর্ম্মও বেশ প্রশস্ত। অধিকাংশ ষ্টেশনের প্লাট্‌ফর্ম্ম অত্যন্ত নীচু—প্রায় মাটির সঙ্গে সমান। আমাদের দেশের মত মাটি হইতে অধিক উঁচু নহে। গাড়ী লাইনে আনা (shunting) করা প্রভৃতি কাজ ইঞ্জিনে না হইয়া ঘোড়া দ্বারাই হয়। সদর রাস্তাতেও কাল ইহা দেখিয়াছি। ষ্টেশনের ভিতর লাইনেও তাই, ঘোড়া সস্তা, কয়লা মহার্ঘ। কাজেই এই বন্দোবস্ত।

লোকস্রোত এবং লোকচরিত্র এইরূপ বড় বড় ষ্টেশনে প্রগাঢ়রূপে "গবেষণা" করা যায়। শুদ্ধ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকিলেই হয় না। একটু প্রখর দৃষ্টির সাহায্যে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বোঝা যায়।

ষ্টেশনে বহুলোক। সকলেই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত। কিন্তু অনুসন্ধান-দৃষ্টির সাহায্যে এক এক জনকে যেন এক একটা স্বতন্ত্র জগৎ মনে হয়। এক একজন এক এক স্বতন্ত্র ভাবে অনুপ্রাণিত। কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক আছে, বোধ হয় না। এই প্রকাণ্ড লোকচক্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যেন স্বাধীনভাবে, কাহারও মুখ না চাহিয়া, নিজ গন্তব্য পথে চলিয়াছে। অথচ ইহা বিষম ভ্রম। কেহ কাহারও ছাড়া নয়।

নূতন তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবার ও দেখিবার স্পৃহা শুধু আমারই একলার ছিল তাহা নহে।

আমার পাগ্‌ড়ী এবং মিস চক্রবর্ত্তীর সাড়ীর দিকে অনেকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অথচ সে দৃষ্টিতে কোনরূপ অভদ্রতা বা ইতরতা নাই। করিডার ট্রেন, কামরার পাশ দিয়া, বারান্দা আছে। একগাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে যাওয়া যায়। সবগাড়ী হইতে হোটেল গাড়ীতে যাওয়া যায়। কতকটা আমাদের দার্জ্জিলিঙ্ মেলের মত। এক একটা ঘর আলাদা বন্ধ করিবার ব্যবস্থাও আছে। তাহাতে অবশ্য চুরি ডাকাতি বন্ধ হয় না। তবে নিশ্চিন্ত হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া থাকিবার সুবিধা আছে। আজকাল আমাদের দেশেও

এ শ্রেণীর গাড়ীর চলন বাড়িতেছে। অতএব নূতন কিছু নহে। নূতনের মধ্যে গাড়ীর ঘর গরম করিবার যন্ত্র আছে। কিন্তু দারুণ শীতে তাহাতেও বড় কাজ হয় না। আর নূতনের মধ্যে দেখিলাম যে, থার্ডক্লাসের গাড়ীগুলিতে পর্য্যন্ত অয়েলক্লথের গদি ও পায়খানা আছে। আমাদের দেশের মত ভেড়া-গরুর তুল্য মানুষ-বোঝাই করা ও রেল কর্ম্মচারীদের দুর্ব্বিনীত অত্যাচার কোথাও দেখিলাম না। অতি বিনীতভাবে, ভদ্রতার সহিত, কর্ম্মচারীরা যাত্রী মাত্রেরই সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছে।

ক্রমশঃ ট্রেন ছাড়িয়া দিল। য়ুরোপীয় রেলে এই প্রথম ভ্রমণ। লাগিতেছে মন্দ নহে।

পথের কথা বলিবার ইচ্ছা যথেষ্টই আছে, কিন্তু সাধ্যে কুলাইতেছে না। সমস্ত দিন পথের দৃশ্য যাহা দেখিলাম, তাহা বলিবার নহে। তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত।

পর্ব্বত, নদী, গ্রাম, সহর, বন, কৃষিক্ষেত্র, উপত্যকা, অধিত্যকা, পরে পরে চতুর শিল্পী কে যেন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। যেখানে যেটি হইলে মানায় সেইটি যেন সেইখানে রাখা। ঘুমাইবার গাড়ী "Sleeping car"এ ৪ পাউণ্ড বেশী ভাড়া দিয়া সমস্ত রাত্রি এই সুন্দর, বর্ণনাতীত, দৃশ্যের মধ্য দিয়া ঘুমাইয়া যাই নাই, ইহা আমার সৌভাগ্য। মার্সেলসে একদিন দুর্য্যোগে হোটেলের বিছানায় কাটাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছিলাম, তাহার শোধ হইল। রাত্রে এ পথ অতিবাহন করিলে এ সৌভাগ্য ঘটিত না।

মার্সেলসের সমুদ্রতীর হইতে রেলপথ আরম্ভ; সমুদ্রের মধ্য হইতে পর্ব্বত উঠিয়াছে, তাহার উপর বাড়ী, ঘর, গির্জ্জা ও দুর্গ। এ সকলের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।—পর্ব্বত ও সমুদ্র-দৃশ্য একাধারে, উভয়েরই উপর "উজ্জ্বল সৌরকররাশি" পড়িয়া দৃশ্যকে প্রতিফলিত করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে নদীপার্শ্বে গভীর উপত্যকা। তাহার উপর পুল বাঁধিয়া রেল চালিয়াছে।

অপর পার্শ্বেই আকাশস্পর্শী গিরি, আলপ্‌সের ফ্রান্সস্থিত বহুতর শাখা "বহু বিভিন্ন" করিয়া, P. L. M. (Paris-Lyons Mediterranean) রেল

চলিয়াছে। বম্বের পথে ৮।১০টা, আর হাজারীবাগের নিকট ৫।৭টা টনেল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম; এ পথে যে কত অধিক ও কত বৃহৎ বৃহৎ টনেল দেখিলাম তাহার সংখ্যা নাই। ইহার সুদূর পূর্ব্বে ইটালী হইতে সুইজার্ল্যাণ্ড যাইতে প্রসিদ্ধ সিম্‌প্লন্ টনেল। ফিরিবার পথে সময় যদি হয়, তবে দেখা যাইবে। আপাততঃ যাহা দেখিলাম, তাহাই যথেষ্ট।

যেগুলি দেখিলাম, তাহা সিম্‌প্লন ও সেণ্ট গথার্ডএর ক্ষুদ্র সংস্করণ হইলেও অনুকরণ নহে। কারণ তাহার বহুপূর্ব্বেই ইহারা জন্মিয়াছে। ইটালী-বিজয়োন্মুখ নেপোলিয়ান, তাঁহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী রোমান বীরের অনুকরণে গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "Alps,--there shall be no Alps." তাঁহাকে অনেক সৈন্যক্ষয় করিয়া আল্পস্ পর্ব্বতশ্রেণী পার হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী শান্তিপ্রিয় প্রজারা বিজ্ঞান-কৌশলে নিশিদিন আল্পসের বক্ষভেদ করিয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞানের নিকট যথার্থই "Alps,—there shall be no Alps" গরিমা খাটে।

দেখিতে দেখিতে বাল্যের "ভূগোল পাঠে" পরিচিত রোণ নদী দেখা দিল। রোণ এইস্থলে সমুদ্রে পড়িয়াছে।

'Rapid, turbid, turgid, rushing muddy Rhone,'—প্রথম দেখিয়া রোণ নদী সম্বন্ধে এই ধারণা হয়; কতবার কত পুলের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নদী পার হইলাম, সংখ্যা নাই। কখন নদী হইতে রেলওয়ে লাইন অনেক উচ্চে; কখন লাইন নদীকূলের সমান হইয়া গিয়াছে। বুঝি দামোদর বন্যার প্রকোপের ন্যায় রোণ বন্যার প্রকোপে লাইন ভাঙ্গিয়া ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। কোথাও বা লাইনের উভয় দিকে, কোথাও বা এক দিকে অতলস্পর্শ খদ্। কোথাও বা এক দিকে কোথাও দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বত—কোথাও বা সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া রেলপথ গিয়াছে; যেন সাজান বাগানের মাঝখান দিয়া খেলাঘরের গাড়ী চলিয়াছে। নদীতে ছোট ছোট ষ্টীমারে মালের ছোট ফ্ল্যাট টানিয়া লইয়া যাইতেছে; জেলে-ডিঙ্গী গৃহস্থের নিত্য-প্রয়োজনীয় আহার্য্যের চেষ্টায় ফিরিতেছে। নদী মধ্যে ঘন বনে ঢাকা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, ক্ষুদ্রতম নৌকার গতিরোধ কবিতেছে। অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপে বোণ নদীব নানা মূর্ত্তি দেখিলাম। মাতৃকা মূর্ত্তিতে বোণ দক্ষিণ ফ্রান্সকে শস্যশ্যামলা করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আঙ্গুরের ক্ষেত বহিয়াছে। অলিভ, সাইপ্রেস্, পপ্‌লাব, ফাব প্রভৃতি পরিচিত ও কত অপবিচিত গাছ, Season Flowerএব মত কত পরিচিত ও কত অপরিচিত লাল, নীল, সাদা ফুলে গিবিশিখব পর্ব্বত ও ক্ষেত্র সাজাইয়া বাখিয়াছে। শোভা-বৈচিত্র্যের বর্ণনা কবা দূরে যাউক, শুধু তালিকা লিখিয়া শেষ কবাও অসম্ভব!

কোথাও সমতল ভূমিতে কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে। কোথাও পর্ব্বতেব পার্শ্ব-দেশ কাটিয়া স্তবের উপর স্তর, তাহাব উপব ছাদেব আকারের অসংখ্য স্তব উপর্য্যুপরি সাজান, অথচ হেলান, কৃষিক্ষেত্র। তাহাতে আঙ্গুর, ছোলা, গম প্রভৃতি রোপিত রহিয়াছে। বহু বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রেব অভাব বলিয়া ফ্রান্সেব কৃষক দমিয়া পড়ে নাই। তাহারা পর্ব্বতগাত্রে প্রয়োজন মত সমতলক্ষেত্র প্রস্তুত কবিয়া লইয়াছে। কত যত্নে এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে ফলফুল ও শাক-সব্জীব বাগান করিয়াছে।—চাবিদিকে বেড়া বাঁধিয়া পাহাড়ের ধস বন্ধ কবিতে হইয়াছে। এ সাজান পাহাড়ের গায়ে বড় বড় অক্ষবে লেখা যেন "গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধেব" বহু দিন পরিচিত বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। তফাৎ এই যে বিজ্ঞাপনেব ছবিব মত গরুগুলি এখানে সজীব হইয়া চরিতেছে।

প্রথমে ভ্রম হইল, জমাট দুগ্ধেব বিরাট বিজ্ঞাপন এই অজানা দেশের ধূসব আকাশের গায়ে কোন চতুর শিল্পী ভ্রান্তিবিলাস অভিনয়েব আয়োজন উপলক্ষে আঁকিয়া দিয়াছে! পশুগুলি নদীর তীরে এবং গভীর উপত্যকার মধ্যে চরিতেছে। ধান্যের নিতান্ত অসদ্ভাব না থাকিলে, কবিব কল্পনায় "ধনধান্য পুষ্পে ভরা বসুন্ধরার" কথা বল্লিতাম। শস্যপুষ্প ফলভরা বলিতেই হইবে। কোথাও সেই জীবপ্রবাহ নিত্য-অপরিচিত সূর্য্যালোকে লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। কখন বা বৃষ্টি-শীতে কম্পিত দেহে তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। পথে রৌদ্র, মেঘ, বৃষ্টি—সকল অভিনয়ই বিশিষ্ট রূপে দেখা গেল। লম্বা লম্বা সারি সারি আঙ্গুরের ক্ষেতগুলির শোভা বড়ই মনোহর। কৃষক,

পৃষ্ঠে জলের পাত্র বাঁধিয়া, নলে করিয়া গাছগুলি ধীরে, যত্নে, সন্তর্পণে ধুইয়া দিতেছে। অক্টোবর মাসে ফলগুলি অগণন আত্মার ধ্বংস সাধন করিয়া, কৃষকের জন্য অগণন ধনরত্ন প্রসব করিবে।

অকর্ম্মণ্য অথচ উচ্চশির "পপ্‌লার", নিম্নশির অথচ ফলশালী অলিভ, শোকম্লান সাইপ্রাসের সারি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রকে পরস্পর হইতে পৃথক রাখিয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ এই সকল বৃক্ষরাজির সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রগুলি যেন সুসজ্জিত উদ্যানের মত দেখাইতেছে। কোথাও গিরি-শির নিবিড় বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ, আবার কোথাও সুকোমল তৃণদ্বারা যেন কার্পেটমণ্ডিত। কোথাও বহু উচ্চে, কোথাও বহু নিম্নে সমতল ক্ষেত্র পর্ব্বত গাত্রে ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম, ক্বচিৎ বা বৃহত্তর নগরী।

আমাদের সহরের বাড়ীগুলি যেমন অত্যন্ত গায়ে গায়ে গাথা, এখানেও সেইরূপ। দেশে এত উন্মুক্ত প্রান্তর থাকিতে মানুষ একস্থলে কেন এত জনতা করে ইহার তথ্য এখনও নিরাকরণ হয় নাই —হইবেও না।

আমাদের ট্রেন তারাকা, এরিগম, লায়ো, ভেলেনটিয়া, ডিজন, লা রোকি এই সমস্ত প্রধান প্রধান ষ্টেশনে দাড়াইল। কিন্তু সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠবে পথপার্শ্বস্থ অপর গ্রামগুলিও অপ্রধান নহে। ইতিহাসে, সাহিত্যে, শিল্পে দক্ষিণফ্রান্সের এই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পল্লি ও সহরগুলি বিশেষ বিখ্যাত।

কৃষকদিগের ক্ষুদ্র কুটীরগুলি বড় সুন্দর। পাথরের বা Reinforced Concrete এর দেওয়ালে লাল কিংবা নাল খোলার ছাদ। এ সকলের বিস্তারিত বর্ণনা এরূপ প্রবন্ধে অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। কারণ আমি গাইড্‌বুক্‌ লিখিতে বসি নাই। লিখিবার সাধ্যও নাই। সকল স্থানের সম্পূর্ণ বিবরণ এ ভ্রমণ-কথার উদ্দেশ্যও নয়। যাইতে যাইতে যাহা দেখিতেছি এবং দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি, প্রিয়জনকে সে আনন্দের কিছু অংশ দিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

এক এক স্থানের অট্টালিকা ও নগর বর্ণনা করিতে এক একখানি পুস্তকের প্রয়োজন হয়। এরূপ পুস্তকও বিস্তর আছে। তাহা পাঠ

করিয়া ও তদনুসারে নগর দর্শন করিবার সময় ও সুবিধা আমার নাই। মানবহস্ত নির্ম্মিত নগর অপেক্ষা এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র ও উদ্যান দূর হইতে দেখিয়া বড় তৃপ্তি পাইলাম।

ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে আমি বেড়াইয়াছি, কোথাও এরূপ শোভাসম্পদ দেখি নাই। কাশ্মীর প্রদেশের শোভা কতকটা এইরূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাশ্মীর গিয়াছিলেন একথা আমি কখনও শুনি নাই। কিন্তু তিনি ফ্রান্সে বহুদিবস কাটাইয়াছিলেন।

মার্সেল্‌স নগরে তাঁহার চতুর্দ্দশপদী অনেক কবিতার সৃষ্টি হয়। আমার বিশ্বাস, 'মেঘনাদবধ' কাব্যে তিনি দণ্ডকারণ্যের যে সুন্দর বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এই দক্ষিণ-ফ্রান্সের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। নাসিকাচ্ছেদ-ধন্য নাসিকনগরের নিকটে ত এরূপ কিছুই দেখি নাই!—একথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। যদি ফ্রান্স হইতে প্রতি-গমনের পর মাইকেল "মেঘনাদবধ" লিখিতেন, তবে বলিতাম দক্ষিণ-ফ্রান্সের দৃশ্য দেখিয়া মাইকেলের দণ্ডকারণ্য বর্ণনা রচিত। ইতিহাস অন্যরূপ বলে, কারণ মেঘনাদবধ মাইকেলের ফ্রান্সযাত্রার পূর্ব্বে রচিত।

সীতা সরমাকে দণ্ডকারণ্যে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"সে কান্তার কান্তি আমি বর্ণিব কেমনে?" মহাকবির অতুল সৃষ্টিতে যাহা সুসম্পন্ন হয় নাই, তাহা আমার দ্বারা হইবে কি প্রকারে। কবির অমর ভাষায় আমিও সেই খেদের পুনরুক্তি করিয়া, এই অসাধ্য কার্য্য হইতে বিরত হইলাম। সমস্তদিন প্রাণভরিয়া এত সৌন্দর্য্য আকণ্ঠ পান করিয়া মন যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িল।

বড় বড় ষ্টেশন ছাড়া আমাদের ট্রেন কোথাও থামিল না। কোন্ গাড়ী, কোথায় যাইবে, তাহা জানিবার জন্য যাত্রীদিগকে দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বে একথা জানাইয়া দিবার জন্য বড় বড় অক্ষরে লেখা (Paris Rapide) এই সাইন-বোর্ড টাঙ্গাইয়া দিল।—আবার গাড়ী ছাড়িবার সময় সেই সাইনবোর্ড সরাইয়া লইল।

দিনের মধ্যে প্রতি ষ্টেশন দিয়া এত অধিক সংখ্যক গাড়ী যায়, যে এইরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে যাত্রীর সুবিধা হইতেই পারে না। এক (প্যারিস নর্ড) ষ্টেশন দিয়া নাকি প্রত্যহ ২২০০ ট্রেন ভিন্ন ভিন্ন লাইনে যাতায়াত করে! ব্যাপারটা কি ভাবিতেও সময় লাগে। আজকাল প্যারিস নর্ডের অনুকরণে আমাদের মামুলী শিয়ালদহ ষ্টেশনেও "North Station" হইয়াছে। ট্রেন পাঁচ মিনিটের বেশী কোথাও থামিল না এক্সপ্রেসে প্যারিস্ পৌঁছিতে এগার ঘণ্টা লাগে; আমাদের তেরঘণ্টা লাগিল। রবিবার অনেকে আমোদ-আহ্লাদের জন্য ফন্টেনব্লোঁ। মর্লে প্রভৃতি উপনগরে যাতায়াত করে। সেই সকল গাড়ীর জন্য আমাদের প্যারিসের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াও ষ্টেশনে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইল। বিশেষতঃ সেদিন উত্তর-প্যারিস (Paris Nord -এর ঠিক বাহিরেই রেলদুর্ঘটনা হইয়া কয়েকজন মারা পড়িয়াছে। সেইজন্য ট্রেন রাত্রে এখন একটু অধিক সাবধান হইয়া চলে। জাহাজেই বল, রেলেই বল, রাস্তাতেই বল, আর ঘরেই বল, যখন দুর্ঘটনা হইবার তখন কাহার সাধ্য রক্ষা করে? "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে"?—এই মন্ত্রের উপর যদি অটল বিশ্বাস রাখা যায়, তবে চিন্তার কারণ কি? ভগবানে স্থির নির্ভর করিয়া এ সকল বিষয়ে ভয় রাখিবার প্রয়োজন নাই; তবে সাধ্যমত সাবধানতা ত্যাগ করা উচিত নহে। জানিয়া শুনিয়া বিপদের মুখে যাওয়া বাতুলতা।

যখন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। কুলী (Porter) পাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। অগত্যা—"ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে" ভাবিয়া নিজেরাই কোন রকমে মাল নামাইয়া লইয়া, মোটরে চড়িয়া হোটেলে আসিলাম। সমস্ত দিন শ্রান্তির পর রীতিমত আহারে রুচি হইল না। সামান্য কিছু খাইয়া শয্যাশ্রয় লইলাম।—দীর্ঘ দিবসের পথশ্রমের পর পাপপুণ্য বিলাসব্যসন, সৌন্দর্য্য-শোভা, সৎ ও অসৎ, সাহস ভীরুতা এবং জ্ঞানবুদ্ধি শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রস্থল প্যারিসের ক্রোড়ে সুনিদ্রার অভাব হইল না।—

প্যারিস।

প্যারিসপার্শ্ব প্রবাহিত সেন্ নদীর তীর দিয়া রাত্রে ষ্টেশন হইতে হোটেলে আসিলাম। প্যালেস অব্ জষ্টিস্, ফরেন্ অফিস, টাউনহল, প্যালেস ডি, কন্‌কর্ড, অপেরা, ক্যাম্পস্ ডি অলিসি প্রভৃতি পথে পড়িল। পথে পড়িল Louvre, যাহার নাম আবাল্য পরিচিত ও যাহা শিল্পচাতুর্য্য ও কলাবিদ্যা প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বিখ্যাত। রাত্রের ঘন অন্ধকারে তাহার দীপোদ্ভাসিত অথচ ছায়াম্লান গাম্ভীর্য্য দেখিতে দেখিতে কত কথাই মনে উদয় হইতে লাগিল। হলাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনা প্যারিস-দর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আলোকমালা ও আতস-বাজীর প্রদর্শনীও পথে কতক দেখিতে পাইলাম। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র থাকিলেও বৈদেশিক কোন রাজা বা রাণী আসিলে ফরাসীরা যেরূপ আদর অভ্যর্থনা করেন তাহাতে মনে হয় যে, তাহারা নিজের রাজারাণী হারাইয়া প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীতে যেন বড় সন্তুষ্ট নয়। সময় ও সুবিধা পাইলেই রাজ-অতিথির পূজা-সম্মান, পূর্ব্ব রাজ-পূজা-প্রিয়তার পরিচয় দেয়। ধূমধাম ফরাসী জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত বলিয়াই রাজপূজা-প্রিয়তার এত আধিক্য, মনে হয়। প্রজাতন্ত্র-শাসিত আমেরিকা দেশেও য়ুরোপের লর্ড ও কাউণ্টদিগের যে সমাদর, লর্ড পুত্রকে কন্যাদান করিয়া আমেরিকার ধনকুবেরগণ যেরূপ ধন্য হয়, তাহা দেখিয়া মনে হয়, মুখে প্রজাতন্ত্র ভাব কার্য্যে ও মনে রাজ-পূজাপ্রিয়তার সহিত বিসম্বাদী নয়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড সর্ব্বদা ফ্রান্সে আসিয়া আমোদপ্রমোদময় প্যারিস নগরে রাজোচিত আতিথ্যে সম্মানিত হইতেন এবং তাহারই বলে য়ুরোপিয়ান্ রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয়া জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ব্রিটীশ প্রাধান্য রক্ষা করিয়া, য়ুরোপব্যাপী সমর-আশঙ্কা দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন। মহারাণী

ভিক্টোরিয়া ও মহারাজ সপ্তম এডওয়ার্ড জগতের শান্তি-রক্ষা বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জর্ম্মান-সম্রাটের উন্মাদ সমরপিপাসা শান্তিকল্পে যদি মহারাণী ভিক্টোরিয়া বা মহারাজ এডওয়ার্ডের ন্যায় মোহিনী-শক্তি প্রয়োজিত হইতে পারিত, তাহা হইলে সমগ্র য়ুরোপ আজ কলির কুরুক্ষেত্রের রঙ্গ-স্থল হওয়া সম্ভব হইত না; এবং সে লীলা-তরঙ্গ সুদূর ভারতের শান্তি ও সম্পদ ধ্বংসেও সক্ষম হইত না।

বর্ত্তমান প্রিন্স অব্ ওয়েলস এখন বিদ্যাশিক্ষার্থে ফ্রান্সে রহিয়াছেন ও কয়েক মাস থাকিবেন। মরোক্কোতে ফরাসী ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাতে ফ্রান্সের বড় সুবিধা হইতেছিল না। সে জন্য ফরাসীরা কিছু ম্রিয়মাণ। প্যারিসের চির-আমোদ-প্রফুল্ল পথঘাটেও আমোদপ্রমোদের বাহুল্যও কিছু কম। হলাণ্ডেশ্বরী উইল্‌হেলমিনার শুভ-আগমনে প্যারিসবাসীরা তাঁহার অভ্যর্থনা-অবসরে আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষ করিয়া আপনাদিগকে একটু উৎফুল্ল করিয়া লইতেছে মাত্র। প্রতিদিন প্রাতে সংবাদপত্র খুলিয়া দেখা যায়, সুসভ্য য়ুরোপের বা আমেরিকার কোন না কোন প্রবলজাতি, কোথাও না কোথাও, একটা না একটা লড়াই-ঝগড়া লইয়াই আছে! সর্ব্বদাই পরের দেশে যুদ্ধ বাধাইয়া, নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য সভ্যজাতিমাত্রেই নিশিদিন চেষ্টা করে; অথচ তাহাদের ইহাতে কি সুখশান্তি বাড়িতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের এ ব্যবসা বহুদিন ঘুচিয়াছে, তাই বোধ হয় বুঝিতে পারি না; কিংবা ভগবৎ-কৃপায় আমরা এ বুদ্ধি-শক্তির কিছু-উপরে উঠিয়াছি। নিশিদিন রণবেশে থাকিলে, পরস্পরের—সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিলাম-ডাকের মত জাহাজ ও সৈন্য বাড়ানর ডাক বৎসরের পর বৎসর, বাড়াইয়া, শান্তিপ্রিয় প্রজার শান্তিসুখের বাধা দিয়া, রণসম্ভার বৃদ্ধি করিলে একদিন জগৎপ্রলয়কারী সমরমহানল প্রজ্বলিত হইতেই হইবে;—একথা যাহারা বরাবর বলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের কথা সফল হইয়াছে,—রক্তস্রোতে ধরা প্লাবিত হইয়া পবিত্র হইবে, কি বীভৎসতর হইবে, সর্ব্বনিয়ন্তাই তাহা জানেন। চিত্রের অপরার্দ্ধ বুঝিতে য়ুরোপের বহুদিন লাগিবে।—

পরদিন প্রভাতে নরসুন্দরগৃহে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিলাম। জাহাজের নাপিত অপেক্ষা এব্যক্তি লোক ভাল; অতি যত্ন করিয়া সুন্দরভাবে কামাইয়া দিল। দোকানঘরের সাজসজ্জা ও দোকানীদিগের এইরূপ ভদ্রতা একবারে বশ করিয়া ফেলে। কামাইয়া ফিরিয়া আসিবার পর হোটেলের খানসামা প্রভু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল "আপনাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছে।"—অর্থাৎ একদিন বেলে আবদ্ধ হইয়া না কামানতে এত অসুন্দর দেখাইযাছিল;—সভ্য ফরাসীভাবে তাহাই রূপান্তরে বলা হইল। নতুবা ফ্রান্সের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াই আমার লুকান-সৌন্দর্য্য মুকুলিত হইয়া উঠিল—উছলিয়া উঠিল, তাহা বোধ হয় "গাঁস" (Garcon)এর প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। নাপিতের দোকানের সহিত তাহার হযত কমিশনের বন্দোবস্ত থাকে; এই সকল হাল্‌কা কথায় যাহাদের মাথা গরম হয়, তাহাদের বিলাতে আসিয়াই বহিরাকৃতির উপর এত লক্ষ্য কেন হয়, তাহা বোঝা শক্ত নয়। আমার আধ-পাঞ্জাবী পাগড়ী ও ওভারকোট খোসামোদের সুভাষায় ভিজিয়া শীঘ্র রূপান্তরিত হইবে তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প।

ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিতে বাহিরে একলা বেড়ান বড় সুবিধার নহে। চক্রবর্ত্তী মহাশয যাঁহাদের বাড়ী উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা ১২টার সময় আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারাদির পর নগরভ্রমণে বাহির হওয়াই সাব্যস্ত করিলাম। সামান্য বৃষ্টি পড়িতেছিল কিন্তু রুদী মোজার্ট—যেখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উঠিয়াছেন, অধিক দূর নহে বলিয়া পদব্রজেই বাহির হইলাম। বিদেশে একা পথঘাট চিনিয়া চলা-ফেরার অভ্যাসের সময় আসিযাছে। ভাষাজ্ঞান সাহায্যব্যতীত য়ুরোপীয় সহরে এই প্রথম একলা বাহির হওয়া। পাগড়ীর দিকে সকলেরই দৃষ্টি যেন কিছু ঘন ঘন পড়িতেছে।

ফরাসী, রুষ, মুসলমান, তুর্কী, ইজিপ্সিয়ান—অনেকে এখানে আসে এবং বাধ্য হইয়া ঝটিতি বেশ-পরিবর্ত্তন করে। ছাঁকা-ভারতীয় পাগড়ী বোধ হয় বড় বেশী দেখা যায় না। অনেক পথিক, অপরিচিত লোক দেখিয়া সম্মানের সহিত সেলাম করিল; দেখিয়া একটুখানি খট্‌কা লাগিল। তার পর বুঝিলাম,

ইহা ফরাসী ভদ্রতার রীতি। অপরিচিত হইয়াও পথে খাতিরের ক্রটী হইল না। এটা শুধু পাগড়ীর কৃপায়। স্থানান্তরে মাথার পাগড়ী পথে গড়াগড়ি যাইবে কি না, জানি না।

বাড়ীর নম্বর জানা ছিল,—নম্বরে ত পৌঁছিলাম। নীচে দোকান ঘর। সাততালা—রাজার বাড়ীর মত বাড়ী। এমন বাড়ীতে একজন গৃহস্থলোক বাস করে, সহসা বিশ্বাস হইল না। পল্লীগাম হইতে সহরের বড় মানুষের বাড়ী তত্ত্ব-আনা ঝিএর মত ঠিকানাটি দোকানদারদের দেখাইতে তাহারা ফটকের ভিতর পথ দেখাইয়া দিল। একজন স্ত্রী দ্বাররবান (?) আসিযা লিফ্‌টে তুলিয়া দিল। লিফ্‌ট চালকের বিনাসাহায্যে নিজেই উঠিতে লাগিল। অন্যান্য জায়গায় লিফ্‌টে একজন পরিচালক থাকে; কিন্তু ইহাতে কেহই নাই। ক্রমশঃই উপরে উঠিতে লাগিলাম, একটু ভযও হইল। মনে হইল, সমুদ্র তরঙ্গ এড়াইযা শেষে লিফ্‌ট-রঙ্গে বুঝি প্রাণ যায। যাহা হউক, অবশেষে সকলের উপরের তালায় আসিয়া লিফ্‌ট থামিল, আমিও দরজা খুলিযা নামিয়া পড়িলাম। গৃহকর্ত্রী, চক্রবর্ত্তী এবং কিটলী সাহেব আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

ম্যাডাম লি ক্রেক্ নাম্নী একজন নিমন্ত্রিতা ছিলেন, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় হইল। ইনি টানিয়া টানিয়া অল্প ইংরাজী কহেন; কিন্তু তাড়াতাড়ি ইংরাজী বলিলে বুঝিতে পারেন না। তাঁহার ইংরাজী এবং আমার ফরাসী লইযা কষ্টেস্রষ্টে কথাবার্ত্তা অনেক হইল।

প্যারিস্-রমণী বলিলে বিলাস-তরঙ্গে নিশিদিন হাবুডুবু একটা বিকৃত কিমাকার জীব বলিয়া যাহাদের ধারণা, তাঁহাদের এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ হওয়া উচিত। গার্সোঁ ষ্টেশনে ম্যাডাম জেলোনা ব্রেক বলিয়া আর একজন ভদ্ররমণী অভ্যর্থনা করিতে আসিযাছিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার সুন্দরী ভ্রাতুস্পুত্রীকে দেখিয়াও এই কথা মনে হইয়াছিল।

গৃহকর্ত্তা পেরী বার্টা কোনও রেলের ডাইরেক্টার। তাঁহার স্ত্রী, জাতিতে ইংরেজ—বহুকাল ফ্রান্সে বাস করিয়া পুরা ফরাসী হইয়া গিয়াছেন।—তাঁহাকেও এইরূপ উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক দেখিলাম। ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে আসিলে

কেবল দুষ্টা স্ত্রীলোক ঘরে বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিদেশীর অধঃপাত ও সর্ব্বনাশ তাহাদের একমাত্র কার্য্য, ইহা মনে করা বড় ভুল। ভালমন্দ সর্ব্বত্রই আছে। যাহারা মন্দ এবং মন্দ চেষ্টায় আসে, তাহাদেব চক্ষে যে মন্দই পড়ে তাহার আশ্চর্য্য কি ?

আহারাদি ও কথাবার্ত্তাব মধ্যে মুসোঁ বার্টা বলিলেন, যে যদি প্যারিসেব য়ুনিভার্সিটি সোবো দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তিনি বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন ; কিন্তু কিছু বিলম্ব হইবে। আমি বুধবার লণ্ডনে যাইব, মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন বিলম্ব হইলে যদি য়ুনিভার্সিটি দেখিয়া যাওয়া যাইতে পারে, সে সুবিধা ত্যাগ করা উচিত বোধ হইল না। যখন অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ জন্মগ্রহণ কবে নাই, তখন ফ্রান্সের সোর্বোঁ এবং স্পেনের কর্ডোভা বিদ্যার মর্য্যাদা বক্ষা করিয়াছিল। আমি যে উদ্দেশ্যে বাহিব হইয়াছি, তাহাতে সবস্বতীব এই পীঠস্থানগুলি যথাসম্ভব না দেখিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। এক দিন কেন, এক বৎসর থাকিলেও প্যারিসের সকল দৃশ্য উত্তমরূপে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু সে সব দেখা সুবিধা না হইলেও য়ুনিভার্সিটি না দেখাটা ভাল হইবে না, মনে হইল।

আহাবান্তে মোটরে কিটলী সাহেবকে লইয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। আজ সোমবার। মিউসিয়াম্ প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ। ইংলণ্ডের মত রবিবারে এসব জায়গা বন্ধ থাকে না। ফরাসীবা বলে যে, ববিবাবে যখন সকলে ছুটি পায়, তখন সকলের দেখিবার সুবিধার জন্য ববিবাবে এই সব জায়গা খোলা রাখা উচিত। পরিষ্কার করার, ও কর্ম্মচারীদিগের বিশ্রামের জন্য রবিবাবের পরিবর্ত্তে সোমবার বন্ধ থাকে। ইংলণ্ডেও ক্রমশঃ এই চলনের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। বাহিরে বাহিরে যতদুব দেখা যাইতে পাবে, সহর দেখিয়া বেড়াইলাম। কিটলী সাহেব অনেক বাব ফ্রান্সে আসিয়াছেন, ফরাসীর মত ফ্রেঞ্চভাষা কহিতে পারেন। তাঁহার যতদূর জানা আছে, সকল স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন। নিজের অগাধ ফ্রেঞ্চ বিদ্যা এবং ইতিহাস জ্ঞান ও জনশ্রুতির সাহায্যে বাকীটা গড়িয়া লইতে হইল।

মোটর, অম্‌নিবস্‌, ট্রাম, মাটীর নীচে রেল, ঘোড়ার গাড়ী, ষ্টীমার, ও পদব্রজে অসংখ্যলোক ক্রমাগত চলিয়াছে। এক ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট লইয়া কলিকাতার গর্ব্ব-অহঙ্কার। প্যারিসের সামান্য গলিঘুঁজিতেও সেরূপ দোকান-বাড়ী বিস্তর আছে। আর্ক ডি ট্রায়াম্ফ হইতে প্যালেস্‌ডি লা কনকর্ড পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার মত প্রশস্ত ও সুদৃশ্য রাস্তা লণ্ডনেও নাই, শুনিয়াছি। চৌমাথার উপর বিস্তীর্ণ খোলা জায়গার মধ্যস্থলে "বিজয় তোরণ" বা আর্ক ডি ট্রায়ম্ফ্‌, প্রকাণ্ড পাথরের ফটক—নেপোলিয়নের বিজয়কীর্ত্তির ধ্বজা। অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তিতে তাহা সুশোভিত। সেখান হইতে অল্পে অল্পে রাস্তা উঠিয়া গিয়াছে। পথে Champs de Elysee "সাঁজ দে ইলিসী" (দস্তরমত ফরাসী উচ্চারণ লিখিলাম, চিরকাল শুত "স্যাম্প্‌ ডি ইলাইসী" লিখিলাম না)। রাস্তার দুই দিকে বাগান, তৎপর আবার রাস্তা, আবার বাগান। বসিবার চেয়ার-বেঞ্চ আছে। মাঝে মাঝে কনসার্ট হল সেলুন ইত্যাদিও আছে।

১৮৯০ সালের একজিবিশনের সময় নির্ম্মিত প্রকাণ্ড কয়েকটি বাড়ী দেখিলাম। সেই সময়েই জগদ্বিখ্যাত আইফেল টাউয়ার (Eiffel Tower) নির্ম্মিত হয়, পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্বোচ্চ, বাড়ী প্রায় হাজার ফুট উচ্চ। এক্ষণে ইহা তারহীন টেলিগ্রাফের প্রধান ষ্টেশন হইয়াছে। নিকটেই গ্রেট হুইল বা নাগর-দোলার মত বৃহৎ চক্র রহিয়াছে। উপরে উঠিলে সমস্ত প্যারিস ও তাহার বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমাদের দেশে একজিবিশন, কি সম্রাট্‌-আগমনের সময় যেমন সমস্ত বাঁস কাগজের বাড়ী ও ফটক করিয়া টাকার শ্রাদ্ধ করা হয়, এখানে তাহা নহে। স্থায়ীভাবে প্রয়োজনীয় বাড়ীঘরদ্বার তৈয়ার হইয়াছে। ইহাতে খরচ ও সময় বেশী লাগে বটে, কিন্তু যাহা হয় তাহা অন্য অন্য প্রয়োজনীয় কাজে লাগিতেছে। একজিবিশনের সময় আইফিল টাউয়ারের উপর, প্রতি তলায় ও ঘরে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ আহার, অভিনয়, আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিল, এখন তাহার সে কাজ শেষ হইয়াছে। এই টাউয়ারে এখন তারহীন টেলিগ্রাফের

প্রধান ষ্টেশন হইয়া, এই যুদ্ধের সময় মরকোর সহিত তারহীন-বার্ত্তা আদান-প্রদান করিয়া, জাতির ও গবর্ণমেণ্টের কত সাহায্য করিতেছে। ইহাতে উঠিবার লিফ্‌ট খারাপ হইয়াছে বলিয়া উঠিতে পারিলাম না।

তারপর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজপ্রাসাদ লুভার দেখিলাম। ভিতরে প্রকাণ্ড বাগান;—বাগানের পারিপাট্য নাই বটে, কিন্তু তথায় যে সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার একএকটি এক এক দিন দেখিলেও শিল্পচাতুর্য্যের যথার্থ উপলব্ধি হয় না। প্যারিসের পথে, মাঠে, পুলের উপর এরূপ শতশত প্রস্তর-মূর্ত্তি যথার্থই যেন ছড়ান রহিয়াছে; তাহার সংখ্যা করাই দুরূহ—সবিস্তার বর্ণনা ত দূরের কথা। পুরাতন রাজাদের সময়, নেপোলিয়নের সময়, প্রজাতন্ত্রের সময়—সকল সময়েই ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পীর প্রচুর আদর হইয়াছে। এখন ধনী আমেরিকাবাসীরা সেই সমস্ত মূর্ত্তি ও চিত্র প্রচুর মূল্য দিয়া লইয়া যাইতেছে;—কারণ ফরাসীরা আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়াছে। পতনোন্মুখ গৃহস্থ যেমন পৈতৃক আমলের বহুমূল্য দ্রব্যাদি জলের দামে, মাত্র আহার্য্যের বিনিময়ে, বিক্রয় করিয়া বসে—এখন ফরাসীদিগেরও যেন কতকটা সেই দশা ঘটিয়াছে। ফ্রান্স কেন, ইংলণ্ড হইতেও শিল্পচাতুর্য্যের গরিমার আদর্শ-স্বরূপ অনেক জিনিসই ধন-গর্ব্বিত আমেরিকায় চলিয়া যাইতেছে। ফরাসী-বিপ্লবের সময় অদ্ভুত শিল্প-কার্য্যজড়িত টুইলিরিস্ (Tuileries) প্রভৃতি রাজপ্রাসাদ অগ্নিদাহে ধ্বংস হইয়া যায়। হোটেল ডি ভিলি প্রভৃতি এক একটি প্রাসাদ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু লুভারের পার্শ্বে যে Tuileries ছিল, তাহা আর পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই। লুভার বলিতে একত্রশ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি অট্টালিকা বুঝায়। এখানে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ চিত্র ও কলা বিদ্যার সমস্ত নমুনা সযত্নে রক্ষিত; সরকারী আফিস ও সেক্রেটারিয়েট্‌ও এইখানেই; রাজা গিয়াছেন, তাই রাজ-প্রাসাদের আর গরিমা নাই। যেখানে রাজা-রাণী বিরাজ করিতেন, সেখানে বিপ্লবতন্ত্রী সেক্রেটারী মদগর্ব্বে রাজ-অভিনয় করিতেছেন!

ক্রমশঃ নেপোলিয়নের সমাধিস্থল ইন্‌ভালিডেস্, ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ফ্রান্স, চেম্বার অব্ ডিপুটিস্ প্রভৃতিও এইরূপে তাড়াতাড়ি দেখা হইল। বড় বড়

দোকান ও জগতের ফ্যাশনের নেতা প্যারিসের বস্ত্রশিল্পীদিগেব কার্য্য ক্ষেত্রও দেখা গেল; আবার হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্ ল-র দোকানের মত গৃহস্থ-গরীবেব সস্তায় জিনিস পাইবার "Stores"ও অনেক দেখিলাম। স্থানে স্থানে ঠেলাগাড়ী কবিয়া ফুল-ফল বিক্রয় হইতেছে। সহবেব মধ্যস্থলে (Notre Dame) গির্জ্জা যেরূপ দেখিলাম, সেরূপ আব কোথাও কিছু দেখিব কি না জানি না;—ভিক্টর হিউগোব পুস্তকখানি নিকটে থাকিলে আজ রাত্রি জাগিয়া আগুন্ত আবাব পড়িতাম।

যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনাব সাধ্য আমাব নাই। আমি অসম্পূর্ণ অপ্রকৃত বর্ণনাচেষ্টায় বৃথা সেই দেশবিখ্যাত, জগদ্বিখ্যাত, পবমার্থ-প্রধান স্থানেব অবমাননা করিব না। বাহ্যদৃশ্যে দেখিবাব বিশেষ কিছুই নাই; স্থপতি-কৌশল অবশ্য যথেষ্টই আছে। ফ্রান্সেব বাজা-বাণীদেব মূর্ত্তি, ঋষিগণেব মূর্ত্তি, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়া যাহাবা "Martyr" হইয়াছেন, তাঁহাদেব মূর্ত্তিতে মন্দিবের বহির্ভাগ অলঙ্কৃত। সীন নদীতটে গির্জ্জা-সংলগ্ন উদ্যানটির শোভাও অতিশয় মনোহর; দুদণ্ড চাহিয়া দেখিতে হয়। দেখিলাম, একজন চিত্রকব তন্ময় হইয়া পূর্ব্বদিকেব উচ্চচূড়ায় বসিয়া চিত্র আঁকিতেছে।

কিন্তু ভিতবে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাব তুলনায় বাহিরের দৃশ্য কিছুই নহে। মিল্টনকথিত "Dim religious light" কথার অর্থ এতদিন ঠিক বুঝি নাই,—Notre Dame, "মা আমাব", কথাব অর্থ ও য়ুবোপীয় পরিকল্পনাব গূঢ়তত্ত্ব এতদিন সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই—আজ বুঝিলাম; কিন্তু বুঝাইবাব ক্ষমতা নাই। এই মন্দিবেব প্রতিষ্ঠাতা শুধু যে শিল্পী ছিলেন, তাহা মনে হয় না। তিনি পবমার্থভাবে অনুপ্রাণিত—ভক্তিমান কবি ও দার্শনিক ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মধ্যস্থলেব হলটি অতিদীর্ঘ ও অতি উচ্চ;—এই উচ্চতাতেই ইহার সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল। চারিদিকেব জানালায় অতি সুন্দর বিচিত্রবর্ণের সারসী (stained glass window); তাহাতে পুরাতন ধর্ম্মকীর্ত্তিসমূহ সুন্দরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া

সূর্য্যরশ্মি ম্লানভাবে আসায়, মন্দিরের dim religious light অত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। হলের দুই দিকে উচ্চ গথিক থামের মধ্য দিয়া double aisle; তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত কয়েকটি চ্যাপেল্। মাণ্টাতে সেণ্ট জন চার্চ্চ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মানান-মত ছিল; এবং ছাদ বহু উচ্চ হইলেও সুন্দররূপে আলোকিত। কিন্তু উজ্জ্বল আলোকের অভাবই Notre Dameএর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বলিয়াই মনে হয়। যীশু খৃষ্ট ও তাঁহার ভক্ত অনুচরবৃন্দের মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থাপিত;—ধূপ দীপ-পুষ্পদানে শত শত ভক্ত জানু পাতিয়া মুদিত নয়নে পূজা করিতেছে; দেখিয়া নাস্তিকের হৃদয়েও ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। সাধারণ তীর্থস্থানে গোলমাল, চীৎকার, পাণ্ডার উৎপীড়ন, ভিখারীর কোলাহলে ধর্ম্মভাব শতক্রোশ দূরে পলায়ন করে; Notre Dameএ তাহার কিছু চিহ্নও দেখিলাম না। দানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা প্রার্থিসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন বাক্স আছে। আর দ্বারদেশে ভিক্ষাপাত্র হস্তে নির্ব্বাক একজন সন্ন্যাসিনী (Nun) বসিয়া আছেন;—ইচ্ছা হয় কিছু দাও, না হয় দিও না।

প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। যীশু খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ দেহ একস্থানে কৃষ্ণবর্ণ পেটিকামধ্যে স্থাপিত, চতুর্দ্দিকে শোকাকুল ভক্তগণ দণ্ডায়মান; পদতলে এক সুকুমার ভক্ত শোকে বিবস্ত্র—উন্মাদপ্রায়; শিরোদেশে স্বয়ং "মৃত্যু" আবৃত-বদনে, অবনত-মস্তকে, হাহাকার করিতেছে—"হায়, কি করিলাম! কাহাকে কালগ্রাসে ফেলিলাম!" জীবন্ত "মৃত্যু"—যম যেন এই কথা হাহা স্বরে বলিতেছে। আর একটি মূর্ত্তি 'জোয়ান্ অব্ আর্কের'; ফ্রান্সের রক্ষয়িত্রী হুতাশনে নিজ প্রাণ দিয়াও দেশের মান—রাজার মান রাখিতেছেন। কিন্তু যাহা হইতে Notre Dame নাম হইয়াছে, সেই "মা আমার" মূর্ত্তিতে স্থপতি-শিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। যীশুর মাতা মেরী যীশুর মৃত-মূর্ত্তি কোলে করিয়া হাহাকার করিতেছেন! প্রস্তরময় সেই বিরাটমূর্ত্তির মধুর-কঠোর ছবি, একবার দেখিলে ভুলিবার নহে। এই

মূর্ত্তিতে মাতৃস্নেহ আছে—শোক আছে—কাতবতা আছে—মধুবতা আছে—আব তাহাব সহিত দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাব অপূর্ব্ব-সংমিশ্রণে এক মহান্ দৃশ্যেব সৃষ্টি হইয়াছে। একাধাবে এত ভাবেব বিকাশ শিল্পী কি কবিয়া করিয়াছেন, তাহা সাধাবণ মানববুদ্ধিব অগোচব।

প্রথম যে স্থান হইতে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিলাম, সেখান হইতে Sacro Sanct (পবিত্রাদপি পবিত্র) এক বিবাট্ মূর্ত্তিই দেখিয়াছিলাম, অপব দিকে যাওয়াতে হঠাৎ মর্ত্তিব উপব আলো পডিল, তাহাতেই এই দিব্যভাব দেখিতে পাইলাম। যেন দৈবকৃপায় আমাব চক্ষে এই সুন্দবভাবেব প্রগাঢ় সৌন্দর্য্য প্রতিভাত কবিবাব জন্যই আচম্বিতে সেই দিক হইতে সেই দিব্য-আলোকচ্ছটা আসিয়া পডিতে লাগিল। আমি মুগ্ধ, স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়া সেই মহান দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ধন্য সেই শিল্পী, যিনি কঠিন পাষাণে কঠিন অস্ত্রাঘাতে কোমলে-কঠিনেব এই অপূর্ব্ব-সমাবেশ সংঘটন কবিতে পাবিয়াছেন। এ যাত্রায় আব কিছু দেখা—আব কিছু কাজ—যদি না হয়, এই বিবাট্ মাতৃমূর্ত্তিব এরূপ প্রকটভাব সন্দর্শনেই আমাব সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে। ইটালীব বহুতব বিখ্যাত চিত্রকব এই মাতৃ (Madona) মূর্ত্তি অঙ্কনে শিল্পচাতুর্য্য দেখাইয়া অমবতা লাভ কবিয়াছেন। তাহা দেখা আমাব ভাগ্যে ঘটিবে কি না জানি না, না ঘটিলেও দুঃখ নাই—Notre Dame দেখিয়া সকল দেখাব সাধ মিটিয়াছে।

৪ঠা জুন, ১৯১২। আজ সকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি পডিতেছিল। তজ্জন্য ভালরূপে সহব দেখাব কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিল। যাহা হউক, বেলা ৭টাব সময় মোটবে বাহিব হইয়া পডিলাম। প্রথমেই Pantheon (প্যান্‌থিয়ন) দেখিতে গেলাম। গ্রীক মহাপুরুষদিগেব শেষ বিশ্রামস্থানেব নামানুকবণে এই মন্দিবেব নামকবণ হইয়াছে। প্রকাণ্ড মন্দিব, চূড়াও তদুপযুক্ত। সম্মুখে ভল্টেয়াবেব প্রস্তবমূর্ত্তি ও মন্দিবেব দ্বাবে জ্যান জাকোয়েস রুসোব মূর্ত্তি বিবাজমান। যাঁহাদের চিন্তা ও চিন্তাপ্রসূত কার্য্যাবলী ফ্রান্সেব কেন, যুরোপেব অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া মহাবিপ্লবেব সৃষ্টি কবিয়াছিল, সেই মহাপুরুষদিগের স্বীয়

কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইল ; পুণ্যতীর্থ-দর্শন-ভাবের আবির্ভাব হইল। মন্দিরের দ্বারে ও ভিত্তিগাত্রে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। এদিকে আবার আধুনিক চিত্রকরদিগের অঙ্কিত কতকগুলি অপরূপ চিত্রও দেখিলাম। মন্দিরাভ্যন্তর রোমের St. Peter (সেণ্টপিটর)এর অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মধ্য মন্দিরের চূড়াটি নাকি ২২৩ লক্ষ পাউণ্ড ওজন বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। সেই চূড়ার গম্বুজের তলে ও ছাদের খিলানের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত অদ্ভুত চিত্রলেখা রহিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত বর্ণনা দূরে থাক, শুদ্ধ নামোল্লেখ করিতে গেলেও পুঁথি বাড়িয়া যায়।

প্যানথিয়ন মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে National Convention (ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌সন) নামে প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। শ্বেত প্রস্তরের প্রকাণ্ড বেদির উপর ফ্রান্সের গম্ভীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তরবারি করে রণোন্মুখিনী অথচ স্থিরা, উত্তেজনাবিহীনা, ত্রাসহীনা অপরূপ মূর্ত্তি। মুখে আশার, জয়ের, শান্তির আভা প্রকটিত। মহাবিপবের পর প্রজাতন্ত্র ঘোষণা সম্বন্ধে অগ্রণী দাস্তন, মিরাবো, রোবস্পিয়র, মুরাট প্রভৃতি নেতৃগণ চারিভিতে উর্দ্ধহস্তে জয়ধ্বনি করিতেছেন, অপর পার্শ্বে অশ্বারোহণে জেনারেল অর্সের প্রতিমূর্ত্তি যেন সৈন্যচালনা করিয়া প্রজাতন্ত্র-স্থাপনের সাহায্য অভিনয় করিতেছেন। এই মূর্ত্তিগুলির উভয় পার্শ্বে বারান্দার দেওয়ালের গায়ে যে সকল প্রকাণ্ড ও বহুবর্ণচিত্রিত সুন্দর চিত্র রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ঋষিবর St. Deme'sএর মৃত্যু, Charlemagneএর অভিষেক, Attila the Hunএর রণযাত্রা, Clovisএর রণযাত্রা ও পরিশেষে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ, জোয়ান অফ্‌ আর্কের কাহিনী ও নবম লুইর জীবন-চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের নীচের তলা অত্যন্ত অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। তথায় আলোক ও পথপ্রদর্শকের সাহায্য ব্যতিরেকে যাওয়া কঠিন। এইস্থানেই রুসো, ভল্‌টেয়ার, জোলা, ভিক্টর হুগো, কারনট, প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের সমাধিস্থান এবং তাঁহাদের সমাধি-সময়ে যে সকল সম্মানসূচক "স্থায়ী জয়মাল্য" তাঁহাদের শেষযাত্রার সহচর ও লোকপ্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ আসিয়াছিল, তাহাও অতি যত্নে রক্ষিত আছে। একজন

পথপ্রদর্শক প্রকাণ্ড চাবি লইয়া প্রকাণ্ডতর ফটকের পর ফটক খুলিতে খুলিতে নীচের তলায় দল বাঁধিয়া যাত্রিগণকে এই পুণ্য সমাধি দর্শনের জন্য লইয়া যায় এবং সুর করিয়া করিয়া তাঁহাদের জীবনের কথা ও গুণাবলী পাণ্ডাসুলভ ভাষা ও ভাবের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। মিরাবো ও মুরাটের সমাধিও এই স্থানেই প্রথমে হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবকালে তাঁহাদের অপকর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের অস্থিরাশি পরে অসম্মানের সহিত স্থানান্তরিত করা হয়। অতি কঠোর নির্ব্বাচনের ফলে প্যান্থিয়নে ফ্রান্সের অবিনশ্বর-কীর্ত্তি মহাপুরুষদিগের অস্থিই স্থান পায়। যে সে সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। মরণেও জাতিভেদ ঘোচে না। রাজা প্রজা, দীন ধনী, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের শেষ একীকরণের স্থান বলিয়াই কি ভারতের মহাশ্মশানের মহাসম্মান! কে জানে?

প্যান্থিয়ন হইতে Pont Alexander, অর্থাৎ Exhibitionএর সময় রুষিয়ার সম্রাট্ Alexander IIIএর সম্মানার্থ নির্ম্মিত বিচিত্র সেতুর উপর দিয়া Invalides দেখিতে গেলাম। ইহা পূর্ব্বে হাঁসপাতাল ছিল, নামের উৎপত্তির কারণও তাহাই। ষোড়শ লুইর রাজ্যপ্রাপ্তির পর ইহার পশ্চাতে রম্য সমাধিস্থান নির্ম্মাণ করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টির শেষ বিশ্রামমন্দির এই স্থানে নির্ম্মিত হয়। নেপোলিয়নের ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে যে সকল ধ্বজা-পতাকা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা যত্নের সহিত এখানে রক্ষিত হইয়াছে। সেই সকল যুদ্ধে ব্যবহৃত রাশি রাশি কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি বাহিরে সজ্জিত আছে। যে ফরাসী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি এ সমস্ত বিষয়ের পূর্ব্বকথা বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না; বরং আমি তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক কথা অনুমান করিয়া বলিতে লাগিলাম দেখিয়া তিনি যেন কিছু বিস্মিত হইতে লাগিলেন। নিজের দেশের গৌরবের কথা স্মরণ রাখে না—এ বিষয়ে শুধু আমরাই অগ্রণী বলিয়া মনে করিতাম। এখন দেখিতেছি, তাহা নহে। অধঃপতিত বা অধঃপতনোন্মুখ জাতি মাত্রেরই দশা এই!

নেপোলিয়নের সমাধি-স্থানটি অতি মনোরম এবং ইহা তাঁহার কীর্ত্তিগৌরব স্মরণ করিয়া দিবার সাহায্যকল্পে সম্পূর্ণ উপযোগী। সেণ্ট হেলেনায় প্রথমে রাজবন্দী নেপোলিয়ানকে যেখানে সমাহিত করা হয়, তাহা নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের ছিল। শত্রুর প্রতি সম্মানের সে চিহ্নও উঠাইয়া আনিয়া এই মহাসমাধির পার্শ্বের একঘরে রাখা হইয়াছে। যে কামানের গাড়ীতে তাঁহার মৃতদেহ আনা হয়, তাহাও নিকটেই রহিয়াছে। মৃত্যুর পর প্ল্যাস্টার অব্ প্যারিস দিয়া তাঁহার মুখের casts অথবা Death Mask (মৃত্যুমুখস) তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা রহিয়াছে। যে কিংখাব কাপড়ে তাঁহার মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া আনা হয়, তাহাও রহিয়াছে। এ সকল স্মৃতিচিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রক্ষিত হইয়াছে। সকল কক্ষই সসম্মানে, সযত্নে সজ্জিত।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম Invalidesএর পশ্চাৎ ভাগের নবনির্ম্মিত সমাধিমন্দির। চারিদিকে স্বর্গ-দূতগণের বিরাট প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ সমাধিস্থান ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহার পশ্চাতে দেওয়ালের গাত্রে বারান্দার ভিতর প্রস্তরে অঙ্কিত নেপোলিয়নের ভিন্ন ভিন্ন রণকীর্ত্তিকাহিনী ও ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধের চিত্র-বিবরণ। তাঁহার প্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষদিগের নামও চতুর্দ্দিকে লিখিত রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণবিন্দুশোভিত সুবর্ণ বর্ণের বঙ্কিম মর্ম্মর স্তম্ভরাজির উপর প্রস্তরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপতলে দেবালয়কল্প গঠন অপূর্ব্ব। সূর্য্য-কিরণ (Stained glass windows) হরিদ্রাভ কাচের ভিতর দিয়া আসিয়া পড়িয়া যেন স্বর্গের আলোকে সেই পবিত্র সমাধিমন্দির উদ্ভাসিত করিতেছে। এই ইলেক্‌ট্রিক লাইটের যুগে হঠাৎ মনে হয়, যেন দীপালোক তুচ্ছ করিয়া মোলায়েম মিঠেন বৈদ্যুতিক আলোকে শ্রীধাম আলোকিত। হরিদ্রাভ কাচের অপূর্ব্ব ব্যবস্থায় এই ভুবনমোহন আলোকের সৃষ্টি হইয়াছে; হঠাৎ দৃষ্টিবিভ্রম অহেতুক নহে। মন্দিরের এক দিকে লেখা আছে, "আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমার প্রিয় ফরাসী জাতির মাঝে সীন নদীর তীরে আমার সমাধি হয়।" সেণ্ট হেলেনায় নেপোলিয়ন মৃত্যুকালে এই ইচ্ছা

প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিজয়ী ইংরাজ বিজয়ীযোগ্য উদারতার সহিত তাঁহার অস্থিগুলি ফরাসীজাতির হস্তে সমর্পণ করেন এবং ফরাসীজাতিও যোগ্য মন্দিরে সেই অস্থি সমাহিত করিয়াছেন। এই সমস্ত পুরাতন স্মৃতি-বিজড়িত কীর্ত্তি-নিদর্শন দেখিতে দেখিতে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিলাম। এদিকে বেলাও বেশ বাড়িয়া উঠিল। অগত্যা Taverne Passel নামক মহা ফ্যাসনেবল Restaurantএ মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। কত ঐশ্বর্য্য, কত সমৃদ্ধি যে এই স্থানে দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পান-ভোজনের সূক্ষ্ম তদ্বিরের জন্য ফরাসী জাতির বিশ্বজনীন প্রসিদ্ধি। সুবেশ নরনারী রাত্রিদিন এই সকল রম্য ভোজনালয়ে পানভোজনে নিরত। পানভোজন, বেশ-ভূষা, আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত প্যারিসের নরনারীর আর কোন কাজ সারা জীবনে আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু মনুষ্যত্ব, শিল্প-কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রণকৌশল, উচ্চ দার্শনিক ভাব, কিছুতেই ফ্রান্স কোন কালে কোন জাতি হইতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ নয়।

সহরের মাটির নীচে Railway Metropole দিয়া প্যারিসের দূর উপনগরে 'Clemans Bayard' কোম্পানির মোটর কারখানা দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড কারখানা। কত মোটর যে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। একজন ইঞ্জিনিয়ার আমাকে চতুর্দ্দিক দেখাইতে ও বুঝাইতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কতরকম কার্য্যই হইতেছে, দেখিলাম। এই সময় বৃষ্টি বেশ ঝাঁকিয়া আসিল। এদিকে সন্ধ্যাও প্রায় হইয়া আসিল। অতএব আজিকার মত ঘুরিয়া বেড়ান শেষ করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

বুধবার, ৫ই জুন।—বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পেয়রি বাবট্রা ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিলেন, এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া সন্ধ্যার সময় আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। অস্বীকার করিতে পারিলাম না। তাঁহাদের বন্দোবস্তে সহর হইতে এত দূরে পড়িয়াছি যে, সহর দেখা বিশেষ কষ্ট, ও সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাঁহাদের নিকটে থাকিতে পাইব, এই জন্যই এই হোটেলে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য

আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু সহরে থাকার যাহা সুবিধা তাহা ত হইতেছেই না, অথচ তাঁহাদের নিকটে থাকার সুবিধাও কিছু দেখিতেছি না। অল্প সময়ের মধ্যে সকল জিনিস যা হয় তা হয় করিয়া যাহাদিগকে সারিয়া লইতে হয়, তাহাদের বাসার স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হয়।

সমস্ত দিন বেড়াইয়া ক্লান্ত শরীরে ফিরিয়া আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া আমার পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় শাস্তিবিশেষ হইলেও প্রত্যাখ্যান অসম্ভব। বিশেষ প্যারিস-গৃহস্থের রীতি-ব্যবহার-ব্যবস্থার পর্যাবেক্ষণের এমন সুবিধা অল্পকাল থাকার মধ্যে পুনরায় ঘটা শীঘ্র সম্ভব নয়।

আজও বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমার ভ্রমণ-সঙ্গী ফরাসী বন্ধুটির সহিত কিয়ৎ দূর পদব্রজে যাইয়া Metropolitan Under-Ground Railway trainএ চড়িয়া Louvre ষ্টেশনে গেলাম। আমার সঙ্গী মহাশয়কেও ষ্টেশন ঠিক করিতে অনেকটা বেগ পাইতে হইল। আমি একা ত কোন মতেই পারিতাম না; পকেট হইতে সহরের ম্যাপ বাহির করিয়া ও পুলিসম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাস্তা ঠিক করিতে হয়। অতএব এক্ষেত্রে একাকী আমার দশা যে কি হইত, তাহা বুঝিতেই পারিলাম। রাস্তা পার হইবার সময় মহাবিভ্রাট। এ দিকে ঘোড়ার গাড়ী, ও দিকে মালের গাড়ী, সে দিকে ষ্টীম ট্রাম, অপর দিকে ঘোড়ার Bus (বস্), Motor Bus; একটু অন্যমনস্ক হইলেই চক্ষুস্থির; "স্বর্ণলতার" বর্ণিত নীলকমলের গতিক অনেক বার হইবার জোগাড় হইয়াছিল; কিন্তু কোন প্রকারে সামলাইয়া লইয়া রাস্তা পার হইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। পুলিসের বেশ শাসন আছে। প্রতি মোড়ে ২।৩ জন পুলিসম্যান আছে। তাহাদের হস্তস্থিত শ্বেত শাসনদণ্ড দেখাইলেই এক দিকের গাড়ীর স্রোত চকিতের ন্যায় বন্ধ হইয়া যায়, অন্য দিকের গাড়ী ও লোকজন রাস্তা পার হইয়া যাইলে পর এদিকের স্রোত চলিবার হুকুম পায়। এত ভিড় সত্ত্বেও এরূপ সুবন্দোবস্তের ফলে রাস্তায় দুর্ঘটনা অপেক্ষাকৃত বিরল।

বৈকালে বৃষ্টির পর যখন রৌদ্রপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিসিক্ত, ম্রিয়মাণ প্যারিস সজাগ ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন জনস্রোত যেন শতগুণ বাড়িল; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নগরীর মনোহারিণী শোভাও পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া উঠিল। পথে এত লোক সমাগম আমার চক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার।

এখানে দেখিলাম, Omnibus এ স্থান পাইবার জন্ম রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া বহু উমিদারী করিতে হয়। রাস্তার গ্যাস-পোষ্টের গায়ে টিকিট টাঙ্গান আছে। যে আগে আসিয়া য নম্বরের টিকট লইতে পারিবে, সে সেই হিসাবে Omnibus এ উঠিতে পাইবে। জোর করিয়া আসিয়া উঠিলেই হইবে না, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী পৌছিলেই টিকিটের "পারম্পর্য্য" হিসাবে গাড়ীতে উঠিবার অধিকার। এত ভিড় হয় যে, এমন একটা বন্দোবস্ত না করিলে ভিড় সামলান দায়। সকলে নত মস্তকে এ শাসন স্বীকার করে।

পূর্ব্বে লুভরে রাজপ্রাসাদ ছিল। রাজগৌরব গিয়াছে, কিন্তু রাজকীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। লক্ষ্ণৌ এর কাইসারবাগ বোধ হয় লুভরেরই প্রাঙ্গণের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চারিদিকে চকমিলান প্রকাণ্ড উঠানের মধ্যস্থলে স্থাপত্যের পূর্ণশিল্প বিকশিত রাজবাটী। এখন প্রজাতন্ত্র আমলে বাড়ীটি রাজ-সুলভ "কায়দা-কানুন" বর্জ্জিত। ভূতপূর্ব্ব রাজবাটীর উঠান এখন সাধারণের গমনাগমন স্থান হইয়াছে। প্রশস্ত রাস্তাগুলিতে মোটর, অমনিবস্ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়া প্রজাতন্ত্রের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। গৃহভিত্তির চতুর্দ্দিকে মনোহর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন নানা কারুকার্য্যখচিত, অপূর্ব্ব প্রস্তর-মূর্ত্তি। প্রাঙ্গণেও বহু প্রধান পুরুষগণের প্রস্তরমূর্ত্তি, কাহারও কাহারও নাম তলদেশে খোদিত আছে, কাহারও বা তাহাও নাই। উঠানের চারিদিকে মধ্যে মধ্যে সুন্দর উৎস ও পুষ্পোদ্যান রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

কিন্তু প্রাসাদাভ্যন্তরে যাহা দেখিলাম, তাহার তুলনায় এ সমস্ত কিছুই নহে। তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। তাহা একদিনে, এক

সপ্তাহে, একমাসে, বুঝি বা এক বৎসরেও দেখিবার ও বুঝিবার নয়। আমি তিন চার ঘণ্টা বেড়াইয়া তাহা কি দেখিব? কি বুঝিব? যাহা হউক, চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। শরীরের চক্ষের ও মনেব শ্রান্তি দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে বসিতে হইল, প্রকাণ্ড হলের মাঝে মাঝে দর্শনক্লান্ত শিল্পামোদিগণের বিশ্রামেব জন্য সুখসেব্য আসন যথাস্থানে প্রচুর পরিমাণে আছে। বসিয়া বসিয়াও দুই দিকেব রম্য চিত্রাবলী পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। আমি সেখানে বসিয়া অতৃপ্ত-নয়নে দেখিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড জানালা আছে। চিত্র দর্শনের জন্য আলোকের সাহায্য ত সে জানালায় যথেষ্টই হয়; আবার "আলেখ্য-দর্শনশ্রান্তি-বিনোদনের" জন্য জানালার কাছে যাইয়া "চোক বদলাইবার" উপায়-স্বরূপ বিপুল জীবন্ত অশ্রান্ত জনস্রোত ও বহির্জগতের কোলাহল দেখিবারও যথেষ্ট সুবিধা হয়। আমাব সঙ্গী আমার এই অটুট অধ্যবসায় দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া আহার ও আপিসের কাজের অছিলায় পলায়ন করিলেন এবং বহুপরে আসিয়া পুনর্ম্মিলিত হইলেন। ময়রাব মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের প্রতি যত্ন ও আদর যেরূপ, কলাবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ আদর্শেব মধ্যে লালিত সাধারণ ফরাসীরও প্রায় তদবস্থা। অপরিচিত সহরের অভিজ্ঞতা আমার এত অধিক যে, সঙ্গী ফিরিয়া না আসিলে পল্লীগ্রামের বুড়া ঝির মত আমার বাড়ী ফিরিবার উপায় ছিল না। তথাপি তাঁহার বিশেষ কার্য্য থাকায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। একাই ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। "বেতো রোগী" যে এত চলিতে পারে, তাহা আমার ধাবণা ছিল না। কয়টা ঘব মাত্র বেড়াইতে যে কত ক্রোশ ভ্রমণ হইল, তাহা বলিতে পারি না। কি কি দেখিলাম, তাহার একটা মোটামুটি তালিকা পর্য্যন্ত দিবার স্থান ও সাধ্য নাই। যে মুদ্রিত সচিত্র তালিকা-পুস্তক দর্শকগণের সুবিধার্থে বিক্রয় হয়, তাহার শত শত পৃষ্ঠা কেবল মাত্র চিত্রগুলির নাম ও বিবরণে পূর্ণ। আমি কলিকাতা মিউজিয়মের ট্রষ্টী-স্বরূপে এইরূপে একটা দর্শক-সাহায্যের বন্দোবস্তের জন্য অনেক দিন চেষ্টা করিতেছি। এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ইহা পরিতাপের

বিষয়। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এ বিষয়ে পুনর্বার চেষ্টা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছি।

এখানে স্থানে স্থানে শিক্ষিত প্রহরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা দর্শকবৃন্দকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই সাগ্রহে প্রস্তুত। এত বাঁধাধরা নিয়ম সত্বেও মধ্যে মধ্যে চুরির কথা শুনা যায়। মোনা লিসা (Mona Lisa) নামক প্রসিদ্ধ চিত্র চুরি ও তাহার উদ্ধার জন্য পুরস্কারের কথা এখনও সাধারণের মনে জাগরূক রহিয়াছে। তাহার পর হইতে পাহারার কড়াকড়ি আরও বাড়িয়াছে, কিন্তু সুবিধা মত চুরি বন্ধ হইবে না। লক্ষ লক্ষ টাকা যে চিত্রের মূল্য, তাহা অপহরণ জন্য শিল্প-তস্করেরা প্রভূত ব্যয় ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে। বহু শিক্ষার্থী— এমন কি খ্যাতনামা চিত্রকরগণও— Easel এবং Stool লইয়া, মলিন "Painter's Coat" পরিয়া সেইখানেই বসিয়া বিখ্যাত চিত্রাবলীর অনুকরণ করিতেছে। এই সকল প্রতিলিপিই বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। কোথাও কোথাও বা ক্রেতার প্রয়োজন ও পাণ্ডিত্য ভেদে নকলই আসল বলিয়া বিক্রয় হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয় শ্রেণীর শিল্পীই তন্ময় হইয়া—উদয়াস্ত অর্থাৎ মিউজিয়াম খোলা হইতে বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত, অক্লান্ত মনে এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ফ্রান্সে শিল্পশিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার ইহাই প্রধান অংশ। এই সমস্ত অমূল্য চিত্র, প্রস্তর মূর্ত্তি, পৌরাণিক দ্রব্যসম্ভারে রাজপ্রাসাদ পরিপূর্ণ, এমন কি ভিত্তিগাত্র, গৃহের ছাদ খিলান প্রভৃতি স্থানেও যে সকল চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাও অপূর্ব্ব এবং বহুমূল্য। ফ্রান্স, ইটালী, হলাণ্ড ও অন্যান্য দেশের প্রধান প্রধান পুরাতন শিল্পীর প্রধান প্রধান চিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। Titian, Rubens, Rembrandt, Vandyke, Corregio, Botticelli — প্রভৃতি যাঁহারা চিত্র ইতিহাসে অগ্রগণ্য - যাহাদের নামে শিল্পানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই শরীর রোমাঞ্চিত হয় তাহাদের প্রধান প্রধান চিত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। লুভরে রাজপ্রাসাদে পুরাতনচিত্র শিল্পিগণের চিত্রই অধিক, আধুনিক শিল্পিগণের চিত্রের নমুনা এখানে বড় স্থান পায় নাই। সেগুলি

Luxemburg Museum ও অন্যান্য স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজ চিত্রকরদিগের মধ্যে Constable ব্যতীত আর কাহারও চিত্র বড় বেশী দেখিতে পাইলাম না। তাহার কারণ, বোধ হয়, ইংলণ্ডে চিত্রবিদ্যার আদর ও উৎকর্ষ তত প্রাচীন নয়, দ্বিতীয় কারণ ফরাসী চিত্র-বিশারদদিগের নিকট তাহা তত আদরণীয় নয়। তৃতীয় কারণ, নমুনা সংগ্রহ বড় সহজে হয় না। ফ্রান্স ও ইটালী হইতে বহু "master-pieces" 'ডলার"-মহামন্ত্রে দীক্ষিত আমেরিকাবাসী ধনকুবেরগণের করতলস্থ হইয়াছে। ইংলণ্ডে তাঁহারা এখনও বড় কিছু করিতে পারেন নাই। ফ্রান্সের অনেক অপূর্ব্ব রত্ন তাঁহাদের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। একের শিল্পকীর্ত্তিতে উদাসীনতা এবং অপরের উহাতে একান্ত আগ্রহই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে।

দেওয়ালে স্তরে স্তরে পাশাপাশি সহস্র সহস্র চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। সবগুলি দেখিতে চক্ষু ও মস্তিষ্ক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ভাল মন্দের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। এক এক দিনে এক একটি চিত্র ভাল করিয়া দেখিলেও ক্লান্ত মস্তিষ্কে তাহার যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবন করা সুকঠিন। মোটামুটি দেখিতে গেলেও এক একটি ঘরে অন্ততঃ এক এক দিন কাটাইলেও যাহা হউক এক রকম বুঝিবার চেষ্টা করা যায়। এইরূপ ছোট বড় কত ঘর যে চিত্রে পরিপূর্ণ তাহার সংখ্যা নাই।

এক Grand Galleryতেই বোধ হয় সহস্রাধিক চিত্র আছে। পুস্তকে পঠিত যে সমস্ত চিত্রের বিবরণ জানা ছিল, সেগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমাদের পুরাতন বাড়ীর বৈঠকখানায় যীশু খৃষ্টের কণ্টকমুকুট-শোভিত রক্তাক্তশীর্ষ একখানি চিত্র দেখিয়া আবাল্য স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম। তাহার মূল চিত্র এই স্থানে দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইলাম। আবাল্য স্মৃতি-বিজড়িত সেই মূল চিত্রখানির চাক্ষুষ সন্দর্শনে নয়ন মন যে মোহিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

শিল্পীর নাম "Reni"। আমার নিজের নিকট যীশুর যে কমনীয় মূর্ত্তির চিত্র আছে, তাহাও কোন প্রসিদ্ধ শিল্পীর চিত্রের নকল। অনেক চেষ্টা

করিয়াও তাহার আসল দেখিতে পাইলাম না। Corregioএর এই ছবি ইটালীতে থাকিবার সম্ভাবনা। পুরাতন বোর্ব্বো ও অন্যান্য রাজারা সদসদুপায়ে যে সমস্ত শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ত আছেই; তাহার উপর নেপোলিয়ন্ দিগ্বিজয়সূত্রে রোম প্রভৃতি শিল্প-প্রধান স্থান হইতে যে সকল শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও সজ্জিত রহিয়াছে। তবে এক স্থানে নাই, চারিদিকে ছড়ান আছে। তিনি "Cleopetra's Needle" আনিয়া Place de Concordএর সম্মুখে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়-লব্ধ কতক কামান "Invalides"এ সাজাইয়া রাখিয়াছেন এবং কতক বা গালাইয়া Colonnade Vauderic নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এইরূপ চারিদিক হইতে শিল্প-সম্ভার আহরণ করিয়া নিজ কলাবিদ্যা-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

চিত্রশালাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। তাহারই নীচে মার্ব্বেল ও ব্রন্জের মূর্ত্তি-সংগ্রহ। কেবল পুরাতন নমুনাই এই স্থানে রক্ষিত;—আধুনিক নমুনার সংগ্রহ Luxemburgএ। Louvreএ নীচের তলায় প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি সংস্থিত। যে স্থলে Byzantine mosaicএর নমুনা রক্ষিত, সে স্থানে যেন গ্রামকে গ্রাম উঠাইয়া আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রোমের স্নানাগার, পাথরের চিত্রবিচিত্র কত চৌবাচ্চাই যে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। উত্তর-আফ্রিকার পৌরাণিক শিল্প-সংগ্রহের স্বতন্ত্র ঘর। "কার্থেজের" নমুনাও বিস্তর রহিয়াছে; গ্রীস, রোম, ইত্যাদির পৌরাণিক নমুনার ত কথাই নাই। "Venus of Milo"—যাহার নামে সমগ্র শিল্পজগৎ পাগল—সেই অপূর্ব্ব, ভগ্ন, শ্রীমূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীতে ইহার জোড়া নাকি আর নাই। অন্যান্য শিল্পীর "ভিনস্" অনেক আছে বটে; কিন্তু Venus of Miloর নমুনা একটি মাত্র সমগ্র পৃথিবীতে পাওয়া গিয়াছে এইরূপ প্রসিদ্ধি। তাহাই প্যারিসের Louvreএ পরম যত্নে রক্ষিত। অপূর্ব্ব বঙ্কিম ঠাম মর্ম্মরশিল্প মুনিজন-মনোলোভা। মূর্ত্তির হস্তদ্বয় ভগ্ন, তাহারই বা শ্রীছাঁদ কত! পাছে নষ্ট বা অপহৃত হয়, তজ্জন্য ১৮৭০ সালে ফ্রান্স-জর্ম্মাণ যুদ্ধের সময়.

এই মূর্ত্তিটি মাটির ভিতর পুতিয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। আবার ফ্রান্স-বেলজিয়মে জার্ম্মাণি যে দুর্দ্ধর্ষ সমরানল জ্বালিয়াছে, তাহাতে প্যারিস প্রায় হস্তগত হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে; তাহারও জ্বালায় এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নাকি আবার মাটির ভিতর পুতিয়া লুকাইয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যে বর্ব্বরোচিত ক্রূরতার সহিত জার্ম্মাণ সৈনিকগণ নিদারুণ ভাবে চারি দিকে শিল্পসম্ভার নষ্ট করিতেছে, তাহাতে এইরূপ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

Egypt, Babylon, Chaldea, Assyria—কোন স্থানেরই পৌরাণিক মূর্ত্তিসংগ্রহের ত্রুটি হয় নাই। ভারতের সামান্য কিছু নমুনা আছে মাত্র; তাহার কারণ, পৌরাণিক শিল্প-প্রধান ভারতের কোন অংশে ফ্রান্সের স্থায়ী আধিপত্য কখন স্থাপিত হয় নাই, কাজেই নমুনা-সংগ্রহেরও সুবিধা হয় নাই।

দেখিতে দেখিতে মনে কত কথারই উদয় হইল; Greece, Rome, Phoenicia, Carthage, Babylon, Syria, Chaldea, Assyria, Egypt প্রভৃতি সকল সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিত। তাহাদের পৌরাণিক শিল্পকীর্ত্তি Smithএর Rome ও Greeceএর ইতিহাসে ও F. A. ক্লাসে পরিচিত, অশ্রুজলসিক্ত Taylorএর ইতিহাসের ভীষণ নীরস কঠোর পৃষ্ঠায় তরুণাবস্থায় আংশিক বিকাশ হইয়াছিল; মধুর কোমলভাবে তাহার নিদর্শন থরে থরে সাজান রহিয়াছে; আর এই চিহ্নমাত্রই এই সকল লুপ্ত সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব ও অতীত পাপভাব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু ভারত এখনও পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে প্রাণ লইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া রহিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত নিজ প্রাচীন কীর্ত্তি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট ধন্যবাদের বিষয়। লুপ্ত-কীর্ত্তি পুনরুদ্ধারে বোধ হয় ইংরাজ ও ভারতবাসী কেহই নিরুদ্যম নয়; ইহা সামান্য শ্লাঘার বিষয় নয়, সামান্য আশার স্থল নয়।

পুরাতন মুদ্রা, মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, গৃহসজ্জা ইত্যাদি সব ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

পুরাতন দেখিয়া শ্রান্ত হইয়া নূতন দেখিতেও ইচ্ছা গেল। নতুবা দেখা সম্পূর্ণ হয় না। Louvre হইতে Palace of Justice, অর্থাৎ বড় আদালত দেখিতে গেলাম। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিস ও আদালত একই বাড়ীতে, প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় হলগুলি অর্থী প্রত্যর্থী, ব্যবহারজীব ও সাধারণের ব্যবহারার্থ রহিয়াছে। খাস আদালতগুলি বরং একটু ছোট। সকল আদালতেই একাধিক জজ কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেট। দরজা বন্ধ করিয়া বিচার এখানে পুরাতন রীতি। তবে অনেক আদালতেই এখন সাধারণে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। Advocateগণ আমাদের ব্যারিষ্টারদিগের গাউনের ধরণেরই গাউন ব্যবহার করেন, উপরন্তু মাথায় ছোট ছোট কাল গোল টুপী পরেন, তাঁহাদের পোষাক পরিবর্ত্তন ও বসিবার পৃথক পৃথক ঘর আছে, আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরীর মত নহে। নিম্নশ্রেণী কর্ম্মচারীরা, জিজ্ঞাসা করিলেই ভদ্রতার সহিত কথার উত্তর দেয় ও বুঝাইয়া দেয়, আমাদের দেশের পুলিসম্যান কিংবা চাপরাসীদের চিরপরিচিত ভদ্রতার সহিত এ বিষয়ে সৌসাদৃশ্য কম দেখিলাম।

Palace of Justice হইতে ছাত্রদিগের বোর্ডিং ও Latin Quarter দেখিয়া Luxemburgএ গেলাম। "প্যারিস রহস্যে" চিত্রিত সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু "The School Masterএর" প্রেয়সীর অপূর্ব্ব কুৎসিত মূর্ত্তি মনে পড়িল। দৈবযোগে ঠিক সেইরূপ কুৎসিত এক ডাকিনীকেও পথে দেখিলাম। পুস্তকবর্ণিত চেহারার অবিকল প্রতিকৃতি। 'ইউজেন স্যু' যেন এইমাত্র ইহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়া গিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানের রাজ্যে কিছুই বিচিত্র নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি Luxemburg Palaceএ আধুনিক চিত্রাবলী ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীনে আধুনিকে প্রভেদ অনেক দেখিলাম; কিন্তু কে বড় কে ছোট তাহার বিচার করা বড় কঠিন; আর সে বিচারের সময় এখনও আসে নাই। প্রথমেই একটি অতি সুন্দর

স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলাম; দেহ শ্বেত প্রস্তরময়, পরিধেয় বস্ত্রখানি অতি সুন্দর রঙ্গের মার্ব্বেল প্রস্তরের; ওড়নাখানি অপর জাতীয় হরিদ্রাভ প্রস্তরে নির্ম্মিত, এইরূপ নানাবর্ণের প্রস্তর বস্ত্রের আকারে ঢেউ খেলাইয়া মূর্ত্তিটিকে আবৃত রাখিয়াছে। শিল্পী কিরূপে এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণের অবতারণা করিতে পারিয়াছে, কিছুই বুঝিতে আসিল না। মিউজিয়ামের কতক অংশ দেখা হইতে না হইতেই পাঁচটা বাজিয়া গেল, Museumও বন্ধ হইল। কাল লণ্ডন রওয়ানা হইতেই হইবে, কাজেই এ যাত্রা অনেক দেখা বাকী রহিল।

ফিরিবার সময় পথে ফরাসী ছাত্রদিগের আমোদ-উল্লাস ও কোলাহল চোখে পড়িল। পাছে তাহাদের আমোদের ব্যাঘাত হয়, (অথবা বোধ হয়, পাছে তাহারা অপরের উপর অত্যাচার করে) এই জন্য তাহাদের সহিত পুলিস-প্রহরী চলিয়াছে। বিশেষ কোন হেতু নাই বা উৎসবের সময়ও নহে—তথাপি এই উদ্দাম উল্লাসের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আর সে উল্লাস-প্রকাশের ভঙ্গী যে কত রকমের দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। পথিকগণ শশব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগের ব্যাপার দেখিতেছে। এইরূপ তিনচার স্থানে তিনচার দল দেখিলাম। বোধ হয়, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকিলে, এখানে ছাত্রেরা এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করে। স্বাধীন দেশের কথাই আলাহিদা। ইংলণ্ডের ছাত্রেরাও "অশ্ব ক্রীড়া" (Horse play)তে যথেষ্ট পারদর্শী। এ পর্য্যন্ত Universityর কোনও Rectorই বিকট উন্মাদ তাণ্ডবের মধ্যে ব্যতীত বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। Carnegie, Curzon, Roseberry—কেহই পরিত্রাণ পান নাই।

রাজা ও রাজপরিষদ্‌বর্গের অত্যাচারে প্রজ্জলিত ও "রুসো" "ভল্টেয়ার" প্রভৃতির উত্তেজনাময়ী লেখনীর সাহায্যে উত্তেজিত, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবাগ্নি যখন পূর্ণমাত্রায় জ্বলিতে থাকে, তখন সেই অত্যাচারের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি সদৃশ Bastille দুর্গ ভূমিসাৎ হয়। সে স্থানটা প্যারিস হইতে কিছু দূরে। তথাপি একবার দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। দুর্গ ভূমিসাৎকালে যে সকল নাগরিক প্রাণ

হারাইয়াছিল, তাহাদের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এক উচ্চ সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ সেই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

আজ কয়দিন বৃষ্টির পর রৌদ্রের দেখা পাইয়া প্যারিস নাগরিকগণ দলে দলে নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পথে, ঘাটে, গাড়ীতে, বাগানে, সহস্র সহস্র নর-নারী, পথে চলা দুষ্কর—"অর্মনি বসে" স্থান পাওয়া তাহার অপেক্ষাও দুষ্কর। অগত্যা Taxi-cab লইয়া হোটেলে আসিতে হইল। অদ্যকার মত ভ্রমণের পালাও এইস্থানে সাঙ্গ হইল। হোটেল বিল, চাকরের বক্‌সীস্, কুলীর বক্‌সীস, গার্ডের বক্‌সীস দিতে দিতে ভ্রমণ চেষ্টা ক্রমশঃ নিরুৎসাহ হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, অতি কষ্টে এ সকালের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া Gar de Nord ষ্টেসনে আসিলাম। ফ্রান্সের রেলওয়ে ব্যাপার অতি বিস্তৃত। এই ষ্টেশনটি, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় না হইলেও, ঠিক New York ষ্টেশনের নীচে। প্রত্যহ এদিক ওদিক হইতে ২২০০ ট্রেণ যাতায়াত করে। দুর্ঘটনা যে নিত্য ভয়ানক রকম হয় না, বরং কালে ভদ্রে কখন ঘটে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। Bertrand সাহেব ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় ষ্টেসনে আসিয়া তুলিয়া দিয়া যাওয়াতে আমার যন্ত্রণার র ৎকটা উপশম হইল।

একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী ভদ্রলোক আমার গাড়ীতে ছিলেন। ইংরেজটি জাপানের Consul—নামে Smith, বাড়ী Manchesterএ, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুমাত্র না বুঝিয়া জানিয়াও যথারীতি বিচার ও ডিক্রী ডিসমিস্ মনে মনে করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে সে সম্বন্ধে যথার্থ কথা দুই চারিটা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতের যে এত কথা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না। কথাবার্ত্তায় তিনি ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া গেলেন, নিজের জারিকরা ডিগ্রী রদ করিলেন। আশ্চর্য্য ইংরাজ-চরিত্র! Manchesterএ তাহার বাড়ীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

দক্ষিণ ফ্রান্সের যে সব সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, উত্তর ফ্রান্সে তাহার বিশেষ কিছুই নাই। পাহাড় বা জঙ্গল আদৌ নাই। তবে সাজান বাগান,

অথবা কৃষিক্ষেত্র, কিংবা বৃক্ষশোভিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বিস্তর আছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে ঘরবাড়ীগুলি সব পাথরের, কিন্তু উত্তর ফ্রান্সে ইষ্টকনির্ম্মিতই অধিক।

ক্রমশঃ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ Calais নগর দেখা যাইতে লাগিল। বাল্যকালে পঠিত Calais অধিবাসিগণের স্বার্থত্যাগ ও অবরোধকারী ইংরাজরাজহস্তে আত্মসমর্পণের কথা মনে পড়িল। প্যারিসে শিল্পী শ্রেষ্ঠ Rodinএর সুন্দর Bronze মূর্ত্তি এই ইতিহাস কথা ঘোষণা করিতেছে। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে এই ক্যালে নগরে কত ঘটনাই ঘটিয়াছে। এখনও ঘটিতেছে। আবার ঘটিবে। ক্যালে যে ইংলণ্ডের তোরণ দ্বার।

ক্রমশঃ Light House, Cathedral, বন্দর, চোখে পড়িতে লাগিল। নগরে পৌঁছিবার বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যাইতে লাগিল। ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন বন্দর হইতে ইংলণ্ড যাওয়া যায়, এবং খোলা সমুদ্র দিয়া যাইলে তরঙ্গ ভঙ্গও কিছু অল্প সহ্য করিতে হয়। কিন্তু সময় অধিক লাগে। ক্যালে হইতে ডোবর পথেই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময় লাগে। সেইজন্য রাজকীয় ডাক এই পথেই যায়। ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, সকল জাহাজই এখান হইতে যাতায়াত করে। আমরা যে জাহাজে উঠিলাম, তাহার নাম Pas de Calais; এটি ফ্রেঞ্চ জাহাজ। ফাষ্ট সেকেণ্ড, সকল ক্লাসের লোকেই খোলা ডেকের উপর যায়। "সমুদ্র-পীড়ায়" যাহারা পীড়িত হন, তাঁহাদের জন্য দুই একটা ক্যাবিন আছে, তাহার জন্য এক পাউণ্ড ভাড়া বেশী লাগে।

জাহাজের উপর বেঞ্চ আছে। আর স্বতন্ত্র ভাড়া দিয়া লইবার জন্য ডেক চেয়ারও আছে। জাহাজ দ্রুত চলিবার সময় ঢেউ গায়ে লাগে, তাহা নিবারণের জন্য মাঝার। নিজেদের বড় বড় ম্যাকিণ্টশগুলি যাত্রীদিগকে ভাড়া দিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। আর সমুদ্র-পীড়ায়—বমনেচ্ছা হইলে—প্রয়োজন হইবে বলিয়া বমন-পাত্র (!) হস্তে মাল্লারা বেড়াইতেছে, কাহারও উহা ব্যবহারের আবশ্যক হইলে পৃথক ভাড়া লাগে।

ইংলিশ চ্যানেলে প্রায় কেহই বমনোদ্রেক হইতে পরিত্রাণ পান না, এইরূপ জনশ্রুতি। কারণ, তরঙ্গক্রীড়া কিছু অধিক থাকায় জাহাজখানি কিঞ্চিৎ

বেশী রকমই দোলে। কিন্তু সমস্ত পথটা ভগবানের কৃপায় আমাতে সমুদ্র-পীড়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। হাওয়া পশ্চিমে ছিল, সেইজন্য খুব কন্‌কনে শীত বোধ হইল না। সূর্য্যালোক মেঘালোকে মিশাইয়া আমাদের চ্যানেল-পার হওয়াটা বেশ সুখকরই করিয়াছিল। তবে ঠাণ্ডার ভয়ে মাথায় পাগড়ী বাঁধিতে হইল। আর ছেলেরা বুদ্ধি করিয়া ফ্লানেলের যে মোজা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল, তাহাও পরিতে হইল। ইহাতে ঠাণ্ডায় বিশেষ কিছু কষ্ট বোধ হইল না। ডোবরের নিকটবর্ত্তী হইতে তরঙ্গ যেন কিছু বাড়িল। ক্রমে Dover Cliffএর সাদা সাদা খড়িমাটির উপকূল স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ জাহাজ Doverএ আসিয়া লাগিল। এতদিন পরে, "শ্বেতদ্বীপে সত্যসত্যই পদার্পণ করিলাম।" জীবনের প্রারম্ভে এ ঘটনা ঘটিলে, বোধ হয়, জীবন-স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইত। এখন কোন পথে যাইবে, কে জানে?

চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক, কিন্তু কেহ কাহারও উপর লক্ষ্য বা দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করে না।—ইহাই ইংরাজ চরিত্রের বিশেষত্ব। সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত। মন নানাভাবে উদ্বেলিত থাকায় এই প্রকাণ্ড জনসঙ্ঘের মাঝে নিজেকে নিতান্তই একা মনে হইতে লাগিল। যাহা হউক, জিনিসপত্র লইয়া অবশেষে একখানা First class গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। সঙ্গে একটা হোল্ডঅল এবং ছোট একটা ব্যাগ। বিলাতী দস্তরমত ব্যাগ হাতেই ছিল। সাদা কুলী ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া ছোট ব্যাগটাও চাহিয়া লইল এবং গাড়ীতে উঠিবার সময় তাহার জন্য ছয় পেনী মজুরী আদায় করিয়া লইল। ইংরাজ আতিথ্যের প্রথম নমুনাটা বড় সুবিধাজনক বোধ হইল না।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেন ছাড়িল। Folkstone, Shorn Cliff, Ashford প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলাম, যেন কতকালের পরিচিত স্থানগুলি। পুস্তকাদি পাঠে এগুলির সহিত কল্পনা ও মন বাল্যকাল হইতেই পরিচিত। অতএব "অজানা" দেশ দিয়া যাওয়ার ভাবটা যেন ক্রমশঃ ঘুচিয়া গেল। ডোবার হইতে লণ্ডনের উপনগর পর্য্যন্ত পথের দুই পার্শ্বের দৃশ্য অতি সুন্দর। রেলের ধারেই অনেকগুলি কৃষিক্ষেত্র দেখিলাম; অধিকাংশই যেন এক

একটি সাজান বাগান। গাছের বেড়া দেওয়া ক্ষেতগুলিতে গৃহপালিত পশু চরিতেছে, Hop ক্ষেতে লতান গাছগুলি আমাদের পানের বরোজের লতার মত উঠিয়াছে। দেখিতে বড় সুন্দর। আমার মনে হয়, উত্তর ফ্রান্স ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ইংলণ্ড স্বাভাবিক শোভায় কতকটা একই রকমের। এই হপ্ হইতেই "বীয়র" প্রস্তুত হয়। ফ্রান্সে যেমন আঙ্গুর ক্ষেত যত্ন করিয়া প্রস্তুত করে, এখানে "হপ" ক্ষেতগুলিও সেইরূপে প্রস্তুত। হপ পাড়িবার সময় খুব ধূমধাম হয়। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে গাছগুলি যেন ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখার মত সুন্দর দেখাইতেছিল। Leafy England এর কতকটা আভাস পাওয়া গেল। এখানেও ফ্রান্সের মত ক্ষেতের মাঝে মাঝে বড় বড় অক্ষরে কাঠ বা টিনের উপর নানাভাবের বিজ্ঞাপন—ইহাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

যত লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, তত গাড়ী এবং ধোঁয়া ও ময়লা বাড়িতে লাগিল। লণ্ডনের Surrey side এ কেবল 'চিম্‌নী-ষ্টাক," আর বিজ্ঞাপনের রাশি, রাস্তাগুলিও অতি সঙ্কীর্ণ এবং অপরিষ্কার।

ক্রমশ টেমস নদীতীরে উপস্থিত হইলাম, পারেই লণ্ডন। লৌহসেতুর মধ্য দিয়া বামদিকে London Tower দেখা গেল। এসমস্ত দৃশ্য এত পরিচিত মনে হইতে লাগিল যে, কাহাকেও বড় জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। নদীতীরবর্ত্তী রাস্তা লোকে লোকারণ্য। আমরা উপর দিয়া যাইতেছি, রাস্তা অনেক নীচে।

অবশেষে চ্যারিংক্রসে গাড়ী আসিয়া থামিল এবং সত্যসত্যই লণ্ডনে নিরাপদে পদার্পণ করিলাম। ষ্টেশনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুশীল উপস্থিত ছিল, Cromwell House এর পক্ষ হইতে Pearson সাহেব এবং আরও কয়েকটি বন্ধু অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কিছু কথাবার্ত্তা কহিয়া এক মোটর ট্যাক্সী লইয়া বাসায় চলিলাম। প্রথমেই পুলিসম্যানের অকারণ ও সবিনয় অভিবাদন লক্ষ্য করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। ট্যাক্সী ডাকিয়া, দরজা খুলিয়া যাত্রীকে তুলিয়া দিয়া, কিছু বক্সীস প্রত্যাশা করে ও পায়। ইহা লণ্ডনের পক্ষ হইতেই অভিবাদন মনে করিয়া লইলাম।

পথে Hyde Park, Horse Guards, Trafalgar Square প্রভৃতি চিত্রে ও কল্পনায় চিরপরিচিত স্থানগুলি চোখে পড়িবামাত্র চিনিতে পারিলাম; একটিও ভুল হইল না। ইহারা চিরকাল স্বপ্নরাজ্যের এক অংশ অধিকার করিয়া মনের অংশীভূত হইয়াছে; কাজেই ভুল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে নূতন নূতন রাস্তাঘাট, টিউব রেলওয়ে, District Railway, Tram, Bus ইত্যাদি ভুল হইতে লাগিল বটে। আমার মানস লণ্ডন—প্রধানতঃ Dickens, Thackerayর লণ্ডন এবং বিলাতী ছবির কাগজের লণ্ডন—এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

Earl's Court, 18 Eardley Crescentএ ডাক্তার P. C. Ray বাসা লইয়াছেন; সেইখানেই বাসা স্থির ছিল। অতএব সেইখানেই আসিয়া উঠিলাম। বাড়ীটি, বাড়ীর ধরণটি, চাকরাণীটি, এমন কি আসবাব বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত, সকলই ডাক্তার রায়ের মত—সেকেলে, নিরীহ ও স্পর্দ্ধাশূন্য। আমার মত লোকের পক্ষে ইহা যথেষ্ট।

স্থানটি নির্জ্জন। নিকটে Earl's Court Theatreএ Shakespear's England অভিনয় চলিতেছে। London University, Northbrook Society সবই এস্থান হইতে নিকটে।

রাত্রি নটা পর্য্যন্ত দিনের আলো, অতএব সময় বিভাগ করা বড় মুস্কিল, বেলা ৮টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা, "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" এই মহাবাক্য অনুযায়ী কাজ করাই ভাল। ভগবৎ স্মরণ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাঁহাকে শতসহস্র ধন্যবাদ যে, তিনি এত বাধাবিঘ্নবিপত্তি কাটাইয়া নিরাপদে এখানে উপস্থিত করিলেন।

লণ্ডন, শুক্রবার, ৭ই জুন। —জিনিস-পত্র সব আসিয়া পৌঁছে নাই। কাজেই গৃহস্থালীর কাজ এখনও অতি সামান্য। আহারাদির বন্দোবস্ত নিজের সুবিধা ও রুচিমত করিবার ব্যবস্থা সম্ভব বলিয়া নানা বিভীষিকা সত্ত্বেও প্রফুল্ল-ভায়ার মনোনীতা গৃহস্বামিনীর শরণাপন্ন হওয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভায়ার রুচি এ বিষয়ে সকলের সহিত একমত নয়। বিলাতের

ঝকমকানির গল্প-মোহিত তরুণবয়স্ক ভারতবাসীর পছন্দ মত ত আদৌ নহে। বাড়ীওয়ালী প্রাচীনা—পরিচারিকা। ততোধিক, বাড়ীটি ও আসবাবগুলি সবই প্রাচীন, বন্দোবস্তও সব প্রাচীন তন্ত্রের, পাড়াটাও যে খুব সৌখীন, তাহা নহে। তবে সুবিখ্যাত বটে, কেন না নানা রকমের নাচ তামাসা-প্রদর্শনী "নিত্য নূতন"-ভাবে প্রতিবৎসর দেখা দেয়। আর্লস কোর্ট (Earls' Court) ঠিক বাড়ীর সাম্‌নে; রেলওয়ে বস, ট্যাক্সী প্রভৃতির যথেষ্ট সুবিধা,—অতি নিকটে থাকাতেও আমাদের রাস্তাটি অতি নির্জ্জন। ঘরটি মন্দ নহে; প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র সবই আছে। খাস বিলাতের পক্ষে আসবাবের প্রাচুর্য্য ও সৌখীনত্ব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও ডাক্তার রায়ের মত ঋষি-তপস্বী ও আমার ন্যায় তৎশিষ্যের পক্ষে ইহা যথেষ্ট। আমার যেরূপ অভ্যাস ও রুচি তাহাতে কলিকাতার হিসাবে এখানে বরং বাবুগিরির বন্দোবস্ত; কিন্তু এখানকার হিসাবে বন্দোবস্ত সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষাও কম। এক প্রাচীনা পরিচারিকাই প্রাচীনা গৃহকর্ত্রীর সহায়, ডাক্তার রায় তাহাতেই সন্তুষ্ট। আমারও কথা—তথাস্তু। ডাক্তার রায় ও আমি দ্বিতল ও ত্রিতলের অধিকারী। গৃহস্বামিনী একতলা ও "পাতালের তলায়" বিরাজ করেন। পাড়াটিতে বহু গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাস। নিকটে অনেক ছাত্রাবাসও আছে। অনেকগুলি পরিচিত বাঙ্গালী ছাত্র নিকটেই থাকে। তাহারা সর্ব্বদা তত্ত্ব লয়। এই সকল কারণে, অন্যান্য অসুবিধা ও অভাব থাকিলেও আমার এইখানে থাকাই সুবিধা বোধ হইল। প্রধান কারণ—এরূপ বাড়ীতে আহার-বিহার ইচ্ছামত করিতে পারা যায়। ধুতি, চটিজুতা, গাড়ু-গামছা ইত্যাদি বজায় রাখিতে গেলে, নিতান্ত ফ্যাশনেবেল বাটী কিংবা হোটেলে থাকা সম্ভব নয় বলিয়া, আমার এই গৃহস্থালীই মনোমত।

আমাদের দেশের অল্প-বয়স্ক শিক্ষার্থীরা এইরূপ বাসা খুঁজিয়া লইলে, নানা বিপদ্ ও প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচায় বিলাত-বাস চালাইতে পারে বলিয়া, এত ভূমিকার প্রয়োজন। যাহা বলিলাম, তাহা আমার পক্ষে নিতান্ত unfashionable বলিয়া, স্থান বিশেষে

সিদ্ধান্ত হইবে জানিয়াও এ কথার অবতারণা করিয়া "খেলো" হইলাম। Temperance Societyর Grubb সাহেব নিজ বাটীতে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া লিখিয়াছেন। University Congressএর Secretary Delegateদের থাকিবার স্থান স্থির করিয়া লিখিয়াছিলেন; Royal Arts Societies' Club, Colonial Institute, National Liberal Club, এগুলির মধ্যে যেখানে হয়, বাজার চালে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচায় থাকা যাইতে পারে। এবং Northbrook Societyতে থাকিবার জায়গা আপাততঃ স্থির করিয়া Pearson সাহেবকে কাল কর্তৃপক্ষেরা ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। এ সকল নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও এই স্থানে থাকাই স্থির করিলাম। নিকটেই Tube, Under Ground, District Railway, Motor Bus প্রভৃতি পাওয়া যায়। লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে, এই সকলের সাহায্য বিশেষভাবে লইতে হয়। ধনীদিগকেও ইহা ব্যবহার করিতে হয়। Motor Taxi, Hansom, Four Wheeler প্রভৃতিও পাওয়া যায়, তবে নিত্য ব্যবহার করিলে তাহাতে ব্যয় বিস্তর। দুই একবার ব্যবহার করিয়া দেখিলাম যে, আমার পক্ষে সে নবাবী বরদাস্ত হইবে না। অতএব সকলে যাহা করে তাহাই করিতে হইবে। রেলে সেকেণ্ড ক্লাস নাই বলিলেই হয়। তাহাতে ফ্যাশনেবেল চাকর যায়। মাত্র ফার্ষ্ট আর থার্ড ক্লাস। থার্ড ক্লাসের বন্দোবস্ত সুন্দর, দামও সস্তা। ফার্ষ্ট ক্লাসে প্রায় কেহই চাপে না। Smoking Carriage গুলায় না চাপিলে থার্ড ক্লাসে কোন কষ্ট নাই। তবে ভিড়ের সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। গাড়ী বড় জোর যায় বলিয়া, ধরিয়া দাঁড়াইবার জন্য বিস্তর চামড়ার হাতল ছাদ হইতে ঝুলিতেছে; গাড়ীর মাঝখানে সেইগুলা ধরিয়া ঝুলিয়া কোনমতে যাওয়া চলে। এই strap ধরিয়া ও ঝুলিতে ঝুলিতে যাহারা তাড়াতাড়ি যাতায়াত করিবার খাতিরে ভিড় দেখিয়াও গাড়ীতে ওঠে, তাহাদের নাম Strap-hanger হইয়াছে।

এই সকল যাতায়াত-প্রণালীর তথ্য দুই এক দিনে বোঝা যায় না।

সর্ব্বদা পকেটে ম্যাপ রাখিয়া, আর পথের লোককে ও পুলিসম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিয়া লইতে হয়। পুলিসম্যান অতি ভদ্র। তাহাদের কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই বিনীতভাবে সব বলিয়া দেয়। খাস বাঙ্গালী পোষাক ও পাগড়ী দেখিয়া বরং অধিক সাহায্য করে। রাস্তার ছেলেরা (Street Arabs) ও কোন কোন ছোট লোক যে হা করিয়া থাকে না কিংবা আপনা আপনি কানাঘুসা কখন করে না, তাহা নহে। তাহাতে বিন্দুমাত্র আসিয়া যায় না। মোটের উপর পাগড়ার যথেষ্ট মান্য আছে; কোন অসুবিধা নাই। বরং কোথাও কোথাও সাতখান মাপ আছে। পাগড়ী ছাড়াইবার জন্য আমাদের পুরাতন একজন Anglo-Indian বন্ধু বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আর সকলেই, এমন কি, আমার সেই Anglo-Indian বন্ধুর স্ত্রী পর্য্যন্ত, সকলেই পাগড়া বজায় রাখার পক্ষে। এ কথাগুলা এক সময়ে না এক সময়ে বুঝাইতে হইবে, তাই এই খানেই বলিয়া রাখিতেছি। রাখিবার তাৎপর্য্য যে, ভারতবাসী বিলাতে আসিয়াও নিজ ব্যক্তিগত-জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিলে, ভদ্র ইংরাজ পুরুষ বা মহিলা কোন আপত্তি না করিয়া, বরং শ্রদ্ধা সম্মান করেন, সকল রকম সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, একথা দেশের লোকের বিশেষরূপে বুঝিবার সময় আসিয়াছে। দেশে আমরা "কাপুড়ে বাবুর" জ্বালায় অস্থির। "কাপুড়ে বাবু" আবার "কাপুড়ে সাহেবে রূপান্তরিত হইলে, ভীষণ পদার্থ হইয়া উঠে। আর ফিরিয়া আসিলে দেশের লোকের সহিত যে বিসম্বাদ ও পার্থক্য হয়, তাহার অধিকাংশ এই পোড়া কাপড়ের খাতিরে। কারণ, ব্যবহার বৈষম্য প্রায় কমিয়া আসিয়াছে; দেশে বসিয়া যে "অনাচার কদাচার" অভ্যস্ত হয়, অনেক বিলাত ফেরতও তাহার নিকট হার মানেন।

আহারাদি বা পোষাক পরিচ্ছদের বৈশেষ্য জন্য আমার কখন কোথাও কোন অসুবিধা হইবে, তাহা মনে হয় নাই। এখনও ঘটিতেছে না।

কোথাও কোথাও রাস্তার মাথার উপর দিয়া, রেল পুল বাধিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার উপর ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাম, ঘোড়ার বস্, Taxi

Cab, Taxi Motor Cab, Hansom, Four Wheeler, Bicycleএ সব ত চলিয়াছেই। রাস্তার নীচে প্রথম তলায় District Railway; সিঁড়ি দিয়া লাইনে ও প্ল্যাটফর্মে নামিয়া যাইতে হয়। তাহার নীচে—মাটির প্রায় ৭০।৮০ ফুট নীচে লোহার প্রকাণ্ড নল করিয়া তাহার ভিতর Tube Electric Railway, হাজার হাজার লোক প্রতি ঘণ্টায় যাতায়াত করিতেছে। লোকের সিঁড়ি দিয়া নামা উঠা অসম্ভব বলিয়া, প্রকাণ্ড Lift সর্ব্বদা উঠিতেছে নামিতেছে। Lift যদি কোন গতিকে বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ। কখন কখন এরূপ সর্ব্বনাশ না হয়, তা নয়। তবে এরূপ বিপদ ঘটিলে, কোন মতে উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়িরও আয়োজন আছে। নিতান্ত আতঙ্কের সময় হাজার হাজার লোক ঠেলাঠেলি করায়, বিষম বিপদ সম্ভাবনা। কিন্তু ইংরাজের অসাধারণ শৃঙ্খলা ও নিয়মপ্রিয়তা গুণে এরূপ 'হুড়োমো কাণ্ড' প্রায় ঘটে না।

এ পাড়ার বাড়ীগুলি এক ধরণের তৈয়ারী। সামনে একটু খোলা জায়গা রাখিয়া, রাস্তা হইতে একটু দূরে বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। সেই খোলা জায়গায় বাহিরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চাকরদের ঘর, রান্না ঘর, কয়লা ঘর যাইতে হয়। সে সিঁড়ি কেবল চাকরদের জন্য ও জিনিস পত্র যাহারা যোগায় তাহাদের জন্য। সেই খানেই প্রায় ফুটপাথের উপর কয়লা দিবার গর্ত্ত আছে। লোহার চাদর দিয়া সে গর্ত্ত ঢাকা থাকে। কয়লার গাড়ী আসিয়া, চাদর খুলিয়া, গর্ত্তে কয়লা ঢালিয়া দেয়। বিনা বাক্যব্যয়ে ওজন, কুলী, গাড়ী ভাড়ার "বচসা বিনা" কয়লা গৃহস্থের ভাণ্ডারে "স্বয়ম্ভু" হইয়া পৌঁছিয়া যায়। দোকানদারকে চিরকুট পাঠাইলে, সে সব জিনিস মাথায় করিয়া পৌঁছিয়া দেয়। স্বতন্ত্র মুটে ভাড়া লাগে না। "মাথায় করিয়া" মানে প্রায় ঘোড়ার গাড়ী, না হয় মোটরগাড়ী করিয়া, মাল তোমার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে। অতি সামান্য জিনিস কিনিয়া, বাড়ীর ঠিকানা দিয়া আসিলেই এই রকমে মাল পৌঁছাইয়া দেয়। নিজে হাতে করিয়া কিংবা মুটে করিয়া, জিনিস আনিবার প্রয়োজন প্রায় হয় না। সঙ্গে দাম না থাকিলে, মাল

দিয়া বাড়ী হইতে টাকাও লইয়া যায়। মাটির নীচে যে সব ঘর, সেই খানে চাকরবাকর ও রান্নাঘরের ব্যবস্থা। আধুনিক প্রণালীতে যে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ হইতেছে, তাহাতে মাটির নীচের ঘর, বড় চলন নয়। কারণ আধুনিক তন্ত্রের চাকরচাকরাণীরা সিঁড়ি উপর-নীচে করিতে, বড়ই আপত্তি করে। আমাদের দেশেও এ ধুয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর সামনের ফাঁকা জায়গা দিয়া, মাটির নীচের ঘরে আলো যায়।

যেমন রাস্তা হইতে কয়লা ঢালিয়া দেয়, তেমনি রাস্তা হইতে মিউনিসিপ্যালিটির লোক বিনা হাঙ্গামা-চীৎকারে লোহার চাদর ঢাকা অন্ধ গর্ত্ত হইতে ময়লাও উঠাইয়া লয়। গৃহস্থের দেকদারী হইবার সম্ভাবনা সর্ব্বরকমেই কম। হঠাতে রাস্তায় ময়লা আবর্জ্জনা ঢালিয়া, রাস্তা অপরিষ্কার ও পথিকের অসুবিধা ও শারীরিক গ্লানিরও কোন কারণ থাকে না। কোথাও কোথাও বাড়ীর সাম্‌নে একটু বাগানও আছে। কিংবা Window Garden করিয়া, জানালার ধারে টব্‌ বসাইয়া বাগানের সখ মিটাইতেও দেখা যায়। বড় বড় প্রায় সকল রাস্তার ধারে বাড়ীর নীচে দোকানঘর উপরে বসত বাড়ী। এক এক রাস্তায় এক এক নিয়মে সকল বাড়ী-বাগানের বাহিরের নক্সা ও বন্দোবস্ত। জয়পুরের একটি রাস্তার এইরূপ বন্দোবস্তে এত বাহাদুরী জাহির; লণ্ডনের প্রায় সকল নূতন রাস্তাতেই এই বন্দোবস্ত। তাহাতে রাস্তার সৌষ্ঠব যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এরূপ এক নক্সার জ্বালায় সময়ে সময়ে আগন্তুকের পক্ষে অসুবিধা অনেক; নিজের বাড়ী, কি বন্ধুর-বাড়ী সহসা ঠিক করিতে পারার একটু গোল হয়। নম্বর ভুলিয়া গেলে, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ ভ্রান্তি-বিলাসের অভিনয়ও হয়।

গৃহস্থালী একপ্রকার গুছাইয়া লইয়া পত্রাদি লিখিলাম; শুক্রবার বিলাত হইতে ডাক যায়। ডাক্তার পি. সি. রায়কে লইয়া Cromwell Road, Northbrook Society দেখিতে গেলাম। Pearson ও Cheshire সাহেবের সহিত ও National Indian Associationএর Secretary Miss Beckএর সহিত দেখা ও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভারতবর্ষীয়

কয়েকজন ছাত্রের সহিতও দেখা হইল। পঞ্জাব ও বম্বে অঞ্চলের ছেলেরা বিশেষ স্বাধীন ও "সাহেব" দেখিলাম। আগন্তুক দেখিয়া, তাহাদের বড় "সমীহ" মনে হয় না—খাতির-সম্ভ্রমও ততটা আসে না। কিন্তু বাঙ্গালী ছেলেরা খাতির সম্ভ্রম যথেষ্ট করিল। গবর্ণমেণ্টের সংস্রব আছে বলিয়া, Northbrook Society ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের বড় প্রিয় নয়, এবং যাহারা তথায় যাতায়াত করে বা সেখানে থাকে, তাহাদিগকে ছাত্রেরা কেহ কেহ কিছু সন্দেহের চক্ষে দেখে। সন্দেহ সম্প্রতি আরও ঘনীভূত হইয়াছে। যাহাতে সকল ভারতীয় ছাত্রের জন্য সর্ব্বতোভাবে সুবিধা, সুবন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলা থাকে, তাহার চেষ্টাতে নর্থব্রুক সোসাইটির এই বাড়ীর সৃষ্টি। আমি King's Indian Visit Memorial সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাও অনেকটা এই ধরণের, তবে বন্দোবস্তের অভাবে যদি কোন দোষ উপস্থিত হয়, সকলের চেষ্টা করিয়া, তাহার নিরাকরণ করা উচিত। ছেলেদের উপর গোয়েন্দাগিরি করিলেও অন্যায় [illegible] এ বিষয়ে সামঞ্জস্য না করিয়া লইলে, কোন পক্ষেরই শ্রেয়ঃ নাই।

এখানে ছেলেদের জন্য বন্দোবস্ত বেশ আছে। London University, Albert Hall, Science and Technological College, Kensington Gardens, Kensington Museum প্রভৃতি সমস্তই এ স্থান হইতে অতি নিকটে।

শোনা গেল, Sir Beerbohm Tree, Shakespeare Revival উপলক্ষে আজ রাত্রে Merry Wives of Windsor অভিনয় করিবেন এবং Falastaff সাজিবেন। কাল হইতেই বর্ত্তমান অভিনয়ের পালা শেষ হইবে। বন্ধুদিগের উপরোধে আহারাদির পর His Majesty's থিয়েটারে যাওয়া গেল। নীচের ক্লাসে ভয়ানক ভিড় হয়। স্থান পাইবার জন্য অনেক স্ত্রী-পুরুষ, পরে পরে কাতার দিয়া (Que) ফুটপাথে দাঁড়াইয়া থাকে। এত ভিড় যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিস পাহারা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কেহ কাহাকেও ঠেলিয়া যাইতে পারিবে না। যে যেমন আসিয়া টিকিট কিনিয়াছে,

সে সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে ভিতরে যাইতে পারিবে। অনেকে নাকি ভোর বেলা হইতে রুটিবিস্কুট সঙ্গে আনিয়া, এইরূপে সমস্ত দিন কাটাইয়া সামনের স্থান দখলের চেষ্টা করে। আমাদের জায়গা পূর্ব্ব হইতে টেলি-ফোঁ সাহায্যে বেশী দাম দিয়া রিজার্ভ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল বলিয়া, কষ্টের কোন কারণ ছিল না। সিঁড়িও সব আলাদা। ভিড়ের মধ্যে আদৌ যাইতে হইল না।

থিয়েটারটি বিশেষ বড় কিংবা জাঁকজমকের নহে। তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। Programmeখানিও ছয় পেনি দিয়া কিনিতে হইল অথচ তাহাতে কিছুই নাই। অপেরা গেলাস ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয়, চৌকির সামনেই অপেরা গেলাস লাগান আছে। ছয় পেনী একটা গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া দিলেই অপেরা গেলাস হাতে আইসে। ব্যবহার শেষ হইলে আবার রাখিয়া দাও। সর্ব্বত্র বন্দোবস্ত ভাল। তবে "ফ্যালো কড়ি মাখ তেল"।

Sir Beerbhom Treeর Shakespeare অভিনয় সম্বন্ধে নামডাক প্রতিপত্তি খুব আছে, কিন্তু নাম যতদূর—বুঝিলাম ততটা এখানে তত বেশী দেখিলাম না। Benson, Frank Robertson, Bourchier এমন কি, ছোট Irvingও ইহার অপেক্ষা উচ্চ দরের অভিনেতা বলিয়া শোনা যায়। Sir Henry Irvingএর অভিনয়ের পর ইহাদের কাহারও অভিনয় তেমন "জমে না"। খুব উচ্চ দরের অভিনেতারও Merry Wives of Windsorএর অভিনয়ের গুণপণায় বড় সুবিধা হয় না। পুস্তকের আগাগোড়া পূর্ণমাত্রায় ভাঁড়াম আছে। বর্ত্তমান অভিনয়ে তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখা গেল। আর যেখানে নাচ-গানের সুবিধা পাইয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষেরা সেইখানে তাহার প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। আমাদের দেশের Theatreএ যে এই সব দোষ ঢুকিয়াছে, তাহা বোধ হয়, বিলাতের অনুকরণে। যে সব নিম্ন শ্রেণীর থিয়েটার শীতকালে ভারতবর্ষে বায় আসে, তাহাদেরই দেখিয়া শুনিয়া এইরূপ অবনতি হইয়াছে। অভিনয় কাহারও বিশেষ ভাল লাগিল না। রাত্রে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফেরা গেল।

ইংলণ্ডে আসিয়া প্রথম সেক্সপীয়র অভিনয় দেখার মজুরী পোষাইল না। ভাল ভাল থিয়েটারে অভিনয়ের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া, এ সব জিনিস দেখিবার সুবিধা সম্ভাবনা নাই।

শনিবার, ৮ই জুন। দিনরাত্রি বিভাগ করা এক দুরূহ ব্যাপার। রাত্রি ৮॥ পর্য্যন্ত দিনের আলো থাকে, এদিকে ভোর তিনটা না হইতে হইতেই আলো। কাজেই অন্ধকারে ঘুমাইবার আর সময় পাওয়া যায় না। তার উপর বৃষ্টি। গ্রীষ্মকালে Englandএ Early Juneএর প্রত্যাশায় আসিয়া, এত বৃষ্টি বাদল ভাল লাগে না। আজ প্রায় সমস্ত দিনটাই ঘরে দরজা বন্ধ করিয়াই কাটাইতে হইল। বৈকালে Cornwall Gardensএ Mrs. P. K. Rayএর সহিত দেখা করিতে যাওয়া গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার পুত্র বাড়ী ছিলেন, ফিরিবার সময় পথে চায়ের দোকানে চা খাইয়া বাড়ী আসিলাম। বিলাত প্রবাসের প্রারম্ভটা বড় সুবিধার হইতেছে না বলিয়া, মনটার উপর "ভিজা কম্বলের" ভার বাড়িয়াই চলিয়াছে।

রবিবার, ৯ই জুন। আজ সকাল বেলাও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। বৈকালে বৃষ্টি থামিলে Tube Railway দিয়া Kew Gardens দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড Botanical Gardens Hot house, Palm-house, Chinese Pagoda, প্রভৃতি দেখিবার জিনিস অনেক আছে। যে যে Temperatureএ যে যে গাছ ঠিক থাকে, সেইরূপ হিসাবে গাছ সব সাজাইয়া Hot-houseএ রাখিয়াছে। Botanical Studiesএর জন্য এই বাগান বিখ্যাত। চারিদিক দেখিয়া, বড়ই আনন্দ ও নূতন বিষয়ের যথেষ্ট শিক্ষা হইল।

সোমবার, ১০ই জুন।—University Congressএর Secretary Dr. Alex. Hillএর সহিত দেখা করিতে গেলাম। কংগ্রেসের সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বন্দোবস্তের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এত পরিশ্রম করিয়া, যে সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা কোন বিশেষ কাজে আসিবার সম্ভাবনা দেখি না। ভারতের পক্ষে বেশী কথা শুনিবার বিশেষ আগ্রহ দেখিতেছি না তিল-কাঞ্চনে সারিবারই ব্যবস্থা। বক্তাদের

নাম যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমার নাম অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছেন বটে; বক্তৃতা করিয়া দুঃখনিবারণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা করিতে পারা যাইতে পারে, এইরূপ ভাব। তাহার জন্য বিশেষ পরিশ্রমগবেষণার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আসল বিষয়ের কিছুই হইবে না, তাহা Hillসাহেব পাকে-প্রকারে যেন স্পষ্টই বলিয়া দিলেন। ইহা পূর্ব্বে বুঝিলে, শরীর, অর্থ ও কাজ নষ্ট করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, আসিবার প্রয়োজন হইত না। ভারতবর্ষের বিষয় বিশেষরূপে আলোচনার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট দিন দূরে যাউক, একটি নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্থির করাইতে পারিলাম না। Australia, Canada, South Africa পর্য্যন্ত যে সকল অধিকার পাইয়াছে ও পাইবে, ভারতবর্ষ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সকল বিষয়েই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। নিয়ম সংস্কার সম্বন্ধে এরূপ তারতম্য হওয়া বিষম ভ্রম, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণকে বুঝাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি। ন্যায়পক্ষে শিক্ষা প্রণালীর শীঘ্র সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত না হইলে ভারতবর্ষের এবং ইংরেজের ভদ্রস্থ নাই একথা সর্ব্বত্র বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা দেখি না। সকল শ্রেণীর সমালোচকের বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া দোষে থালাস। আসল কাজে ত্যাগ স্বীকার, সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে হয় বলিয়া তাহার দিকে কেহই অগ্রসর হয় না।

South Kensington হইতে Charring Cross ষ্টেশনে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-মত যাইয়া, আমাদের পুরাতন বন্ধু এটর্ণি ফারসাহেবের সহিত মিলিত হইলাম। তাঁহার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের দুই একটা বাড়ীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিয়াই এবং কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া চিরমুদ্রাঙ্কিত মানস চিত্র সাহায্যে জানিতে বিলম্ব হইল না যে একটি House of Commons আর একটি Westminister Abbey। কিন্তু দূর হইতে যত শোভা-সৌন্দর্য্যগাম্ভীর্য্য কল্পনা হইত, নিকটে আসিয়া যেন ততটা মিলাইয়া পাইলাম না। তাজমহল দেখিয়াও মনে হয়—"যে এই সেই জগদ্বিখ্যাত তাজমহল।" মন যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হয়, কিছু নিরাশার সঞ্চার প্রথমে হয়। কিন্তু দেখিতে দেখিতে লুক্কায়িত সব সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া উঠে।—Arnold

তাঁহার Philosophy of Historyতে Romeএর St. Paul প্রথম দর্শন উপলক্ষে এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

Fair সাহেব আসিলে, তাঁহার সহিত Downing Street, White Hall, Privy Council প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে, যে স্থান দিয়া Charles I. কে বধ্যস্থলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া India Officeএ গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী। সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব জজ Sale সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া, নানা কথাবার্ত্তার পর Farr সাহেবের নিকট বিদায় লইলাম। Sale সাহেব এখন India Office-এর আইন-সংক্রান্ত উপদেষ্টা।

Temperance Societyর Frederick Grubb, Wimbledon Parkএ থাকেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বাড়ী যাইবার সময় যে হাস্যজনক ঘটনা ঘটিল, তাহা অনেকের ঘটিবার সম্ভাবনা। কয়েক দিন ধরিয়া Rehearsal দিয়াও পথঘাটের গুপ্ত তথ্য এখনও দখল হয় নাই, তাহার পরিচয়-রূপে একথা বলিতেছি। Wimbledon ও Wimbledon Park নামে স্বতন্ত্র ষ্টেশন আছে। সে খেয়াল না থাকাতে Wimbledon Park এড়াইয়া Wimbledonএ যাইয়া উপস্থিত। রেলওয়ের নিয়ম অনুসারে তৎক্ষণাৎ পরের ট্রেণে বিনা খরচায় Wimbledon Parkএ ফিরিতে পারিতাম। তাহা না জানা থাকার দরুণ বিস্তর খরচ করিয়া, গাড়ীভাড়া করিয়া Wimbledon Parkএ ফিরিয়া আসিতে হইল। Lord Morley এইখানে থাকেন। স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—Garden Suburbs, এখানের বাড়ী বাগান অতি পরিষ্কার। বড় বড় খেলাধূলার জন্য সময়ে সহর হইতে লোক গিয়া ভিড় করে। গ্রাব্ সাহেবের বাড়ীতে চা খাওয়া হইল ও নানা কথাবার্ত্তা হইল। গ্রাব্ সাহেব ও তাহার স্ত্রী বড় অমায়িক; তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিলেন, বাড়ীতে থাকিবার জন্য ও Temperance সম্বন্ধে নানা-স্থানে বক্তৃতা করিবার জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। Temperance Federationএর প্রধান Meeting হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকাল অকারণ বাড়ী ছাড়িয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই; মনের উৎসাহ কমিয়া যাইতেছে। বিলাত আসিবার সম্বন্ধে অনেকে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন; সেই সকলের ফল-স্বরূপ নানা বাধা-বিঘ্ন ঘটিতেছে,। তবে ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসি নাই, এই জন্য নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা ও তন্নিমিত্ত মনঃক্ষোভের কোন কারণ নাই। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।"

মঙ্গলবার, ১১ই জুন।—ডাক্তার রায় বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তজ্জন্য প্রায় সমস্ত দিনই বাড়ীতে থাকি। আজ বিকালে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন দেখিয়া, Cromwell Houseএ Gould সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে যাইলাম। বক্তৃতার বিষয় -"শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি।" "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ শিক্ষ্যতে।" গত বৎসর Fox Pitt নামে একব্যক্তি ভারতবর্ষে এই সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। Gouldএর বক্তৃতাও বেশ। সেখান হইতে Mr. Frederick Grubbএর সহিত তাঁহাদের Temperance meetingএ গেলাম, Lord Rawllan সে সভার সভাপতি। অতএব সভার জাঁক খুব। সভাস্থলে লোকজন উপস্থিত অনেক। স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় আমায় কিছু বলিতে অনুরোধ করায় - ' যথাসাধ্য কিছু বলিলাম। ভারতবর্ষে সুরা-রাক্ষসের জয় জয়কার; প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসে দেখা যায়, কোন কোন অসভ্য জাতির সংসর্গে মদ্যপান প্রথা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। একথা লইয়া বিপক্ষ পক্ষ যতই বাহাদুরী করুন, বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের জন্য যাহারা অন্ততঃ আংশিক দায়ী, তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য না পাইলে, এ রাক্ষসের কবল হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষের রাজপুরুষদের এখন এ বিষয়ে সাধারণের সহিত অধিকতর সহানুভূতি লোকের লক্ষিত হইতেছে। এ সময় বিলাতের বিশেষ সাহায্য পাইলে আমাদের শীঘ্র আরও অধিক লাভ ও সুবিধা হইতে পারে এবং ইংরাজ

জাতির দোষ ক্ষালনেরও উপায় হইতে পারে, একথা সভাস্থলে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কথায় সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং যথেষ্ট সহানুভূতির আশা দিলেন।

মিটিং শেষ হইলে বিস্তর সাহেব-মেম আসিয়া, যত্ন প্রকাশ করিলেন। উড়ে বেহারার মুখে ভাঙ্গা-বাঙ্গালা শুনিলে বাঙ্গালী বাবু, প্রথম যেমন আনন্দ প্রকাশ করিতেন, অপরিচিত বাঙ্গালীর মুখে ভাঙ্গা-ইংরাজী শুনিলে, মহাপ্রাণ ইংরাজদের এখনও সেইরূপ আনন্দ হয়। ভারতবাসী ইংরাজদের মধ্যেই 'বাবু ইংবাজী'র লাঞ্ছনা যত শোনা যায়, ইংলণ্ডে তত নয়; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। অনেকেই আলাপ করিবাব জন্য, তাঁহাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য এবং পুনবায় স্থল বিশেষে বক্তৃতা করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন। সে আদর-আপ্যায়নের কথা বলিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। Shake-hand—Congratulationএর ধূমে কিছু বিপন্ন, কিছু অপ্রস্তুত এবং কিছু গর্ব্বিত হইয়া উঠিলাম। সভাভঙ্গের পর সভাস্থ সাহেব-মেমেদের কথা আর শেষ হয় না—কত বন্ধুত্ব, কত স্নেহ প্রকাশ যে, চতুর্দ্দিক হইতে হইতে লাগিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লেখা আমাব সাধ্য নয়, বুঝি বা উচিতও নয়। কত বড় বড় বক্তার বক্তৃতা তাঁহারা দিন রাত শোনেন। আজকাল বাঙ্গালীর সম্বন্ধে, ভারতের ইংরাজ-মহলে কাগজে—বক্তৃতায়—আদালতে—ক্রমাগত নিন্দা, গালাগালি, শোনা যায়; তাহাদেব মধ্যে একজনের সামান্য দুইটা কথা শুনিয়া আনন্দ-প্রকাশ ইংলণ্ডের ইংরাজের পক্ষে নিজগুণ-প্রকাশ ও ভদ্রতা মাত্র। সাহেবদের অপেক্ষা মেমেদের যত্ন, আত্মীয়তা ও আনন্দ অনেক অধিক দেখিলাম। বাজা রামমোহন রায়ের বিলাত আসা অবধি আবহমান-কাল-প্রচলিত কথা যে, ইংরাজ-রমণী যোগ্য ভারতবাসীমাত্রকেই বিশেষ অনুগ্রহের চক্ষে দেখেন। অপদার্থ কয়েকজন ভারতসন্তান নিজেদের অপব্যবহারে সে সম্মান খোয়াইয়াছে এবং সমস্ত জাতির সমূহ ক্ষতি করিয়াছে, তাহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমার সাহেবী এখনও দুরস্ত হয় নাই। তাঁহাদের ভদ্রতার সম্পূর্ণ প্রতিদান করিবার সাধ্য আমার হইল না। অনেকে স্ব স্ব কার্ড দিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সভাস্থলে বক্তৃতা শুনিতে যাইবার সময় নিজের কার্ড পকেটে লইয়া যাইবার খেয়াল আমার হয় নাই। কাজেই "কার্ড বদল" হইল না। বক্তৃতা শুনিতে গিয়া, বক্তৃতা করিতে হইবে এবং এত বন্ধু সমাগম-সৌভাগ্য হইবে, মনে হইলে কার্ড সঙ্গে রাখিতাম। এত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিবার জন্য সাদর আহ্বানে মনে অবশ্য উৎসাহ ও উত্তেজনা খুব হইল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, এইরূপে কাজ বাড়াইলে এখানকার কাজ শেষ হইবে না। ভারতের ইংরাজে ও ইংলণ্ডের ইংরাজে প্রভেদ দেখিয়া নূতন জ্ঞান লাভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ আশারও সঞ্চার হইল।

বুধবার, ১২ই জুন।—ডাক্তার রায়ের স্পষ্ট জ্বর। তাহার সেবা, পথ্য ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া Templeএ গেলাম। উদ্দেশ্য—King's Counsel, Mr. Davidএর সহিত সাক্ষাৎ করা। Harcourt Buildings Temple E. C. তাঁহার ঠিকানা। ঠিকানা খুঁজিয়া লইবার অভ্যাস হইয়াছে। বিশেষ কষ্ট হইল না। Sale সাহেব ইহার কুটুম্ব এবং তিনিই পরিচয় করিয়া দিয়াছেন।

ব্যারিষ্টারদের লেখা পড়া ও আফিসের আড্ডা এই খানেই। আমাদের দেশের ন্যায় প্রকাণ্ড Bar Library ও Club এখানে নাই। আদালতে ব্যারিষ্টারদের জন্য বন্দোবস্ত অৎসামান্য। কোন মতে Wig ও Gown রাখিবার একটা জায়গা মাত্র আছে। মক্কেলদের সঙ্গে দেখা-শুনা ও কাজকর্ম্ম করিবার জন্য সকল ব্যারিষ্টারকে নিজ নিজ Chamber কিংবা আপিস ঘর রাখিতে হয়। অল্প উপার্জ্জনশীল ব্যারিষ্টারেরা অনেকে একত্র হইয়া ঘর ভাড়া লয় এবং একজন কেরাণীর সাহায্যেই সকলে কাজ চালাইয়া লয়। এই সব বাড়ী, আপিস, Chamber যেন পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। নিকটে Lincoln's Inn, তাহারই কাছে Dickensএর অমর

লেখনী সাহায্যে অমর "Old Curiosity Shop"এর বাড়ীটি এখনও বর্ত্তমান বলিয়া প্রকাশ। বৃষ্টির জন্য আপাততঃ তাহা সন্ধান করিয়া দেখা হইল না। David সাহেব যতদূর সম্ভব যত্ন করিলেন; জলপানের নিমন্ত্রণ করিয়া, নিকটস্থ হোটেলে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন। বড় বড় উকীল কৌন্সিলেরা আদালত হইতে এইখানে জলযোগ করিতে আইসেন। আমাদের দেশের মত বার লাইব্রেরী জলযোগের অবকাশ সময়ে প্রকাণ্ড হোটেলে পরিণত হয় না। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হইল।

তারপর Kingsway, Strand, Great Queen's Street সন্ধান করিয়া, Freemasons' Hallএ যাইয়া, বড় দাদার পুরাতন বন্ধু Thomas Jones সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। লণ্ডনের রাস্তাঘাট এখন পরিসর ও পরিষ্কার। এমন দিন ছিল, যখন লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ রাজপথও আমাদের বড়বাজারের অপকৃষ্ট গলির সমকক্ষ ছিল, ক্রমে উন্নতি সাধিত হইতেছে। Strand Road হইতে Kingsway নামক যে নূতন রাস্তা সম্প্রতি খোলা হইয়াছে, তাহা লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাস্তার অন্যতম। কিন্তু নূতন রাস্তার শ্রীসৌষ্ঠব এখনও পূর্ণমাত্রায় ঘটে নাই। পুরাতন গলিঘুঁজীর যে সম্মান, নূতন বড় রাস্তার সে সম্মান হইতে বিলম্ব হয়।

জোন্‌স্ সাহেব বিশেষ আদর যত্ন করিলেন, পুরাতন কথা অনেক হইল। Freemasonদিগের প্রায় সকল কাজই এ সময় বন্ধ, তথাপি কোন না কোন সভা হইলেও হইতে পারে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার আয়োজন পক্ষে জোন্‌স্ সাহেবের নিকট অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইলাম। এবং উপস্থিত সভ্যগণের সহিতও তিনি পরিচয় করাইয়া দিলেন। জগতের সর্ব্বত্রই Freemasonদিগের পরস্পর আদর, সম্মান ও সাহায্য এ সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ-ভাবের বিশেষ সঞ্চার করিয়াছে, দুঃখের বিষয়, বিশেষ কোন সভাসমিতি এ সময়ে লণ্ডনে হয় না। Freemason Hall প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রকাণ্ড ব্যবস্থা—প্রকাণ্ড উদ্যোগের

চিহ্ন মাত্র দেখিয়া সব সাধ মিটাইতে হইল। দর্শকদিগের স্বাক্ষরের জন্য যে পুস্তক সেখানে আছে তাহাতে স্বাক্ষর করিলাম।

সেখান হইতে Victoria Street, West-minister Palace Hotelএ East Indian Associationএর নিমন্ত্রণে বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। আমাদের দেশের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব একজন জজ এ সভার সভাপতি। ভারতের ভূতপূর্ব্ব একজন Civil Servant, "Defects of the systems of Laws of England, India, and America" এই বিষয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে বাঙ্গালী ও ভারতবাসীদিগকে 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' গালাগালি দিলেন। সভার অদ্ভুত নিয়ম অনুসারে সভাপতির বিনা অনুমতিতে উপস্থিত অন্য লোকের বলিবার কোন অধিকার ছিল না। অনুমতি প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইল না, কাজেই আমার উত্তর দিবার অবকাশ হইল না। মনে হইল, এ সকল স্থানে উত্তর না দেওয়াই ভাল। সভাপতি ও বক্তার নাম ইচ্ছা করিয়াই প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু একথা প্রকাশ হওয়া মন্দ নয় যে, ভারতের নিমক খাইয়া, যাহাদের অস্থিমজ্জা, তাহারা যখন "যাহা ভূতপূর্ব্ব কথা" এইরূপে সুবিধার অপব্যবহার করেন, তখন বিলাতের যথার্থ মহাপুরুষেরাও তাহাদিগকে হেয় ঘৃণা করেন। বক্তার ও সভাপতির মন্তব্য শ্রবণে অনেক ইংরাজ আমার মত ঘৃণা ও দুঃখসহকারেই সভা ত্যাগ করিলেন। তাহাদেরও মত হইল যে, এ সকল স্থানে নীচ যদি উচ্চ ভাষে, তাহা হইলে সুবুদ্ধির হাসিয়া উড়ানই শ্রেয়ঃ।

বৃষ্টি কমিল না, St. James Park, Queen Anne's Mansionএ Sir, R. N. Mukerjiর সন্ধানে গেলাম। তিনি সহরের বাহিরে গিয়াছেন, দেখা হইল না। আমি পথঘাট জানিয়া চিনিয়া কি করিয়া বিনা সাহায্যে এত বেড়াইতেছি, নিজে আশ্চর্য্য হই, পরেও হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পদে পদে "আহাম্মুখ বনিতেছি।" আজ হাত-পায়ের নখ কাটিতে পাঁচ শিলিং দিয়াছি! দেশে পাঁচ পয়সা দিতে কষ্ট হয়। হায়রে বিলাত! এখানে স্থানভেদে পাড়াভেদে জিনিসের দাম তফাৎ হয়। এক পাড়ায় এক দোকানে

জিনিসের যে দাম, ঠিক সেই জিনিস সৌখীন পাড়ায় সৌখীন দোকানে সৌখীন দোকানদারের হাতে চতুর্গুণ কেন, দশগুণ দাম দিয়া কিনিতে সৌখীন্ বাবু শুধু কাতর হয় না, নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে। ভারতবাসীরা শীঘ্র এই জালে ধরা পড়ে বলিয়া কথাটার অবতারণা করিতেছি। Marble Archএর উত্তরে দক্ষিণে দোকানের দামের এইরূপ তারতম্য হয়।

বৃহস্পতিবার, ১৩ই জুন।—ভোর ৭টার সময় বাহির হইয়াছিলাম, রাত্রি ৮টার সময় বাড়ী আসিলাম। ১৩ঘণ্টা বাহিরে বাহিরে এক কাপড়ে ঘুরিয়া বেড়ান, বোধ হয়, দেশে কখন সম্ভব হইত না। দিনের বেলা নিদ্রা দূরে থাক, একবার ইজি-চেয়ারে পিঠ দিয়া বিশ্রাম করাও কয় দিনের মধ্যে ঘটিতেছে না। অথচ ইহার জন্য আমার কোন অসুখ বা কষ্ট নাই। অভ্যাস ও স্থানগুণে সবই সম্ভব; তবে এরূপ অত্যাচারে কতদিন শরীর ভাল থাকিতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা। রেলওয়ে এবং অম্‌নিবসে এখান-ওখান যাতায়াত হইতেছে বটে, কিন্তু এক রেলওয়ে প্লাটফর্ম্ম হইতে অন্য রেলওয়ে প্লাটফর্ম্মে এবং এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে যে, হাটাহাটি দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়, তাহাতে প্রত্যহ বোধ হয়, ৩।৪ মাইল দৌড়ান হয় এবং রেলওয়ে অম্‌নিবসে কোন কোন দিন যাতায়াতে একশত মাইল অক্লেশে হইতেছে। তাহা বিনা ক্লেশে কলিকাতায় কখন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; শেষতঃ রাস্তার মোড় পার হইবার সময় যে বিপদ এড়াইয়া পার হইতে হয়, তাহা মনে করিলে আর রাস্তায় বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না। পুলিসম্যানের সাহায্য ব্যতীত বড় বড় মোড় পার হইবার সম্ভাবনা নাই। হাত-তোলার ইঙ্গিতে গাড়ী ও মোটরের স্রোত না থামিলে, অনেক স্থানে ওপার যাওয়া একেবারে অসম্ভব। রাস্তায় তবু পুলিসের সাহায্য পাওয়া যায়; বড় বড় আপিস বাড়ীর ভিতর বিপদ্ আরও অধিক। বড় বড় লোকের নাম করিয়া বাড়ীর ভিতর যাও; কিন্তু কেউ কাহাকেও চেনে না। সময়ে সময়ে একজনকে খুঁজিতে বাড়ীতে ঢুকিয়া গাঁটকাটার হাতে পড়িয়া কষ্ট পাইতে হয়। এক এক বাড়ীতে ৪০০।৫০০ পর্য্যন্ত ঘর

আছে। লোক তাহার দশগুণ। Lift করিয়া উঠিতে নামিতে হয়। সুবিধার মধ্যে এইটুকু। কিন্তু লোক খুঁজিয়া লইতে বড়ই কষ্ট হয়।

সকালবেলা বাহির হইয়া দেখি, লোক সব দৌড়িতেছে। মনে করিলাম, কিছু পাল পার্ব্বণ বুঝি। কিংবা কোথাও বা আগুন লাগিয়াছে। স্বর্ণলতার নীলকমলের অবস্থা লণ্ডনে ইংরাজ-আগন্তুকেরও হয়, আমরা ত কোন ছার। নিত্য এইরূপ। চাকর চাকরাণী, দোকানদার, কেরাণী সকলেই রাস্তায় বেলে ট্রামে কিংবা অমনিবসে তাড়াতাড়ি দিনরাতই এইরূপ যান। "গদাই নস্করী চাল", লণ্ডনের রাস্তায় মোটে দেখা যায় না। আমার মত মন্দগামী লোক দেখিলে লোকে বিপন্ন বা পীড়িত ভ্রমে সাহায্য দানের চেষ্টাও করে। দেখা-দেখি বাধ্য হইয়া, আমাকেও দৌড়াদৌড়ি 'কছলৎ' পুনরায় করিতে হইল। কেহ কাহারও দিকে চায় না—দাঁড়ায় না; আপনার মনেই হন্ হন্ করিয়া পথ চলে। অথচ কাহাকেও ভদ্রভাবে কোন কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, ছোট-বড়-লোক সমান ভদ্রতার সহিত কথার উত্তর দেয় ও যথাসাধ্য সাহায্য করে। ভদ্র পল্লীর ত কথাই নাই -ইতর পল্লীতেও এই। আমি লণ্ডনের ছোটলোক-পাড়া এখনও দেখি নাই। অপরের সাহায্য ছাড়া সে সব জায়গায় যাওয়া যায় না। Convent Garden, Strand, Fleet Street Ludgate Circus, Pall Mall, St. James Street, Leaden Hall Street, Victoria Street প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের অবস্থা ও বন্দোবস্ত এই। দুই একজন ছাড়া এমন পুলিসম্যান নাই যে, জায়গার নাড়ী-নক্ষত্র না বলিতে পারে।

আজ প্রথমতঃ Victoria Streetএ Westminister Palace Hotelএ Temperance Breakfastএর নিমন্ত্রণে গেলাম। গতবৎসর লণ্ডনের Lord Mayor যিনি ছিলেন—Sir Veizy Strong—যাহার বিষয়ে Stead তাঁহার Review of Reviewsতে এক সুন্দর Character Sketch লিখিয়াছিলেন, তিনি Chairman। লোকটি নিজের অধ্যবসায়ে ও গুণে এত উপরে উঠিয়াছেন। তিনি সদানন্দ ও সদালাপী। আলাপ হইল। Secretary

Roe ও অন্যান্য বিস্তর ভদ্র লোকের সহিত আলাপ হইল। সকলেই মাদকতা-নিবারণ সম্বন্ধে বদ্ধপরিকর। তাঁহাদের সহিত আলাপে অনেক কথা পরিষ্কার-ভাবে বোঝা গেল। বিস্তর লোক দেশবিদেশ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কথাবার্ত্তা কওয়ার—বক্তৃতা করার অভ্যাস ও শক্তি অতি কম লোকের। ১২।১৪টা বক্তৃতা শুনিলাম। Sir Veizy Stiongএর এবং Helsop নামক একজন লোকের বক্তৃতা ছাড়া শুনিবার যোগ্য বক্তৃতা বড় ছিল না। ইংরাজের খাস-মুলুকে অসংখ্য খাস-ইংরাজবক্তার মধ্যে বসিয়া, ইহা আপশোষের কথা। খাওয়া দাওয়া উপলক্ষ ছাড়া ইহাদের কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্ম বড় কম হয়। Breakfast উপলক্ষ করিয়া, Lunch, Dinner প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়াও অনেক সভাসমিতি হয়। নানা কাজে ব্যস্ত যে সকল বড় লোক দেখা করিবার জন্য অন্য সময় নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, তাঁহারা আহার উপলক্ষ করিয়া, অনেক কাজকর্ম্মের কথা কহিয়া লন। Temperance সভার সভ্যগণের সহিত পরিচয় প্রায় এইরূপেই করিতে হয়।

সভার কাজ শেষ হইল, St. James Park নামক সুন্দর বাগানের ভিতর দিয়া St. James Streetএ যাইলাম। যেমন গাছপালার বাহার, তেমনি ঝিলপুল-রাস্তা, প্রস্তর-মূর্ত্তির বাহার। সাজান বাগান ত সাজান বাগান। চক্ষু জুড়াইয়া যায়। সহরের ছোট-বড় সকল লোকই এই সব বাগানের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে। লণ্ডনের বাড়ী ঘর দ্বার যেরূপ আবদ্ধ, এইরূপ উন্মুক্ত প্রকাশ্য স্থান প্রচুর পরিমাণে না থাকিলে, নগরবাসিগণের শ্বাসরোধ হইত। কত লোক বেড়াইতেছে—বসিতেছে—গল্প করিতেছে—আনন্দ করিতেছে, সংখ্যা নাই। লণ্ডনের স্থানে স্থানে এই সব বাগান আছে, তাই লণ্ডনের লোক বাঁচিয়া আছে। বাগান হইতে বাহির হইয়া দেখি St. James Palace-এর সামনে পুলিসের ভিড়, লোকের ভিড়, ব্যাণ্ড, ঘোড়-সওয়ার ইত্যাদির ভিড়। শুনিলাম—আজ রাজার লেভি। পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে, কার্ড পাঠাইয়া লেভিতে আসিতাম। King's Beef-Eaters

Footmen সব দলে দলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অদ্ভুত পোষাক! ভিড়ের সঙ্গে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, রাজা দেখিবার সুবিধা হইল না। রাজাকে দেশে বহুবার দেখিয়াছি, এখানেও দেখিবার সুবিধার সম্ভাবনা আছে। এবং কাজও বিস্তর রহিয়াছে। তাই রাস্তার ভিড় না বাড়াইয়া St. James Streetএ খুঁজিয়া Royal Societies' Clubএ গেলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া Honorary Member করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের বাড়ীতে বাস করিবারও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অতএব ভদ্রতাব খাতিরে একবার যাইয়া দেখা-শুনা করিয়া আসা উচিত বোধ হইল। কর্ম্মচারিগণ এবং উপস্থিত সভ্যগণ সৌজন্যসহকারে বাড়ীরবন্দার সব যত্ন করিয়া দেখাইলেন; খাবার দাবার বন্দোবস্ত দেখাইলেন; চাকর-বাকর, Steward প্রভৃতিরও রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া, আমার আদর-আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সকল বন্দোবস্তই সুন্দর। অন্য অন্য Clubএও এইরূপ নিমন্ত্রণ করিতেছে; Northbrock Club, National Liberal Club, Royal Colonial Institute প্রভৃতি স্থানে এইরূপ নিমন্ত্রণ হইতেছে।

আবার লোকের ভিড় ঠেলিয়া, Pall Mall রাস্তায় Reform Club, Traveller's Club এই দুইটা প্রধান Club দেখিয়া, Ludgate Circusএ Cook and Sonএর বড় আপিসে গিয়া, য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে যাইবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পৌত্রের সহিত দেখা হইল। তিনি যথেষ্ট যত্ন করিয়া নিকটস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেখান হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে Mansion House, Royal Exchange, Bank of Bengal, St. Paul's Cathedral প্রভৃতি স্থান দেখিতে দেখিতে Aldgate Stationএ উঠিয়া Westminister Stationএ আসিলাম। যে সব বাড়ীর নাম করিলাম, চিরদিন তাহার নাম শুনিতেছি, এবং তাহাদের সম্বন্ধে কত ব্যাপারই বরাবর মনে করিয়া আসিতেছি। নিকটে আসিয়া যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। বাহিরের জাঁকজমক কোন বাড়ীরই তত নয়; কিন্তু ভিতরের

পারিপাট্য সাজগোজ খুব আছে। Westminister Abbey, House of Commons, House of Lordsএর বাড়ী দেখিয়াও এই কথা মনে হয়।

যখন Westminister Hallএ পৌছিলাম, তখন সময় আছে বলিয়া এদিক ওদিক Embankmentএ বেড়াইলাম ও Westminister Hallএর চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া Cromwellএর Statue প্রভৃতি দেখিয়া St Stephen's doorএ যাইলাম। সকল দরজা ও ফটকে পুলিস পাহারা। 'সফ্রাগেট' ভয়ে Police পাহারার বন্দোবস্ত কড়াকড়। ফটকের পুলিসের বাহাদুরী এই যে, পার্লামেণ্টের সকল মেম্বরকে তাহারা চেনে এবং মেম্বরেরা বিনা বাধায় তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ফটক দিয়া যাইতে পারেন কিন্তু সে সকল দরজা দিয়া আর কেহ যাইতে পারে না। অন্য সকলকে St. Stephen দরজা দিয়া রীতিমত অনুমতি পত্র দেখাইয়া ভিতরে যাইতে হয়।

Westminister হলের ভিতরে দুইধারে Pitt, Fox, Chatham, Burke, Mansfield প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেশমান্য জগন্মান্য লোকের প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। Westminster Hallএর যেখানে দাঁড়াইয়া Charles I. মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে স্থাননির্দ্দেশ জন্য একটি পিত্তলফলক প্রোথিত আছে। যেখানে Gladstoneএর মৃতদেহ সমাধি-স্থানে লইয়া যাইবার সময় সম্মানপ্রদর্শন জন্য ক্ষণকাল রক্ষিত হইয়াছিল, সেখানেও সেইরূপ ফলক প্রোথিত রহিয়াছে। আবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত Charles I.এর প্রস্তরমূর্ত্তিও Charles II এর পার্শ্বেই রহিয়াছে। অদ্ভুত জাতি। মস্তকচ্ছেদও হইল এবং স্মরণচিহ্নস্বরূপ পররর্ত্তী লোকেরা সেই স্থানে প্রস্তরমূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করিল। গৃহভিত্তিতে - ভিত্তিপার্শ্বে—ছাদে কত সুন্দর কারুকার্য্য রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। একদিন ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতাস্রোতে বর্ক-সেরিডান এইখানে ন্যায়ের ধ্বজা প্রোথিত করিয়াছিলেন।

পার্লামেণ্টের মেম্বরদের সহিত দেখা শুনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। সেইখানে বসিয়া বসিয়া জনস্রোতবৈচিত্র্য

দেখিতে দেখিতে মনে কত কথার, কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল তাহা বর্ণনা দুষ্কর। পার্লামেণ্ট মেম্বরদের সঙ্গে দেখা করিবার উমেদার অসংখ্য। পাছে আগামী বারে আবার ভোট না দেয়, এই ভয়ে মেম্বরেরা বাহিরে আসিয়া, তাহাদের সঙ্গে দেখা, কথাবার্ত্তা ও কাজ করিতেছেন, নানা সৌজন্য দেখাইতেছেন। এ কমিটি—ও কমিটিতে মেম্বরদিগের নিত্য গতিবিধি —হইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া কেহ তাঁহাদিগকে চিনাইয়া দিতেছেন। জনস্রোতের এক মিনিট বিরাম নাই। ওই Sir Rufus Isaacs, ওই অমুক, ওই আর একজন স্বনামধন্য মেম্বর যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে Grubb সাহেব ও বন্ধুবর Reverend Anderson আসিয়া পৌছিলেন। Temperance সভার বিশেষ সাহায্যকারী Sir Herbert Robertsকে রীতিমত সংবাদ পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া একটা কমিটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন, বিশেষ যত্ন ও আদর প্রকাশ করিলেন। যে ঘরে পার্লামেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন কমিটির কাজ হয়, তাহারই একটা ঘর আমাদের জন্য যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। Temperance সম্বন্ধে Secretary of Stateএর নিকট Deputation যাইবে, তাহার সম্বন্ধে বিস্তর কথাবার্ত্তা হইয়া, Deputation যাওয়া স্থির হইল। Universities Congressএর পর, জুলাই মাসের শেষে Deputation যাইবে।

তার পর Sir Herbert Roberts, Parliament Memberদের জলযোগ করিবার ঘরে লইয়া গিয়া চা খাওয়াইলেন। এই ঘরের কথা কতই শুনিয়াছি। সেখানে যাইয়া বসিতে ও খাইতে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। পুণ্যমন্দিরের অভ্যন্তরে ভক্ত প্রথম যাইলে যে ভাব হয় House of Commonsএ—বিশেষতঃ সাধারণের অনধিগম্য এই জলযোগের জায়গায়, -আসিয়া তাহাই হইল। Sir Herbert Roberts শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, আমরা এই সকল বিষয়ে এত ভক্ত। আমি পৌছিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই Shakespeare অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, এবং আমরা Shakespeareএর এত ভক্ত শুনিয়াও আশ্চর্য্য হইলেন। আমিও অবকাশ পাইয়া কবিবর হেমচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি" শোনাইয়া দিলাম—অবশ্য অনুবাদ সমেত। কথাবার্তায় Sir Herbert আপ্যায়িত হইলেন এবং আপ্যায়িত করিলেন। শনিবার Lady Roberts এর সহিত আহার করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন, পার্লামেন্টের অন্যান্য অনেক মেম্বরদিগের সহিত আলাপ করাইয়াও দিলেন। জলযোগ করিবার ঘর ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তাহার পার্শ্বেই টেমস নদীর উপর মেম্বরদিগের পদচারণার জন্য যে প্রশস্ত বারান্দা আছে, তাহাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। অনেকক্ষণ সে বারান্দায় দাঁড়াইলাম, বেড়াইলাম। কত কথা ভাবিলাম তাহা বলিবার নয় সম্মুখে নদীবক্ষে ছোট বড় নৌকা জাহাজের বহর দেখিয়া ইংরাজ সাম্রাজ্যের ইতিহাস যেন চক্ষের সামনে ভাসিয়া গেল। শুধু ইতিহাস প্রসিদ্ধ নহে, এই জায়গাগুলিকে ইতিহাসের কারখানা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভাস্থলে যে বিচার বক্তৃতা ও মীমাংসা হইবে, তাহা এইখানেই বেড়াইতে বেড়াইতে কিম্বা জলযোগ অবসরেই স্থির হয়। House of Commons এর Library সব ঘুরিয়া দেখা গেল। কোন মেম্বর সঙ্গে না থাকিলে, সহস্র অনুমতি পত্র সঙ্গে থাকিলেও, সেব স্থানে কাহারও একাকী গমনাধিকার নাই। বিশেষ আলাপ পরিচয় না থাকিলে, মেম্বরেরাও যাহাকে তাহাকে এসব জায়গায় লইয়া যান না।

পরে Stranger's Gallery তে Sir Herbert Roberts এর অনুমতি-পত্র দেখাইয়া গেলাম। ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে, Curzon Wyllie এর খুনের পর হইতে পার্লামেন্টে যাওয় বিষয়ে বড় কড়াকড় বন্দোবস্ত হইয়াছে। কোন পার্লামেন্ট মেম্বরের অনুমতি, কি বা India-অফিসের অনুমতি জোগাড় করিয়া, এবং খাতায় নাম ধাম স্বহস্তে লিখিয়া তবে যাইতে হয়। যেখানে নাম লিখিতে হয়, সেখানকার কেরাণী সাহেব ইংরাজীতে Anderson সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি নাম সই করিতে জানি কি না। যখন Sir Francis Maclean প্রথম Chief Justice হইয়া আসেন, এটর্নী প্রধান গণেশচন্দ্র চন্দ্র বাবুর সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গণেশ বাবু ইংরাজীতে কথা কহিতে

পারেন, কি না। একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার P. C. Rayকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে হিন্দুস্থানীতে পড়াইতে হয়, কি না। সাধারণ ইংরাজ, ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে অধিকাংশই এইরূপ খবর রাখেন। পার্লামেণ্ট মহাসভার দপ্তরে কর্ম্মচারীদিগের নিকট এ পরিচয় পাইয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না।

ভিতরে যাইয়া, স্তম্ভিত বা আশ্চর্য্য হইবার কিছু দেখিলাম না। নীচে দুই ধারে বড় বড় বেঞ্চ—সবুজ চামড়ামোড়া। মেম্বরেরা শুইয়া, বসিয়া, টুপী মাথায় দিয়া, যার-যা ইচ্ছা করিতেছেন; আসিতেছেন—বসিতেছেন—হাসিতেছেন—চতুর্দ্দিকে সকলে হো হো করিতেছে—যেন হাট। অন্যায় কথা কহিলেই সভাপতি "Order" "Order" বলিয়া থামাইয়া দেন; নতুবা হাসি, ঠাট্টা, "Hear" "Hear" শব্দে St. Stephen সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। ৪।৫ জন বক্তার বক্তৃতা শুনিলাম। বিশেষ শ্রোতব্য কিছু শুনিলাম না। Loche প্রভৃতি নামজাদা লোকের বক্তৃতা শুনিলাম। বলার ধরণ, এবং বলার বিষয় সবই সাদা-মাটা ধরণের। Home Rule Bill সম্বন্ধে 'Whole House into Committee' কিন্তু উপস্থিত মেম্বর-সংখ্যা খুব কম দেখিলাম। স্বয়ং Speaker, Chairএ ছিলেন না, কমিটিতে তিনি থাকেন না। Mr. Whitney এ সভায় Chairman, মোটের উপর বড় সুবিধা বোধ হইল না। আর একদিন যাইতে হইবে।

বাড়ী আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। ডাক্তার রায়, 'সি. আই. ই.' উপাধি ও Durham Universityর D. Sc., Honorary Degree পাইয়াছেন, সংবাদ আসিয়াছে। বিশেষ সন্তোষের বিষয়। ডাক্তার পি. সি. রায়ের ন্যায় বিজ্ঞান-অনুরক্ত দেশহিতৈষী ছাত্রহিতৈষী নির্বিরোধী ধার্ম্মিক লোকের ক্রমোন্নতি সকলেরই আনন্দের বিষয়; এতদিন তাঁহার এ সকল সম্মান হয় নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। ইহার সম্মান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও দেশের সমাজের সম্মান। বিশ্ববিদ্যালয় মহাসভা অধিবেশন উপলক্ষে এ সম্মান প্রদর্শন অতি উপযুক্ত হইয়াছে।

শুক্রবার, ১৪ই জুন।—জোন্‌স সাহেব লিখিয়াছেন যে, 'Handel Festival ২২শে জুন, শনিবার Crystal Palaceএ হইবে। ৫০০০ লোক একত্র গান গাহিবে। এরকম কাণ্ড প্রায় দেখা যায় না এবং দেখিবার যোগ্য।' কিন্তু যাই কি করিয়া, বুঝিতে পারি না। সেই দিনই Aberdeen Universityর নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ এত হইতেছে যে, রক্ষা করা ভার। Sheffield, Glasgow, Edinburgh হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। আরও কত আসিবে তাহা বলা যায় না। ইউনিভার্সিটির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা যায় না, আর তিন বৎসর অন্তর যে Handle Festival হয়, তাহাও দেখিবার জিনিস, তাহা ত্যাগ করা বড়ই কষ্টের বিষয়। সময় কুলাইয়া সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার কোন সুযোগই দেখিতেছি না। বাড়ীতে এত লোকজন আসেন যে, পড়াশুনা দূরে থাক, চিঠি পত্র লেখার সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। আর কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলেও ত কাজ চলে না।

জল ঝড় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেশ রোদ্র উঠিয়াছে। বেড়াইবার সুবিধা খুব। আজ সন্ধ্যার সময় Albert Hallএ Home Ruleএর বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড মিটিং হইবে। Bonar Law প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা করিবেন। তাহাতেও নিমন্ত্রণ আছে। শরীরের ও মনের দ্বিগুণ উৎসাহ ও সময় দ্বিগুণ হইলেও সকল কাজ সুচারুরূপে সমাধা হওয়া অসম্ভব।

৭টার সময় আহারাদি করিয়া সাউথ কেন্‌সিংটন বাগানের সামনে এলবার্ট হলে যাইলাম। সর্ব্বত্র যাইবার সুবিধার পথ District কিংবা Underground Railway। আজ Undergroundএ নূতন ব্যবস্থা এক দেখিলাম, Moving Stairway, অর্থাৎ চলতী সিঁড়ি। Liftএর উপর দাঁড়াইলে দড়ি সাহায্যে, সমস্ত Lift যেমন সড় সড় করিয়া সোজা উঠিয়া যায়—Moving Stairway সেরূপ নয়। সামনে ঠিক যেন সাধারণ ধরণের সিঁড়ি। নীচের ধাপে পা দিলেই সিঁড়ি, ঠিক সিঁড়ি উঠার ধরণে এবং ভাবে, আপনি উঠিয়া যায়—তোমাকে আর আলাদা ধাপ ধাপ কষ্ট করিয়া উঠিতে হয় না। সে সিঁড়ি দিন রাত আপনা আপনি উঠিয়া যাইতেছে। যেখানে

তোমাব পৌছিবার কথা, সেইখানে পৌছিবামাত্র সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। এইটি খুব সাবধান হইয়া করিতে হয়; নতুবা মহামুস্কিল; একেবারে যাইয়া দেওয়ালে ধাক্কা লাগিবে এবং তদপেক্ষা অধিক বিপদ হইলেও হইতে পাবে। এই চল্‌তী সিঁড়ি ক্রমাগত উঠিতেছে, নামিতেছে। বিজ্ঞান ও কলকব্জার সাহায্যে মানুষেব নিত্য কার্য্যেব কত সুবিধাই হইতেছে, তাহার পূর্ণপ্রমাণ এইসব দেশে পাওয়া যায়। বিলাস সৃষ্টিও তদনুপাতে হইতেছে।

সাউথ কেন্‌সিংটন বাগান, হাইড্‌পাক বাগানেব পাশাপাশি। লণ্ডনের "খোলা হাওয়ায়" (Open-air) প্রধান প্রধান সভা এই Hyde Parkএ হয় এবং প্রসিদ্ধ Serpentine পুষ্করিণী—যেখানে শীতকালে বরফ জমিলে সাধারণেব মহানন্দে স্কেটিং হয় এবং অন্যান্য সময়ে সাধাবণে স্নান করে—তাহাও এই Hyde Parkএর ভিতব। সাউথ কেন্‌সিংটন বাগানের ভিতর মহাবাণী ভিক্টোরিয়াব স্বামী, প্রিন্স কনসট আলবার্টের মূর্ত্তি এবং স্মৃতিচিহ্ন আছে। ইঁহারই নামে আমাদেব রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড, আলবার্ট নামে পবিচিত ছিলেন। প্রিন্স অব ওয়েলস্ অবস্থায়, যখন ভারতবর্ষে ১৮৭৫ সালে গমন কবেন, তখনও তাঁহাব নাম প্রিন্স আলবার্ট ছিল এবং তাঁহাব কলিকাতাগমনের স্মৃতি-বক্ষাব জন্য কলিকাতায় 'আলবার্ট হল' স্থাপিত হয়। এখানকাব তুলনায় সে 'হল' নিতান্ত হাস্যাস্পদ বস্তু। মহারাণী ভিক্টোরিয়াব স্বামীর রাজপদবী না থাকিলেও তিনি বিশেষ লোকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাব অকাল-মৃত্যুব পব মহারাণী হিন্দু-বিধবাব আচবণে জীবন অতিপাত করিয়াছিলেন। প্রিন্স আলবার্টেব স্মৃতি রক্ষার জন্য সাধারণ চাঁদায় এই প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়াব হয়। গোলাকাব গম্বজেব এমন সুন্দর গঠন যে, এতবড় বাড়ীতে সকল স্থান হইতে বক্তৃতা ও গানবাজনা সহজে লোকে শুনিতে পায়। লোকজন বসিবাব বন্দোবস্ত সাততালায়। দশ হাজার লোক একত্র বসিতে পারে ও সকলেই বক্তৃতা অথবা সঙ্গীতের আসর হইতে সামান্য শব্দ পর্য্যন্তও শুনিতে পায়। স্থপতি কৌশলে প্রকাণ্ড বাড়ীর এইরূপ সুবন্দোবস্ত দেখিয়া, আমাদেব সেনেট হলের কথা

মনে পড়িল। কনভোকেশনের বক্তৃতা প্রথম সারির লোক ছাড়া কেহ সেখানে শুনিতে পায় না।

এখানে থিয়েটার হয় না। বড় বড় মিটিং ও বড়বড় কনসার্ট হয়। মধুর অথচ গম্ভীর স্বরের প্রকাণ্ড এক অর্গান আছে। আজ আয়র্লণ্ডের হোম রুল (Home Rule) প্রাপ্তির বিরুদ্ধে (Conservative) কনসারভেটিভদিগের এক বিরাট মিটিংএর আয়োজন। পাছে গোলমাল হয় বলিয়া টিকিট্ হইয়াছিল। অতবড় বাড়ী প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল। এই হোমরুলের কথা বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আয়র্লণ্ডের লোক নিজের স্থানীয় বিষয়ে বৃটীশ পার্লামেণ্টের অধীন না থাকিয়া, নিজের নিজের আইন বন্দোবস্ত করিতে পারে, তাহারই জন্য এই আইন হইবার কথা। মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন বহু চেষ্টা করিয়া এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়েন। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেও এই বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদল আইরিস মেম্বরদের তাড়নায়, অথবা নিজেদের বিবেচনা-প্রণোদিত হইয়া, পুনরায় এই আইন-পাশের চেষ্টা করিতেছেন; বোধ হয়, এবার কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু কন্সারভেটিভদলের ইহাতে বিশেষ আপত্তি। বিশেষতঃ (Ulster) আলষ্টার নামক আয়র্লণ্ডের এক বিভাগের লোক বড়ই আপত্তি করিতেছেন; এমন কি, যদি আইন পাশ হয়, তাহা হইলে, তাহারা বিদ্রোহ করিবেন আইন মানিবেন না, এমন ভয়ও দেখাইতেছেন। মিটিংএ অকুতোভয়ে তাঁহারা প্রকাশ্য বক্তৃতায় এই সকল কথা বলিতেছেন এবং আজও বলিলেন। লোকে লোকারণ্য। আর গণ্যমান্য গায়ক-গায়িকা "স্বদেশী" সঙ্গীতে শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। মিটিং আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে "Rule Britania" প্রভৃতি উত্তেজক জাতীয় সঙ্গীত গায়িতে লাগিল এবং সকলেই তাহাতে যোগ দিতে লাগিল। আমাদের ধমনীতেও যেন শোণিত দ্রুতবেগে বহিতে লাগিল এবং সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের দেশে আমি এরূপ ব্যাপার দেখি নাই। এরূপ সঙ্গীতস্রোত শুনি নাই। এত উৎসাহ উত্তেজনা ধারণা হয় না।

ইংরাজের দেশে ইংরাজ অকুতোভয়, যা-ইচ্ছা করিতে পারে, যা ইচ্ছা বলিতে

"ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" ও "ষ্টক একচেঞ্জ" লণ্ডন।
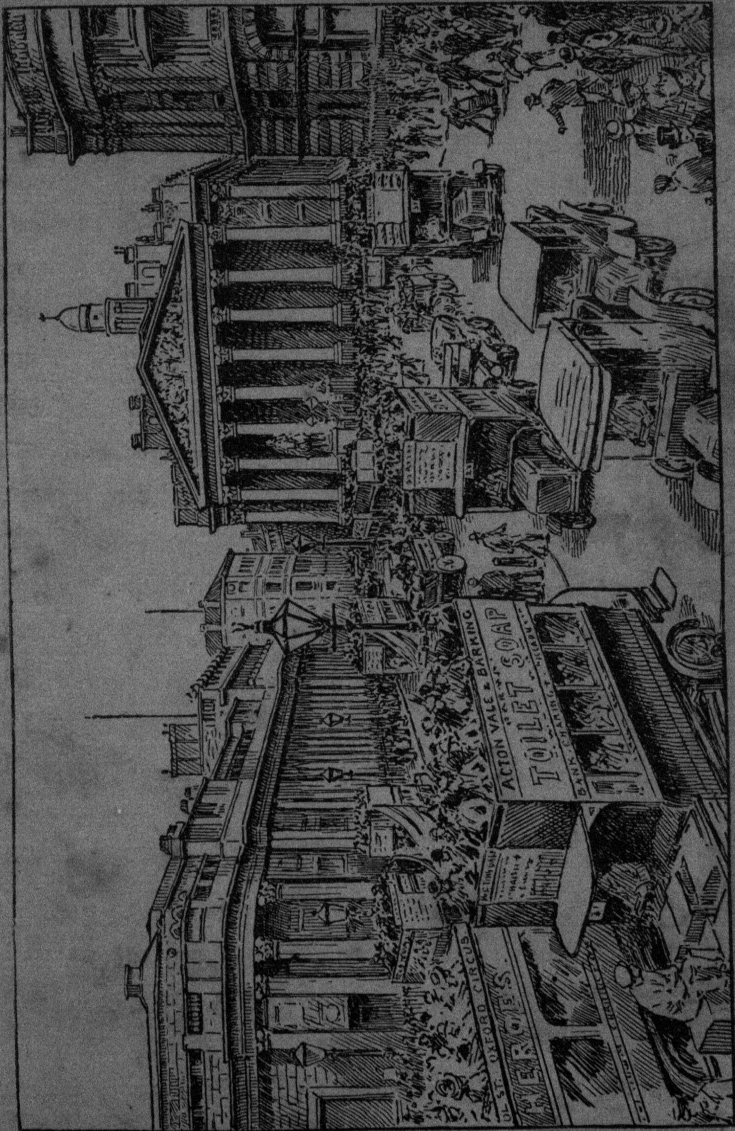
পাবে ; আমাদের তাহা সাজে না। সম্ভব নয়—উচিতও নয়। এ কথা মনে না রাখিয়া আমাদের অকারণ অনেক অসুবিধা হইতেছে।

কনসারভেটিব দলের বর্ত্তমান নেতা বনার ল (Bonar Law), (Lord Lansdowne) লর্ড ল্যান্সডাউন প্রভৃতি গণ্যমান্য লোক আসেন নাই, ওয়াল্টার লং সভাপতি এবং প্রসিদ্ধ নেতা স্যার এডওয়ার্ড কারসন্ এ সভার প্রধান বক্তা ছিলেন।

তুরী-ভেরী বাজাইয়া, আমাদের কংগ্রেসের নিয়মমত দল বাঁধিয়া, সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া, সভাস্থলে আনা হইল এবং ইংলণ্ডের প্রকাণ্ড নিশান "Union Jack", অতি সমারোহ সহকারে সভার মধ্যস্থলে উড়াইয়া দেওয়া হইল। ইংলণ্ড, আয়রলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলসের আইন ও বন্দোবস্তের একতার স্থায়ী চিহ্ন এই "Union Jack"। ইহা যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, আয়র্লণ্ড যাহাতে পৃথক্ না হইতে পারে, তাহার চেষ্টার চিহ্ন স্বরূপ এই "Union Jack"এর এখানে এত মর্য্যাদা, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক উত্তেজনা পূর্ণ গীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য রাজমঙ্গল কামনায় "God Save the King" গীতও হইল। আমাদের দেশেও আজকাল তাহা হয়। আয়রলণ্ডের ন্যায় আমরাও অনেক বিষয়ে পার্থক্যের প্রার্থী। সভাস্থলে বক্তৃতা বড় উচ্চ দরের হইল না, বক্তৃতা সব আমার ভাল লাগিল না। সাধারণ বক্তাদের অপেক্ষা বরং পাদরীদের বক্তৃতা উচ্চ অঙ্গের হইয়াছিল, বক্তাগণের প্রশংসা-চিহ্নস্বরূপ প্রচুর জয়ধ্বনিতে সেই বৃহৎ অট্টালিকা যেন কাঁপিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া মিটিং ও বক্তৃতা করার নিন্দা আমাদের নামে বহুদিন আছে ; কিন্তু আমাদিগকে পরাজয় করিয়া মিটিং

পার্লামেণ্ট গৃহ।

॥ টা হইতে রাত ১০ টার পরও যখন চলিল, তখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে হইল। আমায় অনুগ্রহ করিয়া, Arenaতে অর্থাৎ সভার মধ্যস্থলে বেশ ভাল জায়গারই টিকিট দিয়াছিল, সেই জন্য পলায়নটা অনেকের চক্ষে পড়িল। কিন্তু অনেকেই তখন পলাইতেছিল। রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল, অতএব আর অধিকক্ষণ থাকিতে ভরসা হইল না।

বক্তাদিগের মধ্যে Right Hon'ble Walter Long, M. P.—Chairman, Rev. Henry Montgomery, D. D., J. B. Powell,

হ্যাম্পটন কোর্ট, প্রাসাদ
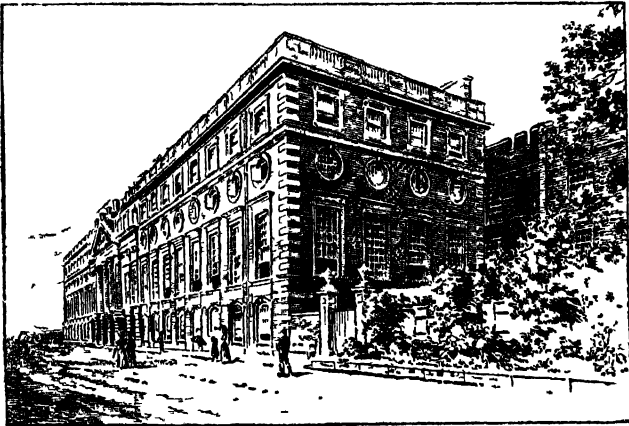
K. C.র বক্তৃতা মন্দ হয় নাই। Rev. W. L Watkinson, D. D., (Ex.-President of the Wesleyan Methodist Conference) পাদরীর মত কাহারও বক্তৃতা হইল না—রসাবতারণা ও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ-সূচক বক্তৃতা করিয়া বিশেষ বাহাদুরী করিলেন ও প্রভূত জয়ধ্বনি পাইলেন। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমি তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। তবে, তাঁহাদের জাতীয় সঙ্গীত-গানের সময় যখন শ্রোতৃবর্গ সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল, আমিও তাহা করিলাম। আমাদের

কোন কোন সভায় দেখিয়া পরিতপ্ত হইয়াছিলাম যে, " বন্দেমাতরং " গানের সময় যখন সকলে দাঁড়াইয়া উঠেন, হীন-প্রকৃতি কোন কোন ইংরাজ তাহা করে না। অতের দ্বৈধবশতঃ সভায় কোন জাতির জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন ভদ্রতা বিরোধী। ভাল ইংরেজমাত্রেই আমাদের ন্যায় সে সময় দাড়াইয়া উঠেন। আমি সভাস্থলে ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজরকে " বন্দেমাতরং " উচ্চারণ করিয়া বক্তৃতা শেষ করিতে শুনিয়াছি।

শনিবার, ১৫ই জুন। —আজও সমস্তদিন বাড়ীতে কাটাইলাম। বৈকালে চা খাইয়া সাউথ কেন্সিংটন ন্যাচারাল হিষ্টি মিউজিয়ম (South Kensington, Natural History Museum) দেখিতে গেলাম। বেড়ানও হইল—দুই ঘণ্টা মিউজিয়ম দেখা হইল। প্রকাণ্ড বাগান, সুরম্য তেতালা বাড়ী। ভিতরে হক্সলী (Huxley), ডারউইন (Darwin) প্রভৃতি জগন্মান্য বৈজ্ঞানিকদিগের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। জীবজন্তুর মৃতদেহ, অস্থি ও মূর্ত্তি নানাভাবে সাজান আছে, গাছপালা, পাথর, কাষ্ঠ, ধাতু, সব এক এক বিশাল ঘরে সাজান আছে। বিদ্যাশিক্ষার্থী অনেকে আসিয়া এখানে সময় যাপন করে। আরও দুই তিনটা মিউজিয়ম, বড় বড় কলেজ, য়ুনিভার্সিটি সব এই জায়গায়। বিস্তর লোক নিত্য দেখিতে আসে। তাহাদের সুবিধার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। জলযোগের জন্য হোটেল—মায় মুখ ধুইবার ঘর পর্য্যন্ত প্রস্তুত। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কাহাকেও এই সকল বিষয়ে অভাবের অনুরোধে দৌড়িয়া বাড়ী যাইতে হয় না। স্বচ্ছন্দে সমস্ত দিন দেখা-শুনা কর—পড়া-শুনা কর। বসিবার ও বিশ্রাম করিবার জায়গা আছে। ছাত্রদের পড়িবার ও কাজ করিবার আলাদা আলাদা ঘর আছে। জিনিসপত্র সাজাইবার বন্দোবস্তের তুলনায় আমাদের কলিকাতা মিউজিয়মের বন্দোবস্ত কিছুই নয়। আমি কলিকাতার মিউজিয়ম ট্রাষ্টী; ফ্রান্স কিংবা ইংলণ্ডের যে কোন মিউজিয়মে যাইতেছি, সেইখানেই লজ্জিত হইতে হইয়াছে। এমনভাবে এখানে সাজান যে, যে ব্যক্তি লেখা-পড়ার বড় চর্চ্চা করে না, সেও খানিক বেড়াইলে অনেক শিখিতে পারে।

বাড়ী আসিয়া মুখহাত ধুইয়া কুইন্‌স্‌-গেট্‌ গার্ডেন্‌সে (Queen's Gate Gardens) Sir Herbert Roberts (স্যার হারবার্ট রবার্টের) বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণে গেলাম। সভ্যভব্য হইয়া "সন্ধ্যার কাপড়" পরিয়া গিয়াছিলাম। বড় লোকের বাড়ী। তাঁহার শাশুড়ী বিবি কেন (Mrs. Caine) উপস্থিত ছিলেন। Lady Roberts এবং Miss Roberts বিশেষ আদর যত্ন করিলেন। খানাটা যত দূর সম্ভব হিঁদুয়ানী রকমের, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। কথাবার্ত্তা—আদর-অভ্যর্থনাও সেইরূপ। পুনরায় যাইবার জন্য জেদ করিলেন। তাঁহাদের ছেলেটির জ্বর, হাম, অসুখ তথাপি তাঁহারা আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিলেন, এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

লণ্ডন টাওয়ার, প্রাসাদ।

রবিবার, ১৬ই জুন, ১৯১২।

লণ্ডন আজ নিস্তব্ধ। রবিবারে পথে লোকের চলা-ফেরাও কম। আমোদ প্রমোদ, আহারের স্থান প্রায় সব বন্ধ। দোকান-পাটও প্রায় বন্ধ। অনেকের বাড়ীর রান্না বান্না রবিবারে হয় না। পান্তা খাইতে হয়; লণ্ডনে ইহা ব্রতনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নয়, বাধ্য হইয়া করিতে হয়। আমরা কথায় কথায় দেশে চাকর বামুনের উপর জুলুম করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করি; কিংবা মা-মাসী, খুড়ী জেঠাই, সে যন্ত্রণা স্থানবিশেষে ভোগ করেন। ইংলণ্ডে এ সকল বিষয়ে চাকর-চাকরাণী ও কুলী-মজুরই মনিব। ক্রমশঃ তাহাদের দৌরাত্ম্য বাড়িতেছে। কে চাকর —কে মনিব, তাহা সহসা বুঝিবার যো নাই। শ্রমজীবি-রক্ষার আইন ক্রমশঃ মনিবের বিরুদ্ধেই বলবান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ন্যায়ানুসারে দেখিলে, ব্যবস্থাটা একেবারে মন্দ নয়।

প্রায় সকল বাড়ীর এই নিয়ম যে চাকর-চাকরাণীরা আজ ছুটি পায়,

গির্জ্জায় যায়, বাড়ী যায়, বিশ্রাম করিতে পায়। কথায় কথায় ধর্ম্মঘট হয় বলিয়া, চাকর চাকরাণীর অনেক অত্যাচার সহিতে হয়। কাজেই বাধ্য হইয়া, রবিবার অধিকাংশ জায়গায় "পান্ত" খাইবার দিন। আমার

ইটন কালেজ ভবন।
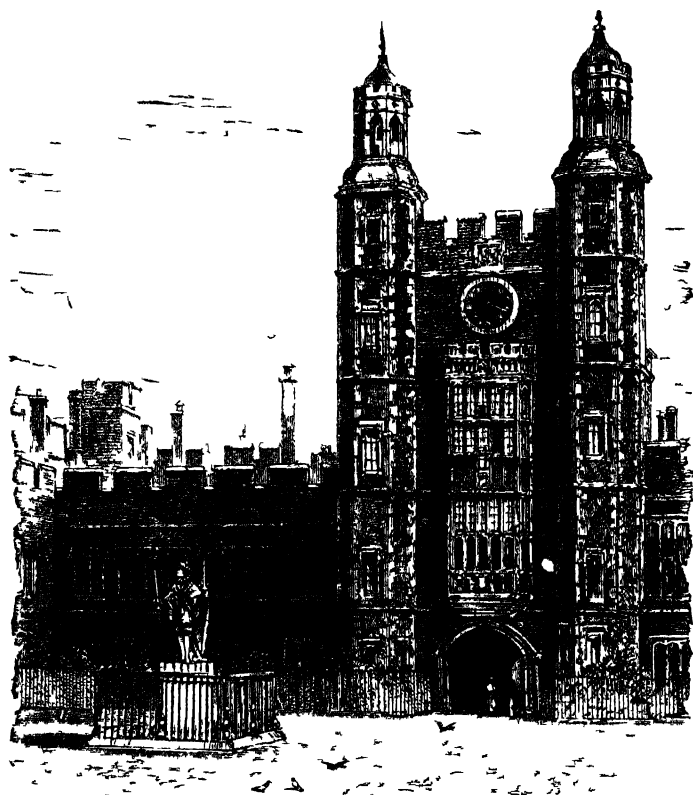
খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ হাঙ্গাম নাই, তাই রক্ষা। পচা কিংবা বাসা মাছমাংস খাওয়া আমার কর্ম্ম নয়। রুটী, ফল, ডিম, চা আমার পক্ষে যথেষ্ট—তাহাতেই চলিয়া যায়।

সমস্ত দিনই প্রায় বাড়ী রহিলাম। ভিন্ন ভিন্ন লোকের নামে যে সব পরিচয় পত্র পাইয়াছি, তাহা কতক কতক পাঠাইলাম; ক্রমশঃ দেখা শুনা করার সময় অতীত হইতেছে। বৈকালে বেলে করিয়া, রিচমণ্ড (Richmond) নামক প্রসিদ্ধ আমোদপ্রমোদ প্রধান উপনগরে বেড়াইতে গেলাম। খোলা অমনিবাস গাড়ীর ছাতের উপর হইতে নগর উপনগর-শোভা দেখিতে দেখিতে যাইব মনে করিয়াছিলাম। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, না এই রকম কোন মহাপুরুষের অন্যতম উক্তি এই যে, অমনিবাসের ছাদে বসিয়া, লণ্ডন সহর যেমন সুন্দর দেখা

লণ্ডনের টাওয়ার ব্রিজ
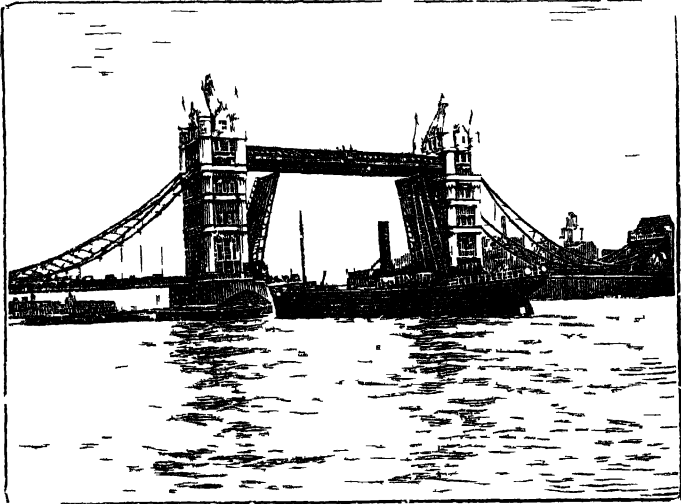
যায়, এমন অন্য কোন উপায়ে নয়। কিন্তু খোলা ছাদের উপর বসিবার উমেদার এত লোক, যে তাহাতে জায়গা পাইলাম না। ছুটির দিন এসব জায়গায় বিস্তর লোক যায়। পূর্ব্বে রিচমণ্ডের ন্যায় সব জায়গা বদমায়েসদের আড্ডা ছিল। এখন শাসন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার উত্তরে, গঙ্গার ধারে বাগানবাড়ী অঞ্চল সব যে রকম, রিচমণ্ড অনেকটা তাহাই। টেমস্ নদীর ধারে বাড়ী-বাগান বিস্তর আছে। রিচমণ্ড পার্ক বলিয়া সাধারণের বেড়াইবার সুন্দর বাগান

আছে। তাহার মধ্যে মধ্যে একটু ছোট পাহাড়ীর মত আছে। পাহাড়ীর গায়ে পর্ব্বতের অনুকরণে পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট প্রমোদ কুটীর—খেলিবার জায়গা—বসিবার জায়গা। গাছ ঘরও যথেষ্ট আছে। সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে দেখা যায় নদী পূর্ব্বগামী, নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার, তাহা ভুলিবার নয়। যেন আগাগোড়া সাজান বাগান। অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা, ছোট ছোট ষ্টীমার, মোটরবোট প্রভৃতিতে নদী পরিপূর্ণ। সামান্য ভাড়ায় বেড়াইতে পার। মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছোট ছোট দ্বীপ আছে। তাহাতেও

ইটন কলেজের উদ্যান পার্শ্বের চিত্র।

বেড়াইতে যাও। বিস্তর হোটেল আছে। ইচ্ছামত পান আহার কর। সকলেই নিজ নিজ অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুসারে আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে। এ সব জনতায় যেরূপ হইয়া থাকে, এখানেও তাই। সকল লোকের আমোদই যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহা নহে। নদী এখানে খুব সরু হইয়া গিয়াছে, একটা বড় খালের মত। দুই দিকেই তীরভূমি গাছপালা বাগানে ভরা। গ্রীষ্ম-

কালেই এ দেশের লোক গাছপালার পাতা সবুজ দেখিতে পায়। ৯।১০ মাস শীত ভুগিয়া, এখন একটু বাহিরেব আমোদ-আহ্লাদ করিতে পায়; তাই এত আমোদ, তাই Leafy Juneএব ইংলণ্ডে এত আদর-গৌবব।

বাড়ীতে দেখা শুনা করিতে এত লোকজন আসে যে, কাজেব সময় পাওয়া যায় না। দ্বিপ্রহবে কিংবা আহারের পব সামান্য বিশ্রাম কবিবাব অবসব এই দশদিনেব মধ্যে পাইলাম না; কিন্তু তাহাতে অসুখ কবে না। বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যার সময় একটু লেখাপড়া কবিলাম। প্রায় রাত্রি আটটা বাজিল—এখনও পূর্ণ দিবালোক। আলো না জ্বালিয়া লিখিতেছি। আলো জ্বালিতে এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। কাজেই "বাক্ষসী বেলাতে" আহাবাদি কবিতে হয়। "এক সূর্যো দুইবাব খাইব না" বলিলে, সময়ে সময়ে এখানে ষোল ঘণ্টা আহাব হইবে না।

আজ Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Grey's Inn, Chancery Lane, Lincoln's Inn Fields ইত্যাদি আইন-আদালত-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ স্থান সব দেখিয়া আসিলাম। Grey's Innই সর্ব্বপেক্ষা ছোট, Lincoln's Innই সর্ব্বাপেক্ষা বড় জায়গা দেখিলাম। তাহাব লাইব্রেবী, Dining Hall, Bencher's-Room ইত্যাদি স্থান অধ্যক্ষগণ যত্ন করিয়া দেখাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বাববানের দক্ষিণা। উপযুক্ত দক্ষিণা ব্যতীত বিলাতেব কোথাও পা বাড়াইবার যো নাই। ভদ্রলোকের বাড়ীতে দেখা-শোনা করিতে গিয়াও বেমালুম বক্সীস-প্রণালীর প্রয়োজন হয়, নতুবা ভদ্রতা ও সামাজিকতা রক্ষা হয় না। লাইব্রেবীতে বিস্তর লোক পড়াশুনা করিতেছে। Dining Hallএ বড় বড় Bencherদের ছবি আছে। দেওয়ালের গায়ে Law-givers of the World বলিয়া প্রকাণ্ড ছবি আঁকা। ছবির বাহাদুবী জাঁকজমক বড় দেখিলাম না। "মনু"কে কুলীবেশে, মহম্মদকে ফকীরবেশে সাজাইয়া, বিশেষ কি ফল হইয়াছে জানি না এবং মুসলমানেরা তাহাতে বিরক্ত হন না কেন, জানি না। হজরৎ মহম্মদের, অঙ্কিত বা প্রতিষ্ঠিত, মূর্ত্তি ত মহম্মদের ধর্ম্মবিরোধী বলিয়াই প্রচার। এখানে

তাহার ব্যত্যয় দেখিয়া ব্যথা লাগিল। স্থানগুলি সব নিস্তব্ধ, বিদ্যার চর্চার সমূহ উপযুক্ত। পুরাতন বাটী—পুরাতন উঠান, পুরাতন গাছ-পালা—রাস্তা—সব যেন প্রাচীনতার আবরণে আচ্ছাদিত। পুঁথি-পড়া-বিদ্যার সাহায্যে মনে মনে যেরূপ চিত্র করিয়া রাখিয়াছিলাম—বাস্তব চক্ষে অনেকটা সেইরূপই দেখিলাম, দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও গৌরব অনুভবও হইতে লাগিল।

ইহার পর Sommerset House প্রভৃতি বড় বড় পুরাতন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাটীও দেখিয়া আসিলাম, প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড উঠান, বিস্তর প্রস্তর মূর্ত্তি, পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন উইল ও সাধারণ দলিল রক্ষার সরকারী দপ্তর ভাবেই ইহার ব্যবহার হইতেছে। ভ্রমণকারীর "সাহায্য পুস্তকের" মত, স্বতন্ত্র বিস্তৃত বিবরণ লেখা নিষ্প্রয়োজন এবং অসম্ভব।

Gamageএর দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিতে গেলাম। এরূপ বড় বড় অথচ সস্তা দামের জিনিসের দোকান বিস্তর আছে। যথা,— Selfridge, Harrod, Whiteley ইত্যাদি। কলিকাতার Whiteaway Laidlaw রা ইহাদের অনুকরণেই কারবার খুলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যে জিনিস চাও, তাই পাওয়া যায়। ভাল জিনিস, দাম সস্তা; একাধারে সকল সমাবেশ, সব সুবিধা। সুশিক্ষিত সহকারিগণ খরিদদারের প্রয়োজনমত এক আনা মূল্যের জিনিস পছন্দ করাইবার জন্য যেমন যত্ন করিবে, হাজার টাকার জিনিস কিনিলেও তাই। যতক্ষণ না পছন্দ হয়, মনের মত পছন্দ করিবার জন্য, বিস্তর রকমের জিনিস দেখাইয়া এবং তাহা বেচিয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের দেশের লোকে দোকানদারী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। সব ফেলা-ছড়া, বেবন্দোবস্ত কাজ। আবার

সেণ্টপল গির্জ্জা।

সাহেবী ঢঙ্গে যে সব বাবুরা কাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা না সাহেব,

না বাঙ্গালী। কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, অথচ ব্যবসাদার। এখানকার দোকানদার ও তাহাদের সহকারিগণের মুখে সামান্য খরিদদারকেও "Sir" "মহাশয়" ছাড়া কথা নাই। বড় দোকানে যাইতে প্রথমতঃ যাহাদের ইতস্ততঃ বোধ হয়, তাহাদের অন্ততঃ ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, বড় দোকানের দাম বাস্তবিক অনেক ছোট দোকানের চেয়ে কম। কারণ যাহারা বড় আকারে ব্যবসায় কারবার করে, তাহারা এক একটি জিনিস একচেটিয়া করিয়া ফেলে, সস্তায় খরিদ করে, সস্তায় বিক্রয় করে। রকম রকম বিস্তর জিনিস বড় দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে পছন্দের সুবিধা হয়।

গ্রাম জুড়িয়া দোকান একতালা হইতে উপরের তালায় যাইবার জন্য Lift সর্ব্বদা প্রস্তুত। তার পর সওদা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে মুখহাত ধুইবার জায়গা। মায় সাবান তোয়ালে প্রস্তুত। তাহার দাম দিতে হয় না। তার পর চা, কেক, রুটি, মদ যাহা খায়, তাহার জন্য দোকান, নাপিতের দোকান, জুতা বুরুষের দোকান, সব সেই এক দোকানের মধ্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সামান্য খরচেই এ সকল সরবরাহ হয়। দোকানের ভিতরই ডাকঘর, তারঘর, টেলিফোঁ ঘর আছে। দোকানের মার্কাদেওয়া চিঠির কাগজ, খাম অজস্র ব্যবহার করিয়া পত্র লিখিতে পার। সেই মার্কা সাহায্যেই

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড।
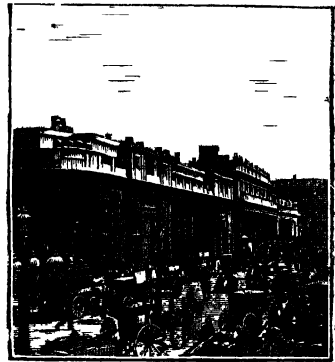
দোকানের বিজ্ঞাপন, তোমার ডাক খরচায়, দেশ বিদেশে যাইবে; ইহাতে দোকানদারের উপকার। চিঠি ডাকে দিতে চাও দাও, লোকের হাতে পাঠাইতে চাও ত সামান্য খরচায় লোক (Errand boy) দোকানের মধ্যেই প্রস্তুত। এ সকল বিভাগে লাভের চেষ্টা আদৌ নাই, বরং পড়্তি দামেই

এ সব বিভাগে জিনিস বিক্রয় হয়। কারণ সামান্য খরচায় পরিশ্রম অপনোদন করিয়া, খরিদদার আবার সওদা করিতে আরম্ভ করিবে। জল খাইবার, মুখ ধুইবার খাতিরে খরিদদার কেনা-বেচা বন্ধ করিয়া, দূর পল্লীতে আবাস স্থানে পলাইয়া না যায়, তাহার উপায়ের জন্য এই ব্যবস্থা। কেনা-বেচা করিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, জলযোগ করিয়া, পোষাক বুরুষ করিয়া, বাড়ী না গিয়াও থিয়েটার, গির্জ্জা, স্বর্গ, নরক, যেখানে ইচ্ছা যাও। কেনা জিনিস বাড়ীতে দোকানদার নিজে পৌঁছাইয়া দিবে। আমাদের ঘটিলও তাই। যখন দেখি, দোকানের ভিতরই মুখ-ধোয়া, চা খাওয়া, সব বন্দোবস্ত আছে, তখন আর সময় ও শান্তির উপর লক্ষ্য না করিয়া, কেনা-বেচা আরম্ভ হইল। তার পর তাহারা গাড়ী করিয়া জিনিস পৌছিয়া দিবে ও দাম লইয়া যাইবে। নিজের কোন ঝোঁক নাই। কেবল টাকাটি দাও। ইংরাজ ব্যবসা করিতে যথার্থ শিখিয়াছে। একটা ছোট ব্যাগ কিনিতে ছোট দোকানে গিয়া সেখানে অকৃতকার্য্য হইলাম। কিন্তু এখানে প্রয়োজনীয় কোন জিনিসের অভাব হইল না। যাহারা সামান্য পুঁজী অথচ নিজেরা ঝুঁকী লইয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে পারে না, এরূপ মধ্যবিত্ত অনেক লোকের টাকা লইয়া, বড় বড় যৌথ কারবার বিস্তর হইতেছে। লোকের পরস্পর বিশ্বাস ইহার মূল—কার্য্যকারিতা তার পর আসে। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনে বিঘ্ন হইবার প্রধান কারণ এই বিশ্বাসের অভাব।

ডাক আসিবার দুইদিন পরে না হইলে কুক্ এণ্ড সন্সের অনুগ্রহে পত্র পাওয়া যায় না। ইহা এক বিভ্রাট হইয়াছে। কিন্তু উপায় নাই। উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য নিবারণের সাধনা করিতে শিখিয়াছি। রাত্রে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভাগ্নে ও অন্যান্য ছাত্রগণ আসিয়াছিলেন -কথাবার্ত্তা অনেক হইল।

মঙ্গলবার, ১৮ই জুন।—National Liberal Club এখানকার প্রধান Liberal Club। এলেকজাণ্ডার উইলসন সাহেব সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। Charing Cross Station হইয়া সেখানে গেলাম।

প্রকাণ্ড বাড়ী, সুন্দর বন্দোবস্ত, চমৎকার লাইব্রেরী, বিস্তর ছবি, প্রস্তর মূর্ত্তি ঘরে ঘরে সুশোভিত। আরামের ও প্রয়োজনীয় সমুদয় প্রকরণযুক্ত পড়িবার, বসিবার, শুইবার, তামাক খাইবার, খেলাধূলা করিবার এবং আহারের বিস্তর ঘর। সুদবিদ ইণ্ডিয়া ক্লবের দবিদ্রতর সেক্রেটারীর এ সব ক্লব দেখিয়া শিখিবার অনেক জিনিস আছে। মেম্বরেরা ইচ্ছা করিলে বাস করিতে পারেন। ‘অনবারী’ মেম্বররূপে আমারও এইখানে থাকিবার কথা

ট্রাফালগার স্কোয়ার।

হইয়াছিল। কিন্তু বাধাধরার ও গোলমালের মধ্যে থাকা সুবিধা হয় না বলিয়া ডাক্তার রায়ের নিভৃতনিলয়ের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। উইলসন সাহেব বিস্তর আত্মীয়তা করিলেন, আমাদের দেশ ও তাহাদের দেশ সম্বন্ধে ও সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বিস্তর কথাবার্ত্তা হইল। আমাদের ও আমাদের দেশের উপর তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ। ভারতের সহিত সওদাগরী করিয়া তাহার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। দূর হইতে ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে, শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন, কারণ, ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসায়ে তিনি ঠকেন নাই। এই সকল ইংরাজের গুণেই তাহাদের মঙ্গল হইতেছে। তাহার স্ত্রীর সহিত দেখা শুনা এবং আলাপ করিবার জন্য ও আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। ক্লবের বাড়ী ঘর দ্বার চারিদিক দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। অনেক পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইল।

সেখান হইতে India Officeএ Sir Richmond Ritchieর সহিত পূর্ব্ববন্দোবস্তমত দেখা-শুনা করিতে গেলাম। ভারত, ইংলণ্ড, ছাত্রসমাজ, শিক্ষকসম্প্রদায় ও য়ুনিভার্সিটি সম্বন্ধে বিস্তর কথাবার্ত্তা হইল। ইহাদের

সহিত দেখা করিবার পাঁচ মিনিট সময়ও পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু আমাকে এক ঘণ্টার উপর রাখিলেন এবং পুনরায় দেখা করিবার জন্য বলিলেন। কথা অনেক হয় বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাণের কথা ও আসল কাজ কিছুই হইতে পায় না। পদে পদে যেন বহুদূরে রাখিয়া সব কথাবার্ত্তা। সবই বাজে কথা। রাজাধিরাজের ভারত ভ্রমণের স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ বিলাতে ভারতীয় ছাত্রাবাস সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে রিচি সাহেব বড় উৎসাহ দিলেন না। কারণ

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার অ্যাবি।

এখন গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে টাকা খরচে মত নয়। অতএব নিরাশ হইয়া আসিলাম, শুদ্ধ এক 'ক্রমওয়েল হাউস' সাজাইয়া বসিয়া থাকিলেই ইংলণ্ডবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগের মঙ্গল হইবে না। আমার প্রস্তাবিত বাটী স্থাপিত হইলে ভারতবাসী ও ইংরাজের মেলামেশার সুবিধা অনেক বাড়িত, আমার বিশেষ প্রস্তাব এই, যে সকল ইংরাজ সিভিল সার্ব্বিস কিম্বা অন্য সার্ব্বিস লইয়া ভারতবর্ষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহারা অন্ততঃ কিছুদিন এই ছাত্রাবাসে ভারতবাসীর সহিত একত্র বাস করিবেন। তাহাতে উভয়ের লাভ এবং উভয়ে উভয়কে সম্মান করিতে শিখিবেন। আজকাল গৃহস্থ বাড়ীতে ভারতবাসি ছাত্রাবাস প্রায় এক রকম বন্ধই হইয়াছে। কাজেই ভাল ইংরাজদিগের সহিত মেলামেশার সুবিধা ভারতবাসী ছাত্র পায় না। ছাত্রাবাসে যদি মিলনের একরূপ সুবিধা হয় ও ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্রের জন্য উভয় শ্রেণীর ছাত্র যদি একত্র প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে পরস্পরে জানা-শুনা, বোঝাপড়া ও মেশামিশি ভাল হয়। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও উৎসাহের এ বিষয়ে অভাব; অতএব বাহিরের

লোকের সাহায্যের অভাবও নিশ্চয় হইবে। "কাজ হওয়া" যাহাকে বলে, বিলাতে আসিয়া তাহার কোন পক্ষেই কিছু হইল না। ডাক্তার পি. কে. রায় ভারতীয় ছাত্রদিগের সহকারী অধ্যক্ষরূপে কিছু দিন এখানে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারও এ বিষয়ে আমার সহিত এক মত।

বাড়ী আসিয়া মুখহাত ধুইয়া পুনর্বার বাহির হইলাম। লণ্ডনের প্রধান হোটেল Hotel Cecil, সেখানে Calcutta Dinnerএ কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব এটর্ণী Farr সাহেব নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে যে সব সাহেব কাজকর্ম্ম উপলক্ষে কখন না কখন ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রতি বৎসর লণ্ডনে এক ভোজের আয়োজন করেন। অনেক পুরাতন লোকের সহিত দেখা-শুনা, কথাবার্ত্তা হয়। লণ্ডন প্রকাণ্ড সহর, সমগ্র বিলাত আরও বড়। সর্ব্বদা দেখা শুনা খবরাখবর সম্ভব নয়। অতএব, এই রকম আয়োজন না করিলে দেখা হয় না। প্রথাটা ভাল এবং আমার পক্ষে আপাততঃ বিশেষ উপকারজনক হইল। কত পুরাতন লোকের যে দেখা পাইলাম, তাহার সংখ্যা নাই। ঠিক যেন কলিকাতাতেই Calcutta Clubএ গিয়াছি, মনে হইল। তবে বাঙ্গালীর মধ্যে আমি একা। বাঙ্গালী কেন—সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে আমিই একা উপস্থিত। এসব দলের মধ্যে বাঙ্গালী কি ভারতবাসীর আদর বরাবরই বড় কম। যদিও ভারতবাসী অনেক প্রধান প্রধান লোক বিলাতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের এ সব জায়গায় বড় নিমন্ত্রণ হয় না। আমার উপর বিশেষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বিশেষের পুরাতন ভারত বিদ্বেষ পরিচয় পাইয়া. একত্রে ভোজের সুখ যেন কমিয়া গেল; দুই তিনজন মহাপ্রভুর সহিত আমার বিশেষ বচসা হইল। তাঁহারাও অতিথি, অতএব তাঁহাদের কথা ধরিবার মধ্যে নয়। বিশেষতঃ তর্কে পরাস্ত হইয়া, তাঁহারা ভাল ইংরাজদিগের নিকট যথেষ্ট অপ্রস্তুত হইলেন। এরূপ নগণ্য জঘন্য লোকদিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া উচিত; উপস্থিত সকলেই যথেষ্ট সম্মান ও আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

Hotel Cecilএর আহার ও অন্যান্য ব্যবস্থার বিষয় বিশেষ পরিচয়

দিতে হইবে না। Ritz, Carlton ও Hotel Cecil লণ্ডনের প্রধান এবং 'ফ্যাশনেবল্ হোটেল'। একবার এসব স্থানে আহার করা হইয়াছে, এগল্প করিতে পাইলে, সাধারণ মধ্যবিত্ত ইংরাজ নিজেকে ধন্য মনে করে। সকল জিনিসই 'বাজার হালে' ব্যবস্থা। রাজাধিরাজের অতিথিগণকেও অনেক সময় রাজবাটীতে ভোজ না দিয়া, এই সব জায়গায় বড় বড় ভোজ দেওয়া হয়।

আহারের পর Flash-light এ Photograph উঠিল। বাড়ী আসিতে রাত্রি ১২টা বাজিল। দিনের অপেক্ষা রাত্রিতে লণ্ডনে লোকজন, গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় বড় বেশী হয়। কোন মতে পথ পাওয়া যায় না। পুরাতন ছোট-লাট Sir Stewart Bailey, পুরাতন জজ Sir Earnest Trevelyan, Sir John Stanley, পুরাতন সওদাগর Sir Montagu Turner; Sir George Sutherland, Sir Allen Arthur, Sir William Duing, Thomas Jones, Sparkes, Robinson, Longmuir, Morgan, Stapleton, Fink, Sir John Lambert, Bradshaw, প্রভৃতি কত পরিচিত লোকের সঙ্গে যে দেখা হইল, তার ঠিক নাই। একসঙ্গে এত কলিকাতার পরিচিত লোকের সঙ্গে এখানে দেখা হইবে, মনে হয় নাই, সকলেই বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিলেন। অনেক অপরিচিত লোকে আসিয়াও আলাপ করিতে লাগিলেন। "হংসো মধ্যে বকো যথা" বলিয়া আদর আপ্যায়ন বেশী হইল।

অত্যাচার কিছু বেশী চলিয়াছে। দেহ কতদিন বহিবে, জানি না। বিলাতে রাত্রিতে পথের বিপদের একটু পরিচয় পাইলাম। সোজা রাস্তায় রেল ধরিব বলিয়া, হোটেলের খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া, খানিক গলিপথে আসিয়া, বড় রাস্তায় পড়িব, মনে করিয়াছিলাম। ফুল-বেচিবার অছিলায় একজন বদমায়েস পয়সা ভিক্ষা করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। ষণ্ডামার্ক দেখিয়া ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করাতে লোকটা উগ্রমূর্ত্তি হইয়া, রীতিমত Sturdy Beggar (ভিখারী ডাকাতের) রূপ ধারণ করিয়া, আক্রমণ করিবার উদ্যোগ

করিতেছে, এমন সময় আর একজন ভদ্রলোক আসিয়া পড়াতে রণে ভঙ্গ দিল। অজানা পথে লণ্ডনে রাত্রিকালে এই জন্য একলা চলিতে সকলে নিষেধ করে। একদিকে যেমন পুলিসের কড়াকড়, অন্যদিকে যেখানে পুলিসের দৃষ্টি নাই, সেখানে বদমায়েসের তেমনই প্রাদুর্ভাব।

বুধবার, ১৯শে জুন।—শরীরের ভার ও গ্লানি জন্য স্নান ত বন্ধ রাখিয়াছি, বাহিরে খাওয়া-দাওয়া প্রায় চলিয়াছে বলিয়া, বাড়ীর খাওয়া দাওয়া খুব কম রাখিয়াছি। গৃহকর্ত্রী মাঝে মাঝে বলেন যে, এত অল্প আহারে বিলাতের পরিশ্রম চলিবে না। দেশেও এইকথা দিবারাত্রি শুনিতাম। অবৈতনিক-চাকরী সমস্ত দিন চলিয়াছে। যদিও অমনিবস্, মোটরবস, টিউব আণ্ডার গ্রাউণ্ড এবং সময়ে সময়ে হ্যান্সম্, কিংবা ট্যাক্সি ক্যাব্, অথবা ট্যাক্সি-মোটর ছাড়া যাতায়াত করি না, তথাপি এক ষ্টেশন হইতে গন্তব্যস্থানে যাইতে যাইতে যথেষ্ট পথ অতিবাহিত হয়। এইরূপ সমস্তদিনে দশটি বাই কুড়াইয়া একটি প্রকাণ্ড বেগ হয়!—ষ্টেশনের ভিতরই গাড়ীতে পৌঁছিবার জন্য যে হাঁটিতে হয়, তাহাও নিতান্ত কম নয়। এখানে এত হাঁটা হইতেছে; দেশে তাহা কখনও হয় নাই।

প্রথমেই London University Buildingএ Dr. Hillএর কাছে গিয়া, কলিকাতার য়ুনিভার্সিটির ছাব ও ক্যালেণ্ডার যাহা আনিয়াছি, তাহা দিলাম। কংগ্রেসের জন্য পরিশ্রম করিয়া, এত সংগ্রহ ও লেখা যাহা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের ছাপাইবার বন্দোবস্ত নাই বলিয়া, কাজে লাগিল না! ডাক্তার হিল, ডাক্তার রায়কে বলিলেন যে, কংগ্রেস উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন য়ুনিভার্সিটি হইতে সম্মানসূচক ডিগ্রী অতি অল্পলোককেই দেওয়া স্থির হইয়াছে। অতএব, ডর্হাম য়ুনিভার্সিটি তাঁহাকে যে ডিগ্রী দিতেছে, তাহা বিশেষ সম্মানের চিহ্ন।—এ কথা নিশ্চয়। অতি অল্পসংখ্যক লোক যে সম্মান পায়, তাহার মূল্য অধিক। ডাক্তার রায় এরূপ বিশেষ-সম্মানে সম্মানিত হওয়াতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে—সমস্ত বাঙ্গালা দেশের সম্মান করা হইয়াছে। তাঁহাকে সম্মানসূচক যে ডিগ্রী প্রদত্ত হইবে, সে সভায় উপস্থিত

হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার এবং সম্মানের অংশীদার হইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষদিগের যে বন্দোবস্ত, তাহাতে আমার ডর্হামে যাওয়া ঘটে না। স্বদেশী একজন বিশেষ বন্ধু বিশেষ-সম্মান পাইবেন, সেখানে আমার উপস্থিত থাকা বিশেষ সুখের বিষয়। আমি অন্য কাজ ছাড়িয়া ডর্হামে যাইতে প্রস্তুত এ কথা হিল সাহেবকে জানাইয়াছিলাম; এবং কার্য্য-প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্তনের উমেদারীর জন্য ডাক্তার রায়ের সহিত ডাক্তার হিলের নিকট গিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাদের বন্দোবস্তে তাহা কুলাইল না বলিযাই হউক কিংবা অন্ততঃ একজন বাঙ্গালী ডবলিনে যাওয়া উচিত বিবেচনা করিয়াই হউক. ডাক্তার হিলের ইচ্ছা যে আমি ডহাম না যাইয়া, এবার্ডিন ও সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ হইয়া ডবলিনে যাই। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন কাজেই আমায় তাহাতেই মত করিতে হইল।

অমনিবসে চড়িয়া হাইড পার্ক, সেণ্টজেমস, রিজেণ্ট ষ্ট্রীট, বণ্ড ষ্ট্রীট হইয়া, হ্যানোভার স্কোয়ারে 'ওরিয়েণ্ট্যাল ক্লাবে' পুরাতন জজ স্যার আর্নষ্ট ট্রেবেলিয়নের সহিত দেখা করিতে গেলাম। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকের আড্ডা বা বৈঠকখানা যাহা বল, "ক্লাব" নামে খ্যাত। ইণ্ডিয়া ক্লাবের সেক্রেটারী হইয়া যা ভুগিতে হইয়াছে, এসব দেশে তা হয় না। এক একটা ক্লাব যেন রাজবাড়ী। সকল আরাম, সুবিধা ও ঐশ্বর্য্যের স্থান। সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে যথেষ্ট পাপ-প্রাবল্যও এই সব ক্লাবের সাহায্যে হয়। অধিকাংশ লোকে সাধারণতঃ ছোট ছোট বাড়ীতে কিংবা বাসায় থাকে। বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা-শুনা, খাওয়ান-দাওয়ান, নিজেদের মধ্যাহ্ন-ভোজন, জলযোগ, সময়ে সময়ে শয়ন, পাঠ, কাজ, সবই ক্লাবে হয়। ট্রেবেলিয়ন সাহেবের সহিত পুরাতন কথা অনেক হইল। বাবা, ছোট কাকা, সুরেশ, সকলকেই তিনি জানেন। কাজেই কথা ফুরায় না। আর আমরা, তাঁহাকে জজ ও ব্যারিষ্টাররূপে, অনেক দিন দেখিয়াছি। তিনি এখন অক্সফোর্ডের আইন-অধ্যাপক। যে সব কথা হইল, সব লিখিতে হইলে স্থান কুলায় না—তাহাতে ফলও

নাই, হয় ত উচিতও নয়। কিন্তু বরাবরই সর্ব্বত্র দেখিতেছি, আসল কথা—কাজের কথায় কাহাকেও পাইবার যো নাই। বাজে কথাতেই সব পূর্ণ। ট্রেবেলিয়ন সাহেব ব্যারিষ্টারী পড়ার একজন অধ্যাপক—অক্স-ফোর্ডেরও আইন-অধ্যাপক। জজিয়তির পেন্‌সন লইয়া বৃদ্ধবয়সে যুবকের ন্যায় কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। এটর্নি স্পার্কস সাহেবের সহিতও দেখা হইল।

তারপর Lincoln's Inn, Old Squareএ প্রাচীন অধ্যাপক ও প্রসিদ্ধ আইনগ্রন্থ-প্রণেতা অজারস (Blake Odgers যাহার 'Libel' অর্থাৎ 'মানহানি সম্বন্ধে' বিখ্যাত পুস্তক আছে,) এবং Sir Frederick Pollock (পলক্, যাঁহার চুক্তি আইন 'Contract' ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে) প্রভৃতির সহিত বন্দোবস্ত মত দেখা করিতে গেলাম। যত্ন যথেষ্ট করিলেন, কিন্তু আসল কথায় কেহই রাজী নয়। সামান্য সামান্য ঘর লইয়া, একজন কেরাণী লইয়া, তাঁহাদের আপিস; অথচ

ট্রেটার গেট, লণ্ডন টাওয়ার।
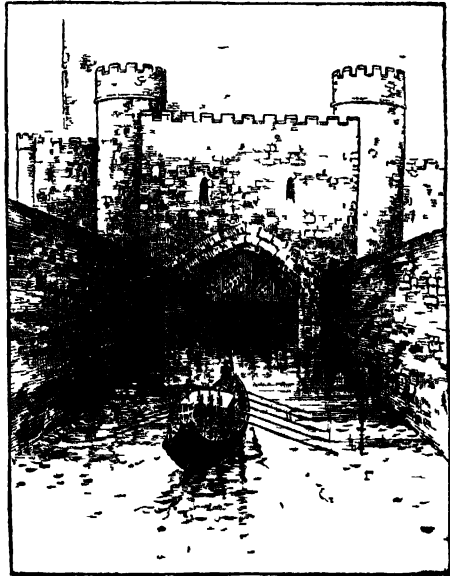
বিশ্ববিখ্যাত প্রতিপত্তি। আড়ম্বর-ঐশ্বর্য্যেই যে খ্যাতিপ্রতিপত্তি হয়, তাহা নয়, একথা এই সকল মহাপুরুষকে দেখিলে বুঝা যায়। ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের পক্ষে যে সকল সুবিধার প্রস্তাব ও চেষ্টা করিতেছি, তাহা সফল হইতেছে না; ইহা আমাদের সনাতন দুর্ভাগ্য। এখন আমাদের সময় ও পড়্‌তা মন্দ পড়িয়াছে; আর হইবেও এইরূপ। তা বলিয়া এই সকল মহাপুরুষকে

দর্শন না করিয়া গেলে, বিলাত-আসা বৃথা হইবে বলিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিতেছি। পলক সাহেব ভারতবর্ষে Tagore Law Lecturer হইয়া গিয়াছিলেন। ভারত তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অপরিচিত স্থান নয়। নানা গভীর তত্ত্বের তর্ক আলোচনার মধ্যে তাড়াতাড়ি আমায় টানিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহার ঘরের দেওয়ালের ঘুলঘুলিতে পাখী বাসা করিয়াছে, তাহা সযত্নে দেখাইলেন। পক্ষিমাতার অনুপস্থিতিতে কত যত্নের সহিত তিনি ও তাঁহার কেরাণী, শাবকের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাহাও বলিলেন এবং অন্যতম শাবকের অকাল-মৃত্যুতে যথেষ্ট শোকপ্রকাশ করিলেন। ব্যবহারজীবের উপযুক্ত কাঠিন্যের সহিত পক্ষিমাতার কঠোর হৃদয়কে ধিক্কার দিলেন। অদ্ভুত মিশ্রণ!!!

তারপর 'রয়াল সোসাইটিজ্ ক্লাবে' মুখহাত ধুইয়া, বিশ্রাম করিয়া 'রিফর্ম ক্লাবে' আমার আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাহেব শরীর রাখিয়াছেন ভাল, বড় চাকরী, বড় পদ, বড় বাস্ত- ইহার পরিচয় হাতে হাতে। অধুনা-প্রসিদ্ধ ময়মনসিংহ ক্লাক-কেসের ইঁনি একজন জজ ছিলেন। এসব কথা সাদা-মাটা ধরণের হইল। অন্য সব কথাও তাই। পুনরায় দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমার সময়াভাব।

সন্ধ্যার আহারাদির পর Hampstead Heathএ Pearson সাহেবের পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ জন্য তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। দীর্ঘপথ, বার বার রেল বদল করিতে হয়। Liftএর সাহায্যে প্রায় ২০০ ফুট নীচে রেলপথে যাইতে হয়, কারণ জায়গাটা লণ্ডন অপেক্ষা অনেক উচ্চ—খুব খোলা পরিষ্কার জায়গা। লণ্ডনের স্বাস্থ্যকর উপনগর-নিবাসের মধ্যে ইহা সর্ব্বোত্তম বলিয়া খ্যাত; অল্পসংখ্যক লোকেরই নিমন্ত্রণ,—কফী, আইসক্রীম ইত্যাদির আয়োজন। একজন বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালী, মিষ্টার রায় বাঙ্গালা সাহিত্যসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রঠাকুরের প্রশংসাবাদ যথেষ্ট করিলেন। রবীন্দ্রবাবুও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত বিলাতী বড় বড় লোকের সাক্ষাৎকারের জন্য এবং তাঁহার কোন কোন রচনার ইংরাজী অনুবাদ সাহায্যে, য়ুরোপের লোকের সহিত

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় জন্য এইরূপ সভার আয়োজন হইতেছে। রবিবাবুর বন্ধু রোডেনষ্টাইন ও কবি ইয়েটস সাহেব এইরূপ অনেক ছোট বড় সভা ও বৈঠকের আয়োজন করিতেছেন। রবিবাবু, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বিলাত আসিয়াছেন। শরীর ভাল নয় বলিয়া বেড়াইতে আসিয়াছেন। আমেরিকা যাইবার অভিপ্রায় আছে। বিলাতবাসী যাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য অনুরাগী হয় এবং বাঙ্গালার সাহিত্যের ভিতর দিয় বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর হৃদয়ের ও আশার যথার্থ পরিচয় পায়, তাহার জন্য রবিবাবুর আন্তরিক চেষ্টা। তিনি স্থানে স্থানে বিলাতবাসী বন্ধুদিগের বৈঠকখানায় এ সব আলোচনা করিতেছেন এবং তাহার কবিতা ও সঙ্গীতের অনুবাদ হইতেছে। বিলাতবাসী তাহা শুনিয়া প্রীত হইতেছে। তিনি হ্যাম্পষ্টেড হিদে আছেন। রবিবাবু সভাস্থলে স্বরচিত একটি বাঙ্গালা গান গাহিয়া, সকলকে মুগ্ধ করিলেন।

রোডেষ্টাইন নামক বিখ্যাত চিত্রকর ও কবি, কলিকাতায় গিয়া রবিবাবুর অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি রবিবাবুর কবিতা বিলাতী মহলে বোঝাইবার ও সম্মানিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ করিতেছেন। কালে সে উদ্যোগে বিলাতে রবিবাবুর কবিতা বিশেষ সুপ্রচারের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয়। বিলাতে ভারতীয় নাটক অভিনয়ের অনুষ্ঠানেও লোকের উৎসাহ দেখা যাইতেছে। বিলাত-প্রবাসিনী বাঙ্গালী রমণীদিগের উদ্যোগে লণ্ডন ও কেম্ব্রিজে ইংরাজী ভাষায় শকুন্তলার অভিনয় হইতেছে। ইংরাজ তাহাতে মোহিত হইতেছে। ইহা সুলক্ষণ। ভারত-সাহিত্যের চর্চ্চা ও আদর পূর্ব্বে বিলাতে যত হইত, ম্যাক্সমুলারের মৃত্যুর পর তাহা কমিয়া গিয়াছে। রবিবাবুর প্রতিভায় যদি বিলাতে এরূপ আদর আবার হয়, দেশের তাহাতে বিশেষ মঙ্গল।

বৃহস্পতিবার, ২০শে জুন।—সকালে স্নানাহার করিয়া ট্যাক্সিক্যাবে করিয়া 'ইণ্ডিয়া আপিসে' গেলাম। কিছু বিলম্ব হওয়াতে রেলে না গিয়া ট্যাক্সিক্যাব লইতে হইল। Mr. Montagu, এখন Under Secretary of State

of India; তাঁহার সহিত দেখা করিবার বন্দোবস্ত ছিল। দেখা করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট; দুই এক মিনিট আগু-পাছু হইলে বড় অন্যায়। তাড়াতাড়িতে একটা শিলিংএর পরিবর্ত্তে গাড়োয়ানকে একটা হাফ্-সভারেন, দিয়া বসিলাম। দুইটাই দেখিতে প্রায় এক রকম। তবে একটা সোণার, আর একটা রূপার। সময়ে সময়ে এমনি লোকসান ঘটিতেছে, যাহা-যাহা যেমন ঘটিতেছে তেমনি লিখিয়া যাইতেছি, ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের উপকারের জন্য। সময়ের মূল্য বুঝিয়া যথা সময়ে সকল কাজ করিলে, রেলের বদলে ট্যাক্সী লইতে হয় না, এবং শিলিংএর বদলে সভারেন দিতে হয় না।

Mr. Montaguর পর তারপর তিনটার সময় India Officeএই আমাদের য়ুনিভার্সিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার—Sir Thomas Raleighর সহিত দেখা হইবার কথা ছিল। তারপর ফিরিয়া আসিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, তাঁহার সহিতও এই সময় দেখা হইলেই ভাল হয়। তিনিও অনুগ্রহ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেখা করিলেন। দুইজনের সঙ্গে দেখা করায় প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। নানা বিষয়ে বিস্তর কথা হইল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যতকথা হইবার প্রয়োজন, সব হইয়া গেল, শিক্ষা-বিভাগ ও য়ুনিভার্সিটি সম্বন্ধেই অধিক। কিন্তু কাজের আসল কথা পাড়িয়া যেই চাপাচাপি হয় অমনি কথা চাপা দিয়া, অন্য কথা আনিয়া ফেলা, সনাতন নিয়ম। কয়দিন ভূতগত পরিশ্রম করিয়া, নানা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝিলাম যে আমাদের দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্রান্ত আসল কথা কিছুই হইবে না। কেবল বাজে কথা, Inter-change of views, Clearing of ground ইত্যাদি লম্বা চৌড়া কথাতেই এ সকল Interview শেষ হয়। কোন্ বিষয়ে কি কি কথা হইল, তাহা প্রকাশ করিবার আমার অধিকার নাই; সেই জন্য সে সকল বিষয়ের অবতারণা করিলাম না।

Frederick Grubb সাহেব বিশেষ করিয়া আমার ছবি চাহিয়া

পাঠাইয়াছিলেন। ছবি সঙ্গে নাই। তাই ছবিওয়ালার কারখানায় গিয়া তোলাইতে হইল। 'Abkari' পত্রে ছবি পত্রস্থ হইবে বলিয়া Grubb সাহেবের অনুরোধ।

বাড়ী আসিয়া, কাল Aberdeen যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ও দেশের ডাক লিখিতে সময় অনেক গেল। কাল দশটার গাড়ীতেই যাওয়া, কাজেই সময় পাওয়া যাইবে না। অনেক জায়গা হইতে কিছু কিছু বলিবার নিমন্ত্রণও আসিয়াছে। চিঠি লিখিতে, উত্তর দিতে ও দেখা করিতে ১৫ দিন সময় গেল। এইবার কাজের পালা।

শুক্রবার, ২১শে জুন।—এত পথ আসিয়াছি; তাহা তত দীর্ঘ মনে হয় নাই। আজ কিন্তু কেন জানি না, শ্রান্তিতে—বুঝি বা কতকটা শান্তিতেও—আবার ছয় শত মাইল দূরবর্ত্তী স্কটল্যাণ্ডের সেই শীতপ্রধান এবার্ডিন সহরে যাইতে মন সরিতেছে না। বারবার মনে হইতেছে যে, কর্ত্তৃপক্ষগণকে লিখিয়া দিই, এবার্ডিন যাওয়া হইল না। তাহার পরিবর্ত্তে, জোন্‌স সাহেবের সহিত শনিবার ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসে হ্যাণ্ডেল ফেষ্টিভ্যাল দেখিতে যাইয়া, ৪০০০ লোকের, সমস্বরে স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণে পরিতৃপ্ত হই।

কিন্তু ডাক্তার রায়ের সহিত ডারহাম যাওয়া যখন হইলই না, ও এবার্ডিনের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করাই হইয়াছে, সেখানে না যাইয়া পরিত্রাণ নাই। আমি ডারহামে ডাক্তার রায়ের সম্মান জন্য সভায় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা বারংবার প্রকাশ করাতেও কংগ্রেস সেক্রেটারী আমাকে এবার্ডিন যাইবার বারংবার পীড়াপীড়ি করিতেছেন; অগত্যা রওয়ানা হইলাম। ভগবান যাহা করেন ও করান, তাহা মঙ্গলেরই জন্য। ট্রেণে আসিতে আসিতে এক উচ্চপদস্থ সাহেবকে এই মন্ত্র-গ্রহণ করাইতে পারিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম, এবং এবার্ডিনে পৌঁছিবার পাঁচ মিনিট পরেই আমার পক্ষেও এই মহা-মন্ত্রের সার্থকতার প্রমাণ হইল। কিন্তু সেকথা পরে বলিব।

দুই পথে এবার্ডিন আসা যায়। ইংলণ্ডের পূর্ব্বদিক হইয়া, ইয়র্ক হল প্রভৃতি প্রধান স্থান দেখিয়া, 'মিডল্যাণ্ড রেলওয়ে' পথে, অথবা রাগবি,

ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতির মধ্য দিয়া 'গ্রেট্ নর্দার্ণ্ রেলওয়ে'-যোগে, এই দুই পথেই আসা যায়। আমার ইচ্ছা ছিল, পূর্ব্বের পথে আসিয়া পশ্চিমের পথে ফিরিব। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা হইয়া উঠিল না। পশ্চিমের পথে আসিয়া দেখিলাম যে, পূর্ব্বের পথে আসিলেও বিশেষ কিছু দেখিতে পাইতাম না। ট্রেণ অতি দ্রুত চলে। প্রধান প্রধান স্থানের গির্জ্জাবাড়ী, রাস্তা-ঘাট দূর হইতে একই রকম দেখায়। ষ্টেশনও সকল স্থানেই একরূপ। তবে কোনটা ছোট, কোনটা বড়, এই মাত্র প্রভেদ। অতএব পূর্ব্বের পথে না আসাতে বিশেষ ক্ষতি কিছু হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষত, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থান দেখিতে গেলে, পূর্ব্বের পথে কতকটা পুনরায় যাইতেই হইবে। ডোভর হইতে লণ্ডন আসিবার সময় ট্রেণে ফার্ষ্ট-ক্লাসে আসিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, খুব বড়মানুষ কিংবা মহা অভিমানী লোক ছাড়া, কেহই ফার্ষ্ট ক্লাসে অকারণ পয়সা দেয় না। সকল ট্রেণেই ফার্ষ্ট ক্লাস প্রায় একবারেই খালি। সকল ভদ্রলোকেই থার্ড ক্লাসে চড়েন। প্রবাদ এই যে, মহামতি গ্লাডষ্টোন বলিতেন—যে ফোর্থ-ক্লাস নাই বলিয়া, তিনি থার্ড ক্লাসে চড়েন। মধ্যবিত্ত ইংরাজ ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা থার্ড-ক্লাসে চড়িতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না, এবং তাহাতে তাহাদের মানহানিও হয় না। কিন্তু থার্ড-ক্লাস গাড়ীর বন্দোবস্ত ও ভাড়া প্রায় আমাদের দেশের সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ীরই মত; কেবল ভিড় বেশী। তবে কালা মূর্ত্তি দেখিয়াই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, বড় কেহ আমাদের গাড়ীতে আসিল না।

সাধারণতঃ পথের দৃশ্য ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানেরই অনুরূপ। সুন্দর সাজান বাগানের মত কৃষি ক্ষেত্র, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট পাহাড়, উঁচু নীচু জমী, সব যেন সবুজ কার্পেট মোড়া। বেড়া দেওয়া খোলা জমিতে গরু, ঘোড়া, ভেড়া চরিতেছে—একটু জায়গা কোথাও ফাঁক নাই। একটা না একটা চাষবাস, কল-কারখানা, বাড়ী—যেখানে যেমন সাজে, তেমনি সাজাইয়া রাখিয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের কাছাকাছি স্থানের দৃশ্য কতকটা দক্ষিণ-ফ্রান্সের মত। তারপর, ইংলণ্ড ছাড়িয়া যত স্কটল্যাণ্ডের দিকে আসিতে লাগিলাম, তত দৃশ্য

আরও মনোরম হইতে লাগিল। ক্লাইডের মত জগদ্বিখ্যাত নদী, উৎপত্তি-স্থানের নিকট অতি ক্ষীণকায়া দেখিলাম, গ্লাসগো পৌছিয়া নদীর মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শত্রুদমন ক্ষম মহা পরাক্রান্ত যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতি গ্লাসগোর নীচে ক্লাইড নদীর ধারেই তৈয়ার হইয়া থাকে।

সমস্ত দিন মেঘ করিয়া অন্ধকার হইয়াছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইতেছিল। সে জন্য বেশ শীত ছিল। তবে অসহ্য নহে। পার্থ, ষ্টার্লিং কার্লাইল প্রভৃতি সহরে গাড়ী দাড়াইয়া ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ষ্টেশন হইতে সকল সহর একই রকম দেখায়। সর্ব্বত্র বড় বড় বাড়ী, কারখানা—রাস্তার তেমনই ভিড়। এক জায়গার কথা বলিলেই, অপর জায়গার এসকল বিষয়সম্বন্ধে পূর্ণ বর্ণনা হইয়া যায়। তবে বিশেষ করিয়া দেখিলে, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দেখিবার যথেষ্ট আছে।

পাহাড়ের নীচে ও গায়ে 'ফর' ও 'হীথর'এর শোভা স্কটল্যাণ্ডে অতি সুন্দর—একথা চিরকাল শুনিয়াই আসিতেছি; আজ চাক্ষুষ দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম—বাস্তবিকই বড় সুন্দর। তবে 'হীথর'এর বেগুনে ফুল ফুটে আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে—সেই বেগুনি রংএর ফুল ফুটিলে নাকি আরও বাহার হয়। এবার্ডিন হইতে আরও উত্তর পশ্চিমে যাইতে পারিলে, 'Stern & Wild Caledonia'র পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের আরও কতকটা আভাষ পাওয়া যায়।—শীতকালে এসব স্থানে আসা কষ্টকর।

রাত্রি ১০॥ টার সময় ট্রেণ এবার্ডিনে পৌছিল। 'ওল্ড্ এবার্ডিনে' প্রাচীন প্রিন্সিপ্যাল ও ভাইস চ্যান্সেলর জর্জ য়্যাড্যাম স্মিথ্ সাহেবের সুন্দর বাটীতে আসিলাম। রাস্তা, বাড়ী, বাগান—সমস্ত জায়গাটিই মনোরম—তপোবনতুল্য সুন্দর ও নির্জ্জন; মুগ্ধ হইতে হয়। মনে হয়, পুনরায় য়ুনিভার্সিটির ছাত্র হইয়া লেখাপড়া করি। প্রায় রাত্রি এগারটা বাজিয়াছে, কিন্তু এখনও এমনি আলো রহিয়াছে, যেন এইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে স্কটল্যাণ্ড আরও বহু উত্তরে—সেইজন্য সূর্য্যালোক এখানে গ্রীষ্মকালে আরও অধিকক্ষণ থাকে। গৃহদ্বারে স্মিথ্ সাহেব অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার পিতা ভারতবর্ষের

বিখ্যাত "ফ্রেণ্ড্-অব্-ইণ্ডিয়া" সংবাদপত্রের সম্পাদক—জর্জ্জ স্মিথ—ভারতবর্ষের অনেক উপকারী কার্য্যে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন; এখনও জীবিত আছেন--বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। প্রিন্সিপ্যাল স্মিথের ভ্রাতা স্যর্ ডনলপ্ স্মিথ্ এক্ষণে 'ইণ্ডিয়া' আপিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী; ভারতবর্ষে বড়লাট কর্জ্জনের 'প্রাইভেট্ সেক্রেটারি' ছিলেন। স্মিথ্ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী, রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আমার জন্য জাগিয়া বসিয়াছিলেন! আদর-অভ্যর্থনা অত্যন্তই করিলেন। আমার ঘর-দুয়ার ও বন্দোবস্ত সবই পৃথক্ ও পরিপাটী।

এবার্ডিন্—য়ুনিয়ন্ ষ্ট্রীট্।

ইংলণ্ডে কোন কোন স্থানে যে সকল কষ্ট-অসুবিধা দেখিয়া আসিয়াছি, এখানে তাহার কিছুই নাই। যেখানে যখন যেটি প্রয়োজন, সবই আছে। গরম জল, তোয়ালে, সাবান—আসবাবের অভাব নাই। বিছানার ভিতর গরম জলের বোতলে গরম জল, 'ফায়ার্ প্লেসে' আগুন;—এখানে রাত্রে গ্রীষ্মকালেও এ সকল প্রয়োজন। রাত্রে যদি ক্ষুধা বোধ হয়, তাহার জন্য দুধ-রুটি-বিস্কুট পর্য্যন্ত শয্যাপার্শ্বে প্রস্তুত। সাদাসিদার ভিতর বিলাসের যথেষ্ট আয়োজন। ভদ্রলোকের বসত-বাড়ীর ও বাসা-বাড়ীর বন্দোবস্তই স্বতন্ত্র।

বাড়ীতে আসিয়া বসিতে না বসিতেই প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ বিনীতভাবে বলিলেন, "আমরা যুনিভার্সিটি হইতে আপনাকে 'ডক্টর অব্ ল' (L. L. D.) উপাধি সম্মান-স্বরূপ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সুখী হইব।" আমি এই প্রাচীন জগন্মান্য যুনিভার্সিটির নিকট হইতে এই উচ্চ-সম্মান কখনও প্রত্যাশা করি নাই। গ্রেট-বৃটেনের যুনিভার্সিটিতে আমার এই প্রথম আগমন। আমি একজন অপরিচিত নগণ্য ব্যক্তি;—আমাকে এই আশাতীত সম্মানে ভূষিত করিবার প্রস্তাবে বাস্তবিকই আমি অভিভূত হইলাম। যেরূপ বিনয়ের সহিত এই প্রস্তাব করিলেন তাহাতে অবাক্ হইলাম।—ভদ্রতার নিয়ম স্মরণ করিয়া কষ্টে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। যথাসাধ্য ধন্যবাদ দিলাম, পূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ক্ষমতা আমার কোথায়?

ডাক্তার পি. সি. রায় জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ। তাঁহাকে এ সম্মানে ভূষিত করিয়া ডারহাম যুনিভার্সিটি নিজেই সম্মানিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদ্-গণের মধ্যে তাঁহাকে অনেকে জানেন, তাঁহার এ সম্মান সম্ভব ও যোগ্য। কিন্তু ডারহাম অপেক্ষা বহু প্রাচীন ও গরীয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, আমা হেন অকিঞ্চনকে এই উপাধিতে ভূষিত করিয়া যে মহান সম্মান অপাত্রে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য, বিশেষতঃ যাহার সহায় বা পৃষ্ঠ-পোষকের নিতান্তই অভাব, তাহার পক্ষে ইহা অভাবনীয় সম্মান। ভগবানকে পুনঃ প্রাণে ধন্যবাদ দিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম। এ সংবাদ এখন প্রকাশ করিতে নিষেধ বলিয়া বাড়ীতেও তার দিতে পারিলাম না।

শনিবার, ২২শে জুন, ১৯১২।—রাত্রি ৩॥ টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল; সাতটা পর্য্যন্ত অতিকষ্টে শয্যায় কাটাইলাম।—সূর্য্যোদয়ের পর তিন ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকা বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে অসাধ্য।

কাল রাত্রে বড় ঠাণ্ডা গিয়াছে, বৃষ্টিও হইয়াছিল। কাজেই, স্নানের সুন্দর আয়োজন থাকা সত্ত্বেও স্নানের বড় ইচ্ছা হইল না। অগত্যা মুখ হাত ধুইয়া একেবারে সাজসজ্জা করিয়া, ঘরের বাহিরে আসিলাম। আটটার সময় প্রাতর্ভোজন হইল। তাহার পূর্ব্বেই ঘরে চা-বিস্কুট দিয়া আসিয়াছে।

আমার কোন্ কোন্ দ্রব্য আহারে আপত্তি, তাহা বলিয়া দেওয়াতে আয়োজনও সেইরূপ। দুই তিনটি ছোট মেয়ে, গৃহিণী ও কর্ত্তার সহিত আহারে বসিলাম,—পরিজ, হেরিং মাছ, স্কচ কেক, স্কন্স ইত্যাদির প্রচুর আয়োজন। নানাকথাবার্ত্তায় সময়টি বেশ কাটিল। এই ভগবদভক্ত পরিবার তাঁহাদের প্রাতঃকালীন প্রার্থনার সময় আমায় উপস্থিত থাকিতে আমন্ত্রণ করিলেন। পরম হিন্দুও পূর্ণপ্রাণে সে উপাসনায় যোগ দিতে পারেন,—আমিও দিলাম।

মিসেস ম্যাকিনন্ কলিকাতা হইতে সিরাজ সাহেবের পত্র পাইয়া, তাঁহার বাড়ীতে আমায় যাইবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া চিঠি ও টেলিগ্রাম দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রোভস্ট স্মিথের আগ্রহাতিশয়ে সে নিমন্ত্রণ আমায় প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। অতএব তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতে হইবে। মিসেস স্মিথ স্বয়ং অনুগ্রহ করিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। মোটর গাড়ী আনাইয়া দিলেন, তাহার ভাড়া পর্য্যন্ত আমায় দিতে দিলেন না, কাল রাত্রে ষ্টেশন হইতে আসিবার ভাড়াও দিতে দেন নাই। আমরা বড় অভিমান করি যে, আমাদের মত অতিথিপ্রিয় জাতি জগতে নাই, কিন্তু ইংলণ্ড—স্কটলাণ্ড অন্য শিক্ষা দিতেছে।

সহর দেখিতে দেখিতে সহরের বাহিরে 'অগসফিল্ডে' মিঃ ল্যাক্ল্যান্ ম্যাকিননের বাড়ী গেলাম। কাল রাত্রে ভাল করিয়া সহর দেখা হয় নাই, সহরটি বড় সুন্দর।—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সমুদ্রের ধারেই অবস্থিত; ইহার পাদদেশ দিয়া 'ডী' নদী প্রবাহিত। সহরের প্রয়োজনমত নদীর গতি নাকি দুই তিনবার ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা অতি কঠিন কাজ। কারণ, আমাদের দেশের মত চারিদিকে পলি মাটি, কিংবা বালি মাটি নাই। শক্ত 'গ্রানাইট' পাথরের সহর, তাহা কাটিয়া নদী-ফিরান সহজ ব্যাপার নহে; কিন্তু অদ্ভুত শক্তিবলে নদীর গতি ফিরান হইয়াছে। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় অনেক আছে। রাস্তা সব বেশ চওড়া এবং বড়। পুরাতন সহরে আর সঙ্কুলান হইতেছে না বলিয়া নূতন সহর বাড়িতেছে। বিখ্যাত কবি

বার্ণস, প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ওয়ালেস্ ও গর্ডনের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। গির্জ্জা, থিয়েটার, টাউন হল, দোকান, স্কুল, কলেজ সবই রীতিমত। প্রায় সকল বাড়ীই গ্রানাইট পাথরের তৈয়ারী; ইটের চলন মোটেই নাই। সহরের মার্কেট গ্রানাইট পাথরের এক খাদ আছে। ১৫০ বৎসর ধরিয়া সেখান হইতে পাথর তোলা হইতেছে, অথচ এখনও ভাণ্ডার অপর্য্যাপ্ত। এই গ্রানাইট খাদ ৩২০ ফুট গভীর হইয়াছে; আরও কত বৎসরে এ পাথর ফুরাইবে বলা যায় না। Compressed air সাহায্যে পাথর কাটা হয়; দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। করাত করিয়া এ পাথর কাটিতে হইলে, এক এক টুকরা পাথর কাটিতে কত দিন লাগিত, বলা যায় না। কিন্তু 'জমান হাওয়া'র নল লাগাইতেছে, আর পাথর বাস্তবিক মাখনের মত কাটিয়া যাইতেছে বলিলেও হয়। এই সব দেখিতে দেখিতে ম্যাকিনন সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

ম্যাকিনন সাহেব বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া আদর-যত্ন করিলেন, খাওয়াইবার জন্য বিশেষ জেদ করিলেন। সহরের বাহিরে খোলা জায়গায় দিব্য বাড়ী বাগান; ভাইস চ্যানসেলার স্মিথের আতিথ্য একবার গ্রহণ করিয়া, তাহা প্রত্যাখ্যান করা যায় না;—সেই জন্য এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অন্যান্য 'ডেলিগেট্' অপরাপর ভদ্রলোকের বাড়ী আতিথ্য লইয়াছেন। আমার পক্ষে ভাইস-চ্যানসেলারের আতিথ্যলাভ অতি সম্মান ও গৌরবের কথা। ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারী সিরাজ সাহেব 'খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা' সম্বন্ধে অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।—মিসেস ম্যাকিননের নিকট বিদায় লইয়া সিরাজ সাহেবের মাতার সহিত দেখা করিতে গেলাম। সেখানেও আদর যত্নে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সিরাজ সাহেবের পিতামাতা যতদূর সম্ভব খাতির করিলেন, আতিথ্য গ্রহণের জন্য পীড়াপিড়ী করিলেন। একনমিক্সের লেক্চরর্ অধ্যাপক টর্ণার, এবং কনিষ্ঠ মিঃ ম্যাকিনন্ 'সলিসিটারে'র সহিত পরে দেখা হইল। তাঁহাদেরও যত্নআত্মীয়তা যথেষ্ট। ইংলণ্ড অপেক্ষা স্কটল্যাণ্ডে যেন আত্মীয়তা ও আন্তরিকতা কিছু অধিক দেখিতেছি।

'পামার হোটেলে' ডেলিগেট্‌দিগের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল; কিছু সময় ছিল বলিয়া পথে ক্ষৌরকার-গৃহ সন্ধান করিয়া কামাইয়া লইলাম। এ সকল তুচ্ছ বিষয় সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এ সব জায়গায় চলে না বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতেছি। নিত্য ক্ষৌরকর্ম্ম ছাড়া এ সব জায়গায় চলে না। না হয় একবারে ক্ষৌর কর্ম্ম বন্ধ রাখাই শ্রেয়। হোটেলে উপস্থিত ডেলিগেট্‌ এবং এবার্ডিন য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক ও সেনেটের সদস্য সকলের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। আহারাদির পর বক্তৃতা হইল। ভারতবর্ষের পক্ষ হইয়া আমাকে কিছু বলিতে হইল।

তাহার পর মোটরে করিয়া ডেলিগেট্‌দিগকে লইয়া সহর ভ্রমণ, কলেজ গির্জ্জা ইত্যাদি দেখাইবার পালা। বৈকালে ভাইস-চ্যানসেলার মহাশয়, আমাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য, সহরের গণ্যমান্য লোকদিগকে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। এই উপলক্ষে বিস্তর নূতন লোকের সহিত আলাপ হইল। "হোটেলে আমার বক্তৃতার কথা অভ্যাগতদিগের মধ্যে খুব চলিতেছে;" একটা বাড়ীর গৃহিণী চুপি চুপি বলিলেন - কাজেই, যেখানে সে কথার জটলা সেখান হইতে, সরিয়া যাইতে হইল। স্নিগ্ধ গৃহিণী সকল বিষয়ে মাতা কিম্বা ভগিনীর মত চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া উপদেশ দিয়া চালাইয়া লইতেছেন।

সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর রাত্রের খাবার খাইবার স্পৃহা নাই বলিয়া ছুটি লইয়া শয়ন-ঘরে আসিলাম; গৃহিণী কিন্তু নাছোড়বান্দা,—ঘরেই চর্ব্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় পুনরায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। দশচক্রে এমনি ভাবটা দাঁড়াইল, যেন, আহারে আপত্তি নাই; কিন্তু কষ্ট করিয়া রাত্রির কাপড় পরিয়া নামিয়া যাইয়া গৃহস্থের সঙ্গে ভদ্রতা করিতে ও কথাবার্ত্তা কহিতেই যেন যত আপত্তি! এরূপ ঘটনা কোন মতেই ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। সকাল-সকাল শুইয়া পড়িলাম। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য পড়াশুনা চলিতেছে না। গৃহস্বামী পাঠের জন্য নানাবিধ পুস্তক শয্যাপার্শ্বে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। রাত্রে পুনরায় যদি ক্ষুধা-বোধ হয়, তাহার জন্য এক বাক্স বিস্কুট রাখা হইয়াছে! এত অধিক আদর-যত্নে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছে।

রাত্রে অনেকবার নিদ্রা ভাঙ্গিল। দীর্ঘ রাত্রি না হউক, বেলা আটটা পর্য্যন্ত বিছানায় থাকিতে হইলে, এইরূপই হয়। রাত্রে নাকি সমুদ্রে অত্যন্ত কোয়াসা হইয়াছিল। কোযাসায় জাহাজ মারা যাইবার ভয়ে সমুদ্রতীরে ফগ্‌হর্ণ দ্বারা বিপদের সংবাদ ঘোষণা করা হয়। কাল বেড়াইতে যাইবার সময়, সেই ভীষণ 'ফগ্‌হর্ণ' দেখিয়া আসিয়াছিলাম। শুনিলাম, তাহার শব্দ আরও ভীষণ; রাত্রে নাকি সেই আওয়াজ হইয়াছিল। কিন্তু আমি শুনিতে পাই নাই। অতএব সুনিদ্রা হয় নাই বলা চলে না।

রবিবার, ২৩শে জুন।—স্কটল্যাণ্ডে রবিবার অতি শান্ত নিঃশব্দ দিন। চাকর-দাসীকে একটু বিশ্রামের অবসর দিবার জন্য অদ্য আহারাদি বিলম্বে হওযাই নিয়ম, কিন্তু আমার সুবিধার জন্য সকাল-সকাল হইবার আযোজন হইতেছিল জানিয়া, গৃহস্বামিনীকে আমি বিনয় ও দৃঢতার সহিত বলিলাম যে, আমার সুবিধার জন্য বাড়ীর নিয়ম লঙ্ঘন হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। অগত্যা নিয়মমত ৯টার সময়ই প্রাতর্ভোজন হইল।

স্নানের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা সত্বেও, আজও ঠাণ্ডা ও শরীর ভার বলিয়া, স্নান করিতে ইচ্ছা ও ভরসা হইল না। প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ তাঁহার কাজ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন; তাঁহাকে গির্জ্জায় 'প্রীচ্' করিতে হইবে, সেইজন্য ব্যস্ত আছেন--আমাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত না করিয়া গৃহিণী ও মেয়েদের কাছেই রহিলাম। কথায় কথায় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের কথা উঠিল; দেখিতে দেখিতে গির্জ্জায় যাইবার সময় হইল, প্রিন্সিপ্যাল পূর্ব্বেই গিযাছিলেন, আমি তাঁহার স্ত্রীর সহিত গেলাম। তাঁহাদের সাত বৎসরের মেযেটি বাগানের ফটকপর্য্যন্ত কি যত্নের সহিত পৌঁছাইয়া দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া গেল, দেখিযা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম;—মার সঙ্গে যাইব বলিয়া হাঙ্গামা কিছুমাত্র নাই। যেন কলের পুতুলের মত নিঃশব্দে পিতামাতার আদেশ ও ইচ্ছা পালন করিতে শিখিয়াছে। অপর কন্যাটি—ক্যাথালিন—আরও চমৎকার; বয়স ১০।১১ বৎসর হইবে—সর্ব্বদাই হাস্যমুখ—কাহার কি প্রয়োজন, সে যেন সর্ব্বদাই

দেখিতেছে; ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করিতে হয় না—নিজে বুঝিয়া মার গৃহস্থালীর সব কাজের সাহায্য করিতেছে। আমাকে যত্ন করিবার জন্য তাহারা সদাই ব্যস্ত, বিব্রত অথচ উল্লসিত। ছোট খুকিটির বয়স ৩ বৎসর। খুব দুষ্ট অথচ খুব ভালমানুষ, মা এবং 'গবর্ণেস' যাহা বলিতেছেন, তাহাই শুনিতেছে। ইহার মধ্যেই সে অনর্গল ফ্রেঞ্চ বলিতে পারে। জ্যানেট, ক্যাথেলীন্, মার্গারেট্—তিন জনেই সুন্দর ফ্রেঞ্চ বলিতে পারে, কারণ তাহাদের ফ্রেঞ্চ গবর্ণেস আছেন। তিনটি ছেলে—একজন সিভিল সার্ভিসের জন্য, একজন সৈনিক বিভাগের জন্য, আর একজন স্কুলে পড়িতেছে। বড় মেয়ের বয়স ১৭ বৎসর সে ইয়র্ক নগরে স্কুলে পড়ে, শীঘ্র বাটী আসিবে। এই ভগবদ্ভক্ত, শান্তিপ্রিয় পরিবারটির মধ্যে আসিয়া, কয়দিনের শান্তির ভাব যেন অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছি। গৃহিণীর সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে 'কিং'স কলেজ্ চ্যাপেলে পৌঁছিলাম।

গ্রেজুয়েটদিগের অভ্যর্থনার জন্য বিস্তর লোকের সমাগম,—এত ভিড় অথচ কোনও গোলমাল নাই। কর্ম্মচারীরা যাহাকে যেখানে বসিবার জায়গা দেখাইয়া দিতেছে, সে সেইখানে বসিতেছে। যাহারা যায়গা পাইল না, তাহারা নিঃশব্দে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। ইহা 'কলেজ চ্যাপেল', অতএব এখানে কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রধান অধিকার; তাহারা জায়গা পাইলে তবে অন্য লোক বসিতে পারিবে; আমাদের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সকলে বসিবার পর, গাউন পরিয়া সারি দিয়া পুরোহিত ও অধ্যাপকগণ আরাধনা-স্থানে উপস্থিত হইলেন। দৃশ্য বড় সুন্দর—বড় গম্ভীর—বড় মর্ম্মস্পর্শী। সেই পুরাতন, প্রাচীন 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,' আধ-অন্ধকার, ভগবৎ-পূজার স্থানে শত শত নরনারী-কণ্ঠে গম্ভীর অর্গান-সহযোগে ভগবৎপ্রীতি-সঙ্গীত আকাশপথে যখন উঠিতে লাগিল, মুগ্ধ, প্রীত ও উল্লসিত হইয়া, খৃষ্টান-হিন্দুর প্রভেদ ভুলিয়া গেলাম—এক প্রাণে সেই মহাপূজায় যোগ দিতে কিছুমাত্র বাধা-বিঘ্ন মনে হইল না। এমন সব সঙ্গীত ও উপদেশ আজিকার জন্য প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ নির্দ্দেশ

করিয়াছিলেন, যাহাতে হিন্দু মুসলমান-খৃষ্টান সকলেই পূর্ণপ্রাণে যোগ দিতে পারেন। কয়েকটি সুন্দর সঙ্গীত ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠের পর, প্রিন্সিপ্যাল স্মিথের বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাটি যেমন উপদেশপূর্ণ, তেমনি তেজস্বী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া ছিল। আমাদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত থাকাসত্ত্বেও তাড়াতাড়ি সেরূপ 'সম্মন্' প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাহার ক্ষমতার বিশেষ পরিচায়ক। য়ুনিভার্সিটি-কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কথাগুলি অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া তিনি বক্তৃতা করিলেন।

আরাধনা সমাপনান্তে বাটীতে আসিবার সময় মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড্‌সনের সহিত নানা কথা হইল। তাঁহার, তাহার স্ত্রীর ও অন্যান্য লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপের জন্য স্মিথ্ সাহেব তাঁহাদিগকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডাঃ নারল্, তাঁহার স্ত্রী, ডাঃ পাস্‌টর, এবং এডিন্‌বরা ও এবার্ডিনের কয়েকটি প্রধান ছাত্র এবং অধ্যাপককেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ছোট ছোট পারিবারিক সমিতিতে সকলের সহিত আলাপপরিচয় কথাবার্ত্তায় য়ুনিভার্সিটি ও দেশসংক্রান্ত কথা জানিবার বেশ সুযোগ ঘটে, —বড় বড় সভাসমিতিতে মুখের কথাই বেশী।

সোমবার, ২৪শে জুন।—প্রভাতেই এবার্ডিন ত্যাগ করিবার উদ্যোগ শেষ করিয়া বৈঠকখানায় নামিলাম।

ক্যাথারিন্ ও জ্যানেট্ আমার যাইবার কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত। পাছে ভোর বেলায় চলিয়া যাই, সেই ভয়ে তাহারা সকাল সকাল প্রস্তুত হইয়া, দেখা করিবার জন্য নামিয়া আসিয়াছে,—আমার জন্য ফুল ও ষ্ট্রবেরী ফল সংগ্রহ করিয়াছে। এই মেয়ে দুটি আমায় বড়ই স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছে। কাল কথার ছলে আমার "বড়মার" পুরাতন গল্প বলিতেছিলাম। তাহারা বড় আগ্রহ, বড় আনন্দ, বড় উৎসাহের সহিত কথা শুনিয়াছিল।

"বড়মা" আমার কনিষ্ঠা কন্যা। ছেলেবেলায় সে (ডাক্তার) সুরেশকে 'গাড়ী-কাকা" বলিত। আমি এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,

সে নকাকাকে "গাড়ী-কাকা" বলে কেন?—তাহাতে সে যেন আশ্চর্য্য হইয়া, বলিল, "কেন?—উনি রোজ গাড়ী করিয়া আসেন, তাই ত উনি 'গাড়ীকাকা'। আমি ত স্তম্ভিত। আর একদিন মোটরে বেড়াইয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "আমি একটা মনে করিতে পারি, মোটর গাড়ী তার চেয়ে বেশী চলিতে পারে, কি না?"—আমি একথার উত্তর দিতে পারি নাই। তারপর একদিন শুনিলাম, বড়মা তাহার সমবয়স্ক এক বন্ধুকে বুঝাইতেছে যে, 'সন্ধ্যার পর এই যে সমস্ত তারা দেখা যায়, ও সব কি জান—ও সব ভগবানের গাড়ীর আলো। আমাদের গাড়ীতে যেমন সন্ধ্যার সময় দুটি বাতি জ্বালা হয়—তেমনি সন্ধ্যার সময় ভগবানের গাড়ীতে ওগুলি বাতি জ্বালা হয়।" মেঘের ডাককে ভগবানের গাড়ীর চাকার ডাক বলিত, বিদ্যুৎ চমকিলে বলিত ভগবানের গাড়ীর বাতি জ্বালিবার দেশলাই ভিজিয়া গিয়াছে। সচিত্র ইংরাজী ঈসপ্স ফেবল দেখিয়া তাহা "বাঙ্গালা কথামালা" বলিয়া সনাক্ত করিতে দ্বিধা করে নাই, তখনও তাহার ইংরাজী বর্ণ পরিচয় হয় নাই, কেবল ইংরাজী ঈসপ্স ফেবলের সুন্দর ছবি দেখিয়া সনাক্ত করিয়াছিল।" এইসব নানা গল্প শুনিয়া তাহারা মনে মনে বড়মার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্যাথালিন তাহার বড়, তাহার নিজের পুস্তক হইতে, পুস্তক বাছিয়া উপহার দিল। কর্ত্তা ও গৃহিণী তাহাদের নিজের ছবি দিলেন, ছেলেদের ছবি ও বাড়ীর ছবি পরে পাঠাইবেন। চাকর-বাকরদের বেশী বক্সিস দিয়া পয়সা নষ্ট না করি, —সে উপদেশ গৃহিণী দিলেন। মাল পত্র রেলে পৌঁছিয়া দিবার নিজে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যাহাতে আমার বিক্ষেপ বা চিত্তচাঞ্চল্য কোনরূপে না হয়, তাহার জন্য নিজ প্রিয়জনের ন্যায় তাহারা সকলেই ব্যস্ত। তাহাদিগকে মুখে ধন্যবাদ দিয়া শেষ করা অসম্ভব। প্রিন্সিপ্যাল, মোটরে করিয়া নাপিত-বাড়ী লইয়া গিয়া, স্বয়ং বসিয়া থাকিয়া, তাড়া দিয়া, আমার ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া আনিলেন। দর্জ্জীবাড়ী নিজে সঙ্গে করিয়া, 'গাউন' মাপ দিয়া আসিলেন।

তাহার পর, এবার্ডিন্ 'টাউন্-হাউসে' (আমরা যাহাকে 'টাউন্ হল' বলি) তথায়— বিরাট অভ্যর্থনা সভায় যাওয়া গেল। সেখানে লর্ড প্রোভোষ্ট, কেম্প্‌বেলী, টাউন ক্লার্ক প্রভৃতি সহরের গণ্যমান্য লোক অভ্যাগতগণকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া, "সহরের পুস্তকে" আমাদের হাতের সই লইলেন। প্রাচীন পদ্ধতির বিচিত্র গাউন, এবং চেন ও মেডেল—এখনও এই সমস্ত উপলক্ষে তাহাদিগকে পরিতে হয়। 'কমিটি রুম,' 'কাউন্সিল রুম,' 'ডাইনিং হল' প্রভৃতি বিশেষ করিয়া দেখাইলেন। ভূতপূর্ব্ব লর্ড প্রোভোষ্ট,' রাজারাণী ও অন্যান্য প্রাদেশিক বড় লোকের বিস্তর সুন্দর সুন্দর ছবি রহিয়াছে। অবশেষে, সহরের চতুর্দিক দেখিবার জন্য "হর্ম্ম্য চূড়ায়" উঠা গেল। এত উচ্চ স্থান হইতে সহরের শোভা বড়ই সুন্দর দেখাইল। দূরে ছোট ছোট পাহাড়, নিকটে 'ডাউ' ও 'ডী' নদী; পার্শ্বে মহাকায় জর্ম্মন উত্তর সাগর, অদিকে আবার মার্শাল কলেজ, কিংস কলেজ, কেথিড্রাল, বাজার ইত্যাদি সব স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা গেল। এরূপ সুবিধা এখানে সচরাচর ঘটে না। সূর্য্যালোক আজ দেখা দিয়াছে, সেইজন্য আজ সকলেরই মুখ আনন্দে ভরা, আর সেইজন্য আজ চতুর্দ্দিকের দৃশ্য সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

সেখান হইতে 'মারিচাল' বা মার্শাল কলেজে গেলাম। এই কলেজটি এবং কিংস কলেজ লইয়া এবার্ডিন য়ুনিভার্সিটি, প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ উভয় কলেজের কর্ত্তা এবং য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর। কলেজ বাড়ী গ্রানাইট্ পাথরের। আমাদের দেশের ধরণে প্রকাণ্ড উঠানও আছে। পূর্ব্বে সকল সাধারণ ব্যবহার্য্য গৃহে এইরূপ বড় বড় উঠান থাকিত। এখন জমির দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, সেইজন্য উঠান দেখিতে পাওয়া যায় না —কাজেই এখন নূতন ধরণের বাড়ী তৈয়ারী করিতে হইতেছে। কলেজের জন্য আরও জায়গা প্রয়োজন, কিন্তু চারিদিকেই ছোট ছোট বসত-বাড়ী। সেইজন্য কলেজ-বিস্তৃতির কাজ আমাদের দেশের মতই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, অথচ আমাদের দেশের মত বিদ্বেষী নিন্দুকের মুখে "অত কথা" এখানে হয় না।

নূতন একটা বাড়ী দূবে হইতেছে; সেখানে 'টেক্‌নিক্যাল্' বিভাগ ও অন্যান্য কাজ হইবে। আমবা একে একে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক ঘবগুলি দেখিয়া কোর্ট্ রুমে আসিলাম।

কোর্ট-রুমেব সংলগ্ন-গৃহে অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ এবং সেনেটেব সদস্যবৃন্দ আমাদিগকে অভ্যর্থনা কবিলেন। গাউন পবিয়া সেইখান হইতে 'কোর্ট্ রুমে' আমাদেব যুনিভার্সিটি কন্‌ভোকেশনেব মত শোভা যাত্রা কবিষা যাইতে হইল। ভগবৎ প্রার্থনা ও উপাসনা কবিয়া কন্‌ভোকেশনেব কার্য্য আবম্ভ ও শেষ হইল। সহবেব গণ্যমান্য স্ত্রী-পুরুষ অনেকেব নিমন্ত্রণ হইযাছিল। সিবাজ সাহেবেব বৃদ্ধ পিতামাতাকে, আচার্য্য স্মিথ্ বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ কবিয়াছিলেন, কাবণ এই প্রবীণ দম্পতি ও তাঁহাদেব পুত্র, আমাব বন্ধু। তাঁহাবা এই উপাধি-দান-সভায় আসিতে পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এদেশেব ব্যাপাব এই যে, তাহাদেব মত লোকও এ সব স্থানে সহজে আসিতে পাষ না। ভাবতবষেব একজন ইংবাজ এটর্নী ভাবতবর্ষে বলিয়াছিলেন যে, 'তোমবা ইংলণ্ড যাইযা এমন সব স্থানে আদব পাইবে, যেখানে আমাদিগকে চাকবদেব দবজা দিয়া ঢকিতে হয়।'

ল্যাটিন্ ভাষায় ডিগ্রী দেওয়া হইল। ভাইস-চ্যান্সেলব তাঁহাব টুপি আমাব মাথাব উপব আলগোছে ধবিয়া ডিগ্রী প্রদানোপযোগী 'ফর্ম্মিউলা' উচ্চাবণ কবিলেন এবং একজন কর্ম্মচাবী পশ্চাৎ হইতে হুড পবাইয়া দিলেন। যুনিভার্সিটি হইতে সিল্কেব হুড্ দান কবে, গাউন নিজে কবাইয়া লইতে হয়। ডিগ্রী দিবাব সময় সকলেই—আনন্দ-সূচক কবতালিধ্বনি ঘন ঘন কবিতে লাগিলেন। ভাইস্-চ্যান্সেলব্, সেনেটেব সদস্যগণ এবং উপস্থিত বিস্তব ভদ্রলোক ও মহিলা কন্‌ভোকেশনেব পব আনন্দসহকাবে আমাব কবমর্দ্দন কবিতে লাগিলেন। আজ সকলেব আশীর্ব্বাদই গ্রহণীয়। আজ আমি—"ডাক্তাব সর্ব্বাধিকাবী।"

ভাইস্ চ্যান্সেলাবের অনুমতি লইয়া বাড়ীতে তারে শুভ সংবাদ দিলাম। লর্ড প্রোভোষ্ট মেট্‌ল্যাণ্ড্ ও তাঁহাব স্ত্রী, আমাকে কার্লটন্ হোটেলে জলযোগ

করাইয়া, স্মিথ দম্পতির সহিত ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া, আমার সামান্ত মালপত্র নিজ হাতে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, আতিথ্যের চূড়ান্ত করিলেন। অবশেষে, বিদায়ের সময় আসিল—দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় লইলাম।

এ কয়দিন স্মিথ পরিবারের আন্তরিক যত্নে বড় সুখেই ছিলাম; সেইজন্য এবার্ডিন্ ছাড়িতে মনে যথার্থই বড় দুঃখ হইল—নূতন করিয়া যেন পুনরায় বাড়ী-ছাড়া হইলাম। আন্তরিক দয়া ও যত্ন, এইরূপেই মানুষকে বশ করে।

গ্লাসগো।

এবার্ডিন হইতে গ্লাসগো আসিবার পথে ডাক্তার স্কট, ডাক্তার ইয়ং, বেভাঃ পাওয়েল ও সস্ত্রীক ডাক্তার চাল্‌টন ট্রেণে সহযাত্রী ছিলেন। দিনের বেলায় পথের দৃশ্য ও সৌন্দর্য্য দেখিবার খুবই সুবিধা, সঙ্গীরাও সযত্নে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ষ্টো হাভেন, এব্রোথ, ডণ্ডি, টেপার্ট, নিউফোর্ট, টে-ব্রিজ, ফোর্থ-ব্রিজ, ইঞ্চবেথ, লীথ, লেন্‌লিথগো, কার্কলডি, মণ্ট্রোজ প্রভৃতি স্থানের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। টে ব্রিজ ও ফোর্থ-ব্রিজ পৃথিবীর

গ্লাসগোর সম্মুখে ক্লাইড নদী।
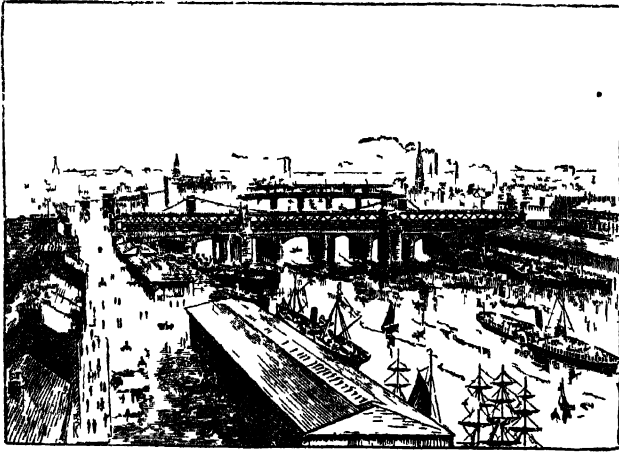
দুই প্রধান প্রসিদ্ধ সেতু—যত্ন করিয়া, চেষ্টা করিয়া, দেখিবার বস্তু। ফার্থ-অব-ফোর্থে বিস্তর টর্পিডোবোট ও ছোট ছোট যুদ্ধ জাহাজ থাকে। মণ্ট্রোজের নিকটবর্ত্তী স্থানের কাহিনী লইয়াই স্যার ওয়াল্‌টার স্কটের Legends of Montroseএর অবতারণা। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে অবশেষে গ্লাসগো পৌঁছিলাম। সুরাপান নিবারণী সভায় যে সকল সভ্যগণ গ্লাসগো আসিবার জন্য এত জেদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান সভ্য, শ্রীযুক্ত টিকল্‌ সাহেব, অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত

ছিলেন। তিনি অত্যন্ত খাতিব যত্ন কবিলেন এবং আমাব নানা কার্য্যেব মধ্যেও তাঁহাদেব ঐকান্তিক অনুবোধ বক্ষা কবিতে আসিয়াছি বলিয়া, ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহাব সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে 'গ্রাণ্ড হোটেলে' আসিয়া উঠিলাম, হোটেল বাস আব ভদ্রলোকেব বাড়ীতে আতিথ্য-গ্রহণে বহুপ্রভেদ। ডাক্তাব বায়কে পবে বলিযাছি যে এইবাব "মুদীখানাব সিধা ববাদ্দ" হইল। কিছু আহাবান্তে ঘণ্টা-দুই টিকল্ সাহেবেব সহিত নগব-ভ্রমণ কবিয়া
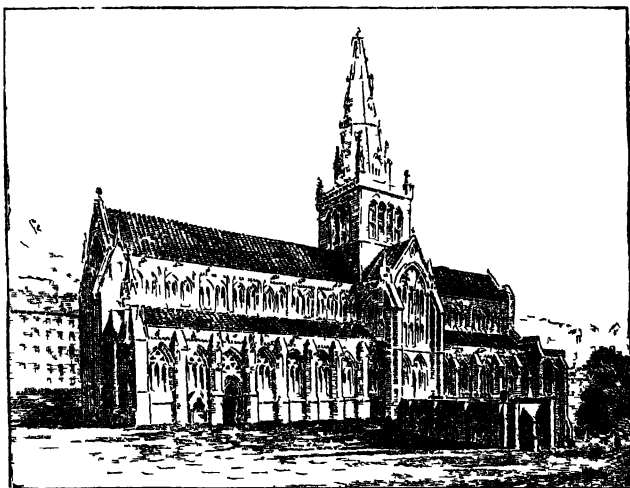
গ্লাস্‌গোব গির্জ্জা।

আসিয়া, শ্রান্ত দেহে শুইযা পড়িলাম। যুনিভার্সিটিব কাজে আসিযা আজ L. L. D. উপাধি লাভ হইল। যাহাবা অনুগ্রহ কবিয়া প্রতিনিধি নিয়োগ কবিয়াছিলেন, এবং যাঁহাবা অনুগ্রহ কবিয়া আমায এই সম্মানে আপ্যায়িত কবিলেন, তাঁহাদিগেব উদ্দেশে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। প্রিয়জনও এ গৌরবে তুষ্ট হইবে ও শ্লাঘা জ্ঞান কবিবে মনে হইয়াও যথেষ্ট আনন্দ।

২৫শে জুন, বুধবাব।—"Patter" "Patter" "Patter"—টনি সাহেবেব ক্রমাগত বৃষ্টি সূচক সেই সুন্দব আবৃত্তি মনে পড়িল। আবাব মেঘ; বৃষ্টি ও

অন্ধকার করিয়া আসিল। শরীরও যেন হিম হইয়া যাইতেছে; দেশভ্রমণের আনন্দ হইবে কিরূপে? ঠাণ্ডার ভয়ে স্নান ত বহুদিন হয় নাই; আজ এমন দিনে ইচ্ছাও হইল না। কোনরূপে আহারাদি সারিয়া, য়ুনিভার্সিটিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল; মোটর ট্যাক্সির সাহায্যে যাইতে হইল।

উচ্চ পাহাড়ের মত জমির উপর য়ুনিভার্সিটির সুন্দর বাড়ী; চারিদিকে বাগান, নীচে কেল্‌ভিন্ নদী। এই নদী ও নগরের সমনামীয় লর্ড কেল্‌ভিন্,

ফোর্থ ব্রিজ।

বিজ্ঞান-জগতে নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কেল্‌ভিন্, লেস্‌লি, হুকার, ওয়াট, এডাম স্মিথ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত সকলেই গ্লাসগোর ছাত্র, কিংবা অধ্যাপক।

অতি সমারোহে গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটির Biennial Commemoration ও Graduation Ceremony (দ্বিতীয় শত বার্ষিক উৎসব ও ডিগ্রী প্রদান কার্য্য) সম্পন্ন হইল।

ভাইস্-চ্যান্সেলার ম্যাকএলেষ্টার ও অন্যান্য বহু মাননীয় লোকের সহিত

সংযোজিত হওয়ায় গবিমাব সমারোহ প্রসাব হইল। "ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী"বও পবিচয় হইল; অগুকাব সভায় এবার্ডিনেব এল. এল. ডি. "হুড" ব্যবহাব কবিয়া বিশেষ গরিমা বোধ হইতে লাগিল,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব হুডেব সহিত প্রথম পবিচয়টা কেমন কেমন বোধ হইয়াছিল। নূতন উকীল হইয়া, প্রথম পাগড়ী পবিযা আদালতে যাইবাব সময়ও এইরূপ কেমন কেমন বোধ হইযাছিল। সকল নূতন অবতাবণাতেই এইরূপ ভাবেব উদয় হয়।

যুনিভার্সিটিব কার্য্য সমাপনান্তে, টিকল সাহেবেব সহিত প্রথমে "আর্ট গ্যালাবি" দেখিতে গেলাম। বিস্তব নূতন ও পুবাতন ছবি, প্রস্তবমূর্ত্তি এবং অন্যান্য দেখিবাব জিনিস আছে। ভাবতবর্ষেব হস্তিদন্তেব সামগ্রী ও অন্যান্য শিল্প-সম্ভাব কিছু কিছু আছে। সমস্ত তন্ন তন্ন কবিয়া দেখিবাব সময় হইল না। বিলাতেব দ্বিতীয় শ্রেণীব, এমন কি আবও নিম্নতব শ্রেণীব, সকল সহবেই মিউজিযাম, লাইব্রেবী ও আর্ট গ্যালাবিব যেরূপ বিস্তাব ও বাহুল্য, বম্বে, মান্দ্রাজ, কলিকাতাতেও তাহা নাই। আর্ট গ্যালাবি হইতে প্রধান গির্জ্জা ক্যাথিড্রাল দেখিতে গেলাম। মাটিব নীচে খিলানকবা দালান ঘব দেখিয়া, পুবী ও ভুবনেশ্বরেব মন্দিব মনে পডিল। নিকটে, পাহাডেব উপব, জন্ নক্স প্রভৃতি প্রধান পুরুষেব স্মৃতি চিহ্ন আছে। ধর্ম্মেব জন্য প্রাণ দিয়াছেন, এমন অনেক মহাত্মাব সমাধি ও স্মবণ-চিহ্ন দেখিলাম। জেল, পাগলা গাবদ, অন্ধাশ্রম, হাঁসপাতাল, পোষ্ট আপিস প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে মিউনিসিপ্যাল আপিস দেখিতে গেলাম। কাউন্সিলার ডোবমণ্ড বিশেষ আপ্যায়িত কবিলেন এবং যত্ন কবিয়া সব দেখাইলেন। তাহাব পব, এক বিবাট সুবাপান নিবাবণী সভায গেলাম। বহু গণ্যমান্য লোক সেখানে, আমাকে (অর্থাৎ কলিকাতা টেম্পারেন্স ফেডাবেশনেব সভাপতিকে) অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত কবিবাব জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। টিকল্ সাহেব এ সভাব সভাপতিরূপে অভ্যর্থনা সূচক বক্তৃতা কবিলেন, আমাকেও উত্তবে বক্তৃতা কবিতে হইল। ভারতবর্ষেব ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা শুনিয়া সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ কবিলেন। কেবল বেভাঃ ক্রেগ্

নামে এডিন্‌বর্গের একজন পাদ্রীর, আমাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক কোন বিষয়ে প্রাধান্য-দাবির কথা ভাল লাগিল না।

রাত্রে পুনরায় যুনিভার্সিটির ভোজে যাইতে হইল; বিস্তর লোকের সমাগম, বক্তৃতা, গানবাজনা ইত্যাদির চূড়ান্ত হইল। মদ খাইবাব জন্য অনেক পীড়াপীড়ি অনেকে করিলেন; প্রায় পঞ্চাশ বৎসব মদ ও চুরুট না খাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, একথা পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুগণ ধারণাই কবিতে পারিলেন না!—স্কচম্যানেরা মদ ও চুরুটের কিছু অধিক ভক্ত। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে কোন বকমে বুঝাইয়া পবিত্রাণ পাইলাম। প্রকাণ্ড কাচ পাত্রে মদ টেবিল হইতে অন্য টেবিলে, অতিথি হইতে অন্য অতিথি, ঘুরিয়া বেড়ায়; সেই এক পাত্র হইতে সকলেই এক এক চুমুক টানিয়া আপ্যায়িত হইতেছে ও কবিতেছে।

এডিনবার্গ।

বৃহস্পতিবার, ২৬শে জুন।—রেলে গ্লাসগো হইতে এডিনবার্গ, দুই তিন ঘণ্টার অধিক লাগে না। সকালের ট্রেণেই এডিনবার্গ পৌঁছিলাম; ষ্টেশনের গায়েই আমাদের হোটেল। পুনশ্চ "মুদীখানার সিধা বরাদ্দ"; অল্প বিশ্রামান্তে নগর পরিদর্শনে বাহির হওয়া গেল।

এডিনবার্গ কাসল্।

প্রিন্‌সেস্ ষ্ট্রীটই এখানকার এখন প্রধান রাস্তা। তাহার ধারে, পাহাড়ের উপর, ইতিহাস এবং সাহিত্য-প্রসিদ্ধ এডিনবার্গ কাস্‌ল্। পুরাকালের ধরণের দুর্গ—অনেক আক্রমণ-উপদ্রব-আমোদ সহ্য করিয়াছে; অনেক পাপের অভিনয় দেখিয়াছে—অনেক দুঃখ সুখের মধ্যে সময় গিয়াছে; দেখিতে তত সুন্দর না হইলেও দুর্গটি যে কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত, সে কার্য্য করিবার

যথেষ্ট উপযোগী। রাস্তার ধারে সুন্দর বাগান। চতুর্দ্দিকে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজিত, ইহার মধ্যে স্যার ওয়াল্টার স্কটের মনুমেণ্ট অতি প্রসিদ্ধ ও অতি সুন্দর—উচ্চ মনুমেণ্টের মধ্যে শ্বেত প্রস্তর-মূর্ত্তি, স্কটের প্রিয় কুকুর তাঁহার পার্শ্বে শয়ান রহিয়াছে। বার্ণ্‌সএর মনুমেণ্ট, নেল্‌সন্ মনুমেণ্ট, জর্জ্জ ওয়াসিংটন ষ্ট্যাচু, ওয়েলিংটন ষ্ট্যাচু ইত্যাদি অনেক স্মৃতিস্তম্ভ—অনেক কীর্ত্তিঅপকীর্ত্তির স্তম্ভ দেখিলাম। বিলাতে সমস্ত প্রধান প্রধান সহরেই প্রায় সকল বড় লোকেরই একাধিক মূর্ত্তি আছে। মৃত ব্যক্তির স্মৃতির সম্মান কিরূপে করিতে হয়, তাহা ইহারাই জানে। তাই ইহাদের মধ্যে মহত্ত্বের এত আদর এবং সকল কাজেই মহত্ত্বের এত পরিচয়। জাতি জীবন্ত না হইলে মৃতের প্রতি সম্মান শিখে না।

এডিনবার্গ সহরটি ছবির মত,—Picturesque, Romantic, যে কোন বিশেষণে অভিহিত করিতে পারা যায়। এডিনবার্গকে যুরোপের বর্ত্তমান এথেন্‌স বলে। বাড়ীঘরের একটু পারিপাট্য আছে। পুরাতন ও নূতন সহর ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু পুরাতন সহরেও একটা যেন বিশেষত্ব আছে। এডিনবার্গ কাসল্ হইতে হোলিরুড প্রাসাদ পর্য্যন্ত এক মাইল দীর্ঘ "হাই ষ্ট্রীট"—ইহাই পুরাতন সহর। তাহার পর সহর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে। চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ন্যায় ইহারও ছড়াইবার বেশী জায়গা নাই।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে যুনিভার্সিটিতে উপস্থিত হইলাম। যুনিভার্সিটি বাড়ী নূতন সহরে, কিন্তু বাড়ীটি পুরাতন। নূতন বাড়ী একটি হইয়াছে; তাহার নাম ম্যাক্-ইউয়ান্ হল। "হলটি" প্রকাণ্ড; মিউজিয়মটিও তদনুরূপ। মেডিকেল স্কুল নূতন বাড়ীতে। আর্টস্, সায়েন্স, ল, মেডিসিন্, ইঞ্জিনিয়ারিং—সকল বিদ্যাচর্চ্চার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

এখানে ভারতবর্ষীয় ছাত্র বিস্তর আছে; কিন্তু তাহাদের নানা বিষয়ে অসুবিধা। কলোনিয়েল ছাত্রেরা তাহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে। ইংরাজ ছাত্রেরাও সেইরূপ আরম্ভ করিয়াছে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাহারা স্থান পায় না। উত্তম বাসায়ও স্থান পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে।

পুরাতন য়ুনিভার্সিটি বাড়ীতে ভাইস চ্যান্‌সেলার বিখ্যাত এনাটমিষ্ট—স্যার ওয়ালেস্ টার্ণার আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। বিশেষ আড়ম্বরের সহিত চারিদিক দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন। সকল কথাতেই তাঁহার বড় বড় বক্তৃতা। অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার বক্তৃতায় আমরা শ্রান্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপকদিগের সহিত আলাপপরিচয় করিয়া, জ্ঞাতব্য সব জানিয়া লইতে লাগিলাম। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে য়ুনিভার্সিটির পক্ষ হইতে এক ভোজ ও সভা হইল। ভোজ না হইলে যেন ইহারা এক পা চলিতে পারে না। বেলা ৪টা পর্য্যন্ত ভোজের কার্য্য চলিল।
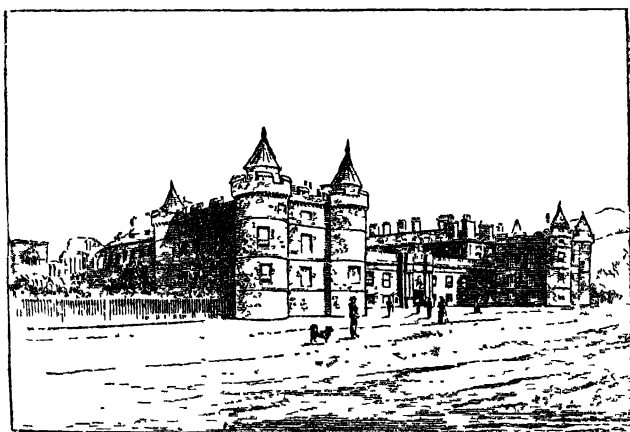
হোলিরুড প্রাসাদ।

তাহার পর, য়ুনিভার্সিটি য়ুনিয়নে—ছাত্রদিগের বিশেষ সভাতে, বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। প্রকাণ্ড সভা; অধ্যাপক, ছাত্র, এবং ভদ্রমহিলা ও পুরুষে সভাস্থল পরিপূর্ণ। ভারতের পক্ষে বক্তৃতার ভার আমার উপর পড়িল। সত্য হউক, আর আদর করিয়াই হউক, প্রশংসার ক্রটী কিছু হইল না। সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। এডিনবার্গ য়ুনিভার্সিটি য়ুনিয়ন ছাত্রজীবনের একটা দেখিবার বস্তু।

ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য সকল বন্দোবস্তই এখানে আছে ; কিন্তু ভারতবর্ষের ছাত্রেরা ইহার পূর্ণ উপকার পায় না।—ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

সভা-সমাপনান্তে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। পরিশ্রমে শরীর অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ভাবতবর্ষীয় ছাত্রেরা ছাড়িল না। তাহারা কয়েকজন গ্রাসগো পর্য্যন্ত—আগ-বাড়াইয়া গিয়া, আতিথ্য-স্বীকার
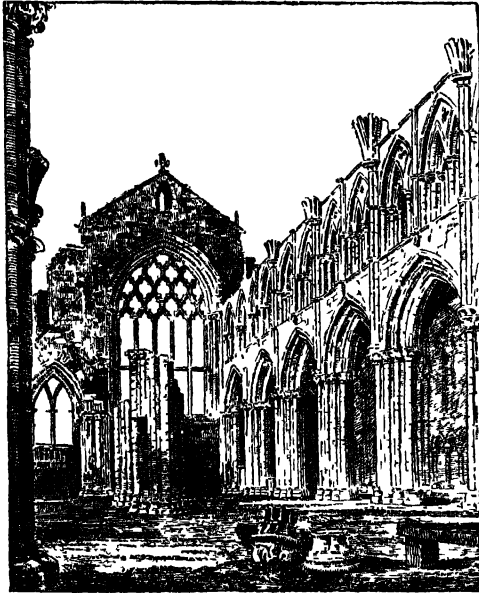
হোলিরুড গির্জ্জা।

করাইয়া আসিয়াছিল যে, তাহাদের পৃথক্ সভায় যাইতেই হইবে। অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া আহারাদি পর্য্যন্ত না করিয়া, শুইয়া পড়িয়াছিলাম ; এমন সময়ে তাহারা গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত। বহু অনুনয় ও ক্লান্ত-শরীরের অজুহাত দেখাইলেও তাহারা ছাড়িল না। অগত্যা যাইতেই হইল। পার্শী, মুসলমান, বেহারী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী,—প্রায় ২০০ ভারতবাসী ছাত্র আছে। সভাস্থলে উপস্থিত পরিচিত বিস্তর ছাত্রের সহিত দেখা হইল। গান-বাজনা-

বক্তৃতা—কোন অঙ্গেরই ক্রুটী হইল না। তাহার পর তর্ক (Discussion) আরম্ভ করিল। ছাত্রদের মধ্যে সকলেই যে বিনয়ী ও ভদ্র—তাহা নয়। বৃথা তর্কবাজও অনেক। তাহাদের জন্যই ভারতীয় ছাত্রদিগের সাধারণতঃ অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কোন রকমে আজিকার পালা সাঙ্গ করিয়া, হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া, শুইয়া পড়িলাম।

২৭শে জুন, শুক্রবার।—সকালেই সেণ্ট এণ্ড্রুজ রওয়ানা হইলাম। সঙ্গে অন্যান্য ডেলিগেটও কয়েকজন ছিলেন; তাঁহাদেব সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ভ্রমণটা বেশ সুখেরই হইল। এইরূপ আলাপে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় জানাশুনা ও আলোচনা হইল; রেলপথে ভ্রমণের মুখে যথার্থ কংগ্রেসেব যত কাজ হইতেছে, সভাসমিতি-বক্তৃতাতে তাহার কিছুই হয় নাই। আবার সেই ফোর্থব্রিজ্ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে সেণ্ট এণ্ড্রুজে প্রায় ১২টার সময় পৌছান গেল। ডেলিগেটদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কলেজেব লাইব্রেরিয়ান মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সহর দেখাইয়া লইয়া গেলেন।—গির্জ্জা, লাইব্রেরি ইত্যাদি দেখিয়া টাউন-হলে গেলাম। সেখানে এক সুন্দর প্রাচীন দৃশ্যের অবতারণা দেখিলাম। ভাইস্ চান্সেলর স্যার্ ডোনাল্ডকে সহরেব কর্তৃপক্ষগণ Freedom of the City উপহাব দিলেন। ইহা একরূপ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ-পদবীতে উন্নীত হওয়া গোছ! এই অনুষ্ঠানের পর কলেজে অভ্যর্থনা-ভোজে উপস্থিত হইতে হইল। এদেশের লোক ভোজটা বোঝে খুব। সকল কাযেই আগে একটা ভোজ! কলেজের বাড়ী, মিউজিয়ম্, লাইব্রেবী অতি চমৎকার। লেখা-পড়া শিখিবার পক্ষে এই সকল নির্জ্জন স্থানই প্রশস্ত; শান্তচিত্তে জ্ঞানান্বেষণ করিবার সুবিধা যথেষ্ট ঘটে। বাঙ্গালী ছাত্র এবার্ডিন, সেণ্ট এণ্ড্রুজের মত জায়গায় যায় না। লণ্ডন, এডিনবার্গের মত কোলাহল ও প্রলোভনময় বড় বড় সহরে কষ্টসহ্য, অর্থব্যয় ও সময় সময় অধঃপতনের পথ পরিষ্কার কবে। তাহা না করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এই সকল স্থানে থাকিয়া অল্পব্যয়ে লেখা-পড়া করিতে পারে; কেন যে তাহা করে না, ঠিক বোঝা যায় না।

লাইব্রেরীর বন্দোবস্ত বড়ই সুন্দর; এরূপ সুন্দর বন্দোবস্তের লাইব্রেরী প্রায় দেখা যায় না। মিউজিয়মের সাজসজ্জা দেখিয়াও চমৎকৃত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা মিউজিয়মের এনান্‌ডেল্‌ সাহেব, আমাদের মিউজিয়ম সাজাইবার বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য, এখানের মিউজিয়ম দেখিতে আসিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ভোজ ত শেষ হইল। ভোজের পব বক্তৃতা। ভারতের পক্ষে বক্তৃতাব ভার পুনরায় আমাব উপবেই পড়িল। ভগবানের কৃপায় মুখ ও মান রক্ষা হইয়া যাইতেছে, ইহাই যথেষ্ট। উপস্থিত সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, আপ্যায়িত করিলেন।

অবশেবে, বিদায় লইয়া এডিনবার্গে ফিরিয়া আসিলাম। শরীরেব উপর এত অত্যাচার চলিতেছে যে, শরীব বুঝি আর বয় না। প্রত্যহ এত বেড়ান আর ত চলে না। বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক। সেইজন্য, এবং এডিনবার্গ দেখাশুনা বিশেষ কিছুই হয় নাই বলিয়া, এখানে আর এক দিন থাকিয়া যাওয়াই স্থিব করিলাম।

শনিবার, ২৮শে জুন।—"স্কটস্‌ম্যান" পত্রে প্রকাশ যে, সেণ্ট এণ্ড্রুস্‌ য়ুনিভার্সিটিও আমাকে অনরারি এল. এল. ডি. ডিগ্রী দিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার আভাস কালই কতক পাইয়াছিলাম। পুনরায় ১৭ই জুলাই সেণ্ট এণ্ড্রুস যাইবার জন্য তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন; ১৬ই জুলাই 'কেন'-পত্নী গোখ্‌লে মহাশয় ও আমার সম্মানার্থে এক পার্টী দিবেন; ১৮ই জুলাই লণ্ডনে সেক্রেটারি অব ষ্টেটের নিকট 'টেম্পারেন্স ডেপুটেশন' যাইবে;—এই তিন ক্ষেত্রেই আমায় উপস্থিত থাকিতেই হইবে।

সকালেই কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ল্যাম্বের সহিত দেখা করিতে গেলাম। পুরাতন কথাবার্ত্তা বিস্তর হইল। তিনি যথেষ্ট যত্ন ও আত্মীয়তা করিলেন। তাহার পর আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর এণ্ড্রুজ ফ্রেজারের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনিও বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন এবং যত্ন করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করাইলেন। তাঁহার

সহিত নানা কথার আলোচনা হইল। যিনি একদিন সমগ্র বাঙ্গালার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি আজ সাধারণ নাগরিকের ন্যায়, সাদাসিধা ধরণে বাস করিতেছেন এবং পূর্ব্বপরিচিত ভারতবাসীর প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ সহৃদয়তা দেখাইতেছেন,—ইহা এক চমৎকার দৃশ্য। শিক্ষার বিষয়ও বটে। তবে স্থানকাল ভেদে বুঝি সবই সম্ভব। লেডি ফ্রেজার রোগা হইয়া গিয়াছেন; ঝি-র সাহায্যে গৃহস্থের মেয়ের মত সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। ছেলেটি বাড়ী আসিয়া জল খাইয়া আবার স্কুলে গেল; এ সবও দেখিবার শিখিবার বিষয়। আহারান্তে মুখ পুঁছিবার জন্য কর্ত্তা নিজহস্তে তোয়ালে আনিয়া দিয়া, আতিথ্যযত্ন সৌজন্যের চূড়ান্ত করিলেন! ফ্রেজার সাহেব আমার উপাধি-প্রাপ্তিতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এবার্ডিনের প্রিন্সিপাল স্মিথ ইহার বিশেষ পরিচিত, তিনি নাকি আমার সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করিয়া ফ্রেজার সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন; সাহেব একথা বিশেষ আনন্দ ও প্রীতির সহিতই বলিলেন।—

তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া য়ুনিভার্সিটি য়ুনিয়ন প্রভৃতি ছাত্রজীবন-সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি দেখিয়া আসিলাম। ল্যাম্ব সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া, নিজে সঙ্গে থাকিয়া, সমস্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া, অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সারিয়া দিলেন। এডিনবার্গ ক্যাণ্টনমেণ্ট, হাইষ্ট্রীট, হোলি রুড্, মিড্লোথিয়ান্ ষ্ট্রীট—এ সকল স্থানই, ইতিহাস ও সাহিত্য সাহায্যে, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের সহিত গ্রথিত; স্যার ওয়াল্টার স্কটের অমর গ্রন্থাবলী ও অসংখ্য সাহিত্যিকগণ অন্তরের স্তরে স্তরে ইহা গাঁথিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন ভীষণ দুর্গের মধ্যে কোথায় কুইন মেরীর ঘর—কোথায় তৎপুত্রের জন্মস্থান—কোথায় স্কটিশ পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইত—এই সকল দেখিতে দেখিতে মনে নানা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। এডিনবার্গ কাস্ল্ ও হোলি রুড প্যালেস উভয়েরই গঠন ক্ষুদ্রায়তন ও পারিপাট্যশূন্য। কিন্তু তৎকালীন কার্য্যোপযোগী। সে সময়ের হিন্দু-মুসলমান রাজাদের রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির তুলনায় এইগুলি নিতান্ত নগণ্য; কিন্তু ইতিহাসের অমর পৃষ্ঠায় এই সকল স্থানের কীর্ত্তি

জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। স্কটের অমর লেখনী এই সমস্ত স্থান সম্বন্ধে কতই মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। Arthur's Seat (আর্থারস্ সিট্) পাহাড়টি স্কটের অতিশয় প্রিয় স্থান ছিল। রাজবাটী এই পাহাড়েরই ঠিক নীচে। দৃশ্যগুলি যেন এখনও চক্ষের সম্মুখে নাচিতেছে।

২৯শে জুন, শনিবার।—সকাল হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল। এখানে বৃষ্টির মত ঝকমারির জিনিস আর কিছু নাই; যেন একটা অবসাদ আনিয়া ফেলে। আজই লণ্ডনে ফিরিতে হইবে। অগত্যা গাড়ী করিয়া কোন প্রকারে ক্যালিডোনিয়ন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে এডিনবরার বিস্তর ভারতীয় ছাত্র দেখা করিতে ও বিদায় লইতে আসিয়াছিল। সেণ্ট এণ্ড্রুজ য়ুনিভার্সিটি—উপাধি দিতেছে শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত। ফিরিবার সময় নূতন পথে ইয়র্ক, নিউ কাস্‌ল্ অন্ টাইন প্রভৃতি স্থান দেখিয়া যাইব, মনে কবিয়াছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা হইয়া উঠিল না। অগত্যা পুরাতন পথেই পুরাতন দৃশ্য নূতন কবিয়া দেখিতে দেখিতে ফিরিলাম। ক্যানেডিয়ান য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর ম্যাকে সঙ্গে ছিলেন। কানাডার শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তর কথাবার্ত্তা হইল। মধ্যে বৃষ্টি ধরিয়া যাওয়াতে পথের দৃশ্য ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল। রাত্রি ৭টার সময় লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্কটল্যাণ্ডের অমন সুন্দর শান্তিময় স্নিগ্ধ দৃশ্যাবলীর মধ্য হইতে নগবীর এই অবিরাম কোলাহলময় জনস্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া, কতকটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। এই জন্যই বোধ হয়, মধুপুরের কোন বিশেষ "সৌন্দর্য্য" না থাকিলেও—মধুপুর আমার এত প্রিয়!

যে কয়দিন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, সে কয়দিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কোথায় কি করিয়া যে দিন কাটিয়াছে, তাহা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রত্যহই বেলা ১০টার মধ্যে কোনরূপে আহার সারিয়া, লণ্ডন য়ুনিভারসিটি বাড়ীতে তাড়াতাড়ি যাইতে হইত। বেলা ১টা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বৈঠক বসিত। মধ্যে একঘণ্টা জলযোগের জন্য বিশ্রামের পর

পুনরায় ৫টা পর্য্যন্ত বৈঠক চলিত। বৈকালে বা সন্ধ্যায়ও বিশ্রাম নাই। এখানে আজ ডিনার, ওখানে কাল অভ্যর্থনা, সেখানে ইভনিং পার্টি কোন কোন দিন এরূপ পার্টি, দুই তিনটাও থাকিত! অতএব সর্ব্বত্র সব দিন যাওয়া দেহে কুলাইলেও সময়ে কুলাইবে কেন? সময়, অর্থ, শরীর, মস্তিষ্ক—এই কয়দিনে অতিব্যয়িত হইতেছে। আর কখনও এরূপ অতিব্যয় হয় নাই এবং হইবে কি না, জানি না। আমাদের দেশের কংগ্রেস প্রভৃতির যে দশা, এখানেও ঠিক তাহাই! কয়দিন কেবল বাক্যাড়ম্বর ও হুজুগ—এই হইল।

প্রথম দিন ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী বিখ্যাত লেখক ও বক্তা, লর্ড রোজবেরি সভাপতি হইলেন। দ্বিতীয় দিনে লর্ড কার্জ্জন এবং মিষ্টার ব্যালফোর সভাপতি, তৃতীয় দিন লর্ড ষ্ট্রাথকোনা সভাপতি হইলেন। সেই দিন বিকালে স্যার থিয়োডোর মরিশন সমস্ত ভারত-ডেলিগেটদিগকে লইয়া এক অতিরিক্ত বৈঠক করেন।

এ সভাতেও নূতন কিছুই হইল না। পুরাতনেরই চর্ব্বিত চর্ব্বণ! কিছু হইবে না। কিছু হইবার নয়! এই পালাবই পুনরাবৃত্তি। চতুর্থ দিবস বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ লর্ড র‍্যালে সভাপতি ছিলেন। এই চারিদিন অধিবেশনের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনার সময় বা ক্ষমতা আমার নাই। প্রয়োজনও নাই।

দ্বিতীয় দিন আমার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রণালীর উপর আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা লুগার্ড সাহেব (যিনি হংকঙ্গের গবর্ণরপদে বৃত হইয়াছেন) অনেক বিষয়ে আক্রমণ করিলেন। সভাপতি-মহাশয় মিষ্টার ব্যাল্‌ফোরও তাঁহার স্বপক্ষেই বলিলেন। অগত্যা উত্তরে আমাকে দেশের—ধর্ম্মের ও সমাজের মর্য্যাদা-রক্ষার যথাযথ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

আমাকে ভারতীয় য়ুনিভার্সিটি সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পাঠ করিতে পূর্ব্বে অনুরোধ করা হয়। আমিও সেইরূপ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সভাস্থলে দেখিলাম যে, লুগার্ড-কে সেই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং আমার উপরে তাহার কথার উত্তর দিবার ভার পড়িল। অতএব যে সকল কথা

বলিব মনে করিয়াছিলাম, সে সকল কথা বলিবার অবকাশ পাইলাম না। ববং দ্বন্দ্ব বিবাদের কথা আসিয়া পড়িল ; এরূপ অবস্থায় যতদূর সম্ভব ভারতের পক্ষসমর্থন না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইত ; উত্তর প্রদান অবসরে এই জন্য মহাপ্রভু লুগার্ডের অদ্ভুত যুক্তি ও আপত্তি খণ্ডন জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইল। লুগার্ডের ন্যায় গবর্ণরপদে বৃত ও মিষ্টার ব্যালফোরের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমার বক্তৃতায় চটিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু অর্ব্বাচীন বক্তার বিরুদ্ধবাদ করাতে সাধারণের প্রায় সকলেই বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার স্বদেশের সম্মান-রক্ষা চেষ্টার সাফল্যে তাঁহারা বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সভাভঙ্গের পর অনেক অপরিচিত সাহেববিবি কার্ড দিয়া আলাপ করিলেন এবং দেখাশুনা ও আহারাদির জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। লুগার্ড সমস্যায় আমার উত্তরের উল্লেখ করিয়া আদর-আপ্যায়নের কথাও কম বলিলেন না। ধীরভাবে সময়মত স্পষ্ট কথা দৃঢ় অথচ যথাযথভাবে না বলিলে, এরূপ স্থলে দেশের মর্য্যাদা-রক্ষা অসম্ভব এবং অকারণ আক্রমণের হস্ত হইতে উদ্ধারেরও উপায় নাই। কংগ্রেসের শেষ দিন আমাকে বিদেশী প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইয়া ধন্যবাদ দিয়া কিছু বলিতে হয়। কংগ্রেসে দুইবার কথা কহিবার অধিকার বড় অধিক লোকে পায় নাই। আদৌ কোন বক্তৃতা করিবার অবসর পান নাই বলিয়া অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন। আমার এ সম্মানলাভে বন্ধুগণ বড়ই সন্তুষ্ট।

বিদ্যার রাজসূয়-যজ্ঞবৎ এই মহা কংগ্রেসে দেশবিদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। বিখ্যাত বক্তাদিগের সহিত পরিচিত হইয়া ও তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। এক তক্তে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের সহিত বক্তৃতা করিয়া এবং প্রয়োজনমত তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদ ও গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা করিয়া ধন্য হইলাম। বাধ্য হইয়া, প্রধান রাজনীতিজ্ঞ মিষ্টার ব্যালফোরের বিরুদ্ধবাদী হইতে হইয়াছিল, ইহাতে আমি দুঃখিত ; কিন্তু শ্লাঘাও মনে করিলাম।

আনুষঙ্গিক আমোদ-আহ্লাদের পালার বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নহে। প্রথম দিন, ইংলণ্ডের প্রধান হোটেল 'স্যাভয়'তে রাজরাজেশ্বরের পক্ষে ভোজ হয়; প্রিন্স্ আর্থার অব কনট উপস্থিত ছিলেন। লড বোজবেরি, রাইট অনরেবল লুইস হারকোর্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তারাও বক্তৃতা করেন। দেশপ্রসিদ্ধ জগৎ-খ্যাত লোকে লোকারণ্য; অথচ বাছাই লোকের থানা। বাজ-খানসামাদের সোণা-রূপা-মোড়া পোষাক ও আহার্য্য-পানীয়ের বিচিত্রতা দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। লর্ড কার্জ্জন এবং বিখ্যাত কেমিষ্ট স্যার হেন্‌রি রস্‌কোর মধ্যস্থলে আমার আসন হইয়াছিল। উভয়েই কত আত্মীয়তার কথা কহিলেন, বলিতে পারি না। বিশেষতঃ লর্ড কার্জ্জন—তিনি যেন ভারতের বড়লাট সে লর্ড কার্জ্জনই নন! যেন কত কালের আত্মীয়, এইভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সমস্ত সময়টা আমার সহিত পরম উৎসাহ ও উল্লাসে কথাবার্ত্তায় কাটাইলেন। বুধবারের Manchester Guardian সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"People wondered what the long and animated conversation could be about, between Lord Curzon, the Partitioner of Bengal and the Hon'ble Dr. Sarvadhikary."

দ্বিতীয় দিন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ী, বাছাই করা জন কয়েক প্রতিনিধি (যাহাকে 'Select few' বলে) লইয়া ভোজ। ভারত-বর্ষীয়দিগের মধ্যে কেবল আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অতএব খাতিরটা যেন কিছু বেশী বেশী মনে হইল। ম্যান্‌সন্ হাউসে লর্ড মেয়র জাকাল রকম পার্টি দিলেন। এত সোণার বাসনের ছড়াছড়ি কখন দেখি নাই। লর্ড মেয়র, লেডি মেয়রেস্, অল্‌ডারম্যান—সকলেরই সোণার মোটা মোটা চেন-পরা। সোণার আশাসোঁটা চাকরদের হাতে, চারিদিকে স্বর্ণবৃষ্টি! মহাধুম। এখানেও "বাঙ্গালী বক্তৃতার" তারিফ অনেক শুনিতে হইল। লুগার্ডদমনে অনেকেই বিশেষ আনন্দিত এবং তাহা লইয়া আলোচনা অনেক হইল।

"অনারেবল্ কোম্পানী অফ্ ফীস্‌মন্‌গারস্" মহা আড়ম্বর ও সমারোহ-সহকারে এক বিরাট ভোজ দিলেন। আরল্ অফ্ পোর্টল্যাণ্ড সভাপতি।

এখানেও সভাপতির কণ্ঠে প্রকাণ্ড মোটা সোণার চেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপার গামলা করিয়া গোলাপজলে হাতমুখ ধুইতে দিল। আহার্য্য দ্রব্যের আড়ম্বর ও বাহুল্যের বর্ণনা করা যায় না। ছাব্বিস কি আটাস রকমের খানা; মধ্যে মধ্যে প্রসিদ্ধ নর্ত্তকীদের নাচ গান! ১৮২৪ সালের শেরি মদ পাণার্থ দেওয়া ইত্যাদি বড়মানুষির চূড়ান্ত দেখাইল। আমাদের দেশের আমীর ওমরা বড়মানুষেরা কিম্বা পুরাতন নবাব বাদসাহেরাই শুধু চোরদায়ে ধরা পড়েন নাই। পরিশেষে সকল অতিথিকে সুন্দর একবাক্স চকোলেট এবং একটা সোণালী কাজ-করা থলি—স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ উপহার দেওয়া হইল। আমাদের দেশে ভূরি ভোজনের পর ছাঁদা বাঁধার কথা মনে পড়িল।

এ সকল বড় বড় ব্যাপার ছাড়া—খুচরা আমোদ-প্রমোদ কতস্থানে কত যে হইল, তাহার আর গোনাগাঁথা নাই। এই কংগ্রেস উপলক্ষে যথার্থ কায কিন্তু কিছুই হইতে দেখিলাম না। আমোদ-প্রমোদেরই চূড়ান্ত হইল। এই সুযোগে অনেক লোকের সহিত পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা এবং বোধ হয়, কাহারও কাহারও সহিত বন্ধুত্বও স্থাপন হইল। ইহাই পরম লাভ।

যাহা হউক, কংগ্রেসের পালা শেষ হইল। আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম! কিন্তু এখনও অনেক স্থলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা বাকী আছে। অতএব, কিছু বিশ্রাম করিয়াই পুনরায় দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অক্সফোর্ড।

অক্‌স্‌ফোর্ড, ৬ই জুলাই।—আজ অক্‌স্‌ফোর্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-জগতের এই পুণ্যতীর্থে আসিবাব বহুদিনের একান্ত ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হইল। বেল হইতে অক্‌স্‌ফোর্ডেব দ্বাবিংশতি মহাবিদ্যালয়ের উচ্চচূড়া দেখিয়া, মনে কত ভাবেরই যে উদয় হইল, আমি তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। ভ্রমণ-সহচরগণেব অকারণ প্রগল্‌ভ বাক্য তখন ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল যে, একা নিঃশব্দে আনন্দে ভাবস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিই; কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

ডাক্তার পি. সি. রায়ের সহিত অক্‌স্‌ফোর্ড সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা হইল।

এবার্ডিনের সম্মানচিহ্ন, এল. এল. ডিব হুড্‌টা, হারাইয়া কয়দিন স্থানে স্থানে অনুসন্ধানের জন্য পত্র লিখিয়া সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম; কিন্তু আমাবই 'হোল্ড অলে'র ভিতর অজ্ঞাতবাসান্তে যখন তিনি প্রকট হইলেন, তখন বেদব্যাসেব "বৈমাত্রেয় সহোদব", ডাক্তার বায়ের হস্তে নূতন "বিরাট পর্ব্বের" সূচনা হইল। "বাড়ীর ভিতবের" সর্ব্বাঙ্গীণ গৃহস্থালী-তন্ত্রেব অহিফেন-তন্দ্রা যে আমাকে কতদূব অকর্ম্মণ্য করিয়াছে এবং স্বাতন্ত্র্যপবিচালিত প্রফুল্লচন্দ্র যে স্বয়ং কতদূব স্বাধীন ও কর্ম্মঠ, তৎসম্বন্ধে অনেক বাদবক্তৃতা তাঁহার মুখে শুনিতে হইল।

কথাটা সত্য। প্রফুল্ল ভায়াব গর্ব্ব যে, তাহার এসব বাবুগিরির অভ্যাস হইয়া নিজত্ব নষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই। সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইবার সুবিধাও দেখিতেছি না। ডাক্তার রায়ের সঙ্গদোষে আমারও এককালে সে অবসর হইতে গিয়াও হইতে পায় নাই। এখন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সু-অবসর বলিয়া মনে হয় না। যাহা হইয়াছে, তাহাতে আমি পরম তুষ্ট এবং সুখী—অনেক জিনিস নূতনচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। "বাড়ীর ভিতরের" "গুণের" কথা, পীতাভ চস্‌মা-সাহায্যে প্রফুল্লচন্দ্র সমালোচনা না করেন, বিলাতে আসিয়া অবধি

প্রায় এমন দিন যায় নাই। তাহাতে প্রবাস-বাসের সাহায্য হয়, কিংবা রামগিরির যক্ষের অবস্থা পূর্ণ ভাবে প্রকট করিয়া তোলে, তাহা বোঝা কঠিন বলিয়া এ কথা লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই দীর্ঘ ও ক্লেশকর প্রবাসে পরিবারবর্গের কথার আলোচনা, সহৃদয় বন্ধুমুখে শুনিয়া নূতন ধরণের আনন্দলাভ হয়।

পথের দৃশ্য দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সকালের গাড়ীতেই আসিলাম। লণ্ডন হইতে অক্সফোর্ড আসিতে দেড় ঘণ্টামাত্র সময় লাগে। পথের স্বাভাবিক দৃশ্য, স্থানে স্থানে অতি চমৎকার; সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথ্বী; সুদূর পরিত্যক্ত ভারত-জননীর আংশিক প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। গ্রীষ্ম-কালে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে দৃশ্য বাস্তবিকই অতি মনোহর। টেমস্ নদী ক্ষীণকায় লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, অনুচ্চ শৈল ও হরিদ্বর্ণ তরুরাজীর মধ্য দিয়া বড়ই মানোহারিণী রূপ ধারণ করিয়াছে। পথে হর্লিক্স মল্টেড্ মিল্কের কারখানা ও বিদ্যাসাগব মহাশয়ের আখ্যানমঞ্জরীতে প্রথম পরিচিত রেডিং নগবেব আবাল্য বিশ্রুত হণ্টলি পামারের বিস্কুটের কারখানা দূর হইতে দেখিলাম। পথের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং ডাক্তার রায়ের সহিত পথের আলোচনা করিতে করিতে ১১॥ টার সময় অক্সফোড পৌঁছিলাম; " অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং ন বুবুধে বুধোপম।"

আমার বাসা ওয়াল্থ্যাম কলেজের ওয়ার্ডেন, অর্থাৎ অধ্যক্ষের বাটীতে হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী নাই, কন্যা মিসেস্ পিটার্সন্ বাটীর গৃহিণী। এবার্ডিনে প্রিন্সিপাল স্মিথের বাটীতে যেরূপ পূর্ণপ্রাণ সস্নেহ সযত্ন আতিথ্য পাইয়াছিলাম, এখানেও তাহাই। ইংরাজের বাড়ীতে আসিয়া না থাকিলে, তাহাদের প্রাণের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। সকলে যেন আমার আরাম ও সুবিধার জন্য নিশিদিন ব্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপ স্থানে প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যক্ষের বাটীতে বাসা পাইয়া, নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম; ডেলিগেটগণের মধ্যেও সকলের পক্ষে এ সম্মান লাভ ঘটে না। ডাক্তার রায় ট্রিনিটি কলেজে বাসা পাইলেন।

মিসেস্ পিটাব্সন্ নিজে সঙ্গে কবিয়া ক্যালিডোনিয়ন থিয়েটাব, বোডলিন লাইব্রেবী, ক্রাইষ্ট কলেজ, ওবীয়েল্ কলেজ, যুনিভার্সিটি কলেজ প্রভৃতি দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। পবে, জলযোগান্তে ওয়ালথ্যাম কলেজেব অতি সুন্দব বাগানে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহাব মেয়ে দুটিও উপস্থিত ছিল। অতিথিব সহিত ব্যবহাবে মেয়েদেব কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা নাই। বৃদ্ধ অধ্যক্ষ রুগ্ন; তিনি আতিথ্যকার্য্যে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে বড় সমর্থ নহেন; কাযেই কন্যা ও দৌহিত্রীদিগেব প্রতি এই সকল ভাব।

অক্সফোর্ড ও তাহাব উপনগব সমস্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। বাইশটি কলেজে প্রায় সাড়ে তিন হাজাব ছাত্র পড়ে। এখন ছুটির সময় বলিয়া ছাত্রগণ এখানে নাই। সকল কলেজেব অধ্যক্ষগণও নাই। এ সময় কলেজেব বাড়ী ও লাইব্রেবী দেখা ছাড়া অগত্যা অপব কিছু দ্রষ্টব্যও নাই। এখানে অধিকাংশ ছাত্রই যে কঠোব Residential Systemএ বাস কবে তাহা নয়; অনেকেই বাসায় বাস কবে। তবে বাসায়ও যথেষ্ট তদাবক হয়।

ম্যাঞ্চেষ্টাব কলেজেব প্রিন্সিপাল কার্পেণ্টাবেব সহিত দেখা কবিতে গেলাম। প্রিন্সিপাল কাপেণ্টাব ঋষিতুল্য ব্যক্তি, Unitarian Christian; ভাবতেব একেশ্বব-বাদ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ বাখেন। তাঁহাব সহিত অতি প্রীতিকব অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহাব অগাধ পাণ্ডিত্য ও হৃদয়েব উদাবতায় মুগ্ধ হইলাম। ট্রিনিটি কলেজে পি. সি. বায়েব বাসায় দেখা কবিয়া ও কলেজ দেখিয়া, নিউ কলেজ, যুনিভার্সিটি একজামিনেশন হল, যুনিভার্সিটি চার্চ্চ, কুইন্স কলেজ দেখিযা, ম্যাগডেলেন্ (মড্লিন বলিতে হয়) কলেজে গেলাম। প্রফেসব কুক্সন্ নিমন্ত্রণ কবিয়াছিলেন। ম্যাগ্ডেলেন কলেজ অতি পুবাতন ও প্রকাণ্ড। Cloister like walksএ বেড়াইতে বেড়াইতে মনে কত অপূর্ব্ব ভাবেব সঞ্চাব হইতে লাগিল, বলিতে পারি না! যেন পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল; যেন চিবপবিচিত অথচ অপূর্ব্বদৃষ্ট স্থানে আসিয়াছি মনে হইতে লাগিল।

সকল কলেজেরই প্রকাণ্ড বাড়ী—প্রকাণ্ড উঠান; সুন্দব লাইব্রেবী,

ল্যাবরেটারি, ক্লাশরুম, রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার ইত্যাদি প্রায় একই ধরণের। বাগানগুলি অতিশয় সুন্দর; দেখিবার জিনিস বটে; কখন ভুলা যায় কি না সন্দেহ। পুরাতন বাড়ীগুলি সর্ব্বাংশে সুবিধার নয়; সেই জন্য এখন অনেক জায়গায় নূতন বাড়ী হইতেছে।

কুক্‌সন্ সাহেব অতি পণ্ডিত ও প্রিয়ভাষী। আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য কয়েকজন পণ্ডিত অধ্যাপককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ও ভারতের শিক্ষাসম্বন্ধে নানা কথায় রাত্রি দশটা বাজিল। তাঁহাদের নিয়মানুসারে আমাকে ওজন করা ও কলেজের পুস্তকে নামসহি করান হইল। ওজন দেখা গেল—১১ ষ্টোন ৪ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় একমণ ৩৯ সের; শরীর বেচারী ভ্রমণ-ক্লেশে ওজনে দুইসের বাড়িয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে; পুস্তকে বাঙ্গালা, দেবনাগরী ও ইংরাজীতে সহি করিলাম।

অদ্যকার প্রাতভোজন লণ্ডনে, মধ্যাহ্ন ভোজন ওযালথ্যাম কলেজে, চা-খাওয়া প্রিন্সিপাল কার্পেণ্টারের বাড়ীতে এবং রাত্রির খাওয়া ম্যাগ্‌ডেলেন কলেজে, চলিতেছে ভাল। তবে কতদিন এরূপ চলিবে, বলিতে পারি না। "অপরন্ধা ভবিষ্যতি।"

রবিবার, ৭ই জুলাই।—প্রায় দেখা যায়, বিলাতের অন্যান্য জায়গায় স্নানের ঘর স্বতন্ত্র; কিন্তু অক্‌স্‌ফোর্ডে তাহার বিপরীত। শয়ন-কক্ষেই কম্বল পাতিয়া, প্রকাণ্ড বাথে স্নান সারিয়া লইতে হইল। স্নানের মর্য্যাদা ইংরাজ সম্প্রতি শিখিয়াছে; এখনও রীতিমত স্নানাগার সর্ব্বত্র প্রচার হয় নাই। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের কলেজ-বাড়ীর মত পুরাতন, অ-নব্যতন্ত্র-পরিচালিত স্থানেসে মর্য্যাদার এখনও পূর্ণ অধিকার সাব্যস্ত হয় নাই।

মিসেস পিটার্সন্ আজ আমার জন্য যত্ন করিয়া, ভাত, ছেঁচকী ও চিংড়ী মাছ ঝাল্ দিয়া রন্ধুই করিয়াছিলেন; আমিও তৃপ্তিপূর্ব্বক খাইয়া পরিতুষ্ট হইলাম। মিসেস পিটার্সনের কলিকাতায় শিক্ষিত রন্ধন-কলা নৈপুণ্য-প্রকট করিবার অবকাশ পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার স্বামী কলিকাতার সওদাগর।

কাল অধ্যাপক হেণ্ডার্সনের সহিত অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই বলিয়া আজ বাগানে তাঁহার সহিত অনেক ক্ষণ বেড়াইলাম ও কথাবার্ত্তা কহিলাম। ইঁহারা সকলেই ভদ্রতার চূড়ান্ত করেন বটে, কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদেব উপকাবেব কোন কথা পাড়িলেই কথা চাপা দেন। ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। ট্রিনিটি কলেজে ডাক্তার রায় ও নেগল নামক কেমিষ্ট্রিব অধ্যাপককে লইয়া যীশস্ কলেজ, বেলিয়াল কলেজ, সেণ্ট জন্স কলেজ প্রভৃতি দেখিয়া আসিলাম। সর্ব্বত্রই বাড়ী, বাগান, উঠান, ছাত্রাবাস প্রভৃতিব মোটামুটি ধবণ প্রায় একই বকমেব। একখানা গাইড বুকে অক্সফোড কলেজ সম্বন্ধে লিখিয়াছে, " He who knows one, knows all "—সে কথা যথার্থ। বেলিয়ল কলেজ,—স্যাব টমাস ব্যালে, লর্ড কাৰ্জন, আমাদেব অধ্যাপক জে. এন. দাস গুপ্ত প্রভৃতিব কলেজ; প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জোয়েট এখানকাব অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানকাব হল অতি সুন্দব। জোয়েট, কেয়াড, ম্যাগি, লক প্রভৃতি প্রধানপুরুষগণেব ছবি বহিয়াছে। ল্যাববেটবিগুলিতে আমাদেব দেশেব ল্যাববেটবি অপেক্ষা বড় অধিক কিছু দেখিলাম না। ল্যাববেটবিব খুটী-নাটীব তারতম্য উপলক্ষ করিয়া কেমিষ্ট্রিব মহাপ্রভুবা Scientific Vanityতে পবিপূর্ণ হইয়া, সময়ে সময়ে অতি অর্ব্বাচীনেব মত কথাবার্ত্তা কহেন ও কাজ করেন। ছোট ছোট অসুবিধাপূর্ণ ল্যাববেটবিতেও বড় বড় তথ্যেব আবিষ্কাব ও আলোচনা হয়।

ট্রিনিটি কলেজ হলে, ব্রাইস, ফ্রিম্যান, বলিনসন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেব ছবি দেখিলাম। যীশস কলেজে ইতিহাসবেত্তা গ্রীণেব ঘব দেখিলাম। সেণ্ট জন্স কলেজের বাগানটি অতি সুন্দব; দেখিবার যোগ্য বটে। লাটিমাব, ল্যাড প্রভৃতি 'মার্টাব'-দিগকে যেখানে পোড়াইয়া মাবিয়াছিল, সেখানে এক সুন্দর মনুমেণ্ট এই অমানুষী কীর্ত্তির স্মৃতিমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে!

মধ্যাহ্ন-ভোজন যীশস কলেজের অধ্যক্ষ স্যার্ জন্ রীস্-এর বাটীতে হইল। কলেজের স্বর্ণ-রৌপ্যের বিস্তব বাসন আছে, তাহা তিনি দেখাইলেন;—সাড়ে তিন শত বৎসরের সব বাসন রহিয়াছে। আহারেব পব এসমোলিয়ন্

মিউজিয়ম দেখিতে গেলাম। ছবি, প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতি অজস্র এবং অপূর্ব্ব। সর্ব্বত্র এইরূপ বিস্তর মিউজিয়ম থাকাতে, এদেশে লোকশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়।

বৃষ্টির উদ্যোগ দেখিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; বিশ্রাম বড় হইল না। কারণ, যীশস কলেজে ডাক্তার হেজেল সাতটাব সময় বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এখানে কেমিষ্ট—চ্যাপম্যান, স্যার জন বীস, ডাক্তার হোলইস প্রভৃতিব সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তাব পব রাত্রি ১০টার সময় বাড়ী পলাইয়া আসিলাম। ইংরেজ—কাজে, গল্পে, আহাবে, ভ্রমণে, বৃদ্ধ বয়সেও পশ্চাৎপদ হয় না, কিন্তু আমাদিগকে পলাইয়া প্রাণ বক্ষা কবিতে হয়।

বর্ম্মিংহাম।

বর্ম্মিংহাম, ৮ই জুলাই, সোমবার।- ওয়ার্ডেন হেণ্ডার্সন্, মিসেস পিটার্সন এবং তাঁহার কন্যাদিগের নিকট বিদায় লইয়া বর্ম্মিংহাম যাত্রা করিলাম। এখনও গৃহস্থের দয়া ফুরায় না। যে "ঝি" দুইটি ঘরের কাজ করিয়া কয় দিন আতিথ্যের চূড়ান্ত দেখাইল তাহাদের বিনয়শীলতা ও কমনীয়তা অক্সফোর্ডেরই উপযুক্ত। গৃহকর্ত্রী নিজে সমস্ত গোছগাছ করিয়া জিনিস পত্র বাঁধাইয়া দিলেন। বেলা ১১টার সময় ট্রেণে উঠিলাম। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, পথে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টির হাত কিছুতেই এড়াইবার যো নাই।—রাস্তার দুইদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর, গাছপালা, মাঠ, পাহাড়, নদী ইত্যাদির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পশ্চিম-ইংলণ্ডে অতি চমৎকার—এমন নাকি আর কোথাও নাই।

বর্ম্মিংহাম সহরটি বেশ বড়। লণ্ডনের মত না হউক, মফঃস্বলের সহরের মধ্যে বর্ম্মিংহাম খুব বড় সহর। কলকারখানা চিমনি, কুলীমজুরে সহর পরিপূর্ণ। বাড়ী ঘর দ্বার-রাস্তা, প্রস্তরমূর্ত্তি, পুলিস-পাহারা, ট্রাম প্রভৃতি সবজিনিসই সকল সহরেই প্রায় একই রকমের—বাঙ্গালা দেশেও যেমন, এখানেও প্রায় তাহাই; কোন্‌টা কোন্ সহর, হঠাৎ বোঝা যায় না। কিন্তু অন্যান্য সহর অপেক্ষা বর্ম্মিংহাম কিছু বেশী অপরিষ্কার,- বোধ হয়, কলকারখানার আধিক্যেই এইরূপ হইয়াছে।

আমাদের বাসা সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে, একটি সুন্দর নির্জ্জন উদ্যানবহুল উপনগরে। এ বাড়ীটি কলেজের মেয়েদের থাকিবার বোর্ডিং। এখন ছুটীর সময়; অধিকাংশ ছাত্রী বাড়ী গিয়াছে বলিয়া, ডেলিগেটদের

এইখানেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখানকার অধ্যক্ষ বিখ্যাত আইনগ্রন্থ-প্রণেতা স্যার্ এড্ওয়ার্ড ফ্রাই'র কন্যা মিস ফ্রাই, বিখ্যাত গ্রন্থকার সিজ্উইকের কন্যা মিস্ সিজ্উইক এবং ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর জেনারেল্ অব্ এড্জুকেশন মহোদয়ের ভগ্নী মিস্ অবেঞ্জ্ এখানকার শিক্ষয়িত্রী। বড় বড় লোকের কন্যা ও ভগিনীগণ এখানকার অধ্যক্ষ ও শিক্ষয়িত্রী; দেখিবার জিনিস। টেনিসনের 'প্রিন্সেসে' অনধিকারচর্চ্চাকারী পুরুষগণ-কর্তৃক, পুরুষ-বিদ্বেষী মহিলাগণের বিদ্যালয়ে অনধিকারপ্রবেশ কথা ও তাহার দণ্ড বর্ণিত হইয়াছে; আমাদের এখানে বাসা পাওয়া কতকটা সেই রকমের। অতিথি-বৎসলা রমণীগণকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে, বিদেশীর মুখে একথা শুনিয়া তাঁহারা কিছু আশ্চর্য্য, কিন্তু বড় আনন্দিত হইলেন।

মিস্ সিজ্উইক্ সঙ্গে করিয়া, বোর্ণভিল গ্রামে 'ক্যাডবরির কোকো' কারখানা ইত্যাদি দেখাইয়া আনিলেন; অতি বৃহৎ অদ্ভুত কারখানা! তিন হাজার স্ত্রীলোক ও দুই হাজার পুরুষ কাজ করিতেছে; নিঃশব্দে সুন্দরভাবে কাজ চলিতেছে। সর্ব্বত্র একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শান্তি বিরাজমান।

স্ত্রীপুরুষ—সকল কারিকরই অল্পবিস্তর লেখা-পড়া জানে। অধ্যক্ষদিগের বন্দোবস্তে এখানেও তাহারা লেখাপড়া, ব্যায়ামচর্চ্চা, খেলা প্রভৃতি সবই করে; যেন একটা প্রকাণ্ড বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী খেলাচ্ছলে এই প্রকাণ্ড কারখানা চালাইতেছে! ব্যবসায়ে লাভও হয় বিস্তর। ইহাদের লেখাপড়া, খেলা, স্বাস্থ্য-তদারক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত আছে, অনেক বিদ্যালয়ে ও বাড়ীতে সেরূপ নাই। সকল কারখানা যদি এভাবে চলিত, তাহা হইলে কোন দেশে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে অশান্তি ও অভাব থাকিত না; নিত্য ধর্ম্মঘটের অত্যাচারে জগৎ প্রপীড়িত হইত না।

কারখানাটি প্রকাণ্ড। কোথাও কোকো, কোথাও চকলেট, কোথাও বিস্কুট, কোথাও লজেঞ্জেস তৈয়ারী হইতেছে—প্যাক হইতেছে। প্যাক

করিবার বাক্স, উহাতে বসাইবার ছবি, কাগজ প্রভৃতি সমস্ত জিনিসই এই কারখানাতেই তৈয়ার হইতেছে। বাক্স বন্ধ হইয়া একেবারে রেলে করিয়া চালান দিবার জন্য, কারখানার ভিতর পর্য্যন্ত রেল-লাইন পাতা আছে। কারবার করা ইহাকেই বলে ;—অথচ অতি সামান্য জিনিসের কারখানা!

দর্শকদিগের অভ্যর্থনারও চূড়ান্ত আয়োজন।—টাট্‌কা চকলেট কোকো প্রভৃতি যত্ন করিয়া খাওয়াইল। শেষে, বিদায়কালে কিছু চকলেট ভোজন-দক্ষিণারূপে, অথবা পাথেয়ের পরিবর্ত্তে দিল! একজন স্ত্রীলোক-অধ্যক্ষ যত্ন করিয়া, সমস্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া গাড়ী পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া গেলেন—দর্শকদিগের পুস্তকে নাম সহি করাইয়া লইয়া ধন্য জ্ঞান কবিলেন ;—অথচ বাস্তবিক ধন্য ও প্রীত হইলাম আমি।

বাসায় আসিয়া দেখি, অন্যান্য সব ডেলিগেট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। খাওয়ার টেবিলে যাইবার সময় অধ্যক্ষ মহোদয়া আমায় আহার-স্থানে নিজের সহচর নির্দ্দেশ করিয়া ও দক্ষিণে বসাইয়া, বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। কোন বাড়ীর গৃহিণী, বা বিত্তালয়ের মহিলা-অধ্যক্ষ, আহার-স্থানে গমন সময়ে যাহার হাতে হাত দিয়া প্রবেশ করেন, তাঁহার প্রতি বিশেষ খাতির-যত্ন করা হয় ; একথা বোধ হয়, স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। অতএব, এক্ষেত্রে আমার সম্মানটা খুবই হইল।

আহারের পর 'পার্টি' উপলক্ষে অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যথানিয়মে সহরের ও বাহিরের লোক লইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান বাজনা, কথা-বার্ত্তা হইল। শয়নকক্ষে সব বন্দোবস্তই ভাল ; কিন্তু ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জানালার উপরটা খুলিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত আছে ; সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহা বন্ধ করিতে পারিলাম না। হিম—ঠাণ্ডার ভয়ে কম্বলমুড়ি দিয়া রাত্রি কাটিল। এই দারুণ শীতে জানালা খুলিয়া শয়ন কত আরামের তাহা আর বর্ণনা করিয়া কাজ নাই! তার উপর সমস্ত রাত্রি নব প্রবর্ত্তিত "আকাশ-জাহাজ" গোঁ গোঁ শব্দে বিচরণ করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইল।

মঙ্গলবার, ৯ই জুলাই—কুমারী ফ্রাই অনুরোধ করিলেন যে, যদি বৃষ্টল্

যাই, তাহা হইলে তাঁহার পিতা, বিচারপতি ও আইন-গ্রন্থলেখক ফ্রাই সাহেবের বাড়ীতে যাইয়া আতিথ্য-গ্রহণ করিতেই হইবে;—আমি আতিথ্যস্বীকার করিলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইবেন।

উচ্চ পাহাড়ের মত জায়গায় বর্ম্মিংহাম য়ুনিভার্সিটি গৃহ। জোসেফ চেম্বারলেনের যত্নে প্রকাণ্ড বাড়ী, লেবরেটারি, হল, লাইব্রেরী, ওয়ার্কসপ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে। এখনও সমস্ত বাড়ী তৈয়ার হইয়া উঠে নাই। স্যার অলিভার লজ এখানকার অধ্যক্ষ। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত আলাপ হইল। ইংলণ্ড যাঁহাদের নামে ও কার্য্যে পবিত্র ও ধন্য, স্যার অলিভার লজ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম; প্রাচীন, ঋষিতুল্য ব্যক্তি, যেমন বিজ্ঞানবিৎ তেমনি ধর্ম্মপ্রিয—বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম্মের প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহার বিজ্ঞানে যেমন শ্রেষ্ঠ স্থান, ধর্ম্মতত্ত্বেও তাই। পরলোক ও আত্মার গতি সম্বন্ধে ইনি বিশেষ তত্ত্বজিজ্ঞাসু। তাঁহার সহিত বহুতর তত্ত্বকথা হইল। লেডি লজ তাহাদের বাটীতে কয়েকদিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব।

য়ুনিভার্সিটি দেখিয়া সহর দেখিতে দেখিতে, ইম্পিরিয়াল হোটেলে যাওয়া হইল। সেখানে ভোজ ও বক্তৃতা যথারীতি হইল। ভোজ বক্তৃতা না হইলে ইহাদের কোন কার্য্যই সমাধা হয় না। তাহার পর গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। এখানে, বারণ্-জোনসের চিত্রের অনুকরণে, সুন্দর Stained glass-window আছে। এবার ভ্রমণ উপলক্ষে অনেক গির্জ্জা দেখা ঘটিল, কিন্তু এরূপ সুন্দর Stained glass-window বড় কোথাও দেখি নাই। সহরের আরও দুই একটি দর্শনীয় স্থান দেখিয়া বিকালে বর্ম্মিংহাম ত্যাগ করিলাম।

এবার্ডিনের প্রিন্সিপাল জর্জ্জ য়্যাডাম্ স্মিথ।

ম্যাঞ্চেস্টার।

অন্যান্য ডেলিগেটদিগের সহিত শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, ম্যাঞ্চেষ্টারে রওয়ানা হইলাম। পথে প্রধান নগরের মধ্যে ক্রু ও ষ্টাফোর্ড। ষ্টাফোর্ডশায়রে চীনার বাসনের কারবার অধিক। অধিকাংশস্থলই কলকারখানা, চিমনি, ধোঁয়া এবং বহুলোকের একত্র বসতি জন্য ময়লায় পরিপূর্ণ। তবে মধ্যে মধ্যে সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্যও আছে।

অভ্যর্থনা করিবার জন্য য়ুনিভার্সিটি হইতে প্রতিনিধি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন; বাঙ্গালী ছাত্রও অনেক গিয়াছিলেন। ছাত্রগণ বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করাতে, য়ুনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষগণের আমীরি বন্দোবস্ত উপেক্ষা করিয়া, বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সহিত বাস করা স্থির করিলাম; শ্রীমান হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্রেরা বিশেষ যত্ন করিয়া সেবাশুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলেন, বাড়ীর মত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, শরীর তত ভাল ছিল না বলিয়া শীঘ্রই বাসায় ফিরিতে হইল।

১৩ই জুলাই, শনিবার।—বর্ম্মিংহাম হইতে বুধবার রওয়ানা হইবার পর— আর লিখিবার সময় হয় নাই। শনিবার হইতে সোমবার অক্‌সফোর্ড, সোমবার-মঙ্গলবার বার্ম্মিংহাম, মঙ্গলবার বুধবার ম্যাঞ্চেষ্টার, বৃহস্পতিবার লিভারপুল, শুক্রবার লীড্‌স, এই এক এক স্থানে এক এক দিনে কত দেখিতে হইয়াছে, কত শুনিতে হইয়াছে, কত বেড়াইতে হইয়াছে, কত বলিতে হইয়াছে, কত ভাবিতে হইয়াছে, কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে মাথা স্থির থাকে না। আজ প্রাতর্ভোজনের পর একটু সময় পাইয়া
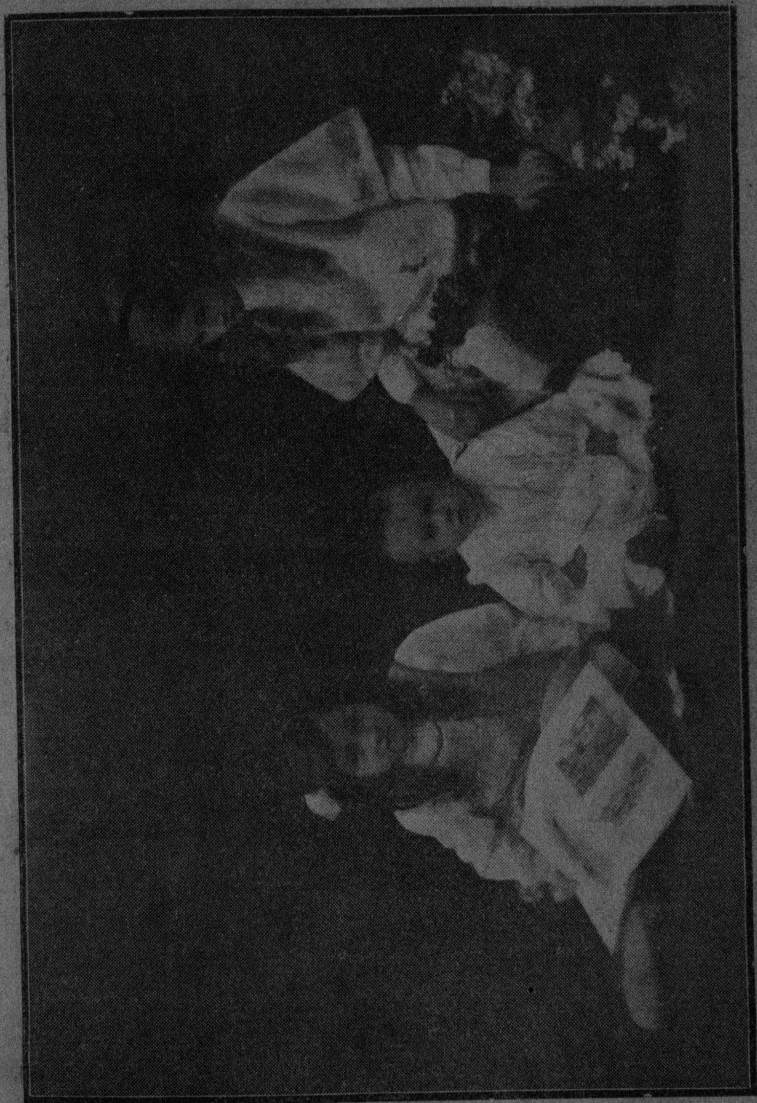
মোটামুটি এই কয়দিনের কথা লিখিতেছি;—বিস্তারিত লেখা অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন।

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সাড়ে দশটার সময় আবার কেম্ব্রিজে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে হইবে।

এদিকের সহরগুলি সবই প্রায় এক ধরণের। সকল সহরের প্রধান রাস্তাগুলিও প্রায় একই রকমের। কল-কারখানা, চিমনি, ধূঁয়া, ধূল, মাল, লোকের ভিড়—ইহাই চতুর্দ্দিকে। ইংরাজীতে এ প্রদেশটাকে ব্ল্যাক্ কণ্টি অর্থাৎ "কাল'দেশ" বলে। চতুর্দ্দিক কাল। পাথরের সুন্দর সুন্দর সাদা বাড়ীগুলি এক বৎসরের মধ্যেই কাল হইয়া গিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারে একটা বাড়ী সাফ করিতেছে, দেখিলাম—হরকালী মূর্ত্তি। কতকটা কাল কতকটা সাদা। দেখিলেই বোঝা যায় যে, ধূঁয়ার জন্য এই সকল বাড়ী অল্পদিনের মধ্যেই এইরূপ কালমূর্ত্তি ধারণ করে, অথচ এই ধূঁয়াই ইহাদের লক্ষ্মী। ইহারই জন্য, শুধু ভারতবর্ষের নয়—পৃথিবীর শিল্প ও বাণিজ্য ইংরাজের করায়ত্ত, এবং ইহা রক্ষার জন্যই ইহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের এত রণতরী ও সৈন্যসম্ভার। স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর পাহাড়, বন, নদী, উপত্যকা-অধিত্যকার সন্নিবেশ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এ অঞ্চলে ধূঁয়া, কয়লা, চিমনি ও মালের প্রাদুর্ভাব অধিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও তদনুরূপ। বার্ম্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার ও লিভারপুল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়। শিল্পবিদ্যা ও বাণিজ্যের প্রসারকল্পে বিদ্যাশিক্ষাই এই সকল য়ুনিভার্সিটিতে অধিক। অন্যান্য বিদ্যার আলোচনা যে আদৌ নাই, তাহা নহে; বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যাতেই ইহারা অধিক মন দিতেছে। আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য স্থানে ইহার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র; এই চেষ্টার প্রসার আবশ্যক। সেইজন্য, আমাদিগেরও এ সকল সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া দেখা-শুনার প্রয়োজন হইয়াছে, ...ম্ভবা এসকল বিষয়ে উভয়পক্ষীয় শিক্ষার দোষগুণ বিচার করিয়া, গেলে মা...য়ম নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাও সম্যক্‌রূপে জানা উচিত'। এখানে

ম্যাঞ্চেষ্টার।

সর্ব্বত্রই য়ুনিভার্সিটির এ সকল বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত। কোন কষ্ট বা অসুবিধা নাই।

এক একদিন এক এক স্থানে বাস।—চলিতেছে মন্দ নহে। প্রাতে গৃহস্থ-বাড়ীতে আহার, মধ্যাহ্নে সাধারণ ভোজ। রাত্রিতেও তাহাই; অনেক স্থানে আমাকে কিছু বলিতে হইয়াছে; সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর বক্তৃতা-কৌশলসম্বন্ধে সমালোচনা ও মতপ্রকাশ একই প্রকারের। "বাঙ্গালী অদ্ভুত জীব; ইংরাজের মত, এবং সময়ে সময়ে ইংরাজের অপেক্ষাও ভাল ইংরাজী বলে," এই কথার সর্ব্বদা আলোচনা হয়; বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা মনে করিয়া, সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন, ধন্যবাদ দেন, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বপ্রকাশ করিয়া, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের বাড়ী যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। সকল স্থলে ও সকল সময়ে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ সম্ভব নহে। বার্ম্মিংহাম য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলারের পত্নী লেডী ও, তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া থাকি নাই বলিয়া, অভিমান করিয়াছেন এবং পুনরায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের স্যর ব্রাদ এডামও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। লীড্সের ভাইকার-পত্নী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহাদের বাড়ীতে দুই একদিন কাটাইতে বলিয়াছেন, ইনি স্বর্গীয় মনীষী উইলিয়মসের কন্যা। ইহাদের সকলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও রক্ষা সম্ভব হইল না; কারণ দেহ ত একটা, সর্ব্বত্র বিরাজমান হয় কিরূপে? এরূপ আন্তরিক আদর-অভ্যর্থনায় মোহিত হইতে হয়। ভারতের ইংরাজ ও ইংলণ্ডের ইংরাজের প্রভেদ দেখিয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত, অথচ আশান্বিত এবং সুখী হইতে হয়।

মঙ্গলবার প্রাতে বার্ম্মিংহাম য়ুনিভার্সিটি দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী, ক্লাস রুম, ওয়ার্ক সপ, সমস্তই যথোপযুক্ত। ঋষিতুল্য অধ্যক্ষ, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান উভয় বিষয়ে সমান অধিকারী। উভয়ের তুল্য স্থাননির্দ্দেশে জীবন অতিবাহিত করিয়া, বিজ্ঞানবিৎ ও তত্ত্ববিৎ উভয়েরই ধন্যবাদার্হ হইতেছেন। ভারতে এ সকল ঋষির পদার্পণে ভারতবাসী ধন্য হইবে, একথা জানাইলাম। তিনিও ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প

প্রভৃতির যথেষ্ট গুণগান করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কখনও ভারতদর্শন ঘটিলে ধন্য হইবেন। এই সমস্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তির সহিত আলাপ ও পরিচয়ে নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। য়ুনিভার্সিটির নানাবিভাগের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ফিজিক্সএর প্রফেসর মহাশয় এক নূতন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সাহায্যে অন্ধ, আলোর শব্দ (sound of light) শুনিতে পাইয়া চলিতে পারিবে। ইঁহার পরিশ্রম সফল হইলে, বাস্তবিকই এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার হইবে। তারপর, কয়লার খনিতে Gas explosion হইলে, মানুষের প্রাণরক্ষা করিবার নতন যে যন্ত্রাদির উদ্ভাবন হইতেছে, তাহার বিস্তারিত প্রমাণপ্রয়োগ দেখিলাম। অক্সিজেন-এর ব্যাগ পিঠে লইয়া, মুখস পরা rescue party, explosionএর পর কিরূপে উদ্ধার-কার্য্য করে, তাহার জীবন্ত চিত্র সব দেখান হইল। যখন আমরা বার্ম্মিংহামে কৌতূহলনিবৃত্তিচ্ছলে এই সব দৃশ্য দর্শনে নিযুক্ত, প্রায় সেই সময়েই ইয়র্কের নিকট একটি খনিতে এইরূপ Gas explosion হইয়া প্রায় নব্বই জন লোক মারা যাইতেছিল। এ সংবাদ ম্যাঞ্চেষ্টারে আসিয়া পাইলাম। এই সকল যন্ত্রের পরাতন সংস্করণ কয়লার খাদে প্রচলিত আছে, নূতন যন্ত্র সব জায়গায় এখনও প্রবেশ লাভ করে নাই; করিলে, বোধ হয়, এ দুর্ঘটনায় এত লোক মারা যাইত না। মারা গিয়াছে, শুধু কুলী মজুর নহে; রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত তিনজন প্রধান ইনস্পেক্টরও এই বিষম দুর্ঘটনায় প্রাণ দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন, আমাদের ভারতপরিচিত স্যর টমাস হলাণ্ডের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, স্যর টমাস হলাণ্ড সেই জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারে আমাদের অভ্যর্থনাক্ষেত্রে আসিতে পারেন নাই,—বন্ধুর পরিবারবর্গের সান্ত্বনার জন্য ইয়র্কে গিয়াছেন।

লণ্ডনে, য়ুনিভার্সিটি কংগ্রেসে, স্যর টমাসের সহিত দেখা হইয়াছিল। তাঁহাকে আমি, কংগ্রেসের 'বুরো কমিটি'র জন্য ভারতের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে সাহায্য করিয়া, কোন কোন ভারতীয় সাহেবের কিছু বিরাগভাজন হইয়াছিলাম।

ম্যাঞ্চেষ্টারের যে বাড়ীতে বাসা হইয়াছিল, সে বাড়ীর মেয়েরা চোগা

চাপকান পাগড়ী, ও তদনুরূপ শীলতায়, প্রীত হইয়া, পাড়ায় পাড়ায় গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, ভারতবর্ষের একজন রাজপুত্র আসিয়াছেন। তাঁহারা সযত্ন রক্ষিত বিচিত্র "প্রাইবেট" খাতায় আমার হাতের লেখা লিখাইয়া লইলেন; আমি মিণ্টন হইতে এক একছত্র কবিতা লিখিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্চর্য্য করিলাম। আমাদের যুবক বৃন্দ অনেক সময়ে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া, সহজে রাজপুত্র পদে উন্নীত মাথা হারাইয়া ফেলে এবং নিজেরা বিপদে পড়ে ও পরকে ফেলে।

ম্যাঞ্চেষ্টারে বুধবার সকালেই য়ুনিভার্সিটি দেখা ও ফীণ্ডেন স্কুল দেখা হইল। ডাঃ রদারফোর্ড রেডিয়ম সম্বন্ধে আশ্চর্য্য 'একসপেরিমেণ্ট' দেখাইলেন। তাহার পর, টাউনহলে লড মেয়রের জলযোগ; লড মেয়র ও লেডি মেয়রসের নিকট আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটী হইল না। প্রসিদ্ধ কেমিষ্ট ডাঃ লেভেনসনের সহিত আলাপ হইল। তিনি এবং মিষ্টার ও মিসেস রিচাড, তাঁহাদের বাড়ী যাইবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু ছাত্রগণের আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। লেভেনসন্ অন্ততঃ মোটরে করিয়া সহর দেখাইয়া বেড়ান, বাড়ী পৌছান, এ সকল কার্য্য করিবার অধিকার পাইয়া যেন কৃতার্থ হইলেন। অথচ ইঁহারাই বিশ্ববিখ্যাত দিগ্‌গজ পণ্ডিত। পণ্ডিতের বিনয় ও নম্রতায় মুগ্ধ হইতে হয়। সর্ব্বত্রই লড মেয়র ও য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলারগণ সমান খাতির ও সমান যত্ন করিয়াছেন।

'স্কুল অফ্ টেক্‌নলজি'তে, কেমিষ্ট্রি, ডাইং, উইভিং, কেলিকো-প্রিন্টিং ইত্যাদি ডিপার্টমেণ্টের জটিল কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাঙ্গালীর ছেলে ক্বচোরারা এই সকল জায়গায় যাহা শিখিয়া যাইতেছে, তাহাও কাজে লাগাইতে না পারিয়া, কেরাণীগিরিতে তাহাদের জীবন পর্য্যবসিত করিতেছে। ইহার একটা উপায় না হইলে, বিদেশে শিল্পশিক্ষার জন্য ছেলেদের পাঠানই লাঞ্ছনা—বিড়ম্বনা।

লিভারপুল।

বৃহস্পতিবার সকালেই লিভারপুলে পৌঁছিলাম। ভাইস চ্যান্সেলার স্যর আলফ্রেড ডালের বাড়ী বাসা। রাজার হালে বাস, রাজার হালে আহার, আর কুলীর মত ঘুরিয়া বেড়ান—এই চলিতেছে। মহারাজ বালানন্দ স্বামী যথার্থই বলেন যে—"রাজার মত বুদ্ধি, আর চাষার মত শরীর না হইলে কার্য্যক্ষেত্রে কাহারও রক্ষা নাই!"—আমাদের ঠিক বিপরীত। রাজার মত দেহ, কুলীর মত বুদ্ধি। যখন ভাইস চ্যান্‌সেলরের বাড়ী পৌঁছিলাম, তিনি তখন যুনিভার্সিটিতে, এবং তাঁহার গৃহিণী বিদেশে। অগত্যা বৈঠকখানায় বসিয়া, বাড়ীতে চিঠিপত্র লিখিয়া সময়ক্ষেপ করিলাম। পরে য়ুনিভার্সিটিতে গেলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্‌ট্রিকেল, ফিসিকেল সব ডিপার্টমেণ্ট দেখা হইল। লিভারপুল বাণিজ্যপ্রধান স্থান; কাজেই শিল্পবাণিজ্যের আদরই এখানে অধিক। বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহারই ছায়া। লিভারপুলের 'স্কুল অফ্ ট্রপিকেল মেডিসিন্' দেখিবার জিনিস। ভারতবর্ষের ম্যালেরিয়া ও মশকতত্ত্বের বিচার করিয়া যিনি ধন্য হইয়াছেন, সেই বিখ্যাত ডাক্তার স্যর ডোনাল্ড রস এখানকার অধ্যক্ষ; তিনি যত্ন করিয়া সব দেখাইলেন;—ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বেরী-বেরী, স্লিপিং সিক্‌নেস ইত্যাদি সম্বন্ধে ও সর্পাঘাত-চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধান চলিতেছে।

স্যর ডোনাল্ড রস।
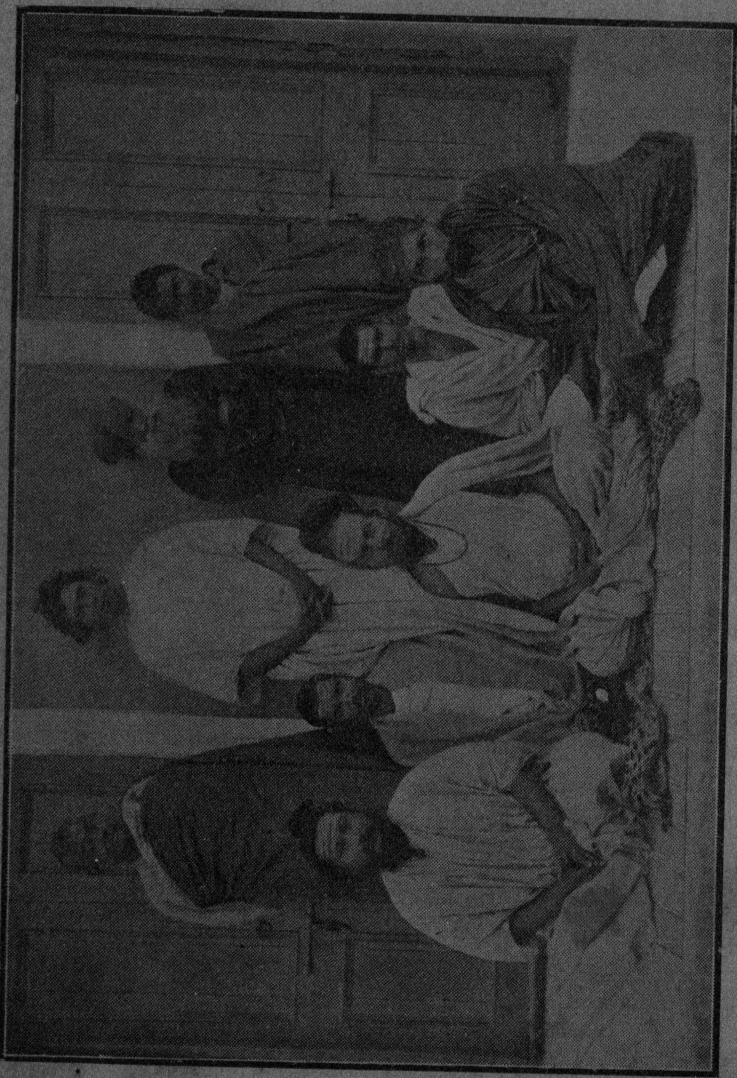
স্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও গ্রন্থকার।

দুই প্রহরে ভাইস্ চ্যান্সেলারের বাড়ীর মধ্যাহ্ন ভোজন ও সন্ধ্যার সময় এলেডফি হোটেলে সকল ডেলিগেটের একত্র ভোজন যথারীতি হইল। ভাইস্ চ্যান্সেলার নিজে মোটরে করিয়া হোটেলে লইয়া গেলেন ও লইয়া আসিলেন। স্ত্রীর অভাবে, নিজে যথাসাধ্য আদর-যত্নের ত্রুটী করিলেন না; নিজের শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। বাস্তবিক অতিথিসেবা কাহাকে বলে, ইহারাই জানেন, আমরা কেবল ভাণ করি বই ত নয়। ইহাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ করিয়া দেয়।

বিকালে এথার্টন কোম্পানির বড় সাহেবকে লইয়া লিভার ব্রাদার্স-দিগের 'সন্‌লাইট সোপ'-এর কারখানা, লিভারপুল ডক্‌স্ ইত্যাদি দেখিয়া আসিলাম। আমেরিকাযাত্রী প্রকাণ্ড 'লাইনা'র কয়েকখানি মার্সি নদীতে দেখিলাম। টিটানিক-বিভ্রাটের পর, জাহাজ আর অত বড় করা হইবে না স্থির হইয়াছে। কিন্তু মোরালেনস্ প্রভৃতি প্রকাণ্ড যে সব জাহাজ দেখিলাম তাহাতে চক্ষুস্থির হইল। মার্সি নদীটি বরং আমাদের দেশের নদীর মত কতকটা বিস্তৃত। অন্য অন্য যে সব নদী দেখিয়াছি, সেগুলি ত "খাল" বলিলেই হয়। ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে আহারের পর ভাইস চ্যান্সেলার ডালের সহিত সাহিত্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে ও প্রধান প্রধান লেখক ও রাজনীতিজ্ঞগণসম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইল। অনেক নূতন তথ্যও পাইলাম। ঘুরিয়া বেড়াইয়া কষ্টস্বীকার, অর্থব্যয় ও শরীর নষ্ট এত যে হইতেছে, তাহা এই সকল দেশবিশ্রুত পরমপণ্ডিতগণের সহিত এইরূপ নিভৃত কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট পোষাইয়া যাইতেছে; এবং ইহাতেই কংগ্রেসের যথার্থ কায হইতেছে। আমারও দেশভ্রমণ সার্থক হইতেছে।

লীড্স্।

শুক্রবার প্রাতে লীডস্ যাত্রা করিলাম। ষ্টেশন হইতেই আতিথ্যসৎকারের আরম্ভ, এবং পরদিন ষ্টেশনে তাহার সমাপ্তি; কোন বিষয়ই কিছুমাত্র আমাদিগকে দেখিতে হইল না।

ভাইস চ্যান্সেলার স্যাড্লার শিক্ষা বিষয়ে এক প্রধান পুরুষ; সাউথ আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা বিষয়ে কমিশনের মেম্বার ছিলেন, এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন, ক্যানেডার য়ুনিভার্সিটির প্রেসিডেণ্ট হইবার কথাও হইয়াছিল।

বরোদার গাইকওয়াড় তাঁহাকে ভারতবর্ষে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; আমার বিশেষ অনুরোধে স্যার থিয়োডোর মরিসন্, ইঁহার ভারতবর্ষে যাইবার কথা সেদিন ইণ্ডিয়া ডেলিগেটদের কনফারেন্সে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

স্যাড্লার সাহেব কলেজ-লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করিয়া সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর ডাইং, উইভিং কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স্, ট্যানিং ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং—মায় এক্স্প্লোজন টেষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দেখাশুনা হইল।

বেলা ১॥ টার সময় ভোজ, বক্তৃতা ইত্যাদি সব যথারীতি হইল। টেবিলে আমার এক দিকে বিশপ অব্ রীপণ, অপর দিকে ভিকার অফ লীড্স্—শ্রীভগবানের কৃপায় এইরূপ মহাসম্মান সর্ব্বত্রই পাইতেছি। হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা হইল; বুদ্ধ-চৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া, রামমোহন রায় প্রভৃতির কথা হইল। বুঝাইয়া বলিলে, মহা-গোঁড়া খৃষ্টানও হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব-কথা মন দিয়া শোনেন, ও যথাযোগ্য সম্মান করিতে বাধ্য হন।

ইহার পর গ্রামার স্কুল দেখিতে যাওয়া গেল। ইংরাজ বালকের প্রাথমিকশিক্ষা এই সমস্ত স্কুলেই হয়; সেইজন্য ইহাদের মানও এত বেশী। সেখান হইতে মেয়েদের স্কুল, ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি দেখিতে যাওয়া গেল। সর্ব্বত্রই সুচারু ব্যবস্থাবন্দোবস্ত; দেশে অনুকরণ করিব কি করিয়া, ভাবিয়া পাই না। ট্রেনিং কলেজ-সংক্রান্ত ১২০ বিঘা জমি ঘিরিয়া যে বড় বড় বাড়ী আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ এখানকার ছাত্রছাত্রীরা কেবল এলিমেণ্টারি স্কুলের শিক্ষক হইবেন। ৩০০ ছাত্রছাত্রা পড়াইতে নানা বিষয়সংক্রান্ত ৮০ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী আছে। এই সকল ব্যাপারের অনুকরণে আমাদের ন্যায় দরিদ্র দেশে বিদ্যালয় গঠন করা সুদূরপরাহত।

বাড়ী ফিরিবার পথে মহা ঝড়জল দুর্যোগ উপস্থিত হইল; ঘন ঘন বজ্রাঘাতও হইতে লাগিল। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা অভিনব দৃশ্য! আমি লিডনহলে্‌ অধ্যক্ষ, ডাক্তার ক্যামিরণের অতিথি। আজ আহারে নিতান্ত অরুচি; বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন। অগত্যা তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া, ডিনার টেবিল হইতে অবসর লইয়া, খুব খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইলাম।

তাহার পর, পুনরায় য়ুনিভার্সিটি বাটীতে অভ্যর্থনা সভায় যাইতে হইল। মহা সমারোহ ব্যাপার। প্রো-চ্যান্সেলর্‌ লপটেনের সহিত লণ্ডন লর্ড মেয়রের রিসেপসন পার্টিতে আলাপ হইয়াছিল; তিনিই আজ সভাপতি। ভাইস চ্যান্‌সেলার স্যাড্‌লার অপূর্ব্ব বিদ্যা ও বাগ্মিতা বিস্তার করিয়া "Present Tendencies in Education" সম্বন্ধে এক সুন্দর ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ভাইস চ্যান্সেলার স্যাড্‌লার ও প্রো-চ্যান্সেলার লপটন্‌, উভয়েই আমায় কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলিবার সময় মাত্র দশ মিনিট ধার্য্য ছিল; আমি সেই দশ মিনিট বলিয়াই বসিতে যাইতেছি, এমন সময় করতালি ও জয়ধ্বনি করিয়া, আরও বলিবার জন্য সভাস্থ সকলেই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রায়

এক ঘণ্টা বকিলাম; আমায় কিছু বলিতে হইবে, এমন কথা ছিল না; সেইজন্য প্রস্তুতও ছিলাম না। কাজেই জিহ্বায় দুষ্ট সরস্বতী চাপিয়া বসিলেন। এইরূপ "অপ্রস্তুত" অবস্থাতে আমার বলিবারও সুবিধা হয়। চেয়ারম্যান মহাশয় মুক্তকণ্ঠে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সভাভঙ্গে অনেকেই নিকটে আসিয়া সজোরে করমর্দ্দন ও আলাপ করিলেন; এবং আতিথ্যগ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মঙ্গলকামনা অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়া—পরিশ্রান্ত দেহে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে, পূর্ণপ্রাণে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া, বাসায় ফিরিয়া, শুইয়া পড়িলাম।

কেম্বি্জ।

সকালেই লীড্স হইতে বিদায় লইলাম; কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়ের অতিথিসৎকার, আর কবার না। তাঁহারা ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া জিনিসপত্র নিজেরা হাতে করিয়া তুলিয়া দিয়া, ভদ্রতার চূড়ান্ত দেখাইলেন। ট্রেণে সহযাত্রী ডেলিগেট দিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সময়টা বেশ কাটিয়া গেল। আজ "ইয়র্কসায়ার পোষ্ট" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রে কল্য লিড্সের সভার কার্য্যবিবরণ ও তৎসঙ্গে আমার বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যও বাহির হইয়াছে। "ইয়র্কসায়ার পোষ্ট" যত লিখুক আর না লিখুক, ট্রেণে বন্ধুবর্গ তাহাকে শতগুণ বাড়াইয়া, আমায় ব্যতিব্যস্ত করিলেন। টরোণ্টোর প্রেসিডেণ্ট ফকনার, মেলবোর্ণের ডাঃ ব্যারেট, ম্যাক-গিলের ডাঃ পোটার, গ্লাসকুইহানার প্রফেসর ম্যাকে সকলেই একবাক্যে "লাঙ্গুল স্ফীতকরণের" চেষ্টা করাতে কিছু বিস্মিত হইলাম। হয় ত ইঁহারা মনে করেন, আমাদের দেশের লোক এতই অকর্ম্মণ্য যে, তাহাদের মধ্যে যে কেহ দুইটা ইংরাজী কথা বলিতে পারিলেই তাহাকে যথেষ্ট বাহবা দেওয়া উচিত।

কেম্বি্জের ট্রিনিটি কলেজের মাষ্টার, অর্থাৎ অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার বাট্‌লার বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই পাঁচ সাতবার বিলাতে আসিয়া যুনিভার্সিটিতে শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজী বলিতে শিখিয়াছ।" চতুর্দ্দিকে এইরূপ স্তুতিবাদে যদি মাথা ও মেজাজ একটু বিগড়াইয়া যায়, তাহা হইলে মাথা ও মেজাজের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি? কিন্তু বিগড়াইতে দিলে চলিবে না। কোনরূপে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। অপ্রত্যাশিত আত্মপ্রশংসা শুনিয়া বিচলিত

হইয়া এবং তাহার পুনরুক্তি করিয়া আত্মগৌরব ও শ্লাঘার বৃদ্ধি অভিপ্রায়ে একথার অবতারণা করিতেছি, দয়া করিয়া সহৃদয় পাঠক মনে করিবেন না। এক শ্রেণীর সমালোচক এই পুনরুক্তি উল্লেখ ও অবলম্বন করিয়া আমাকে অহঙ্কার ও আত্মস্তবিতা দোষে দুষ্ট করিতে পারেন একথা আমি বুঝি। একথা বুঝিয়াও এত কথা বলিতেছি তাহার কারণ এই যে দেশের লোকের জানা উচিত যে বাঙ্গালীর সামান্য গুণ দর্শনেও মহাপ্রাণ খাঁটী ইংরাজ মোহিত হয়; ধীর স্থির সংযত ভাবে ভারতের মঙ্গলার্থ কোন কথা বলিলে ইংলণ্ডের ইংরাজ ধীর স্থির সংযত ভাবে শোনে। আমার বিশেষ মন্তব্য এই যে ইংরাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি বিশেষ প্রয়োজন। জাপানের দোহাই দিয়া বা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদের এ অস্ত্র ত্যাগ করিলে চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যতদূর সম্ভব উন্নতি কর, কিন্তু ইংরাজিতে পশ্চাৎপদ হইও না।

বিকালে কেম্ব্রিজ পৌছিলাম। ষ্টেসনে ডাঃ বট্‌লার অপেক্ষা করিতেছিলেন; ইনি ট্রিনিটির "মাষ্টার"—অতি সম্মান ও সমৃদ্ধির পদ। আমরা দেশের "মাষ্টারকে" যে নিম্ন পদবীতে আনিযাছি ইহা তাহার বহুতর উচ্চে। গৌরবে ট্রিনিটি কলেজ, কেম্ব্রিজের সকল কলেজের শীর্ষস্থানীয়। ভারতের শিক্ষা সচিব স্যার হার্কোর্ট বট্‌লার, এই ডাক্তার বট্‌লারের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পূজ্যপাদ খুল্লতাতের মন্দিরে আমি আজ সম্মানিত ও পূজ্য অতিথি। আমার জন্য "এক নম্বরের" ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জজ সাহেবরা কেম্ব্রিজ সার্কিটে আসিযা নগরের সনাতন নিয়ম অনুসারে এই ঘরে বাস করেন। এ ঘরে বাসা পাওযা বড় সম্মানের কথা। ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া চমক লাগিয়া যায়,—শয্যা, ছবি, আসবাব প্রভৃতি সমস্ত গৃহসজ্জাই অতি উচ্চ অঙ্গের। এই ঘরের উপরেই "রাজার ঘর"। রাজরাজেশ্বর এই ঘরে শীঘ্র আসিয়া রাত্রিবাস করিবেন বলিয়া, ঘর-সাজানর বন্দোবস্ত হইতেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া, কেম্ব্রিজে আসিলে এই ঘরে বাস করিতেন। কেম্ব্রিজে এই

গৃহে সম্মানিত অতিথি হওয়া অপেক্ষা গৌরব ও সম্মানের আর কি আশা করা যাইতে পারে? ট্রিনিটির "মাষ্টার" মহাশয় কালা আদমিকে এতটা সম্মান করিয়া—নিজে যাইয়া গাড়ী করিয়া ষ্টেশন হইতে লইয়া আসাতে—বিদেশীয় ডেলিগেটগণ কতকটা আশ্চর্য্য হইলেন। আমি ও ডাক্তার রায় এইরূপ সম্মান পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সামান্য বিশ্রাম করিয়া কলেজ দেখিতে গেলাম;—বটলাব সাহেব নিজেই লইয়া গেলেন। ক্ষীণকায়া "ক্যাম" নদীব উপব সুন্দব সুন্দব বাড়ী-বাগান; সেতু দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। অক্স্ফোর্ডে বাইসটি কলেজ আছে; অপবিসর রাস্তার উপরে সকল কলেজ একত্র অবস্থিত; কিন্তু এখানে সেরূপ নহে। নদীর উপর কলেজের পিছনের দিকের বাগানগুলিকে "কলেজ ব্যাক" বলে। এগুলি বড়ই সুন্দব! এখন ছুটিব সময়—একটা কেমন নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্তির ভাব চতুর্দ্দিকে বিবাজ করিতেছে।

এই ক্যাম নদীতেই মিলটনের বন্ধু ডুবিয়া মাবা গিয়াছিলেন; তাহাতেই লিসিডাসেব অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মিলটন ক্রাইষ্ট্ কলেজের ছাত্র ছিলেন; তাঁহার নিজের হাতের লিখিত লিসিডাসেব পাণ্ডুলিপি ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত;-দেখিয়া, পড়িয়া, ধন্য হইলাম। এখানে বায়বন, মিল্টন, টেনিসন, ডারুইন, নিউটন, কোলব্রুক্ ইত্যাদি মহামতিগণের হস্তাক্ষর বিস্তর রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহাদের ছবি ও প্রস্তরমূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সজ্জিত; লাইব্রেরীর সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। চারিদিকেই যেন একটা মহিমাময় গৌরব বিরাজমান।

প্রেম্ব্রোক কলেজ, সেণ্টজন্ কলেজ, ট্রিনিটি হল প্রভৃতি কয়েকটা কলেজের বাড়ী ও "Back" বাহির হইতে দেখা গেল। সময় ছিল না; অতএব সব তন্নতন্ন করিয়া দেখা সম্ভব হইল না।

রাত্রিতে আহারের সময় বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর এডওয়ার্ড ক্যাণ্ডি ও অধ্যাপক শর্লি ও তাঁহাদের স্ত্রীদের সহিত আলাপ হইল। মিসেস্ শর্লি এবার্ডিনের প্রিন্সিপাল জর্জ্জ য়্যাডাম স্মিথের ভগিনী; তাঁহার সহিত স্মিথ

পরিবারের অনেক কথা হইল। মিসেস্ শর্লি ও মিসেস্ বটলার উভয়েই সুশিক্ষিতা; তাঁহাদেব সহিত আলাপে বিশেষ আনন্দ পাইলাম।

১৪ই জুলাই, ববিবাব।—আজ সকালেই কোথাও যাইতে হইবে না; এই আনন্দে বেলা ৮॥ টা পর্য্যন্ত বিছানায় শুইয়া থাকিতেই প্রাতর্ভোজনের সময় আসিয়া পড়িল। কাজেই স্নান কবিতে অবসব পাইলাম না! জলযোগের পব সহর ও বাকী কলেজগুলি দেখিতে গেলাম। একটি বাঙ্গালী যুবকেব সহিত রাস্তায় দেখা হইল। এই মহাপ্রভুই বাঙ্গলায় নাম জিজ্ঞাসা কবিতে কাল ষ্টেসনে ডাক্তাব রায়েব উপব কষ্ট হইয়াছিল, শুনিলাম। কোন্ জানোয়াবেব ল্যাজে কখন পা পড়ে, এই ভয়ে আমি সাবধানে কথা কহি। এই সব কুলাঙ্গারের জন্যই সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে।

প্রথমে কিংস কলেজ ও তৎসংক্রান্ত চ্যাপেল দেখিতে গেলাম। ট্রিনিটি কলেজের পবেই কিংস কলেজ প্রধান; বাড়ী-বাগান প্রভৃতি সবই প্রকাণ্ড ও সুন্দব। আমাদেব দেশে এই সকল কলেজেব বাড়ীব অনুকবণে বাড়ী বাগান ফাঁদিয়া লেখাপড়া শেখান অসম্ভব। কিংস কলেজটি অতি সুন্দব। গথিক ষ্টাইলেব খিলান-শোভিত, এরূপ সুন্দব চ্যাপেল বুঝি আব নাই। এলাহাবাদের ভূতপূর্ব্ব ডিবেক্টব অফ পবলিক ইন্‌ষ্ট্রক্‌সন্, মিঃ লিউইসেব সহিত দেখা হইল। তাঁহাব সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে কিংস কলেজ, য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেবী, পিটপ্রেস, সেনেট হাউস, ক্যাথাবাইন কলেজ ইত্যাদি দেখিয়া সেণ্টপিটব্‌স কলেজ দেখিতে গেলাম। এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কলেজ; ইহাব চ্যাপেল, হল ও কম্বিনেশন রুম (এখানে Common Room বলে না) ছোট হইলেও সুন্দব। কয়েকটি stained glass-window আছে, যেন কয়েকখানি সুন্দব স্বতন্ত্র চিত্র; অনেকে বলেন যে, এত সুন্দব ছবি চোখেব উপব থাকিলে নাকি প্রার্থনা ও ভজনার ব্যাঘাত হয়! অদ্ভুত ধাবণা। হিন্দু ইহা সহজে বুঝিবে না।

তারপর পেম্ব্রোক কলেজে গেলাম; কলেজ দেখিয়া, লিউইস সাহেবেব বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। পথে ববি বাবুর ছেলের সঙ্গে

দেখা হইল; ইঁহারা কেম্ব্রিজে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। লিউইস সাহেবের পরিপাটী বাড়ী-বাগান দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। ইনি এখনও ট্রিনিটি কলেজের ফেলো হইয়া গণিত-চর্চ্চা কবেন। ইঁহার পুত্র সিভিল সার্ভিস পাস করিয়া, নূতন বাঙ্গালা শিখিতেছেন; আলাপ হইল। লিউইস সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া জলযোগ করাইলেন; তাহার পর তাঁহার পুত্র ট্রিনিটি কলেজেব দরজা পর্য্যন্ত আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াও ইঁহার এইরূপ মনোভাব থাকিলে সুখের বিষয় হইবে।

মধ্যাহ্নে নিউনহাম কলেজ দেখিতে যাইলাম। এখানে কলেজের অধ্যক্ষ জষ্টিশ ষ্টীফেনের ভগিনী—মিশ ষ্টীফেন। নিউনহাম ও গার্টেন কলেজ কেবল স্ত্রীলোকদের জন্য; পুরুষ অধিকারবর্জ্জিত। মিশ ষ্টীফেন যত্ন করিয়া লাইব্রেরী, হল, বাগান সব দেখাইলেন। মেয়েরা বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া পড়াশুনা করিতেছে। অনেকগুলি বাড়ীতে ছাত্রীদিগের থাকিবার স্থান। লাইব্রেরীতে পিত্তলের "কালী" ও "নাড়ুগোপাল" মূর্ত্তি রহিয়াছে। এগুলিকে 'Funny little creatures' বলিয়া বর্ণনা করাতে মিস ষ্টীফেনকে বলিতে বাধ্য হইলাম যে, ভবিষ্যতে কোন হিন্দুর সম্মুখে অজ্ঞানতাবশতঃ যেন এইরূপ ভ্রম প্রকাশ না করেন। জ্ঞানবুদ্ধিমত তাঁহাকে এই মূর্ত্তিগুলির তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলাম। তিনিও অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। ভদ্র ইংরাজ—কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই প্রকৃতি একরূপ! অজ্ঞানতাবশতঃ প্রথমে একটা কথা বলে বটে; কিন্তু বুঝাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ নিজেব ভ্রম স্বীকার করিয়া ক্ষমা চায়!

কেম্ব্রিজের নীচেই স্বল্পতোয়া ক্যাম নদী প্রবাহিত। নৌকারোহণে কলেজ "ব্যাক্‌স" দেখিয়া কিছুক্ষণ বেড়ান গেল।' বহুকাল পরে দাঁড় টানিয়া আনন্দ ও সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম বোধও হইল। বাল্যকালে এসকলের খুবই চর্চ্চা ছিল; ইহার জন্য প্রাইজও পাইয়াছি। কিন্তু এখন কি আর চলে? কেম্ব্রিজের কলেজ ব্যাক্‌গুলির মত সুন্দর বাগান অতি অল্পই

দেখিয়াছি। নৌকা হইতে উহাদের শোভা আরও মনোহর। বেড়াইয়া শরীর ও মন বড়ই তৃপ্ত হইল।

সন্ধ্যার সময় নৈশভোজন কলেজ হলে হইল। প্রকাণ্ড হলের চতুর্দ্দিকে মনস্বিগণের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত; তথায় অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণকে একত্র আহার করিতে হয়। "হাই টেবিলটি" অন্যান্য টেবিল অপেক্ষা কিছু উচ্চস্থানে রক্ষিত। অধ্যক্ষমহাশয় ও অধ্যাপকগণ সেই স্থানে বসেন— ছাত্রেরা নীচে বসে। আজ অধ্যক্ষের দক্ষিণে আমার স্থাননির্দ্দেশ করিয়া, সেই মহা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আমায় বিশেষ সম্মানিত করা হইল। ফিজিক্‌সের অধ্যাপক স্যর জোসেফ টমশন, কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক টেমর, মিঃ লিউইস প্রভৃতি বহু পণ্ডিতব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আহারের পর নানা কথাবার্ত্তা হইল। ডাঃ বটলার ৬০ বৎসরের সকল খবর বলিতে পারেন; এমন বড় লোক নাই, যাহার সম্বন্ধে তিনি দুই চারিটা গল্প বলিতে না পারেন। তিনি চল্লিশবৎসর হ্যারোস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতা ২৫ বৎসর হেডমাষ্টার ছিলেন। এবং ইঁহার পুত্র এখন সেখানে একজন শিক্ষক। কনিষ্ঠ পুত্রটি সেই স্কুলে পড়িতেছে।—অদ্ভুত বংশ বলিতে হইবে!

লণ্ডন, ১৫ই জুলাই, সোমবার।—আজ লণ্ডনে ফিরিতে হইবে। তাই সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া বটলার সাহেব ও তাঁহার গৃহিণীর নিকট বিদায় লইলাম। ডাক্তার রায় সঙ্গে ছিলেন; কাযেই সুখদুঃখের আলোচনাটা জমিল ভাল। লণ্ডনে আসিয়া পৌছিলাম। শরীর অতিশয় ক্লান্ত; গরমও বেশ পড়িয়াছে।

বার্ম্মিংহামের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞানবিৎ, স্যর অলিভার লজ্, 'Man and Woman' নামে আত্মা ও বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থ উপহার পাঠাইয়াছেন। ঋষির আশীর্ব্বাদ ও স্নেহোপঢৌকন বলিয়া আমার পুস্তকাগারে ইহা চিরকাল শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হইলে যে, খৃষ্টানভাবঅনুপ্রাণিত হইলেও ইহার ভাবগুলি

হিন্দুর সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। আমার মনে হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ভারতের ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানচর্চ্চা উভয়েরই সাহায্য সম্ভাবনা।

কংগ্রেস-পালা শেষ হইয়া যন্ত্রণাব ও পরিশ্রমের অবসান হইবে মনে হইয়াছিল; কিন্তু গত তিন দিন যে কি ভাবে কাটিল, কোথা দিয়া গেল, ভাবিয়া পাই না! মহামতি গ্লাডষ্টোন পূর্ণতেজের উপর যখন কাজ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার Midlothian Campaign (মিডলোথিয়ান ক্যাম্পেন) কর্ম্ম-বাহুল্য স্থলে পরিচয় দিবার বিষয় ছিল। অতি মহতের সহিত অতি ক্ষুদ্রের তুলনায় সময়ে সময়ে গৌরব না হউক, উৎসাহ-বৃদ্ধির কারণ হয়। আমার পদ, অবস্থা, শরীর ও ক্ষমতার আপেক্ষিক তুলনায়, এই কয় দিনের কার্য্য Midlothian Campaignএর বাহাদুরীর অপেক্ষা কম নয়। কংগ্রেসের চারি দিন যে ভূতগত পরিশ্রম হইয়াছে, তাহাব আংশিক বর্ণনা মাত্র হইয়াছে। গত শনিবারেব পূর্ব্ব শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া, কল্য সোমবার পর্য্যন্ত আট দিনে অক্স্ফোর্ড, বার্ম্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, লীড্স্ ও কেম্ব্রিজ এই কয় জায়গায় যাওয়া, সহব-লাইব্রেরী-মিয়ুজিয়ম য়ুনিভার্সিটি, স্কুল, আর্ট ও পিক্চার গ্যালারী দেখা, ভদ্র লোকের সহিত পরিচয় ও তদানুসঙ্গিক ভদ্রতা ও পরিশ্রম করা, বেড়ান, কলেজ দেখা, খানা, ভোজ, বক্তৃতা, কথাবার্ত্তা পূর্ণমাত্রায় হইয়াছে! বেলা ৮টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত, প্রত্যহ দৌড়া-দৌড়ি; তাহাতেও কুলায় না।

তার অপেক্ষাও বাহাদুরি মঙ্গল, বুধ, এবং আজ বৃহস্পতিবারের কাজ। শরীর এত পরিশ্রান্ত যে, ভ্রমণবৃত্তান্ত দূরে যাউক, বাড়ীতে চিঠি লিখিবার সাধ্য পর্য্যন্ত কুলাইতেছে না।

মঙ্গলবার, ১৬ই জুলাই, প্রাতঃকাল।—'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি'তে রয়েল সোসাইটির সার্দ্ধদ্বিশততম উৎসব উপলক্ষে প্রকাণ্ড Service অর্থাৎ ভগবদারাধনা হইল। রাজাদের অভিষেক, ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পুরুষ-দিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং প্রধান প্রধান জাতীয় ধর্ম্ম-কার্য্য এই বহুপুরাতন, পুণ্যকীর্ত্তি, নয়নাভিরাম ধর্ম্ম-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। বাহিরে মন্দিরের শিল্প-

চাতুর্য্যও যেমন মনোহব, ভিতরেও তেমনি; প্রাচীন কারুকার্য্যে মন্দিবেব ভিতব-বাহিব শোভিত। প্রকাণ্ড চ্যাপেল, প্রকাণ্ড ডবল অবগ্যান;' একটা অবগ্যান সাম্‌নে বাজিতেছে, একটা ভিতব হইতে অদৃশ্যভাবে বাজিয়া যেন উত্তব দিতেছে। যেন মঙ্গল-শঙ্খ-নিনাদেব মঙ্গল প্রত্যুত্তব আকাশ পথে আসিতেছে। সুশিক্ষিত choir, অর্থাৎ যাজক-গায়কমণ্ডলী, উপযুক্ত নেতাব নেতৃত্বে অপূর্ব্ব সঙ্গীতসম্ভাবে উপাসনাব গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিল। আবাল্যপবিচিত ধর্ম্মসঙ্গীত, "The spacious firmament on high"। সুবলয়ে বহুকণ্ঠে গীত হইয়া, বড়ই মনোহব শুনাইতেছে। ১৮৭৫ সালে হেয়াব স্কুলেব থার্ডক্ল্যাসে এই লোকবিমোহন মহিমা-স্তোত্রেব সহিত শিষ্য-সূত্রে পবিচিত, সেই অবধি ইহা যেন প্রাণে জাগিতেছিল। আজ এই মহামন্দিবে বিজ্ঞানাচার্য্যগণেব মহাসভ্যে এই মহাগীতি ও কবিকথা সুগায়ক কণ্ঠে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাইয়া, সজীব, মূর্ত্ত হইয়া মহাজীবন সঞ্চারকল্পে অদ্ভুত শক্তিব সৃষ্টি কবিল।

চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডেব শোভাযাত্রা, পোষাক, আসাসোঁটা, ধর্ম্ম-উপাসনাব অঙ্গ। প্রচুব আয়োজন—বোম্যান ক্যাথলিকদিগেব মত পূবা না হউক—অনেকটা হিন্দুধবণেব। উপাসনা-ভাগটা চিবপবিচিতেব ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

Dean of West Minister ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানেব সামঞ্জস্য সম্বন্ধে সুন্দব বক্তৃতা কবিলেন। স্যব অলিভাব লজকে সভামধ্যে দেখিলাম। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানেব সামঞ্জস্য-চেষ্টা যেন মূর্ত্তিমান হইযা, স্যব অলিভাব লজেব শবীব ধাবণ কবিযা সভাস্থলে উপস্থিত। নাস্তিক বিজ্ঞানবিৎ-প্রধান হার্ভি হৃদ্‌যন্ত্রেব ক্রিয়া লক্ষ্য কবিয়া, ভগবৎ-বিশ্বাসে অভিভূত হইয়া, সহসা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন— "Oh God, thou art and must be." এইরূপ কিম্বদন্তী। হিন্দু-ধর্ম্মেব মূলে বিজ্ঞানেব মূলতত্ত্ব দেখিয়া, অনেক ইংবাজীনবীশেব হিন্দুয়ানীতে ভক্তিসৃষ্টিব কথা শুনা যায়। Fourth state of matterএব আবিষ্কর্ত্তা ক্রুক্‌সেব ধর্ম্মপ্রাণ ভাব ও বিজ্ঞান-গাম্ভীর্য্য, বোধ হয়, কাহাকেও মনে কবিয়া দিতে হইবে না।

বক্তৃতাটি যেমন সময়োপযোগী—তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইল। ভাইস চেন্সেলার য়্যাডাম স্মিথ, ভাইস চেন্সেলার ম্যাকালিষ্টার, মিঃ ব্যালফুর প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোককে সভাস্থলে দেখিলাম।

উপাসনা অন্তে এবির ভিতর বেড়াইয়া, মহামতিগণের শেষশয্যা ও গৌরব-নিদর্শন দেখিয়া ধন্য হইলাম। এক দিকে পীল, গ্ল্যাডষ্টোন, ডিস্‌রেলী বহু রাজনৈতিকগণ—একদিকে উল্‌ফ্ প্রভৃতি বীর পুরুষগণ,—একদিকে সেক্‌স্‌-পীয়ার, মূর্ত্তিমাত্র স্কট, ড্রাইডেন, বায়রণ প্রভৃতি কবি-সমাধি কুঞ্জ (Poets' Corner) অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। যশোমন্দিরে মহামতির সমাবেশ একত্র এত অধিক প্রায় দেখা যায় না। ফ্রান্সের 'প্যান্থিয়নে' দুই-চার-দশ জনের গৌরবমণ্ডিত সমাধিস্থল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আজ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে দুই চারশত সমাধি দেখিয়া, চিবপরিচিতপ্রায় মহাজনগণের বিশ্রাম-শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, মনের ভাবের বর্ণনা-চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র।

এই মহাজনগণের পার্শ্বে, অনেক অপকর্ম্ম-গরিষ্ঠ পাপিষ্ঠের সমাধি রহিয়াছে। ফ্রান্সের নজীব অনুকরণে, ইহাদিগের দেহাবশেষ টেম্‌সের জলে মগ্ন করিয়া, তাহাদেব পাপ-স্মৃতি বিধৌত করিলে, তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল। ইতিহাস-ঘৃণ্য, নরাধম, অনেকে শুদ্ধ সাময়িক কৃতিত্ববলে এই যশোমন্দিরে স্থান পাইয়াছে। ইতিহাস তাহাদিগের অপকীর্ত্তির যখন মূল্য-নির্দ্ধারণ করিয়াছে, তখন পরবর্ত্তিগণ তাহাদিগের অস্থি স্থানচ্যুত করিয়া, অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করা উচিত মনে করেন নাই।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি বেড়াইয়া ক্লান্তদেহে 'ইণ্ডিয়া অফিসে' স্যর জেম্‌স্ ডন্‌লপ্ স্মিথের সহিত দেখা করিয়া আসিলাম। ইনি ভাইস্ চেন্সেলার য়্যাডাম স্মিথের ভ্রাতা; কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন; এখন ইণ্ডিয়া অফিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী।

আসিতে আসিতে দেখিলাম, একটা দোকানে আগুন লাগিয়াছে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। 'নীলকমল' শ্যামবাজারের পুলের কাছের ভিড় দেখিয়া, যেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়াছিল, অদ্যকার আগুন লাগার ভিড়ে আমার ততোধিক।

মানুষের মাথার উপর দিয়া বরাবর হাঁটিয়া গেলে যাওয়া কঠিন হইত না, এমনি অনড়, জমাট, নিরেট ভিড়; এবং তেমনি করিয়া অনেক দূর গেলেও যাওয়া যায়। আগুনটি ছোট, কিন্তু জনতা ভীষণ। দেখিতে দেখিতে দমকলের দল আসিয়া পড়িল। নানা রঙের গাড়ী, নানা ঢঙের যন্ত্র, নানাবেশের Fireman, Fire Ladder, Pump, Hose—দেখিতেই আশ্চর্য্য। লোকজন যেমন সায়েস্তা—বন্দোবস্তও তেমনি আশ্চর্য্য। সেই ভীষণ জনতা ভেদ করিয়া, আশ্চর্য্য কৌশলে অবিরাম দ্রুতগতিতে Fire Brigade আসিয়া পড়িল। রাস্তার ভিড়ে লোকেরও অসাধারণ সায়াস্তা—জলের মত জনতা পরিষ্কার হইয়া গেল। দূরবিশ্রুত সেই কঠোর ঘণ্টা-নিনাদ যাহার কর্ণগোচর হইতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ ফায়ার বিগ্রেডের জন্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। চক্ষের নিমেষে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। ঘুষ দিতে হইল না—ঘুষা খাইতে হইল না—খোসামোদ করিতে হইল না—যাহার যে কার্য্য, সে কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়া, নিঃশব্দে, অমিতবলে, করিয়া আবার নিঃশব্দে চলিয়া গেল; সহরে কার্য্যস্রোত দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বমত অক্ষুণ্ণভাবে চলিল। বিলাতের বাড়ী-ঘর-দ্বারে কাষ্ঠের প্রাচুর্য্য বশতঃ সহরে অগ্নিদাহের সতত আশঙ্কা। অগ্নি-নির্ব্বাণের এরূপ সুবন্দোবস্ত না হইলে, বিপদ্ আরও ভয়ানক হইত। অগ্নিদাহে লণ্ডনের সর্ব্বনাশ অনেকবার হইয়াছে; মহারাণী আলেকজ্যাণ্ড্রার শয্যা-গৃহ পর্য্যন্ত অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পায় নাই।

বাড়ী আসিয়া, বিশ্রাম করিয়া সেণ্ট এণ্ড্রুজ যাইবার জন্য গোছগাছ করিয়া লইলাম। পরে ক্রমওয়েল রোডে 'নর্থব্রুক সোসাইটি'তে মিসেস্ কেনের পার্টিতে গেলাম। মিঃ কেন্ সুরাপান নিবারণ চেষ্টা সম্বন্ধে ভারতের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও সেই কার্য্যে মনঃপ্রাণ দিয়াছেন। তাঁহার দুই জামাতা—স্যর হার্ব্বার্ট রবার্টস্ ও মিঃ লুইস—পার্লামেণ্টের মেম্বর; দুই জনেই এই কাজে পূর্ণপ্রাণে লিপ্ত আছেন।

মিসেস কেন,—মিষ্টার গোখ্‌লে ও আমার সম্মানার্থ এই পার্টি দিয়াছেন।

টেম্পারেন্স্ কার্য্যে ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের সম্বন্ধ বলিয়া এবং তৎসম্বন্ধে বিলাতে কিছু কিছু কাজের চেষ্টা করা গিয়াছে বলিয়া, আমাদের এই অভ্যর্থনা। বিস্তর সাহেব-বিবি, ভারতবাসী ও দুই চার জন ভারতবাসিনীও উপস্থিত ছিলেন। গানবাজনা, খাওয়া-দাওয়ারও প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল। তারপর অবশ্যম্ভাবী বক্তৃতা। আমাকেও বক্তৃতা করিতে হইল। বক্তৃতার পর সাহেববিবিদের বক্তৃতার গুণ-পরিচয়, আশীর্ব্বাদ, Congratulation, ভদ্রতা-অনুমোদিত "মাফিক দস্তুর" হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নবপরিচিতগণের নিমন্ত্রণের ঘটাও পড়িয়া গেল। গোখ্‌লে সাহেব বড়লাটের কাউন্‌সেলের প্রধান মেম্বর ও প্রসিদ্ধ বক্তা; তাঁহার বাহবা ত জুটিবারই কথা। কিন্তু আমার ভাগ্যেও বাহবার কম্‌তি হইল না। কত সাহেব-মেম আসিয়া আলাপ-পরিচয় করিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তখন সেদিকে আমার মন নাই। শত শত ক্রোশ দূরে সেণ্ট এণ্ড্রুজ নগরে রাতারাতি যাইতে হইবে, আবার কাল রাতারাতি ফিরিয়া আসিতে হইবে, তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল রহিয়াছি এবং ভদ্রতার নিয়ম অতিক্রম না করিয়া ট্রেণ ধরিবার জন্য পলাইব কেমন করিয়া, তাহাই ভাবিতেছি। পাজীতে দেখিলাম, আজ অশ্লেষা—কাল মঘা; অর্থাৎ, অশ্লেষায় গমন—মঘায় প্রত্যাগমন। 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' বলিয়া ত রওয়ানা হইলাম।

দিনের বেলায় সকলেই থার্ডক্লাসে চড়ে। কিন্তু রাত্রিকালে বিনা নিদ্রায় ও ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইবে, এই ভয়ে ফার্ষ্টক্লাসে ও 'স্লিপিংকারে' যাইতে বাধ্য হইলাম। অতএব, ৪৫৲ টাকার জায়গায় যাতায়াতে প্রায় ১২০৲ টাকা খরচ। লোকসাধারণ থার্ডক্লাসে কেন চড়ে বুঝিতে কষ্ট হয় না।

স্বয়ং যাইয়া মহাসম্মান গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা সেণ্টএণ্ড্রুজ কর্ত্তাদিগের বিশেষ অনুরোধ; এবং বৃহস্পতিবার সেক্রেটারী অব ষ্টেটের ডেপুটেশনে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব রাত্রিতে যাওয়া, রাত্রিতে আসা ভিন্ন উপায় নাই।

গাড়ীর গার্ড কালা-আদমির ফাষ্ট´ক্লাসে যাওয়ার স্পর্দ্ধা দেখিয়া, একটু চালাকীর যোগাড় করিয়াছিল। বলিল—"একখানা বেঞ্চ একজন 'রিজার্ভ্‌' করিয়াছে, অপর বেঞ্চে আমি যাইলে সে আপত্তি করিতে পারে।" আমি বলিলাম, "তাহাব, আমার সম্বন্ধে, আপত্তি করিবার যে অধিকার, আমারও সেই অধিকাব এবং সে আপত্তি আমি করিতেছি।" এই কথা বলিয়া জাঁকিয়া বসিয়া যাওয়াতে গার্ড অপ্রস্তুত হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিল। পরে পবিচয় পাইলাম যে আপত্তিকাবী কোন ভাবত প্রত্যাগত মহামনা ইংরেজ গার্ডকে দুই শিলিং দিয়া আমায় ভড়কাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; অকৃতকার্য্য হইয়া অগত্যা স্থানান্তরে "পথ দেখিলেন।" আব কেহ সে গাড়ীতে আসা দূরে থাকুক, আমি একা বরাবর যাইলাম। বাবুব আস্ফালন দেখিয়া গার্ডসাহেব বরাবব "হুজুর" "মহাশয়" "স্তব" করিতে করিতে সমস্ত পথ চলিল। পরের প্রলোভনায় অভদ্রতার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া সারা পথ প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে চলিল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত চেষ্টাব ফলে দীর্ঘ পথে সমস্ত রাত্র কোন কষ্টই হইল না। বলিয়া রাখা ভাল যে, গাড়ীর গার্ড, Corridor সাহায্যে, সমস্ত রাস্তা আবোহিগণকে যথার্থ "গার্ড" কবিতে করিতে যায় এবং ভোর বেলা তুলিয়া দেয় ও চা খাওয়ায়।

বুধবার, ১৭ই জুলাই, সেণ্টএণ্ড্রুজ।—পুনরায় এডিনবরার পুণ্যতীর্থেব মধ্য দিয়া যাইতে হইল। পথে গাড়ী বদল করিয়া, যখন সেণ্টএণ্ড্রুজ পৌঁছিলাম, তখন ষ্টেশনে ভাইস্‌চ্যান্সেলারের গাড়ী ও লোক অপেক্ষা করিতেছিল। সমুদ্রতীরে তাঁহার বাড়ী; বড় সুন্দর জায়গা, সুন্দর দৃশ্য; কিন্তু সৌন্দর্য্য-ভোগের সময় ত ছিল না। তাড়াতাড়ি খাইয়া লইলাম; মুখহাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া উপাধি বিতরণ-সভাস্থলে যাইলাম। পূর্ব্ববারের পরিচিত বিস্তর লোকের সহিত দেখা হইল। এবং উপাধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মঙ্গল ইচ্ছা লাভ করিলাম। নূতন লোকও অনেকে পরিচিত হইল। সকলের নাম মনে রাখা অসম্ভব হইতেছে। একজন লণ্ডনের লর্ড মেয়র স্যর জন ক্রাস্‌বি—ব্যবসায়ে ডাক্তার। ডাক্তার লর্ড মেয়র এই

প্রথম হইয়াছেন। বয়স ৮৩ বৎসর—এখনও যুবকের মত অদম্য তেজ ও উৎসাহ। ইনি ও আর কয়েকজন প্রাচীন অধ্যাপক আমার সহিত উপাধি পাইলেন। ভাইস চেন্‌সেলার স্যর জেম্‌স ডোনাল্‌ড্‌সনও প্রাচীন। ৮২ বৎসর বয়সে অদ্ভুত তেজ ও উৎসাহ দেখাইতেছেন।

প্রকাণ্ড সভাস্থল—ছাত্র, অধ্যাপক ও সাহেববিবিতে পরিপূর্ণ। আমার উপাধি-প্রাপ্তিতে আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্য গ্যাণ্ডেরিয়া, বঙ্গার প্রভৃতি ১০।১২ জন ভারতীয় ছাত্র এডিনবরা হইতে কষ্ট ও খবচ করিয়া সেণ্ট-এণ্ড্রুজ গিয়াছিলেন; তাঁহাদের টিকিট ছিল না বলিয়া ঢুকিতে পান নাই। রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি যাইয়া কোন অধ্যাপককে বলিবামাত্র সস্নেহে ও সসম্মানে তাঁহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহারাও যথেষ্ট প্রীত হইলেন। প্রবাসী স্বদেশবাসিগণ, অপরিচিত এবং অজ্ঞাতনামা একজন দেশবাসীর উপাধি-প্রাপ্তিতে এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, ইহা পরম শ্লাঘা ও সন্তোষেব বিষয়।

তারপর সেণ্টএণ্ড্রুজের ছাত্রদের পালা। যেমন উপাধিবিতরণ-গৃহে প্রবেশ করিলাম, তাহারা বিকট চীৎকাব, অট্টহাস্য, হৈ হৈ শব্দ, করতালি ইত্যাদি আহ্লাদধ্বনিতে ঘর ফাটাইতে লাগিল! স্কটল্যাণ্ডেব ছাত্রসম্প্রদায় এইরূপ ভীষণ ভাবেই আনন্দ প্রকাশ কবে।—পাছে আতঙ্কে আমার দাঁতকপাটি লাগে বলিয়া—তাহাদের আনন্দের বিকাশ কিছু নিম্ন মাত্রায় ছিল বলিয়া—বন্ধুগণ আমায় অভয় দিতেছিলেন। এইরূপ তাণ্ডব ভয়ে ভাইস্‌ চেন্‌সেলার য়্যাডাম স্মিথ এবার্ডিন-উপাধি-বিতরণ-সভায় ছাত্রদিগকে যাইতে দেন নাই। কেন না কিছু পূর্ব্বেই অপর এক উপাধি-বিতরণে প্রায় ৩০০৲ টাকার চৌকি তাহারা ভাঙ্গিয়াছিল। চৌকি ভাঙ্গিয়া বিকট চীৎকার করিয়া, কুকুর বিড়াল ডাক ডাকিয়া এবং ভীষণ তামাসা করিয়া ইহারা এই সকল সভায় আনন্দ প্রকাশ করে;—তাহার জন্য আমাদের দেশের মত ইহাদিগকে পুলিসে বা জেলে যাইতে হয় না।

অধ্যাপক স্কট ল্যাং আমার গুণগান, ঘটকালী করিয়া, বক্তৃতা করিলেন। অবশ্য তার ভিতর দুই চারটা ভুলও ছিল। তারপর মাথায় টুপী ঠেকাইয়া

(Capping) এবং লাল রেশমের হুড গলায় ঝুলাইয়া দিয়া দ্বিতীয়বার LL. D. অথবা D. C. L. উপাধি দান হইল।

তারপর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণের এবং কর্ত্তৃপক্ষেব ভোজ-বক্তৃতা। অতঃপর ছাত্রবর্গের সম্মিলন চা-পার্টি ইত্যাদি দস্তুরমত সব কাজ হইল; তথাপি নিস্তার নাই। এডিনবরার ছাত্রমণ্ডলী ইহার মধ্যে 'প্রিন্সেস হোটেলে', সমুদ্রের ধাবে তৃতীয় এক ভোজের আয়োজন করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। ছবি তুলিল—আর যতদূর আদর-আপ্যায়ন করিবার করিয়া বিদায় দিল। পুনরায় 'স্লিপিংকারে' আশ্রয় লইয়া সমস্ত রাত্রি ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল হিসাবে দৌড়িতে লাগিলাম। উষা-আলোকে এবং সন্ধ্যা-প্রদোষে একদিনে দুইবার, এডিনবরার মধ্য দিয়া গেলাম। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে একেবারে দেহ অসাড় করিয়া দিল। কোথা দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল—তাহা বড় টের পাইলাম না। 'স্লিপিংকার' না লইলে, এই ১২ ঘণ্টা যাইয়া ১২ ঘণ্টা আসা এবং উপর্য্যুপবি তিন দিন পরিশ্রম করা সম্ভব হইত না। যাঁহার কৃপায় সকল বিপদে উদ্ধার হইতেছি ও হইবাব অক্ষুণ্ণ ভরসা রাখি, অশ্লেষা মঘার ফলাফল হইতে তিনি রক্ষা করিলেন এবং তিনিই বৃটিশ্ বিশ্ববিদ্যালয়েব বিশিষ্ট সম্মানে দ্বিতীয়বার সম্মানিত করিলেন। ভবিষ্যৎও তাঁহারই পদ্মহস্তে।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই জুলাই, লণ্ডন।—সকালে প্রস্তুত হইয়া প্যালেস চেম্বারে টেম্পারেন্স কমিটি-ঘরে গেলাম। স্যর হাববার্ট রবার্টস্, মিষ্টার গোখ্‌লে, স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ, রেভারেণ্ড মিষ্টার এণ্ডারসন্, গুড্‌উইন এবং প্যারেথ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইল। কমিটি-মিটিঙের পর ইণ্ডিয়া অফিসে, সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া, লর্ড ক্রুর নিকট যাওয়া গেল। লর্ড কিনেয়ার্ড, পার্লামেণ্টের মেম্বর জোন্‌স্ মিষ্টার চার্ল্‌স রবার্টস সেক্রেটারী অব কলেক্টর ভূতপূর্ব্ব অণ্ডার সেক্রেটারী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার ভার ছিল—মিষ্টার গোখ্‌লে, রেভারেণ্ড মিষ্টার এণ্ডার্সন এবং আমার উপর। লর্ড ক্রু তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন —"India is fittingly represented by two of her best known and most eloquent of public men, Messrs. Gokhale and

মিষ্টার রবার্টস্ এম. পি. এবং গ্রন্থকার।

Sarvadhicary. I am deeply impressed by what has been urged by Mr. Sarvadhicary and shall with sympathy communicat the same to the Government of India fcr communication and action, as far as possible."

স্যার উইলিয়াম ওয়েডাববর্ণ ও পার্লামেন্টের মেম্বব জোন্‌স সাহেব আলাপ করিলেন এবং নানারূপে আপ্যায়িত কবিলেন।

সাময়িক সাহিত্য-সেবামন্দিবেব দ্বারবানদিগের সহিত যথেষ্ট সদ্ভাবের অভাবে এ সকল বক্তৃতা বিপোর্ট হইতেছে না এবং যত লোকে যত মিষ্ট কথা বলিতেছে, তাহাব একটা তালিকাও থাকিতেছে না; ইহা বেযায় আপ্‌শোষের কথা!

ইণ্ডিয়া অফিস হইতে বরাবর স্পেশ্যাল ট্রেণে (আবার ফাষ্ট ক্ল্যাসে) প্যাডিংটন ষ্টেশন হইতে রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের উইণ্ডসব ক্যাসেল প্রাসাদে গেলাম—বাগান-পার্টির নিমন্ত্রণ ছিল। যদিও আমি অল্প দিন বিলাতে আসিয়াছি এবং বহুদিন পূর্ব্ব হইতে এ সকল পার্টির নিমন্ত্রণ হওয়া দস্তুর, তথাপি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়া এ নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। টেম্‌স্ নদীর ধারে পাহাড়ের উপর, উইণ্ডসব ক্যাসেল অতি সুন্দর স্থান—রাজারাণীর প্রিয় বাসস্থান। বাগান-পার্টি লোকে লোকারণ্য—লাট, বা লাটপত্নী একটা দেখিয়া আমরা ভারতবর্ষে জড়সড় হই; সেইরূপ শত শত লাট, লাটপত্নী চারি-পাশে ঘুরিতেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্রহ্মমোহন অধ্যায় সজীব ভাবে যেন দেখিলাম; ভারতে উপঢৌকনপ্রাপ্ত বিচিত্র তাঁবু অতিথিগণের অভ্যর্থনার জন্য পড়িয়াছে; ভাবতীয় সাজ সজ্জায় তাঁবু সুশোভিত; ভারতের সেনাপতিগণ এখানে বাজার আর্দ্দালী; ভারতবাসিগণকে প্রচুব আদর-আপ্যায়ন করা হইল। সভাজন-পরিবেষ্টিত রাজারাণী সকলের সহিত সদালাপে আপ্যায়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এখানে রাজসকাশে নিমন্ত্রণ, আমাদের দেশের রাজপ্রতিনিধির নিমন্ত্রণের মত সহজ নয়। এইরূপ নিমন্ত্রণ এখানে বিশেষ গৌরবের বিষয়—বিলাতের লোককে অনেক যোগাড় করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়।

প্রথমে বৃষ্টি হইয়া, একটু গোলযোগ হইবার যোগাড় হইয়াছিল। তারপর মেঘ কাটিয়া গিয়া, বেশ রৌদ্র হইল। বাগান পার্টি উপলক্ষ করিয়া একখানা এরোপ্লেন আকাশে উড়িয়া অনেক তামাসা দেখাইল। বৃহৎ হাওয়ার জাহাজ মাথা নোয়াইয়া রাজ-অভিবাদন করিল; বড়সুন্দর দেখাইতেছিল। গণ্যমান্য অনেক লোকের সহিত দেখা হইল; নূতন পরিচয়ও অনেক হইল। রাজবাটী—রাজ-উদ্যান—কতক ঘুরিয়া দেখা হইল; সব দেখা সাধ্য নয়! নূতন ধরণের বাড়ী। বাটী-বাগান, বৈঠক, সাজগোজ দেখিয়া চমক লাগিয়া গেল। গঠন-প্রণালী অতি চমৎকার। চিত্রে উইণ্ডসর প্যালেস, আর প্রকৃত উইণ্ডসর প্যালেসে, বিস্তর পার্থক্য।

মিষ্টার আমীর আলি, স্যার ফ্রান্সীস ম্যাকলীন (আমাদের ভূতপূর্ব্ব চীফ জষ্টিস) ও কংগ্রেস ও য়ুনিভারসিটির বিস্তর প্রতিনিধি ও অধ্যাপকদলের অনেকের সহিত দেখা হইল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনার জন্যই যেন এই আয়োজন।

সকলেই বিশেষ স্নেহ-যত্ন অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী সাহেব বলিলেন তাঁহার কেম্ব্রিজের বন্ধু লুইস সাহেব—তিনি পূর্ব্বে এলাহাবাদ-য়ুনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার ছিলেন—বিশেষ অনুগ্রহ সূচক মত প্রকাশ করিয়াছেন।' স্যার হার্ব্বার্ট রবার্টস্ বলিলেন, তাঁহার খুড়ী, (না পিসী) মঙ্গলবারের বক্তৃতার বড় তারিফ করিয়াছেন।' এইরূপ অনেক কথা হইল। ডাক্তার রায় সাহেব বলিলেন, "তুমি বিলাতের লোককে যাদু করিয়াছ (Fascinated), অতএব দেশে যাইয়া আমি তোমার যথোপযুক্ত নিন্দা করিব।" আগামী সপ্তাহে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবেন এবং আমার নিন্দাবাদ কার্য্যে ব্রতী হইবেন, বলিয়া বায়না দিলেন—উত্তম কথা; ইহা বিশেষ নূতন কিছু হইবে না।

শুক্রবার, ১৯শে জুলাই, লণ্ডন।—অদ্য সকাল হইতেই মেঘাচ্ছন্ন। সামান্য বৃষ্টি পড়িতেছে। শীতও হইয়াছে। জল হাওয়ার জন্যও বটে, আলস্যের জন্যও বটে, এবং ভারতীয় ডাক লিখিবার খাতিরে সকালে কোথাও গেলাম না।

কিন্তু সকাল হইতে বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। চিঠিপত্র ভাল করিয়া লিখিবার সময় পাইলাম না, হয় কাজের গতিকে বাহিরে থাকিতে হয়, না হয় বাড়ীতে কত লোক আসিয়া কত কথা কয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব আরাম বিশ্রামের সময় পাইতেছি না। ডবল 'এল. এল, ডি,' হইয়া মহা বিপদ হইয়াছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত মনে করিয়া নানা লোকে পরামর্শ করিতে আসে অনেকের বিশ্বাস যে পৃথিবীতে হেন বস্তু নাই যে, এল. এল, ডির অজ্ঞাত বা অজ্ঞাতব্য। বিলাতী লোক এ সম্বন্ধে বিশেষ অবুঝ। যাহাকে যেমন পারি, "জ্ঞান, উপদেশ এবং পরামর্শ দানে বাধিত করিতে" বিস্তর সময় যাইতেছে।—অনেকে শুধু অভ্যর্থনা-আশীর্ব্বাদ করিতে আসেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় তত পরিশ্রম হয় না। বিশ্রাম, বইপড়া, এমন কি, কাগজ পড়া চিঠি-লেখার অবকাশ নাই। কাগজে কাগজে নিন্দাস্তুতি অনেক বাহির হইতেছে, তাহাও দেখিবার সময় না হওয়াতে মগজমস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকার সুবিধা হইতেছে, নতুবা আত্মবিস্মৃতি অসম্ভব নয়।

শুক্রবার, ১৯শে জুলাই, ১৯১২, লণ্ডন।—শুক্রবার ভারতীয় মেল চিঠি লিখিয়া পিকাডেলির নিকট ট্রোকিডারো হোটেলে গোখ্‌লে সাহেবের অভ্যর্থনা সভায় গেলাম। ভারতবাসীদিগের মিলিত হইবার স্থান ক্রমওয়েল রোডে ক্রমওয়েল হাউস রহিয়াছে, সেখানে এ সভা না হইয়া, একটা হোটেলে হইল কেন, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মিসেস কেন আমাকে ও গোখ্‌লে সাহেবকে যে পার্টি দিয়াছিলেন, তাহা ক্রমওয়েল • হাউসে হইয়াছিল, বিস্তর লোকও হইয়াছিল। স্যার রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এস, পি, সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইল। জাহাজে যে মিসেস্ রাওএর সহিত আলাপ হইয়াছিল তাঁহারও সহিত দেখা হইল। মিসেস ডুবে তাঁহার বাড়ী যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। আরও অনেক সাহেব মেম কত নিমন্ত্রণ করিলেন। যদি নিমন্ত্রণ খাইতে অত খরচ না হইত, আর অসুখ ও সময় নষ্ট না হইত, শুদ্ধ নিমন্ত্রণ খাইয়াই বিলাতবাস কিছু কাল হইতে পারিত। স্যার মঞ্চারজি ভবনাগরি, মিঃ গোখ্‌লের সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।

শনিবার, ২০শে জুলাই, ১৯১২।—'হেগ ইণ্টার ন্যাশানাল্ কন্ফারেন্স অব মরাল্ এডুকেশনে' যাইবার দিন স্থির রহিয়াছে; ততদিন পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়া থাকিতেই হইবে। তারপর হেগ কন্ফারেন্স শেষ হইলে, য়ুরোপের দেশ কয়টা বেড়াইয়া বৃণ্ডিসী হইয়া, ইজিপ্ত হইয়া, বাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে। সকালের ডাকে, কেম্ব্রিজ হইতে পত্র পাইলাম যে, ২৭শে জুলাই হইতে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত 'য়ুনিভার্সিটি একৃষ্টেনশান্ লেক্চার্স' হইবে এবং তথায় নিমন্ত্রণ—'ডেলিগেট' হিসাবে।

ইংলণ্ডের প্রধান য়ুনিভার্সিটিতে, কিছুদিন লেখা-পড়ার চর্চ্চার সঙ্গে, আধুনিক প্রণালী-পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা হইলেও হইতে পারে, মনে হইল। কলেজ প্রভৃতি বন্ধ বলিয়া লেখাপড়ার চর্চ্চা দূরে যাক, লেখাপড়া কি প্রণালীতে হয়, তাহা দেখিতে পাই নাই। সবই উপর উপর দেখা হইতেছে। ঘর-বাড়ী-বাগান দেখা হইয়াছে। কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটি Vacation term অর্থাৎ ছুটীর পড়া বলিয়া একটা নূতন সৃষ্টি করিয়াছে এবং য়ুনিভার্সিটির বাহিরের লোকের শিক্ষার সাহায্যের জন্য University Extension Lecture আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতে বড় বড় অধ্যাপক নানা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আমাদের দেশে আমরা সামান্যভাবে এই কাজ অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিতেছি। ইহার প্রণালী বুঝিবার এমন সুবিধা আর হইবে না। পুনরায় বিদ্যালাভ-চেষ্টার উপলক্ষ করিয়া, পি. সি. রায় সাহেব অনেক উপহাস করিলেন।

যে এবার্ডিন য়ুনিভার্সিটি উপাধি দিয়া ধন্য করিয়াছেন, তাহার হলের দ্বারের উপর Motto লেখা আছে ঃ—

"They say : What say they, Let them say" "তারা বলে; কি বলে? আচ্ছা যা বলে বলুক"—সে কথা রায়-মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিলাম। জীবনের মূলমন্ত্র ইহা করিতে পারিলে, পথে কাটাখোচা বড় কিছু করিতে পারে না। যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সম্মানসূচক উপাধিদানে আমায় গৌরবান্বিত করিলেন, ইহা তাঁহাদের মূলমন্ত্র তাহা জানিতাম না।

বেলা ১টার সময় ফ্রেডরিক্ গ্রব্ সাহেব আসিয়া তাঁহার উইম্বল্ডনস্থিত

বাড়ীতে লইয়া গেলেন। একটা শনিবার, রবিবার তাঁহার বাড়ীতে কাটাইবার জন্য আমায় বহুকাল হইতে নিমন্ত্রণ ও পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন; নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। এ সপ্তাহে অবকাশ থাকাতে, তাহা হইল। গ্রব সাহেব 'টেম্পারেন্স এসোসিয়েসনে'র সেক্রেটারী—বিনীত ভদ্র লোক। আমায় কি করিয়া আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য দিবেন, তাহার জন্য তিনি ও তাঁহাব স্ত্রী দুইদিন যে যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিলেন, তাহা বলিতে পারি না;—নিজ হস্তে জুতা পর্য্যন্ত আনিয়া দিয়াছিলেন! ইংরাজ আতিথ্য জানে না—একথা যে বলে সে মূর্খ। তবে, ভদ্র ইংরাজকে তাঁহার গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে না দেখিলে, তাঁহাকে ঠিক চেনা যায় না। এবং ভদ্র ইংরাজ সহজে কাহাকেও নিজ গৃহ-গণ্ডির ভিতর ঢুকিতে দেন না। যে একবার সে গণ্ডির ভিতর স্থান পাইল, পরিবার মধ্যে তাহার অবাধ গতি। সময়ে সময়ে সে অধিকারের অপব্যবহার কবিয়া অপদার্থ কোন কোন ভারতবাসী স্বদেশের মুখে কালিমা লেপন করিয়াছে বলিয়া আজ বিলাতে ভাবতবাসীর এত অনাদর।

উইম্বলডন লণ্ডনের উপনগর; নিকটেই লর্ড মর্লি বাস করেন। বিস্তর লোক প্রত্যহ সহরে যাতায়াত করে; সহরকে সহর—পল্লিগ্রামকে পল্লিগ্রাম—উইম্বলডন, ইলিং, হ্যাম্পষ্টেড হিদ্, বেসে ওয়াটার ইত্যাদি নানা উপনগরেই লণ্ডনের স্বাস্থ্য রাখিতেছে। গ্রব-পরিবার তাঁহাদের বাটীতে থাকিবার জন্য বরাবর আমায় জেদ করিতেছেন। এইবার কাজশেষ হইয়া গেছে; তাঁহারা আবার পীড়াপীড়ি করিলেন যে, দিন কয়েক আমাদের বাড়ীতে থাকুন। কিন্তু কেম্ব্রিজ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, অতএব তাহা হইবে না, বলিলাম।

গ্রবের একমাত্র পুত্র গত বৎসর মারা গিয়াছে। গ্রব-পত্নী এখনও শোকাকুলা; তথাপি আমার আরাম সুবিধার জন্য যতদুব কষ্ট করিবার করিতে লাগিলেন।

আহারের পর, দীর্ঘ বেলা কাটাইবার জন্য, 'রয়েল একাডেমি'র এ বৎসরের ছবি দেখিতে গেলাম। প্রতি বৎসর যত নূতন ছাবি, প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে ভালগুলি বাছিয়া বৎসর বৎসর এক একজিবিশন্ হয়।

অতি চমৎকার সমাবেশ; চিরদিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবার উপযুক্ত অনেক ছবি দেখিলাম। তবে, পুরাতন চিত্রকরদিগের নমুনার মত উচ্চ-শ্রেণীর শিল্প আর সহজে জন্মিবে, অনুমান হয় না। কয়েকখানি খুব উচ্চ অঙ্গের ছবি দেখিলাম।

পথে এক হোটেলে আহার করিয়া 'রয়াল থিয়েটারে', 'মাইলষ্টোন' নামক নূতন নাটকের অভিনয় দেখিতে গেলাম। অনেকে এই থিয়েটার দেখিবার জন্য সুপারিস করিয়াছিলেন। ইহাই নাকি এখন ইংলণ্ডের প্রধান থিয়েটার; আর এই নাটকের প্রতিপত্তি খুবই চলিয়াছে। লোকের ভিড়ও তেমনি। আমরা ভাল স্থান পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে বই কিনিয়া পড়িয়া লইলাম। ঘটনা —১৮৬৫ সালে ১ম দৃশ্য—১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় দৃশ্য—১৯১২ সালে তৃতীয় দৃশ্য—অতএব, অলঙ্কারশাস্ত্রমতে এবং Rules of unities হিসাবে, ইহা Bad Drama। চমৎকারিত্ব ও বিশেষত্ব দেখিলাম না। তবে ঘটনা-বিন্যাস মন্দ নয়। যাঁহারা প্রথম-বয়সে পিতৃমাতৃদ্রোহী হইয়া স্বাধীন মত স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, শেষ-জীবনে তাঁহারাই সংকীর্ণচেতা হইয়া পড়েন,—তাঁহাদের সন্তানেরাও পিতৃমাতৃদ্রোহী হইয়া নিজের মত স্বাধীনভাবে চালাইতে যায়, এবং পিতামাতাকে সমান কষ্ট দেয়;—ইহাই এই নাটকের প্রতিপাদ্য। ইংরাজ এতদিনে ইহা বুঝিতেছে শিখিতেছে—ইংরাজভক্ত ভারতবাসীও কালে পুনরায় ইহা বুঝিবে—আশা আছে।

রাত্রি বারটার সময় উইম্বল্‌ডনে ফিরিয়া গেলাম। শয়নের পূর্ব্বে গ্রব-সাহেবের সহিত ভারতের সামাজিক অবস্থার কথা অনেক হইল। ভারতের রমণী দাসী নয়; পাত্র-বিশেষে, গৃহ-বিশেষে, তাঁহারা দেবতাস্থানীয়া ইহা বুঝাইয়া দিলাম; কথাটা তাঁহার ভাল লাগিল না। রমণী-নির্য্যাতন আমাদের প্রধান কার্য্য, ইহাই সাধারণ ইংরাজের বিশ্বাস। আমাদের অপেক্ষা হীনতর জাতিভেদ ও রমণী-নির্য্যাতন ইংরাজ-সমাজের শিরায় শিরায়—স্তরে স্তরে রহিয়াছে কি না, তাহা বুঝাইয়া দেওয়াতে গ্রব-সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। বিরক্ত হইলেও কথার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে পারিলেন না।

রবিবার, ২১শে জুলাই, ১৯২১।—উম্বইল্‌ডন্ হইতে কিছু দূরে, বাল্লাহাম নামক স্থানে 'কোয়েকর'-সম্প্রদায়ের এক গির্জ্জা আছে। সেই খানে গির্জ্জায় বক্তৃতা করিবার জন্য, গ্রব সাহেব আমায় জেদ করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে এই নিমন্ত্রণ। ট্রেণ এবং ট্রাম করিয়া, নগর উপনগর দেখিতে দেখিতে, সেখানে যাওয়া গেল। কুড়ি মিনিট বক্তৃতা করিবার কথা ছিল—বলিতে বলিতে এক ঘণ্টা হইয়া গেল। ভারতের ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা শিক্ষা—ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ-নৈতিক—অনেক কথার অবতারণা হইল। সভান্তে যে ভাষায় বক্তাকে সভার মুখপাত্রগণ ধন্যবাদ দিলেন, তাহা কালিকলমে লিখিতেও লজ্জা বোধ হয়; অতএব, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। ইংরাজের যে যে বিষয়ে দোষ দেখান সম্ভব, তাহা দেখাইয়া দিতে ক্রটি করি নাই; সভার বিশেষ আনন্দের কারণ তাহাই। মনে হইয়াছিল, যে, শ্রোতৃবৃন্দ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন। তাহা হওয়া দূরে থাক, তাঁহাদের প্রশংসা, ধন্যবাদ, ও পুনরাগমন-নিমন্ত্রণের জেদ, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইল। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে সাধারণ ইংরাজের এত বিশাল অজ্ঞতা ও অন্ধকুসংস্কার যে, তাহা নিবারণের জন্য ভারতহিতৈষী ইংরাজ ও ভারতবাসী মাত্রের নিয়ত বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। আর মধ্যে মধ্যে অভিজ্ঞ, সম্মানভাজন ও সচ্চরিত্র, স্বধর্ম্মনিরত প্রবীণ ভারত-বাসীর বিলাতে যাইয়া, বিলাতবাসীদিগকে দেখা ও দেখা দেওয়া বড় দরকার। ভারতের কথা যাহারা ভাল জানে ও বোঝে, এমন ইংরাজ অনেকেই ভারত-বিদ্বেষী;—এই জন্য এই অঘটন ঘটিতেছে।

অমনি-বসের ছাদে চড়িয়া সহর দেখিতে দেখিতে 'ক্লাপহাম কমন' প্রভৃতির মাঝখান দিয়া ব্লাক 'ফ্রায়ার ব্রিজ' হইয়া, 'সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রালে' গেলাম। পথে, মেকলে যে বাড়ীতে বাস করিতেন, স্পর্জ্জন্ যে গির্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, 'ক্যাসল এলিফেণ্ট পবলিক হাউস', প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত স্থান দেখিয়া গেলাম। ব্লাক ফ্রায়ারের পুলের উপর হইতে লণ্ডনের সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেণ্টপল্‌স্ ক্যাথিড্রাল এখান হইতে যেমন সুন্দর দেখায়, নিকটে তেমন দেখায় না, কারণ, তাহার নিকটে ঘেঁষিয়া অনেক বড় বড়

বাড়ী হইয়া পড়িয়াছে এবং রাস্তা এমন সরু যে এই মহামন্দির-সৌন্দর্য্য যেন চাপা পড়িয়াছে। কালির ধোঁয়ায় প্রস্তর ত সব কালীমূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে।

মন্দির-চূড়া, নদী-গর্ভ হইতে প্রায় ৪০০ ফুট উচ্চ; গির্জ্জার গম্বুজ রোমের সেণ্টপিটার্সের অনুকরণে গঠিত। বিখ্যাত শিল্পী রেণ ইহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা এবং এই মহামন্দিরে তাঁহার সমাধির উপর লিখিত আছে—"Si Monumentum Queries, Circumspice", অর্থাৎ 'এই মন্দির-নির্ম্মাতার কীর্ত্তিস্তম্ভ অনুসন্ধান করিতেছ? চারিদিকে চাহিয়া দেখ।' যে মন্দির গঠন করিয়াছেন, রেণে'র তাহাই অমরকীর্ত্তিস্তম্ভ।

আমরা যখন পৌছিলাম, তখনও উপাসনা কার্য্য শেষ হয় নাই। সুন্দর সংগীত-সংযোগে যেন পূর্ণ হিন্দুভাবেই ভগবানের পূজা চলিতেছিল। সেই বিপুল, মহান্ মন্দিরের ভিতর বিশ্বনাথের মহাপূজায় প্রাণমন মিলিয়া গেল; ধূপ-ধূনা, দীপ, যীশু ও মেরি, এবং 'এপসলদে'র প্রস্তরমূর্ত্তি, রোম্যান্-ক্যাথলিকদিগের নিকট হইতে 'চর্চ্চ অব ইংল্যাণ্ড' ক্রমশঃ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুর পূজা বিধির উপরই বা তবে এত আক্রোশ কেন?

মন্দিরের ভিতরের কারুকার্য্য ও স্থাপত্যকার্য্য—উভয়ই সুন্দর। মহাকায়, অথচ সৌষ্ঠবশালী, সেই প্রকাণ্ড গির্জ্জার ভিতর স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে হয়। যশ ও কীর্ত্তি-পথের পথিক অনেক বীরপুরুষ ও প্রধান প্রধান মনীষিগণের প্রস্তরমূর্ত্তিও ভিতরে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু ভগবৎ-মন্দিরের ভিতর ওয়েলিংটনের অশ্বারোহী রণমূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি ভাল লাগিল না।

'সেণ্টপল্‌স্ চার্চ্চ-ইয়ার্ডে'র ভিতর দিয়া গ্রব সাহেবকে হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় বিরক্ত করিতে করিতে চলিলাম। বক্তৃতার দৌড়ে 'কুক এণ্ড সন্সে'র ব্যাঙ্ক বই রাস্তায় পড়িয়া গিয়া হাত বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছিল। জনৈক পথিক উঠাইয়া বাঁচাইয়া দিল।

তার পর চীপ সাইড, প্যাটারনষ্টার্ রো, রয়াল এক্‌শ্চেঞ্জ, মান্‌সন্ হাউস, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, গিল্ডহল, বার বিল চার্চ্চ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে 'বেনেট' ঘড়ীওয়ালার ঘড়ী দেখিলাম। ঘণ্টা বাজিবার সময় তিন বীরমূর্ত্তি হাতুড়ি দিয়া

ঘণ্টায় ঘা দেয়। তাহা দেখিতে সময়ে সময়ে এত লোক জমে যে, পুলিস দিয়া ভিড় ঠেলিতে হয়। তবে আজ রবিবার। লণ্ডন নগর যেন নিদ্রাচ্ছন্ন। কাজেই আমরা দেখিলাম ভাল।

গ্রব-পরিবারের সহিত মধ্যাহ্নভোজন করিয়া বিদায় হইলাম। স্যার জেম্‌স্‌ ডন্‌লপের সহিত দেখা করিবার কথা ছিল; অনেক চেষ্টা করিয়াও বাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম না। ইংলণ্ডে যত বড় লোক হউক, ঠিক ঠিকানা জানা না থাকিলে, বড গোল; কেহ কাহাকেও চেনে না। তার পর শ্রীযুক্ত পি. কে. রায়ের স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। রবিবার তাঁহার বাড়ীতে অনেক লোক জোটে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ পাউয়েল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির সহিত দেখা হইল।

রবি বাবুর কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য রোডেন্‌ষ্টীন, ঈট্‌স্‌ প্রভৃতি সহৃদয় ইংরাজ বন্ধুগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। কোন কোন বৈঠকে তাহা পাঠ হইতেছে। দুই-এক জায়গায় আমার আহ্বানও হইয়াছিল। ইংরাজী অনুবাদ সাহায্যে, রবি বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী লোকের কবিতা য়ুরোপবাসীর নিকট সমাদৃত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা।

সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ছেলে জুটিল। গল্প-কথায় অনেক রাত্রি হইল।

সোমবার, ২২শে জুলাই।—ভারতীয় ডাকের চিঠি আজ কতক আসিয়াছে, কাল কতক আসিয়াছে, এবং সন্ধ্যার পর কতক আসিল।

চিঠির কতক কতক অংশ প্রফুল্ল রায়কে পড়িয়া শুনাইয়া চমক জন্মাইয়া দিলাম। আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা ও অন্ধতা যথেষ্ট; কেন না তিনি অভুক্তভোগী। চিঠি শুনিয়া যেন কতক অজ্ঞান কাটিয়া গেল মনে হইল। বন্ধুবান্ধব ডবল 'এল. এল. ডি.'র সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে। অনেক চিঠিপত্র ও খবরের কাগজের সারাংশ পাইলাম। তাহাদের সুখেই আমার সুখ। চাটুয্যে মহাশয়ের আন্তরিক আশীর্ব্বাদের অবধি নাই। ছেলেপুলে ও পরিবারবর্গের উৎফুল্ল উৎসাহে

হৃদয়ের বল বাড়িল; তাহাদেব সন্তুষ্ট হইবার কথা, হইবেই ত। চাঁদনীর দর্জ্জী পর্য্যন্ত সুখী হইয়া পত্র লিখিয়াছে। মানুষের ইহাতেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করা উচিত। সকলেরই স্নেহাভিভাষণ ও আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। ভগবান সকলকে মঙ্গলে এবং সুখে রাখুন,—এই প্রার্থনা। বহুদূবে পড়িয়া আছি। তাঁহাব পাদপদ্ম ব্যতীত আর ভরসা নাই।

স্যর হেন্‌রি রস্কো, বিখ্যাত কেমিষ্ট; পি. সি. বায় দ্বারা আমায় দেখা করিবাব জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। একত্র গেলাম। রস্কোব সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভারতীয় ছাত্রদিগের সাহায্যের জন্য অনেক করিয়া বলিলাম। তাঁহার জামাতা ম্যাল্লেট্ এখন এ বিষয়েব অধ্যক্ষ হইয়াছেন। প্রাচীন স্থবির ঋষিতুল্য মহাজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। ডাক্তার জগদীশ বসু ও রায় সাহেবের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ রয়াল সোসাইটির মেম্বর হন না, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়; পি. সি. রায়কে সরাইয়া দিয়া একথা বার বার বিশদভাবে বলিলাম। তিনিও সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইবেন। তবে বাধা অনেক। বৈজ্ঞানিকগণেব মধ্যে পরস্পবের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ যতটা, অন্য সম্প্রদায়ে ততটা বড় দেখা যায় না। একজনের সঙ্গে কথা কহিলেই দশ জনেব "হাঁড়ীর খবর" পাওয়া যায়।

তারপব, 'ইলিয়ট্ ফ্রাই' নামক বিখ্যাত ফটোগ্রাফার্‌দিগের নিমন্ত্রণ অনুসারে নূতন 'গাউন ও হুড্' পরিয়া ছবি তোলাইলাম। তাহারা য়ুনিভার্সিটি "গ্রুপের" জন্য এই ছবি তুলিতে চায়, বলিয়া লিখিয়াছিল এবং বারংবার জেদ করিয়াছিল। 'ডার ষ্ট্রীট্ ষ্টুডিও' নামক ছবিওয়ালাও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার সময় পাইলাম না। কারণ আজ সমস্ত দিন দুর্যোগ ও বৃষ্টি।

'ন্যাসন্যাল্ লিবারেল্ ক্লবে' এস্. পি. সিংহ-মহাশয় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহা রক্ষা করিয়া, দেশে ফিরিবাব জাহাজের বন্দোবস্ত করিতে 'কুক এণ্ড সন্সে'র বাড়ী গেলাম। এখনও সুবিধামত বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না। পুনরায় যাইতে হইবে। রায়-সাহেব বাড়ী যাইবেন, এই মেলে। মন বড়

উতলা হইয়া উঠিয়াছে। কেম্ব্রিজ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে, বোধ হয়, এই মেলেই চলিয়া যাইতাম।

ভ্রমণ-কথা লিখিতে রাত্রি ১২॥ বাজিয়া গেল। যৎসামান্য যাহা লিখি তাহাই লিখিবার সময় পাই না। ছেলেমেয়েদের ইহাতেও মন উঠে না। খুকী বলিয়াছিল—"যেখানে যখুনি যা দেখ্‌বে, তাই আমাদের লিখ্‌বে।" তা' ত হ'য়ে উঠ্‌ছে না। এই দেবাক্ষর তাহারা পড়িতে পারে না—বুঝিতে পারে না। আবার বেশী করিয়া লিখিবার ফরমাইস করে। বোধ হয়, অপাঠ্য কাগজ নাড়াচাড়া করিয়াও সঙ্গসুখলাভ কল্পনা করিয়াও তাহাদের আনন্দ। মায়ার নিয়মই এই, আশ্চর্য্যও তাই।

দিনে এত পরিশ্রম করি, তথাপি রাত্রিতে শীঘ্র নিদ্রা আসে না। শয্যাগ্রহণ করিলেই, নানা চিন্তা আসিয়া মন অধিকার করে। নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, শ্রান্তি দূর হয় না; শরীরের শ্রান্ত ভাব কোন মতেই দূর হইতেছে না।

মঙ্গলবার, ২৩শে জুলাই, ১৯১২।—'ইটন' কলেজের হেড মাষ্টার মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিলাতের স্কুলের মধ্যে 'ইটন্' ও 'হ্যারো' প্রধান। কথিত আছে যে, ইংলণ্ডের বীরগণ ইটনের ক্রীড়া-প্রান্তরেই রণপাণ্ডিত্যে প্রস্তুত হয় এবং সেই ক্রীড়া-প্রান্তরেই ইংলণ্ডের যাবতীয় যুদ্ধের জয়পরাজয় স্থির হয়। অর্থাৎ প্রধান স্কুলে বিশিষ্ট বংশের বালকেরা যে শিক্ষায় গঠিত হয়, সেই শিক্ষানুসারেই তাহাদের ভাবী জীবনের ফলাফল স্থির হয়। সময়ের অল্পতার জন্য এই মহা-নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না। 'হ্যারো' স্কুলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব, লিখিয়া দিলাম। সকাল হইতে "লোকযাত্রী" এত অধিক আসিতে লাগিল যে, যথাসময়ে পত্রাদির উত্তর দিবার সময় পাইলাম না। পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান কোল্ডষ্ট্রীম্ সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের পার্টিতে দেখা হইয়াছিল; তিনি আসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিলেন। মিউটিনীর গল্প, মিউটিনীর সময়ে পিতৃদেবের ইংরাজ সাহায্যের গল্প প্রভৃতি অনেক হইল; ভারত 'সার্ভে' বিভাগে তাঁহার পুত্র কাজ করেন। পুত্রের সহিত ও পাত্রী হল্যাণ্ডের সহিত আলাপ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

বিলাতে আসিলাম, অথচ ব্রিটীশ মিউজিয়ম (British Museum) এ পর্য্যন্ত দেখা হইল না—বড় লজ্জার কথা বলিয়া দেখিতে গেলাম। প্রস্তর-মুর্ত্তি, শিল্পদ্রব্য ও পুস্তকসম্ভার এরূপ নাকি কোথাও নাই! ইংরাজী ভাষায় রচিত সমস্ত গ্রন্থ এখানে আছে। বড় বড় লোকের হস্তাক্ষর কত শত শত রহিয়াছে, পুরাণ পুঁথি নানা ভাষায় কত সহস্র সহস্র রহিয়াছে, মুদ্রিত পুস্তক কত লক্ষ লক্ষ রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্যারিসে ও অন্যান্য স্থানে পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি ; কিন্তু এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত কোথাও নাই। শ্রেণীবিভাগ-প্রণালী যে উচ্চ ধরণের হইয়াছে, তাহা দেখিবার। কলিকাতা মিউজিয়াম হইতে সম্প্রতি কতকগুলি জিনিস এখানে আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল। মিউজিয়ামের ট্রষ্টী-স্বরূপে তাহাতে বাধা দিয়া, আমি কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। সেকথা এখানে দাঁড়াইয়া মনে করিয়া আজ কষ্ট বোধ হইল।

বৃটীশ মিউজিয়ামের পড়িবার ঘর অতি অদ্ভুত জিনিস ; শুদ্ধ সেইটা দেখিলেই জন্ম সার্থক হয়। সরস্বতী-উপাসনার এমন প্রকৃষ্ট মন্দির আর কোথাও আছে কি না জানি না। বহু ব্যক্তি অবনত মস্তকে ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে বসিয়া পড়িতেছে—কাজ করিতেছে। নিঃশব্দে পরিচারকগণ ইঙ্গিতমাত্র পুস্তক আনিয়া দিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন গৃহ হইতে একরকম খেলা-ঘরের রেলের মত বন্দোবস্তের সাহায্যে ইঙ্গিতমাত্র বই আসিয়া উপস্থিত হয়। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড বাদামী-আকারের টেবিলের চারিধারে পরিচারকগণ সর্ব্বদা প্রস্তুত। প্রকাণ্ড আকারের ক্যাটালগ খোলা রহিয়াছে। যে পুস্তক চাও, তাহার রসীদ করিয়া দিলেই সেই ভীষণ ক্যাটালগ খুলিয়া, নম্বর মার্কা হইয়া, রেলে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে রসীদ চলিয়া গেল ; আর নিমিষের মধ্যে পুস্তক আসিয়া পড়িল। ধন্য বন্দোবস্ত !

স্যার রাজেন্দ্র ও লেডী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী চা খাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে লেডী জেঙ্কিন্স আসিয়া কয়েক দিন ছিলেন, আজই চলিয়া গিয়াছেন ; দেখা হইল না। পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে যাইতাম। মুখোপাধ্যায়েরাও ওয়েল্‌সে লেডী জেঙ্কিন্সের বাড়ী শীঘ্র যাইবেন। আমারও লেডী জেঙ্কিন্সের বাড়ী

ওয়েল্‌সে নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু তত দূরের নিমন্ত্রণ অল্প সময় মধ্যে রক্ষা আমার সাধ্য নয়। আমার নানা স্থানের যাওয়া-আসা, পরিচয় ও নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা-সংবাদ শুনিয়া, মুখোপাধ্যায়-পরিবার সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইলে, আরও কোন কোন স্থানে পরিচয় করিয়া দিতেন। আমি বলিলাম, যে সব পরিচয় হইয়াছে, তাহার জ্বালাতেই অস্থির; এখন প্রাণ লইয়া দেশে পৌঁছিতে পারিলেই হয়। এ সব কি আমার পোষায়!

লেডী বোশ্যাম্পের পার্টিতে আমি যাইতে পারি নাই, কারণ সেটা নির্ভোজ আমোদের পার্টি। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"এ সব জায়গায় না যাইয়া ভাল কর নাই।" এইরূপ লর্ড বিউট (Lord Bute) এর পার্টিতে যাই নাই বলিয়াও অনুযোগ করিলেন। কেহ কেহ বলেন—"কেবল অধ্যাপক-পণ্ডিত লইয়া বেড়াইলে কি হইবে! লাট ও লাটপত্নীদের কাছেও যাওয়া চাই। সময়াভাবে তাহা হইয়া উঠিতেছে না, বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি। লর্ড বোশ্যাম্পের পার্টিতে একজন বড় সাহেব মুখোপাধ্যায় সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "Your countryman with that unpronounceable name made a wonderful speech." মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমায় এ কথা শুনাইয়া, বিশেষ তুষ্ট হইলেন; আমিও বিশেষ শ্লাঘা জ্ঞান করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম—"রসুইয়া কিম্বা উড়েমালী দুইটা বাঁকা-সিধা বাঙ্গালা কথা বলিলে, আমরা যেরূপ বাহুল্য-বিস্তার করিয়া তাহার তারিফ করি, সাহেব-মেমেরা আমাদের মত লোকের বক্তৃতা উল্লেখ করিয়া যদি সেইরূপ বাহুল্য করেন, তাহা হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত বিজ্ঞ লোকের বোঝা উচিত যে, তাঁহারা ভদ্রতা-প্রণোদিত হইয়া মিষ্ট কথা বলিতেছেন মাত্র। ফলে, এরূপ সুখ্যাতিতে সুখী না হইয়া, দুঃখিত হওয়া উচিত; কারণ, আমার দেশে শত শত লোক আছে, যাহারা আমার অপেক্ষা শতগুণ ভাল ইংরাজী বলে। তাহাদের বক্তৃতা না শুনিয়া, ইংরাজ বাঙ্গালীর বক্তৃতাশক্তির মূল্য নিরূপণ করিলে, বক্তৃতা-বাজারে আমাদের দর নিতান্ত খেলো হইয়া পড়িবে!"

মুখোপাধ্যায়-পরিবার ৮ই সেপ্টেম্বর ব্রিণ্ডিসী হইতে 'ইজিপ্ত' জাহাজে দেশে যাইবেন; আমিও সেই দিন যাইব, স্থির করিলাম। ইহার মধ্যে, কেম্ব্রিজ-ব্রত সারিয়া ও লণ্ডনের যাহা দেখিবার বাকী আছে দেখিয়া, আগষ্টের শেষে য়ুরোপ যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

ভারতীয় ছাত্রাবাস সম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার জন্য দালাল 'বার্লি'কে লইয়া ইস্লিংটনে এক বাড়ী দেখিতে গেলাম। বিস্তর দূর—দেখিয়া, ঘুরিয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। পাতালে সুড়ঙ্গ দিয়া কত ক্রোশ যে প্রত্যহ ভ্রমণ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সন্ধ্যার সময় বিস্তর লোকজন আসিল। বাড়ীতে যাইয়া, কয়েক দিন কাটাইবার জন্য অনেকেই অনুরোধ করিতেছে। তিন সপ্তাহ স্থানে স্থানে ঘুরিয়া দেখিব। আজ প্রফুল্ল রায় যাইবার জন্য বাঁধা ছাঁদা কাজে ব্যস্ত; তাঁহার গমন উদ্যোগ দেখিয়া, আমার মন কেমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! লোকজনের কাছে বসিতে পারিলাম না, ঘরে চলিয়া আসিলাম; কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আসে না। কাগজ পড়া ও ভ্রমণ-কথা-লেখা লইয়া নিঃশব্দে ১২টা রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইলাম; প্রফুল্ল কাল ভোরেই যাইবে, কাজেই সকাল সকাল উঠিতে হইবে। যদিও তাহার সঙ্গে একত্র আসি নাই, বহুদিন একত্র বাস ও ভ্রমণ করিয়া কেমন মায়া বাড়িয়া গিয়াছে। সে দেশে চলিয়া যাইবে, আমি রহিলাম, ইহাতে যথেষ্ট কষ্ট। ইচ্ছা করিলে যাইতে পারিতাম না, তাহা নয়; কেবল ভূতের ব্যাগার বহিয়াই চলিয়া যাওয়া ভাল নয়। বিলাতের নানা স্থান দেখা-শুনা ও য়ুরোপ দেখাশুনার আর অবসর হওয়া অসম্ভব। অতএব, আর তিন সপ্তাহ বিলাতে কাটাইয়া, ২০শে আগষ্ট হেগ ('মরাল এডুকেশন্ কংগ্রেস্') হইয়া, জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী হইয়া, নাগাইৎ ৮ই সেপ্টেম্বর দেশে যাত্রা করিব। সকলেই বলিতেছে, এ সময় ইজিপ্তে যাওয়া ভাল নয়, অতএব সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল। আপাততঃ এই ত মতলব; তারপর দাঁড়াইবে কি, ভগবান জানেন।

বুধবার, ২৪শে জুলাই, ১৯১২।—পি. সি. রায় যাইবেন বাড়ী—আমার

হইল না সমস্তরাত্রি নিদ্রা। যেন আমাকেই সকাল সকাল উঠিয়া উদ্যোগ করিতে হইবে; এই ভাবে সমস্ত রাত্রি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম হইল। একে ত রাত্রি তিনটার পর হইতেই আলো হইয়া ঘুম হওয়া দায় হয়; তারপর মনের এই অবস্থায় নিদ্রা আসলেই হইল না। দেশ-দেখা ও যে যে কাজ মনে করিয়া আসিয়াছি, তাহার কিছুই হইল না। অতএব, এই শ্রাবণ-ভাদ্র মাস মাথায় করিয়া যাওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত মনে হইল না।

সকাল সকাল উদ্যোগ করিয়া চলিয়া গেল। আমিও বাকিংহাম প্যালেস রাজবাটীর নিকট লর্ড (ভূতপূর্ব্ব স্যার এণ্টনী) ম্যাকডনেল্ডের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। ইনি একদিন বাঙ্গালার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ছোট লাট ছিলেন; এখন লর্ড উপাধি পাইয়াছেন। তিনি ভারতের বন্ধু। ভাড়াটে বাড়ীর তেতালায় ঘর লইয়া আছেন। স্যার এণ্টনীর সহিত নানা বিষয়ে কথা হইল। তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, সাহেবদের সঙ্গে একত্র খানা-খাওয়া প্রভৃতি সামাজিক আচার-ব্যবহার না করিতে পারিলে সাহেব-বাঙ্গালীর যথার্থ মিল হইবে না—যদি এমন হয়, তাহা হইলে সে মিল আবশ্যক বা সম্ভব কখনও হইবে না, কারণ অতি অল্প লোকেই এরূপে মিলিতে রাজী বা সক্ষম হইবে। কথাটা তাঁহার ভাল লাগিল না। অনেকেরই লাগে না।

লর্ড ম্যাকডনেল্ডের নিকট বিদায় লইয়া নানা রেল ঘুরিয়া হ্যারো স্কুল দেখিতে গেলাম। ইংলণ্ডের প্রধানতম স্কুলের মধ্যে ইহা প্রধান। পাহাড়ের গায় সুন্দর গাছপালা, তপোবন-সদৃশ স্থান দেখিয়া আবার পড়াশুনা করিতে ইচ্ছা গেল। হেডমাষ্টার লায়নেল্ ফোর্ড অতি সুপণ্ডিত ও সজ্জন লোক; যত্ন করিয়া সব দেখাইলেন। চ্যাপেল্, লাইব্রেরী, স্পীচ্রুম্ প্রভৃতি সব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ক্লাস্ ঘরগুলি কতক পুরাতন, কতক নূতন। একবাড়ীতে সব ক্লাস নয়, সব বিষয় এখানে এক জায়গায় পড়ান হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে, প্রায় সহরময় ছড়াইয়া, স্কুল। বড় বড় য়ুনিভার্সিটি ঘুরিয়া দেখিলাম—প্রকাণ্ড এক উঠানের চারি পাশে বড় বড়

বাড়ী; তাহাতেই সব বন্দোবস্ত। এখানে তা নয়। বলে, এক ক্লাস হইতে আর এক ক্লাস যাইতে যাইতে ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল হয়। আসল কথা, যখন যেমন যেমন প্রয়োজন বাড়িয়াছে, তেমনি স্থানে স্থানে ছোট ছোট বাড়ী করিয়া লইয়াছে। পাহাড়ের গায় অতবড় বাড়ী হওয়া দুষ্কর। এক একজন মাষ্টার এক এক বাড়ী লইয়া আছেন। ছেলেদের মাষ্টারের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিতে হয়। হেড মাষ্টারের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে ৬০ জন ছেলে থাকে। তাহারা সব একত্র আহার করে। হেড্ মাষ্টার, তাহাদিগকে লইয়া, আমার সহিত জলযোগ করিয়া বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। তারপর, হিন্দুয়ানীর কথা—বিদ্যাশিক্ষার কথা—নানা কথা হইল। কথাবার্ত্তায় নিতান্ত প্রীত হইলেন, একথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। বুঝাইয়া বলিলে অনেকেই বুঝে;—এদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অদ্ভুত এমন সব ধারণা আছে যে, বলা যায় না।

আজ পুনরায় বেশ গরম পড়িয়াছে। বাড়ী আসিয়া, শ্রান্তি দূর করিয়া আহারাদি করিলাম। বাড়ীর সম্মুখে আর্লস্‌কোর্টে 'সেক্ষপীয়রের আমলের ইংলণ্ড' বহুকাল ধরিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু একদিনও দেখা হয় নাই। লণ্ডন ত্যাগ করিবার সময় আসিতেছে বলিয়া দেখিতে গেলাম। অনেক বড় বড় প্রদর্শনী এইখানে হয়। প্রকাণ্ড জায়গা ঘিরিয়া নানা রকমের তামাসার আয়োজন। 'সেক্ষপীয়রের লণ্ডন' কথাটার মানে বড় বুঝিতে পারিলাম না। 'সুইচ্‌ব্যাকে'র ধরণের 'এল্‌পাইন্ রেলওয়ে,' সংবদ্ধ 'এরোপ্লেন্' বামনের নাচ, ভাঁড়ের নাচ, দোকান-পসরা—এই সবই অধিক। সেক্ষপীয়রের সময়ে বাড়ী-ঘর-দ্বার কি রকম ছিল, তাই কতক কতক তৈয়ার করিয়া, তাহার ভিতর দোকানপাট বসিয়াছে। আর সেক্সপীয়রের সময়ের মত কাপড় চোপড় পরিয়া, কতকগুলা লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সর্ব্বত্র আলাদা আলাদা পয়সা দাও। নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-তামাসার জন্য প্রত্যহ বিস্তর লোক জমায়েৎ হয়। ইংরাজ আমোদ না হইলে থাকিতে পারে না। আমোদ, খেলা—এগুলাও যেন ইহাদের

কাজের সামিল হইয়া পড়িয়াছে! বোধ হয়, সেই জন্যই এত কাজও করিতে পারে।

স্যার কে. জি. গুপ্ত, মিঃ দুবে প্রভৃতি আহারের নিমন্ত্রণ করিতেছেন; কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইতেছে—ইটন স্কুল দেখিতে যাইতে পারিব না বলিয়া কাল লিখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা পুনরায় বিশেষ জেদ করিয়া লিখিয়াছেন। কোন্ দিকে কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারি না। অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা করিবার অবকাশ পাইলাম না। মেমেদের নিমন্ত্রণের উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এত পত্র জমিয়া গিয়াছে যে, একটা আলাদা বাক্স দরকার হইবে!

বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই, ১৯১২।—আবার গরম পড়িয়াছে—"সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী" দেখিয়া প্রাণ পুলকিত। পথে ঘাটে লোক ধরে না। রৌদ্রের কাঙ্গাল দেশে রৌদ্র দেখিলে বিশেষ আনন্দের কথা। শীতপ্রধান দেশেই গায়ত্রীর উৎপত্তি, তাহার সন্দেহ নাই।

আহারান্তে প্রিভিকাউন্সেলে মোকদ্দমা দেখিতে গেলাম। ছোট ঘর, সামান্য সাজসজ্জা। জজেরা গাউন-উইগ পরেন না। আমাদের দেশে 'বোর্ড অব্ রেভিনিউ' প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ভাবে মামলা হয়, এখানেও তাই। তবে ব্যারিষ্টরদের গাউন-উইগ পরিতে হয়। নূতন লড চ্যানসলার লর্ড হ্যাল্ডেন্ সভাপতি। বিজ্ঞ জজ বিখ্যাত লর্ড ম্যাকনটন ও আর তিনজন জজ বসিয়াছেন। ক্যানেডা-সংক্রান্ত মামলার দরখাস্ত হইতেছিল। ভারতবর্ষীয় মোকদ্দমা-সংক্রান্ত দরখাস্ত পরে হইবে শুনিলাম। জজ আমির আলি বসেন নাই; কারণ, আজ ক্যানেডা প্রভৃতি উপনিবেশ-প্রদেশ সংক্রান্ত মামলার দিন।

লর্ড হ্যাল্ডেন পূর্ব্বে ছিলেন—মিঃ হ্যাল্ডেন্, ব্যারিষ্টর্,—প্রিভিকাউন্সিলে ব্যারিষ্টারী করিতেন; তারপর পার্লামেণ্ট-মেম্বরী-বলে রাজমন্ত্রী হইলেন—যুদ্ধসংক্রান্ত প্রধান মন্ত্রী একজন ব্যারিষ্টার হইলেন! এখন তিনি Lord Chancellor; যোগ্য পদই বটে! ব্যারিষ্টারেরা মুখ না খুলিতে খুলিতে, মোকদ্দমা বুঝিয়া লইয়া, বিচার করিতেছেন। লর্ড ম্যাক্‌নটনও অতি যোগ্য

জজ। প্রিভিকাউন্সিলে বিচার সম্বন্ধে কথা প্রধান ব্যারিষ্টার স্যার রবার্ট ফিন্‌লে ও ডিগুইথারের সঙ্গে অনেক হইল। সেখানে তিন জন জজ ভারতবর্ষের প্রধান তিন জন জজেব রায় রদ করিতে পাবেন, ইহা সঙ্গত নয়; অন্ততঃ পাঁচ জন বসা উচিত। আমি এই ভাবের কথা প্রকাশ করিলাম যে তিন জন আসল বিলাতি জজ ও দুইজন ভারতবর্ষীয় আইনজ্ঞ জজ না হইলে, ভারতবর্ষেব মামলা সম্বন্ধে সুবিধা সম্ভব নহে;—এ কথা তাঁহাবাও স্বীকাব কবিলেন। এইরূপ কিছু একটা ব্যবস্থা না হইলে, শীঘ্র ভারতবর্ষেব জন্য সুপ্রীম্ কোর্টের প্রয়োজন হইবে।

নিকটেই ইণ্ডিয়া আপিস (India office)। সেখানে যাইয়া স্যার জেমস্ ডন্‌লপ্ স্মিথ্ ও সেল সাহেবেব সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলাম। অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

তার পব, য়্যাশ্‌বি গার্ডেন স্যার্ উইলিয়ম্ য়্যান্‌সনের বাড়ী গেলাম। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া দুই তিনবাব পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড—'অল্ সোল্‌স্ কলেজে'র Master; বিখ্যাত আইনগ্রন্থ রচনা কবিয়াছেন। অথচ মাটিব মানুষ। বাড়ী হইতে তাঁহার ক্লব—Brook's Club—এ লইয়া গেলেন। সেইখানেই উত্তমরূপ জলযোগ হইল। সকলেই প্রায় বাসায় থাকেন; আর বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া ক্লবে খাওয়া দাওয়া করেন। ভারতবর্ষ ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

কেম্ব্রিজ-লেকচার সম্বন্ধে যাহা শুনিতেছি, তাহাতে আমার তিন সপ্তাহ সেখানে কাটান যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। লণ্ডনের অনেকের সহিত দেখা করা এবং অনেক জায়গা দেখাব কাজ বাকী রহিয়াছে। সে সব সারিয়া পরে কেম্ব্রিজে যাইব, লিখিয়া দিলাম।

বাড়ীতে লোকজন আসিতে আরম্ভ হইল। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত লোক রহিল। বহুকষ্টে ভারতের ডাকলেখাব কাজ শেষ করিলাম। কাল সকালেই ইটন (Eton) যাইতে হইবে—তাঁহাবা বিস্তর পীড়াপীড়ি করিয়া দ্বিতীয়বার পত্র লিখিয়াছেন। প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

ইটন, উইণ্ডসর, শুক্রবার, ২৬শে জুলাই, ১৯১২।—সকালে ভারতীয় ডাকের বাকী কাজ সারিলাম। য়ুনিভার্সিটি কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বলিয়াছিলেন যে, আমার বক্তৃতা তাড়াতাড়ি বলার দরুণ তাঁহাদের রিপোর্টার রিপোর্ট করিতে পারেন নাই; যাহা হয় একটা দাঁড় করাইয়া প্রুফ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাব পঙ্কোদ্ধাব করিতে অনেক কাঠখড় খরচ হইবে। বিস্তর লোক আসিয়াছিলেন। কাহারও সঙ্গে রাস্তায় কথা কহিতে কহিতে, এবং কাহাকেও বা নাপিতের দোকানে বসাইয়া, কথা কহিয়া, অভ্যাগতগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম। এইরূপেই এখানকার কাজকর্ম্ম হয়, অভ্যর্থনা, সম্মান করা পর্য্যন্ত হয়—তাহাতে কেহ কিছু মনে কবে না। এখানে বড়লোক কেন, সাধারণ লোকেব সহিত দেখাশুনা করিতে গেলেও—এই রকম একটা যাহা হয় ব্যবস্থা করিয়া কাজ সারিয়া লইতে হয়। খাইবার সময় দুইজন একত্র হইয়া খানিক কথাবার্ত্তা না কহিলে বেশী কথা হয় না; কাজেই আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টায় এত কাজ বাড়িয়াছে। অন্যসময় লোক জন কেবল দৌড়াইতেছে, যেন মান-প্রাণ লইয়া টানাটানি। কাজ কর্ম্ম লইয়া হউক, আর আমোদ-আহ্লাদ লইয়াই হউক, কেবল দৌড়।

আর্লস্‌কোর্ট হইতে হাইষ্ট্রীট—তথা হইতে প্যাডিংটন—তথা হইতে উইণ্ডসর—তথা হইতে ইটন উপস্থিত হইলাম। আবার এই পথে ফিরিতে হইল, বেলা ৫টা। তাব পর, ডুবে সাহেব ব্যারিষ্টাবেব বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে আর্লস্‌কোর্ট হইতে লীষ্টার স্কোয়ার—তথা হইতে বেলসাইজ পার্ক—তথা হইতে পার্ক হিল্‌রোড। প্রত্যহ বোধ হয়, কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান, দুইবার যাতায়াত করিলে যত সময় যায়, তত পথ এখানে সাধারণ কাজে ভ্রমণ করিতে হয়। লণ্ডনের কাজকর্ম্ম, ও সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিতে হইলে এইরূপ হয়। খরচও বিস্তর। স্থান-মাহাত্ম্য নিশ্চয় আছে। নতুবা, শরীর, "মহাশয়" হইলেও, দেশে এত সহিতেন না—এখানেই বা কতদিন সহিবেন জানি না! পলায়নের পথও দেখেতেছি না—কাজ অনেক বাকী! আজ আবার দেখা-শুনা করিবার ঝুড়িঝুড়ি পত্র আসিয়া পড়িল।

উইণ্ডসর-পথের নূতন বর্ণনা করিবার বিশেষ কিছু নাই। সেদিন রাজ-বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম; তবে সে দিন স্পেসিয়াল ট্রেণে; ফার্ষ্ট ক্লাসে; বিস্তর সুবেশ নরনারী সহযাত্রী ছিল—কথাবার্ত্তায় সময় কাটিয়াছিল। আজ পথের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। যে সকল হরিৎ-শ্যামল ক্ষেত্র ইংলণ্ডে আসিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ক্রমশঃ সোনালী রং ধরিয়া রূপান্তর হইতেছে; গাছের পাতার রং সবুজ ও ঘন হইয়া আসিতেছে। Leafy Juneএর পরিবর্ত্তে Autumn fallএর ছায়া ক্রমশঃ পড়িতেছে! পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। নতুবা জগৎ কেন?

রেলপথ হইতে * * and Sonএর Nursery, সাজান বাগান, দেখিলাম; নানা ফুলের গালিচার মত, বড় সুন্দর। বিজ্ঞাপন হিসাবেই রাস্তার ধারে এমন সুন্দর কারখানা করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্য নাম দিলাম না। অন্য অন্য বাগান, ক্ষেত্র, ছোট ছোট পাহাড়ও সুন্দর। টেমস্ নদীর বাঁকের কাছে উইণ্ডসরের রাজবাড়ী; পাহাড়ের উপর বড় চমৎকার দেখায়। নদী, পাহাড়, বন, বাগান, রাজবাড়ীর একত্র সমাবেশ, চিত্রের উৎকর্ষ অপকর্ষ—যা বল, সব একাধারে।—শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তুলিকার যোগ্য বস্তু বটে।

ষ্টেশনে হঠাৎ অক্সফোর্ডের ম্যাডলিন কলেজের প্রোফেসর, কুকসনের সহিত দেখা হইল। মুখের সঙ্গে নামের সংযোগ করাটা অনেক সময়েই গোলমাল হয়। ইংলণ্ডে শত শত কেন, সহস্র সহস্র নাম ও মুখ একত্র মনে করিয়া রাখার ভার মনের উপর পড়াতে আরও গোলমাল হইতেছে।

কুকসন সাহেব রাজবাড়ী ও ইটন কলেজ সংক্রান্ত অনেক পরিচয় দিলেন। ইটন প্রকৃত কলেজ নয়, বড় স্কুল। কিন্তু রাজা ষষ্ঠ হেনরীর নিজ স্থাপিত স্কুল বলিয়া ইহার নাম কলেজ। ৬০।৭০ জন বালক বিনাবেতনে ও বিনাখরচায় এখানে পড়ে। তাহারা কলেজ-বাড়ীতে স্থান পায়। হ্যামিল্টন নামে একজন ছাত্রের সাহায্যে ছেলেদের ঘর দেখিলাম। ছোট কুঠুরী, প্রাচীন বন্দোবস্ত; বিছানা-মাদুর একটা আলমারীর মত যায়গায় দিনের বেলা থাকে; Bed by night and chest of drawers by day। বড় ছেলেদের "খিদমৎ"

ছোট ছেলেদের খাটিতে হয়; তাহাদের (fag) বলে। বড়রা যে ফরমাইস করিবে, ছোটদের তাহা পালন করিতে হইবে।

ক্লাসের পড়া বড় অধিক হয় না। Tutorial systemএর পড়াই বেশী, আর তার চেয়েও বেশী খেলাধূলা। On the playfields of Eton England's battles are won। বুয়ার-যুদ্ধে ১১০ জন ইটন-বালক অকাতরে প্রাণ দিয়াছে; তাহাদের নাম প্রধান হলে মার্ব্বেলে খোদিত রহিয়াছে! লর্ড রবার্টস্, লর্ড ডফারিণ প্রভৃতি সব ইটন-বালক। প্রধান "বালক"দিগেব ও মাষ্টারদের ছবি রহিয়াছে। প্রায় হাজার বালককে মাষ্টারদের বাড়ীতে থাকিতে হয়। সর্ব্বদা স্কুলের পোষাক পরিয়া থাকিতে হয়; তাহাতে সকলেই চিনিতে পারে; সামান্য অপরাধেরও গুরুতর শাস্তি হইয়া নিয়ম রক্ষা হয়।

Hon'ble Dr. Lyttleton, স্বর্গীয় Colonial Secretary of Stateএর ভ্রাতা, Eton এর Head Master। Etonএর হেড মাষ্টার খুব বড় লোকেই হন। Prime Ministerএর মান্যের অপেক্ষা ইঁহার মান্য কম নয়, বেতনও প্রায় সমান। ইঁহাকে অধ্যক্ষতাকাজেই সব সময় দিতে হয়। অধ্যক্ষেরা কোথাও পড়ানর কাজে বেশী সময় দেন না। ভাল ভাল মাষ্টার বিস্তর আছেন। জলযোগের সময় অধ্যক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা হইল। স্কুল বন্ধ; তথাপি পরীক্ষার কাজের জন্য ইনি বড় ব্যস্ত। তাঁহার দুই কন্যা আমায় বাগানবাড়ী, লাইব্রেরী, চ্যাপেল, হল, cloister সব দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন। সেই পুরাতন বিদ্যা-মন্দিরের প্রতি অংশে যেন ইংলণ্ডের গৌরব-মহিমার ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে, মনে হইল। স্কুল ঠিক না হইলে—বিশ্ববিদ্যালয় বল, আর যাই বল, সব বৃথা। নূতন বাড়ী ঘর প্রয়োজন মত অনেক হইয়াছে! কিন্তু পুরাতন উঠান-দালানের মত চোখে ও মনে কিছুই লাগিল না। চ্যাপেল কেম্বিজের King's Collegeএর চ্যাপেলের ধরণের।

টেমস্ নদীর ধারেই খেলিবার মাঠ; সেখানকার পুরাতন বৃক্ষগুলি দেখিবার জিনিস বটে। অনেক পুরাতন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ, নাম এই সকল বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার

সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সকল স্থানে শরীর, মন ও তেজের উন্নতি হইবারই কথা। তাই ইটনের ক্রীড়াক্ষেত্রই ইংলণ্ডের রণজয় ক্ষেত্র।

পুরাতন ও নূতন, দুইটি লাইব্রেরী আছে। নূতন লাইব্রেরীতে Gray's Elegyর কবির স্বহস্তে কাটকুট করা আদিম পাণ্ডুলিপি আছে। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া অনুচ্চস্বরে পড়িতে লাগিলাম। হেড মাষ্টারের কন্যা উচ্চ স্বরে পড়িতে অনুরোধ করিলেন—অপ্রস্তুত হইলাম; বিশেষ অনুরোধ রক্ষা না করা অভদ্রতা হইবে বলিয়া, পড়িলাম। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলেন—মিষ্ট কথাও অনেক বলিলেন। পুরাতন বাণীমন্দিরের বাণীর ভক্ত-সাধকের অপূর্ব্বগাথা, অসিদ্ধকণ্ঠে শ্রুতিকটু হইলেও, শ্রোত্রীর গুণে, বোধ হয় মধুরতাময় হইয়া থাকিবে। অল্প বয়সে ইংরাজ ঘরের মেয়েরা কত উন্নত ও কত ভাল হয়, ইঁহাদিগকে ঘনিষ্ঠভাবে না দেখিলে বোঝা যায় না। এই প্রকাণ্ড স্কুলের নির্জ্জন গৃহে এই তরুণী অবাধে, হাসিতে হাসিতে, গল্প করিতে করিতে, নিতান্ত পরিচিতার ন্যায় আলাপ-রহস্য করিতে করিতে, পথ দেখাইয়া দুই তিন ঘণ্টা কাটাইলেন। দ্বিধা বাধা সঙ্কোচের নাম মাত্র নাই। মা-ভগিনী-কন্যা যেরূপ অবাধে কথাবার্ত্তা বলেন সেইরূপে, অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা অপরিচিতকে আপনার করিয়া লন। আমিও এতদিনে ইঁহাদের অন্তস্তল দেখিলাম। যেখানে মন্দ সেখানে মন্দ,—ভদ্রঘরে ইতর ঘরে তাহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই। যাহারা মন্দ, মন্দ-চেষ্টায় বেড়ায়—মন্দ তাহাদের চক্ষে স্বতঃই আসিয়া উদয় হয়। মিস লিটেলটন রূপসী, গুণবতী, তরুণী, অথচ তাঁহার কিছুমাত্র ধারণা নাই যে, তিনি এই তিনের এক; ব্যবহারেও তাহার কণামাত্র পরিচয় নাই। তবে, সাধারণ বাঙ্গালী ছাত্রেরা, কিংবা ভ্রমণকারীরা, বিলাতে আসিয়া সচরাচর এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবেশ-অধিকার পায় না, কাজেই বিসদৃশ ধারণা লইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। আমার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য, ইতর শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচয় হওয়া দূরে থাকুক, নজরে পর্য্যন্ত পড়িল না; কংগ্রেসের কাজে আসিয়া যে শ্রেণীর লোকের সহিত ইচ্ছায়-

অনিচ্ছায় মিশিতে হইতেছে, ইহাদের ও তাহাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক ও অভেদ্য। সেইজন্য সেদিন টেম্পারেন্স সভায় বলিয়াছিলাম যে, আমায় বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে—ইংলণ্ডে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পানদোষ অধিক আমি এখনও দেখি নাই। কিন্তু এরূপ একদেশদর্শী কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; কারণ পানদোষ ও অন্যান্য দোষ ইতর শ্রেণীর মধ্যে ভয়াবহরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জলযোগের পরও খানিক কলেজ দেখাশুনা হইল। কিন্তু আমার, সেই বুড়া ঝির মত, "ট্রেন-মিস" হইবার ভয়। বেড়াইতে বেড়াইতে টেমসের উপর উইণ্ডসর রাজবাড়ীর শোভা, এবং টেমসের পুলের উপর হইতে নদীর শোভা, দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনে আসিলাম। তখনও এক ঘণ্টার অধিক সময় ছিল।

বাড়ী আসিয়া বিশ্রাম করিয়া বেলসাইজ পার্ক, পার্ক হিল রোডে হিন্দুস্থানী ব্যারিষ্টার B. Dubay (দোবের) বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণে গেলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পুত্রও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। একত্র ডার্ব্বিশায়ার—বক্সটনে, বাতের চিকিৎসার জন্য, mineral water পান করিতে যাইবার কথা হইল। আহারের পর মিস্ স্মিথ, অমৃত-বাজার পত্রিকার London correspondent, ইত্যাদি আসিয়া জুটিলেন। গল্পগুজব অনেক হইল। সব চেয়ে জাঁকাল অতিথি মিসেস্ ডেসপার্ড। প্রাচীনা, তেজস্বিনী—অতি উচ্চদরের রমণী; Suffragette—হাঙ্গামায় কয়েক বার জেলে গিয়াছেন; এবং আবার যাইবেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। লিখিতে বলিতে সমান মজবুৎ।

আহারাদি সম্পূর্ণ হিন্দুধরণের—মাছ-মাংস আদৌ নাই। বহুকাল পরে দেশীধরণের আহারে তৃপ্ত হইলাম।

শনিবার, ২৭শে জুলাই, ১৯১২।—আজ সাউথ্ কেনসিংটনের মিউজিয়ম কয়টি দেখিতে গিয়াছিলাম। সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার সময় সহজে মিলায় না। 'ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট', 'য়্যালবার্ট' এবং 'ভিক্টোরিয়া' মিউ-জিয়ম ও বর্ত্তমান সম্রাট বাহাদুরের ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত উপহারবাজির সংগ্রহ—এইগুলি একটু ভাল করিয়া দেখিবার সময় পাইলাম। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির ও বেঙ্গল কাউন্সিলের প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র ভাল করিয়া সাধারণে দেখিতে পায়, এইরূপভাবে সাজান রহিয়াছে। আমার সৌভাগ্য-বশতঃ এই উভয় অভিনন্দন পত্রেই স্বাক্ষর করিতে অধিকার পাইয়া-ছিলাম। বিলাতে পদার্পণ করিতেই, একজন ইংরাজ বন্ধু রেলওয়ে ষ্টেশনেই বলিয়াছিলেন যে, আমার স্বাক্ষর, ইংলণ্ডের কোন প্রধান স্থানে, সসম্মানে রক্ষিত রহিয়াছে। এই অভিনন্দন পত্রের স্বাক্ষর দেখিয়াই, বোধ হয়, তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। এরূপ প্রকাশ্য স্থানে সসম্মানে রক্ষিত নিজ স্বাক্ষর দেখিয়া, বন্ধুগণ আনন্দিত হইয়াছেন, ইহাতে গর্ব্ব কিছু যে না হয়, তাহা নহে। মিউজিয়ম দেখিয়া, ক্রমওয়েল হাউসে আসিলাম। এখানকার অধ্যক্ষ আরনল্ড্ সাহেবের সহিত ভারতীয় ছাত্রদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সে সকল কথা সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন ও সুবিধা নাই। অল্পবয়সে, অল্প বিদ্যার পুঁজি লইয়া, এখানে আসিয়া ভারতীয় ছাত্রদিগের অতি অল্পসংখ্যকের লাভ ও উন্নতির সম্ভাবনা, বহুসংখ্যকেরই ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। এ সম্বন্ধে ভারতহিতৈষী মাত্রেরই ভাবিবার এবং সংশোধনের উপায়-চেষ্টা করার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। যে প্রণালীতে ক্রমওয়েল হাউসের কাজ চলিতেছে, তাহাতে কাহারও মতে উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে। কেহ কেহ অন্যরূপ মনে করেন। এই সকল সমস্যার মীমাংসার জন্যই আমি রাজরাজেশ্বরের ভারতগমনের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিলাতে একটি বিশিষ্ট ভারতছাত্রাবাসের

প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আপাততঃ অল্প।

রবিবার, ২৮শে জুলাই।—আজ 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার চ্যাপেল' গির্জ্জায় উপাসনা দেখিতে গেলাম। পরিচারকেরা বিদেশী দেখিয়া অতি যত্নের সহিত আমায় প্রধান স্থানে লইয়া গেলেন। ডাক্তার ক্যাম্বল ক্লিফোর্ড সচরাচর এই গির্জ্জায় প্রচারকার্য্য করেন; একজন খ্যাতনামা প্রচারক। আজ তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি একটি সুন্দর 'সার্ম্মন' বা ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। ইহার উপদেশের মধ্যে একটি সুন্দর উক্তি পাইয়া বড়ই তৃপ্ত হইলাম। তাহা এই যে—যাহা মিষ্ট লাগে ও যাহাতে সুখশান্তি হয়, আমরা ভগবানকে কেবল তাহারই জন্য ধন্যবাদ দিই। যাহা সুখপ্রদ নহে, বরং অশান্তিকর, তাহার জন্য আদৌ ধন্যবাদ দিই না। ইহা কিন্তু অন্যায়, কারণ আমরা যাহাকে অসুখ, অশান্তি, অসম্মান বা বিপদ মনে করি, তাহাতে অবশ্যই কোন গূঢ় মঙ্গল অন্তর্নিহিত আছে। ভগবানের রাজ্যে "অমঙ্গল" বলিয়া কোন বস্তু নাই—জীবনে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি ও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, বহু অশান্তি ও মনোবেদনা দূরীভূত হয়। বড়ই সুন্দর কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা মনে পড়িল ঃ—

যেষামহমনুগৃহ্ণামি, হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

যাঁহারা কার্য্য-অনুরোধে কিংবা বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে বিলাতে আসেন, তাঁহাদের এ সকল স্থানে না আসিয়া খোঁজ করিয়া পাপমূর্ত্তির ঘাড়ে পড়িবার প্রয়োজন কি, তাহা ত বুঝিতে পারি না। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' যে যাহা খোঁজ করে, সে তাহা পায়; এই উপলক্ষে মহাভারতে বর্ণিত একটি সুন্দর ঘটনার কথা মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পাঁচটি অসৎ লোক আনিয়া দিন। যুধিষ্ঠির সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া, একটিও অসৎ ব্যক্তি পাইলেন না। কারণ, তিনি সকলকেই নিজের মত সৎ দেখিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনকে পাঁচটি

সাধু ব্যক্তি আনিতে অনুরোধ করিলে, তিনি জগতে একটিও সাধু পাইলেন না; নিজের মত সকলকে দেখিলেন।

আর্ণল্ড্ সাহেবের সহিত সে দিন যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহার কতকটা এই প্রসঙ্গের। সৌভাগ্যের বিষয় বাঙ্গালী ছাত্রেরা এ সকল বিষয়ে অধিকাংশই নির্দোষ, কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের ছাত্রদিগের জন্য সকলকেই ভুগিতে হইতেছে।

'ফ্রোবেল সোসাইটি'র মিস্ অম্ম ও মিস্ ম্যাক্লিয়নের সহিত দেখা করিতে গেলাম। ভারতবর্ষে কিণ্ডারগার্টেন্‌প্রণালীতে শিশুজীবন গঠন ও শিশুশিক্ষা প্রচারকল্পে কি কি কাজ হইতে পারে, তাহার বিচার করিবার জন্য ইঁহাদের সহিত দেখাশুনা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসুর মত একজন 'কিণ্ডার-গার্টেন্' শিক্ষাপ্রণালীতে অভিজ্ঞ ও উৎসাহী লোককে এখানে পাঠাইয়া, দেশী-বিলাতী উভয় প্রণালীর সামঞ্জস্য করিতে পারিলে, প্রভূত উপকার হইবে, যাহা হইতেছে, তাহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ।

সেখান হইতে 'ন্যাশন্যাল্ ইন্সিওর‍্যান্স্' আফিসের মিঃ ওয়াইসের সহিত দেখা করিতে গেলাম। এরূপ স্থলে "দেখা করার" অর্থ—একত্রে কোন হোটেলে জলযোগ এবং সেই সময়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়া লওয়া। বিলাতী সমাজে নিম্নস্তরে নৈতিক ভাবের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এবং পান ও অপরাপর দোষ দূর করিয়া, সমাজের উন্নতি বিধানের নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ চেষ্টার সময় আসিয়াছে। বিলাতে এ শ্রেণীর উন্নতিকারিগণের মধ্যে ওয়াইস্ সাহেব একজন অগ্রণী। সেই সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল।

ইংরাজ-জীবনে একটা বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, আমোদ-আহ্লাদ লইয়া কোন কোন শ্রেণীর নরনারী দিবারাত্র ব্যস্ত, এবং তাহার জন্য অর্থব্যয়েরও বিরাম নাই। ইহাতে বিলাসী ধনীদিগের তত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। অনুকরণপ্রিয় মধ্যশ্রেণীর লোকই মারা যায়। তাহাদের দেখিয়া ভারতবর্ষীয় যে সমস্ত ছাত্র এইরূপ আমোদপ্রিয় হইয়া উঠে, তাহাদেরই

সমূহ বিপদ্। ভারতবর্ষ অপেক্ষা এখানে এ সমস্ত প্রলোভন অনেক বেশী।

মঙ্গলবার, ৩০শে জুলাই।—ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নিমন্ত্রণ ছিল। সভাস্থলে স্যার উইলিয়ম ওয়েডরবর্ণ, গোখলে প্রভৃতি কংগ্রেসের শুভানুধ্যায়ী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। 'কংগ্রেস' ও তাহার মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া' নামক কাগজ সম্বন্ধে ইঁহাদের সহিত অনেক কথা হইল। কংগ্রেস-কমিটি ও "ইণ্ডিয়া" যে ভাবে চলিতেছে, তাহা ঠিক নহে ও তাহাতে কোন কার্য্য হইবে না, একথা বলাতে কেহ ক্ষুণ্ন, কেহ বা ক্রুদ্ধও হইলেন। আমরা রীতিমত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতে না পারিলে, সকল চেষ্টাই বিফল, ইহা অতি সত্য।—উপনিবেশবাসিগণ ইংলণ্ডের জনসাধারণের মতামত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কত অর্থব্যয় ও চেষ্টা করে, তাহা তাহাদিগের লণ্ডনস্থিত বৃহৎ আফিসগুলি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। কর্ম্মকুশল এবং একাগ্র অনেক লোকে স্ব স্ব দেশের মঙ্গলের উপায়-নির্দ্ধারণ ও প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে দিনরাত পরিশ্রম করিতেছে। আমাদের এক ভাঙ্গা কংগ্রেস-কমিটি মাত্র ভরসা' কাযেই ফল কত বেশী আশা করা যাইতে পারে।

সভাভঙ্গে ইণ্ডিয়া আফিসের শিক্ষাবিভাগের নূতন কর্ম্মচারী মিঃ ম্যালেটের সহিত দেখা করিতে গেলাম। ইনি স্যার হেন্‌রী রস্কোর জামাতা। আর্ণল্ড সাহেবের সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল, এস্থলেও সেই শ্রেণীর কথাই অনেক হইল। আমার কয়েকটি কথার তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন এবং পার্লামেণ্টে আজ ভারতীয় বজেটের আলোচনা-স্থলে 'অণ্ডার্ সেক্রেটারী' মণ্টেগু সাহেবও অনেকটা সেই ধরণের কথাই বলিলেন। কথা ত সমস্তই ঠিক বটে; কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্বীকারও করেন; কিন্তু অর্থব্যয় করিবার সময় ও কার্য্যকালে ইহার বিপরীত ঘটে।

'হাউস্ অব্ কমন্সে' ভারতীয় 'বজেট্'-বিতণ্ডা দেখিতে ও শুনিতে গেলাম। স্যার হার্বার্ট রবার্টস প্রভৃতি পরিচিত মেম্বারগণ পার্লামেণ্টের

সভাগৃহ, 'লবি' ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান সব দেখাইয়া আপ্যায়িত করিলেন। এসকল স্থানে আমার মত বাহিরের লোকের আসা কঠিন, তবে পার্লামেণ্টের মেম্বরদের সঙ্গে আসা যাইতে পারে। মিঃ বিরেল্, উইন্সটন্ চার্চ্চিল, লয়েড জর্জ্জ, ও অন্যান্য বড় বড় মেম্বরদের সঙ্গে আলাপ হইল। উচ্চপদস্থ বৈদেশিক-দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বসিবার স্থানে Distinguished Visitors' galleryতে মহারাজা ঝালোয়ারের সহিত একত্রে বসিয়া, 'বিতণ্ডা' শোনা গেল। পূর্ব্বে পার্লামেণ্ট গৃহ প্রায় পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু ভারতীয় বজেট্-প্রসঙ্গ আরম্ভ হইতেই অনেকে 'সরিয়া পড়িলেন'। প্রায় শূন্যবেঞ্চ লইয়াই তর্ক হইল। চিরকাল নাকি এইরূপই হয়। এখানে একটা প্রবাদ আছে যে, "The Indian debate is the dinner-bell of the house"—অর্থাৎ ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই পার্লামেণ্টের মেম্বরদিগের আহারের কথা মনে পড়ে। অতএব, প্রায় সকলেই চলিয়া যান।—আমাদের প্রতি সহানুভূতির ইহা প্রকৃষ্ট পরিচয়। 'অণ্ডার্ সেক্রেটারী' মণ্টেগুসাহেব মোটের উপর বিশেষ সহানুভূতির পরিচয় দিয়া দীর্ঘ এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। তাঁহারই কৃপায় Strangers' galleryতে না বসিয়া Distinguished Visitors' galleryতে স্থান পাইয়াছিলাম। ইহা মহা সম্মান।

তৎপরে অন্যান্য কয়েকজনের বক্তৃতায় প্রায় রাত্রি নয়টা বাজিল। তখনও বক্তৃতা চলিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নিত্যই প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট চলে। কখন কখন সমস্ত রাত্রিই বক্তৃতা হয়, কি করিয়া যে ইহারা এত পরিশ্রম করে, বুঝিতে পারি না!

বুধবার, ৩১শে জুলাই।—স্যার কে. জি. গুপ্তর বাটী নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে যাইবার পূর্ব্বে সকাল সকাল বাহির হইয়া অম্‌নিবাসে সাউথ কেনসিংটন গার্ডেন্স্ বেড়াইতে গেলাম। এই বাগানের পাশেই সাউথ কেন্‌সিংটন রাজবাটী। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম এই স্থানে হয় এবং তাঁহার শৈশব ও কুমারীকাল এখানেই কাটে। তাঁহার স্মৃতিকল্পে রাজ্ঞীর কুমারী-অবস্থার এক প্রস্তরমূর্ত্তি জুবিলির সময়, স্থানীয় সাধারণ লোকে

মহারাজা ঝালোয়ার।

চাঁদা তুলিয়া, এই বাগানে বসাইয়াছে। বাগানের ভিতর একটি সুন্দর পুষ্করিণী আছে। তাহাতে সুন্দর কয়েকটি হাঁস খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। আবার ছোট ছোট ছেলেরা খেলার নৌকাগুলিতে (yacht) পাল তুলিয়া ভাসাইয়া দিতেছে। সেগুলি মন্দ বাতাসে বেশ তর্‌তর করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। চারিদিকে সুন্দর গাছপালায় সজ্জিত, মোটের উপর বাগানটি বড়ই সুন্দর লাগিল। পরিশ্রান্ত হইয়া একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিয়াছি, অমনই একজন দ্বারবান আসিয়া, এক পেনি (৪ পয়সা) ভাড়া আদায় করিয়া একখানি টিকিট দিল। দেশের বাহাদুরী আছে বটে। পয়সা ছাড়া কথা নাই। পয়সা দিলেই সকল ব্যবস্থা সহজেই হয়। সন্ধ্যার পর স্যার কে. জি. গুপ্তর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা ঝালোয়ার ও মিষ্টার ঘোষাল অতিথি ছিলেন। আহারাদি সম্পূর্ণ দেশীভাবেই সমাধা হইল। ভোজনান্তে নানা কথাবার্ত্তায় মজলিস বেশ জমিয়া উঠিল।

রবি বাবু 'রক্সটনে' আমার জন্য স্থান ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহ সেখানে থাকিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব, অন্ততঃ একমাস থাকা চাই। এই কথা শুনিয়া সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল।

মহারাজা ঝালোয়ার অতি অমায়িক লোক, সকলের সহিত সমানভাবে মেশেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী। তাঁহার সহিত আলাপে বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম; মোটরে করিয়া তিনি আমায় বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন এবং আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

'টেম্পারেন্স এসোসিয়েসনে'র গ্রার সাহেবের অনুরোধ ব্যালহামে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহাতে নাকি সকলে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানীয় নেতারা পুনরায় কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সেই পত্রখানি গ্রার সাহেব আমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। বন্ধুবর্গের এইরূপ সহৃদয় অনুরোধ এত আসিতেছে যে, সমস্ত বৎসর বক্তৃতা করিলেও সকলের অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন! কিন্তু এত আগ্রহ ও অযাচিত

সম্মান প্রত্যাখ্যান করাও যায় না। অগত্যা আর একদিন ব্যালহামে যাইয়া কিছু বলিতে স্বীকার করিলাম।

বৃহস্পতিবার, ১লা আগষ্ট, ১৯১২।—লর্ড রোন্যাল্‌ডসীর সহিত তাঁহার নিমন্ত্রণ অনুসারে দেখা করিতে গেলাম। রক্ষণশীলদলের (Conservative) মধ্যে ইনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন authority, ইনি একবার ভারতবর্ষ বেড়াইয়া আসিয়াছেন। প্রায় দুই ঘণ্টা নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও সকল বিষয়ের, জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী, স্পষ্ট উত্তর দিলাম। আমার মতে এরূপ ক্ষেত্রে স্পষ্ট কথা বলাই উচিত, বরাবর করিতেছিও তাহাই। তাহার জন্য, শুনিতে পাই, কোন কোন শ্রেণীর মহাপ্রভুর মধ্যে অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। আমি নিরুপায়। লর্ড রোন্যাল্‌ডসী নূতন ভারতবর্ষীয় Public Service Commissionএর মেম্বর হইয়াছেন, সেই জন্যই বোধ হয়, এত বিস্তারিতভাবে সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেক কথাতে আমার পোষকতা করিলেন তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ও কার্য্যপটু লোকের সাহায্যে ভারতের মঙ্গল সম্ভব।

আমাদের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার ফিঙ্ক (Fink) সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলাম। হাইকোর্টের ও ব্যবসায়ের সুখদুঃখের পুরাতন কথা অনেক হইল। দুইটি য়ুনিভার্সিটি হইতে এল্ এল্ ডি উপাধি প্রাপ্তিতে ও বহু মহাজন-সঙ্গলাভে ফিঙ্ক সাহেব আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ফিঙ্ক সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া, লর্ড হালডেনের আমন্ত্রণ-মত তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। ইনি সামান্য ব্যারিষ্টার হইতে সমর সচিব (War Member) হইয়াছিলেন; এখন ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলার। শীঘ্র এত উন্নতি প্রায় দেখা যায় না। ইহার যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য, রাজনীতি ও আইন জ্ঞান অসাধারণ, বক্তৃতাশক্তিও অসীম। ইনি অতি অমায়িক ও সাদাসিধা; আলাপে বাস্তবিকই প্রীতিলাভ করিলাম। আমিও মুক্তপ্রাণে আমার বক্তব্য বলিলাম। তাহাতে তিনি অতি সন্তুষ্ট হইলেন। প্রিভী

কাউন্‌সিলে যাহাতে আমাদের ভাইস চ্যানসালার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায়, একজন ভারতবাসী উকিল জজ স্থান পান, তাহার জন্য অনেক বলিলাম। নিজ হাতে আমার নাম লিখিয়া, তাঁহার প্রণীত এক পুস্তক (যুনিভার্‌সিটি এণ্ড ন্যাশন্যাল লাইফ) উপহার দিলেন। অবশেষে, রাস্তার দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া, ওভারকোট পরাইয়া দিয়া, ইংরাজী আতিথ্যের চূড়ান্ত দেখাইয়া দিলেন। এখানে ছোট বড় ভদ্র সকলেরই এইরূপ শিষ্টাচার।

বাড়ী ফিরিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এটর্ণী ডালগ্রেডো সাহেব আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, আজ ভারতহিতৈষী, কংগেসের জন্মদাতা, হিউম সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ভারতহিতের জন্য ইনি আজীবন অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন। গোখলে সাহেব বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, শনিবারে তাহার দাহক্রিয়া হইবে এবং মঙ্গলবারে তাহার স্মরণার্থ ক্যাক্সটন হলে শোকসভা হইবে;—এই দুই ক্ষেত্রেই আমাকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। হিউম সাহেব অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু প্রিয়জন বিয়োগ শোকের ন্যায় বিদেশে আমাকে শোকাতুর করিল।

আমার বিশ্বাস যে, ইংরাজমাত্রেই ইচ্ছা করিলে কোন-না-কোন রকমে, ভারতবর্ষের উপকার করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা আমাদের শাসনকর্ত্তাদেরও শাসনকর্ত্তা। সেই জন্য ইংলণ্ডের যত অধিকসংখ্যক লেখক, বক্তা ও সাধারণ লোককে ভারত-সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলা যায়, ততই লাভ। কিন্তু এ কাজ আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে কতদূর সম্ভব। আমার সাধ্যানুসারে, এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব, তাহার ত্রুটি করিতেছি না। বহুশত ব্যক্তি, বহুবৎসর পরিশ্রম করিলে, কতকটা ফললাভের সম্ভাবনা।

২রা আগষ্ট, শুক্রবার।—এটর্ণি ডালগ্রেডো সাহেবের সহিত ল-কোর্টস ও ইন্‌করপোরেটেড ল-সোসাইটি দেখিতে গেলাম। এখন আদালত বন্ধ, কাযেই বাড়িটি দেখাই সার হইল। বাড়ীর বাহ্যিক-সৌন্দর্য্য বড় বিশেষ

কিছু দেখিলাম না। বাড়ীর মধ্যস্থলে, নীচের তালায়, সাধারণের জন্য একটি বৃহৎ সুন্দর ওয়েটিং হল আছে। আমাদের দেশের কোন আদালতেই এত বড় হল নাই। কিন্তু এখানে এজলাসের ঘরগুলি ছোট; সাজসজ্জাও আমাদের দেশের অপেক্ষা ভাল নহে; উপস্থিত ১৯ জন জজ আছেন, আবও দুইজন নাকি শীঘ্রই বাড়িবে। বাবান্দা (corridor)গুলি অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। ডিকেন্‌সের পুবাতন আদালত-বর্ণনায় বীভৎস রসেব অবতারণার কারণ কতকটা বোঝা যায়। উকিল কৌন্‌সলীদের ঘবগুলিও অন্ধকার ও ছোট। এই আদালত-বাড়ীতে প্রায় ৭০০ ঘব আছে। ইন্‌করপোবেটেড ল-সোসাইটির প্রায় তিন হাজাব মেম্বর। যে ব্যবসায়ের মেম্ববসংখ্যা এত অধিক, সে ব্যবসায়ের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অনেকেবই বিশেষ কিছুই হয় না। তবে, ইহাদের মধ্যেই ফাউলাব, লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতির ন্যায় লোকও আছেন।

৩রা আগষ্ট, শনিবার।—আজ হিউম সাহেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া জন্য ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার ব্রীজেব উপর দিয়া, টেমস্ পার হইয়া, নেক্রোপলিস বা "মৃতের নগর" নামক ষ্টেশনে গেলাম। এই সেতুটির উপব হইতে টেমস্‌কে অর্দ্ধচন্দ্রাকাব দেখায়। ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতুব উপর হইতে হাউস্-অব কমন্‌সেব দৃশ্য গঙ্গাতীরবর্ত্তী অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারাণসীধামেব শোভার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

নেক্রোপলিস হইতে ওয়োকিং ষ্টেশনে যাইবার জন্য আমাদিগের স্পেশ্যাল ট্রেণ প্রস্তুত ছিল। স্যার উইলিয়ম ওয়েডাববার্ণ, মিঃ গোখ্‌লে, মিঃ এস্. পি. সিংহ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্যব্যক্তি মহাত্মা হিউমের সৎকার-কার্য্যে যোগদান করিতে যাইতেছেন। ওয়োকিংএ দাহ ও সমাধি উভয় প্রক্রিয়ারই বন্দোবস্ত আছে। হিউম সাহেবের শবদেহ প্রাতঃকালেই দাহ করা হইয়াছিল। এক্ষণে গির্জ্জায় যথাবিহিত উপাসনাদির পর, কাষ্ঠাধারে সযত্নে চিতাভস্ম রক্ষিত ও ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। অতি শান্ত শুদ্ধভাবে মহামনা ভারত-হিতৈষীর শেষকৃত্য সমাধা হইল। সঙ্গেসঙ্গেই বিলাতী প্রণালী-সঙ্গত

পান-ভোজন সেই মহাশ্মশানের একাংশেই সম্পন্ন হইল। দাহান্তেই খ্রীষ্টীয় ভূরিভোজন! আমাদের চক্ষে বিসদৃশ। বোধ হয় শীতের দেশে ইহা না হইলে চলে না।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতে প্রায় ৪টা বাজিল। আজ, অবসর ছিল বলিয়া, ষ্টীমারে—গ্রীণউইচ পর্য্যন্ত বেড়াইতে গেলাম। ঠাণ্ডা বেশ ছিল, সেই জন্য নদীর উপব শীতবোধ হইতে লাগিল। টেমস্ নদীকে অসংখ্য সেতুতে একরূপ আচ্ছন্ন করিয়া বাখিয়াছে। জাহাজ ও নৌকার ভিড়ে জল প্রায় দেখিতে পাইবাব যো নাই। কষ্টম্ হাউস, টাউয়র ব্রীজ, টাউয়র অব্ লণ্ডন, মন্নুমেণ্ট, টেম্স টনেল প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে গ্রীণউইচে পৌঁছিলাম। নিকটেই একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদ। এটি এখন নাবিকদিগেব জন্য হাসপাতাল ও মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে। ইহার পশ্চাতেই গ্রীণউইচ অবজারভেটরী। এই স্থান হইতে নির্দ্ধারিত সময় অনুসাবেই ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সময়-নিরূপণ হয়। ছোট পাহাড়ের উপর অবজারভেটরী স্থাপিত। এইখানে টেম্স বেশ প্রশস্ত; কিন্তু জল অতি অপরিষ্কার। মনে হইল যে, ডিকেনস্-বর্ণিত 'হোয়ার্ফ' সব এইরূপ স্থানেই কোথাও ছিল। স্থানে স্থানে কয়েকটি ভাল বাড়ীও আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই আমাদের হাটখোলার গুদামেব ধরণের। মোটের উপর আজিকার নৌকা-ভ্রমণটা মন্দ লাগিল না।

৫ই আগষ্ট, সোমবার।—Bank-Holiday—আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ। এদেশে ব্যাঙ্ক-হলিডেটা যে কি বস্তু, তাহা আমাদের ধারণা নাই। আমাদের দেশ—ছুটিব দেশ; কোন উপলক্ষ পাইলেই ছুটি ভোগকরাটা আমাদের চিরকালের অধিকার। এখানে তাহা হয় না। বৎসরেব মধ্যে অল্প-দিনই এমন ছুটি হয়, যাহাতে ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। সেইজন্য, মাঝে মাঝে এইরূপ ছুটি উপস্থিত হইলে, ইতর ভদ্র সকলেই উন্মত্ত হইয়া পূর্ণপ্রাণে ছুটিটা ভোগ করে—আহার-বিহারের, আমোদ-আহ্লাদের জন্য অত্যধিক অর্থব্যয় করে; সমস্ত দিন নানাস্থানে জটলা করিয়া বেড়ায়। নিম্নশ্রেণীর

মধ্যে মদখাওয়াটা এইদিন খুব বাড়ে। পরদিনের আহারের সংস্থান আছে কি না, একবারও তাহা ভাবে না। ইহারই নাম ব্যাঙ্ক-বন্ধ-ছুটি!

ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইয়া, প্রথমতঃ ব্রিটিশ মিউজিয়ম্, পরে টাউয়র-অব লণ্ডনে গেলাম। সেদিন ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়া টাউয়র-ব্রীজ ও টাউয়র অব লণ্ডন বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম; আজ ভিতরে যাওয়া গেল। কেল্লাটি ছোটরকমের বটে; কিন্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। উইলিয়ম-দি-কঙ্করর্, ইংলণ্ড জয় করিয়া, এই কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। বহুদিন রাজার বাসস্থান ছিল। তাহার পর, দুর্গরূপে, এবং আরও পরে কারাগার ও কোষাগাররূপে ব্যবহৃত হইত। ইংলণ্ডের অনেক ঐতিহাসিক-কলঙ্কের অভিনয় এইখানেই হইয়াছে;—অষ্টম হেনরীর দুই স্ত্রী Anne Bolyn, ও Queen Katharine Howardকে এইখানে হত্যা করা হয়; Sir Thomas Raleigh এইখানেই কারাবদ্ধ হয়েন; Richard III-কর্ত্তৃক Edward V ও তাঁহার ভ্রাতা Duke of Yorkএর হত্যা এইস্থানে ঘটে। "Bloody Tower", "Traitors' Gate" ইত্যাদি নাম অনেক স্মরণীয় কীর্ত্তির ঘোষণা করিতেছে। এক্ষণে ইংলণ্ডের রাজমুকুট, রাজদণ্ড ও অন্যান্য রাজকীয় সোনারূপা ও জহরতের আস্‌বাব এইখানে রক্ষিত হইয়াছে; সে সকল সংগ্রহ দেখিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত Cunilan Diamond-শোভিত মুকুট এখানে রহিয়াছে। দিল্লীতে রাজশিরে যে মুকুট শোভা পাইয়াছিল, তাহাও দেখিলাম; কিন্তু জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর দেখিলাম না। শুনিলাম, উহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, সেইজন্য বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞী তাহা নিজের নিকট রাখিয়াছেন; টাউয়ারে কেবল তাহার নকল আছে।

অস্ত্রাগারে নানাজাতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্মাদি দেখিলাম। ভারতবর্ষ হইতে আনীত প্রসিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রও অনেকগুলি আছে। বিখ্যাত যোদ্ধা ও রাজন্য-গণের বিচিত্র লৌহবর্ম্ম ও অস্ত্র থরে থরে সুন্দরভাবে সাজান রহিয়াছে। কামান, বন্দুক, পিস্তল, তরবারী, ঢাল,—কত রকমের কত যে দেখিলাম,

তাহা বলিতে পারি না। যে খড়্গে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে ঘাতকহস্তে হইতে হইতে হইয়াছে, তাহাও যত্নের সহিত রক্ষিত; এবং বধ্যভূমিগুলিও রেলিং দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। অদ্ভুত জাতি, অদ্ভুত ইতিহাস, অদ্ভুত ব্যবস্থা।

ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় টাওয়ারে লোকের অসম্ভব ভিড়। আমাদের গভর্মেণ্ট হাউসে লেভির ব্যবস্থার মত, দর্শকদিগকে লাইনবন্দি করিয়া টাওয়রের অস্ত্রাগার, ধনাগার প্রভৃতি দেখিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

টাওয়ার হইতে Shepherd's Bush, White City British-Exhibition প্রভৃতি দেখিতে গেলাম। সেখানেও জনতা কড় কম নহে। যেখানে যাই, সেইখানেই এই প্রকার। আজ, বোধ হয়, কেহই বাড়ীতে নাই; সকলেই কোথাও-না-কোথাও বাহির হইয়া পড়িয়াছে। একজিবিসনটি প্রকাণ্ড ব্যাপার। কত যে দোকান, হোটেল ও আমোদের বন্দোবস্ত, তাহার সংখ্যা নাই। য়ুরোপ, এশিয়া—এমন কি ভারতবর্ষের কোনও কোনও নগরের অনুকরণে চিত্রপটে ভিন্ন ভিন্ন নগর বসাইয়াছে, তবে চিত্রগুলি ভুলে পরিপূর্ণ। একজন পঞ্জাবী ময়রা পচা ঘিয়ে কচুরী ভাজিয়া বিস্তর পয়সা রোজগার করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ষ্টেসনে ফিরিলাম। গাড়ীতে স্থান পাওয়া দুঃসাধ্য। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া, ব্যাঙ্ক-বন্ধ-ছুটির দিনকে নমস্কার করিয়া বাড়ী পৌঁছিলাম।

৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার।—Lincoln's Inn Fieldsএ এটর্ণী আর্থার্ হণ্টরের সহিত দেখা করিতে গেলাম। কলিকাতার মত, এখানে সব এটর্ণী এক পাড়ায় থাকেন না; এবং সকলে পরস্পরের সহিত পরিচিতও নহেন। দুই একজন কেরাণী লইয়া অধিকাংশ উকীল অন্ধকার ঘরে আপিস করেন। ডিকেন্সের বর্ণনা, ইহাদের অধিকাংশের আপিস এবং আদালত সম্বন্ধে খাটে;—এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে; না জানি পূর্ব্বে কি অবস্থাই ছিল। পথে যাইবার সময়, ডিকেন্সের অমর-গ্রন্থ বর্ণিত "Old Curiosity Shop" দেখিলাম। কিম্বদন্তী যে এই দোকান লক্ষ্য

মধ্যে মহাশয় ডিকেনস্ সেই হৃদয়স্পর্শী গল্প রচনা করিয়াছিলেন। দোকানের উপরও বড় বড় অক্ষরে এই কথা লেখা আছে এবং অনেকে ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। যে কিম্বদন্তী বহুদিন চলিয়া আসিতেছে, তাহা গ্রহণ করিয়াও সুখ। বৃন্দাবনের গাছের গায়ে কাল দাগ দেখাইয়া—ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণের মাখম খাইয়া হাতপোঁছার দাগ বলিয়া প্রণামী আদায় করেন; এবং অযোধ্যায় সীতাদেবীর চাকীবেলুন দেখাইয়া পাণ্ডা-ঠাকুর অনেক রোজগার করেন।

হণ্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেণ্ট জেমস্ পার্ক, ক্যাক্সটন হলে হিউম সাহেবের স্মৃতি সভায় উপস্থিত হইলাম। মিষ্টার এস. পি. সিংহ স্যার কে. জি. গুপ্ত, মিষ্টার নেভিন্সন, মিষ্টার ব্যারক্লব, স্যর্ হেন্রী কটন্, মিঃ গোখেলে প্রভৃতি বহু গণ্যমান্যব্যক্তিতে সভাগৃহ পরিপূর্ণ। মিষ্টার গোখেলে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথম প্রস্তাব সমর্থনের ভার আমার উপর পড়িল। মহামতি হিউমের মৃত্যুতে সকলেরই হৃদয় শোকভারে আচ্ছন্ন। বক্তৃতার অবকাশ ছিল না, প্রয়োজনও হইল না।

সভান্তে গ্রব সাহেবের অনুরোধে, তাঁহার সহিত হ্যাম্টন-কোর্ট-প্যালেস রাজবাড়ী দেখিতে গেলাম। ট্রেণে ও ট্রামে অনেক দূর যাইতে হয়। পথের দুইধারে পুরাতন সহর, ফলের ও শাকসবজীর বাগ বুসীপার্ক (Bushy Park) ও টেমস্ নদীর উপর হাউস্ বোট্গুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। আমাদের দেশে যেরূপ বড় বড় বজরায় ধনীরা জল-বিহার করেন, হাউস-বোট্গুলি তাহা অপেক্ষা বৃহৎ এবং সুন্দররূপে গঠিত। কোন কোনটীর উপর ছোট ছোট বাগান পর্য্যন্ত আছে। বড়লোকেরা কখন কখন আমোদ করিয়া ইহার উপর বাস করেন; কিন্তু নদীর ধারে বদ্ধভাবে এরূপ নৌকায় বাস স্বাস্থ্যজনক বোধ হয় না; কাশ্মীরেও হাউস-বোটের যথেষ্ট প্রচলন; কিন্তু সেখানেও এই অভিযোগ।

হ্যাম্টন-কোর্ট-প্যালেস লর্ড উল্সে নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার প্রভু, অষ্টম

হেনরী, তাঁহাকে পদচ্যুত ও অপমানিত করিবার পর, ইহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। এক্ষণে বহু সৈনিক-কর্ম্মচারির বিধবা পত্নী ও অনাথ পুত্র-কন্যা এখানে রাজাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বাড়ীটির সৌষ্ঠব তত বেশী বোধ হইল না। কিন্তু বাগানখানি এরূপ সাজান যে, এমন কখন দেখি নাই। তাজমহলের সম্মুখের জলাশয়ের মত, প্রায় এক পোয়া লম্বা একটি সুন্দর জলাশয় আছে। ফুলের কেয়ারি এরূপ চমৎকার কোথাও কখন দেখি নাই। সাজাইবার বাহাদুরী আছে। সাজাইবার জন্য কত যত্ন আয়াস পাইতে হইয়াছে, তাহার সীমা নাই, অথচ সে যত্ন-আয়াস কেহ বুঝিতে না পারে, এই চেষ্টা। "অযত্নে সাজানর বিশেষ চেষ্টা" বলিলে, ইহার কতক বর্ণনা হয়। মনে করিতে হইবে যে, ফুলের কেয়ারিগুলি যেন অযত্নে, নিজের ইচ্ছামত, ঝোপের ন্যায় জন্মিয়াছে; কিন্তু তাহা নহে; উহারই মধ্যে অপূর্ব্ব কারিগরী আছে। ১৬০ বৎসরের একটি আঙ্গুরগাছ কাচের ঘরের ভিতর রহিয়াছে। গাছটির গোড়া মোটা, গুঁড়ির মত হইয়া গিয়াছে, এখনও অজস্র আঙ্গুর ফলিতেছে। ফল রাজ-ভোগে লাগে, কখন কখন নাকি, অধিক মূল্যে বিক্রয়ও হয়। জনশ্রুতি—এই গাছের শিকড় রাজবাড়ীর নর্দ্দমায় সংলগ্ন।—তাই কি ফলের এত সুতার? লর্ড উল্‌সের বেড়াইবার, লতাকুঞ্জের মত, একটা দীর্ঘ পথ আছে। পদচ্যুতির পর, সেইখানেই বোধ হয় চিন্তা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, "রাজার সেবায় যেরূপ কায়মনোবাক্যে আত্ম নিয়োগ করিলাম, তাহার কিয়দংশও যদি ভগবানের সেবায় অর্পণ করিতাম, তাহা হইলে প্রাচীন বয়সে আমায় এ দারুণ অশান্তিতে পুড়িতে হইত না।" উল্‌সের মুখ-নিঃসৃত এই মহাবাক্য সেক্সপীয়র অমর করিয়া রাখিয়াছেন। সকলেরই নিশিদিন এই কথা বারবার মনে করা উচিত। দীর্ঘপথ ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল।

বুধবার, ৭ই আগষ্ট।—আমীর আলি সাহেবের সহিত জলযোগের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে সেণ্ট জেম্‌স্ ষ্ট্রীটে ডেভন্‌শায়ার ক্লাবে গেলাম। আহার ও

নানা কথাবার্ত্তার পর, তাঁহার সহিত ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্যালেস হোটেলে মোসলেম্ লীগের বাৎসরিক সভায় যাইতে হইল। আমায় কিছু বলিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন। পার্ল্যামেণ্টের মেম্বর স্যর উইলিয়ম বুল প্রথমে বক্তৃতা করিলেন। তারপর আমি হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাবের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। তৎপরে এডিনবার রিভিউ সম্পাদক হ্যারল্ড কক্স সাহেব বক্তৃতা করিলেন। সভাভঙ্গের পর, স্যার উইলিয়ম বুল আমার বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত আত্মীয়তা করিলেন; সঙ্গে করিয়া পার্লামেণ্টের ভিতরে, মেম্বরদিগের যাতায়াতের পথ দিয়া পার্লামেণ্ট-ঘরে লইয়া গেলেন। এখানে মেম্বরব্যতীত অপরের যাইবার অধিকার নাই। হাউস্ অব-লর্ডস্ (House of Lords) আমার এতদিন দেখা হয় নাই, তাহাও তিনি দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। হাউস-অব-কমন্সের ধরণেই সাজসজ্জা; তবে, লালকাপড় মোড়া বসিবার আসন, এবং লর্ড চ্যান্সেলার Wool-Sack (উল স্যাক) যথার্থই পশমের বস্তাবাঁধা নহে। শ্রান্তদেহে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

৮ই আগষ্ট, ১৯১২—কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার গার্থ সাহেবের নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য সকালেই ব্রাইটন্ রওয়ানা হইলাম—ওয়েষ্ট-ব্রম্পটন ষ্টেসন হইতে ক্ল্যাপহ্যাম-জংসন হইয়া আসিলাম। Chelsea (চেল্সী) পথে পড়িল। কার্লাইল, (Carlyle), একেলফিকিন ছাড়িয়া, এই স্থানেই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া চেল্সিয়াকে অমর করিয়া গিয়াছেন এবং সেইজন্যই তিনি (Sage of Chelsea) 'চেলসিয়ার ঋষি' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। জায়গা দেখিতে অতি অপরিষ্কার। "তপোবনের" চিহ্নও নাই।

রেলগাড়া হইতে লণ্ডনের 'ঈষ্ট এণ্ডে'র জঘন্য পল্লীগুলি চোখে পড়িল। এরূপ দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লী লণ্ডনের মধ্যে থাকাও সভ্যতার পক্ষে কলঙ্ক। লণ্ডনে ধন ও দারিদ্র্য—পাপ ও পুণ্য একাধারে যত আছে, এত বোধ হয়, কোথাও নাই।—সেই জন্যই ইহাকে মহাতীর্থ বলিতে হয়! যথা বারাণসী!!

ছুটির আমোদ-আহ্লাদ এখনও ফুরায় নাই। কাযেই রেলে বিষম ভিড়। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেবের একটু কৃপা হয় বলিয়া, দেশশুদ্ধ লোক

চারিদিকে বেড়াইয়া আনন্দ করে; সাধ্যপক্ষে কেহই বাড়ীতে বসিয়া থাকে না।

ব্রাইটনে যাইবার পথের দৃশ্য বড় সুন্দর। ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে হরিৎবর্ণের ক্ষেত্রগুলির বড়ই শোভা। এখন শস্য প্রায় সব পাকিয়াছে; কতক কাটাও হইয়াছে—হইতেছে। কোথাও কৃষকেরা গাড়ী বোঝাই করিতেছে। এই পথেই প্রসিদ্ধ (Downs & Cliffs) উপত্যকা অধিত্যকার শোভা পূর্ণভাবে বিরাজমান।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ব্রাইটনে পৌছিলাম। সহরটি খুবই বড়—ইংলণ্ডের দক্ষিণতম অংশ বলিয়া এখানকার জলবায়ুও চমৎকার। সেইজন্য,
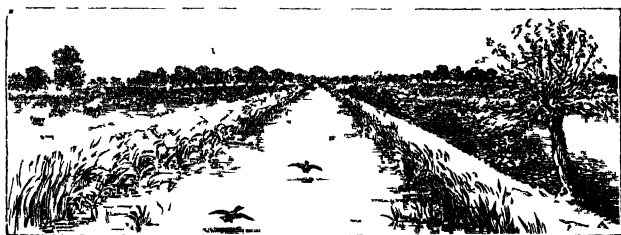
ফেনস প্রদেশের চিত্র।

অনেকেই এখানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আইসেন।—গার্থ সাহেব ষ্টেসনেই ছিলেন; যত্ন করিয়া জিনিসপত্র নিজেই নামাইয়া লইলেন। তাঁহার সহিত গল্প করিতে করিতে তাঁহার বাসায় গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, এখানে দীর্ঘজীবী লোক যত দেখিয়াছেন এত তিনি কোথাও দেখেন নাই। জায়গাটি সর্ব্বরকমে অতি সুন্দর বলিয়া, তিনি এইস্থানে বাস স্থির করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষে যাইবেন মাত্র, অধিকাংশ সময় এখানেই কাটাইবেন। তাঁহার মত একজন ব্যারিষ্টার, একেবারে ভারতবর্ষে যাওয়া ত্যাগ করিলে, আমাদের 'বারে'র পক্ষে বিস্তর ক্ষতি। Original side (অরিজিন্যাল সাইড) ত একপ্রকার উঠিয়া যাইবারই উপক্রম হইয়াছে। ভাল ভাল

ইংরেজ ব্যারিষ্টার কয়জনের যাতায়াত যতদিন থাকে, তত দিন সহসা কিছু হওয়া সম্ভবপর নহে।

মদ্যপান নিবারিণী সভার গুড্‌উইন্‌ সাহেবও ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন। গার্থ সাহেব তাঁহাকে আমলই দিলেন না, পাছে তাঁহার বাড়ী যাই।

জলযোগের পর, গার্থসাহেব তাঁহার ভগিনী-ভাগিনেয়দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া দিলেন। গার্থ সাহেবের ভগিনী-পতি গর্ডন সাহেব পূর্ব্বে কুচবেহারের মহারাজার ম্যানেজার ছিলেন। ছোট ভাগ্নীটি প্রায় আমার "বড়মা"র মত; আমায় বড় স্নেহযত্ন করিল—হাত ধরিয়া লইয়া বেড়ান, খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি নিজের খেলেনা প্রভৃতি দেখান, নানামতে আপ্যায়িত করিল। বাড়ী ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়া আবার যেন বাড়ী পাইলাম; তাহাকে 'বড়মা'র সব গল্প বলিলাম—শুনিয়া, সে বড় খুসী হইল। ছেলেদের আগ্রহে, সকলে মিলিয়া (Cinematograph Theatre) সিনেম্যাটোগ্রাফ্‌ থিয়েটর দেখিতে যাইতে হইল। পথে, সমুদ্রের চেহারাও কিছু কিছু দেখা গেল; কিন্তু, জলঝড় ছিল বলিয়া, ঠাণ্ডায় সমুদ্রের দিকে বেশী যাওয়া গেল না।

শুক্রবার, ৯ই আগষ্ট।—অদ্যই ব্রাইটন ত্যাগ করিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু গার্থ সাহেব থাকিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলেন—অগত্যা যাওয়া হইল না। কাল এখানে আসিয়া নর্থ বৃষ্টল্‌ হইতে লেডি ফ্রাইর পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি, বৃষ্টলে যাইয়া দুই-এক দিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। কিছুদিন বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আজ বৈকালে লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম। ভদ্রলোকের বাড়ীতে বেশীদিন চাপিয়া বসিয়া থাকা উভয়পক্ষেরই অসুবিধা মনে করিয়াই এরূপ স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু গার্থ সাহেব কোন মতেই সে কথা শুনিলেন না।—তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা, আমি দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট থাকিয়া, বিশ্রামলাভ করি। বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। সাহেব এ কয়দিন

এমনি চোখে-চোখে রাখিলেন, এবং অতিথিসৎকারের চূড়ান্ত করিলেন, যে গুডউইন, পারেথ প্রভৃতি অন্যান্য বন্ধুদিগের সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিতে যাইতে পারিলাম না। তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ, আসিবার দিন গুডউইন সাহেব ষ্টেসনে পর্য্যন্ত দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে থাকিবার বন্দোবস্তও করিয়াছিলেন। এই বন্দোবস্তের সংবাদ পাইয়াই, গার্থ সাহেব এক মিনিটের জন্যও চক্ষের আড়াল করিলেন না। গার্থ সাহেব ভারতবর্ষে আমাদের সহিত যথেষ্ট আত্মীয়তা ও ভদ্রতা করেন, এখানে তাঁহার আতিথ্য প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত-বিমুগ্ধ হইতে হইল। আমাদের মনে মনে, শুধু মনে কেন, মুখেও—গর্ব্ব খুব যে, হিন্দুর মত আতিথেয় জাতি নাই। অবশ্য, কলিকাতার বাবু-হিন্দুর কথা বলিতেছি না—হিন্দু সাধারণ অতিথি সেবা নিরত বটে, কিন্তু ভদ্র ইংরেজ যখন আতিথ্যব্রত গ্রহণ করে, তখন তাহা অপূর্ব্বভাবে পালন করে। সকলের পক্ষে সকল সময়ে, এ আতিথ্যলাভ ঘটে না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যে যখন পায়, তখন সে চূড়ান্তরূপেই পায়। আমার বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে এবর্ডিনে স্মিথ সাহেবের বাড়ীতে, এবং অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, সেণ্টএণ্ড্রুজ লীড্‌স প্রভৃতি সর্ব্বত্রই এই ভাবেরই অতিথিপ্রিয়তা দেখিয়াছি। গার্থ সাহেব আমাকে ষ্টেসন হইতে লইয়া যাওয়া, আর ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত—পাঁচদিন যথার্থ অনন্যকর্ম্ম হইয়া, অক্লান্ত দেহমনে আমার "সেবা" করিয়াছেন। জিনিসপত্র বহনপর্য্যন্ত নিজহাতে করিয়াছেন—যাহা কিছু প্রয়োজনীয় এবং অনেক জিনিস, যাহা কোনমতে প্রয়োজনীয় নহে, তাহাও—আনন্দের সহিত করিয়াছেন। ইংরেজ চাকর-চাকরাণী স্থানীয় ও সামাজিক নিয়ম-অনুসারে যে সব ছুটি পাইতে পারে, তাহাও, আমার সেবার খাতিরে, বন্ধ করিয়াছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, আইন্-ব্যবসায়ী পরিচিত লোকজন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা, পরস্পরের পারিবারিক গুহকথা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে কয়দিন চলিয়াছে। আপনার ঘরের লোকের মত ব্যবহার করিয়া, সকল

বিষয়েই এমন খোলাখুলি কথাবার্ত্তা ইংরাজের সহিত এত বেশী হয় না।

প্রথম সংস্করণের ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহে গার্থ সাহেবের অত্যন্ত সখ। তিনি বিস্তর অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া অনেক ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলিকে পরিপাটীরূপে বাধাইয়া সযত্নে রাখিয়াছেন—এই সংগ্রহ লইয়াই উন্মত্ত হইয়া আছেন বলিলেও হয়। কেবল ভগিনী ভাগ্নী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতির জন্যই তাঁহার ভাবনা ও অর্থোপার্জ্জন। নিজে অবিবাহিত; সুতরাং নিজের অভাব খুবই কম।

ইঁহার পিতা, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব এক সময়ে ধনী ছিলেন; দৈবদুর্ব্বিপাকে অর্থনিষ্ট হওয়াতে, ভারতবর্ষে চাকরী স্বীকার করিতে বাধ্য হন—দশ-বারটি ছেলে মেয়ে মানুষ করিতে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। গার্থসাহেব, পিতার সেই ভার গ্রহণ করিয়া, নিজে অবিবাহিত থাকিয়া, পিতৃধর্ম্ম পালন করিতেছেন। অদ্ভূত জীবন! এরূপ লোক প্রায় দেখা যায় না।

সমুদ্রতীরে, স্বাস্থ্যলাভ ও আরামের জন্য, যত সহর আছে ব্রাইটন তাহাদের "রাণী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সাত মাইল পথ আগাগোড়া পাথর দিয়া বাঁধান। পাশাপাশি তিন-চারিটা বড় রাস্তা। ট্রাম-অমনিবস প্রভৃতির বন্দোবস্ত প্রচুর। স্নান করিবার ও কাপড় ছাড়িবার জন্য, চাকাওয়ালা কাঠের ঘর যথেষ্ট ভাড়া পাওয়া যায়। পয়সা না দিয়া বসিবার জন্য সমুদ্রের ধারে বেঞ্চ-চেয়ার বিস্তর পাতা আছে; ইজি চেয়ারও যথেষ্ট ভাড়া পাওয়া যায়। বহুলোকে স্নান করিতেছে—সাঁতার দিতেছে। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা, খালি পায়ে, বালীতে খেলা করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে; বালির কেল্লা-ঘর তৈয়ার করিতেছে—ভাঙ্গিতেছে। চারিদিকেই সজীবতা যেন মূর্ত্তিমতী। মাঝে মাঝে সুন্দর বাগান ও বড় বড় হোটেল আছে; প্রবল সমুদ্রবায়ুতে কষ্ট বোধ হইলে আশ্রয় লইবার জন্য মাঝে মাঝে কাঠের ঘর আছে। 'ওয়েষ্টর্ণ্ পিয়র,' ও 'প্যালেস্ পিয়র নামে দুইটি 'পিয়র'

আছে—সমুদ্রের ভিতর, অনেক দূর পর্য্যন্ত পোলের মত বাঁধিয়া এই 'পিয়র'-গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার উপর কাচ-ঘেরা বসিবার—বেড়াইবার জায়গা, হোটেল, থিয়েটর, ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড, দোকান, নানারকম খেলার ব্যবস্থা মাছ-ধরিবার, স্নান করিবার স্থান সবই রীতিমত আছে। সমুদ্রগর্ভে এত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। ধন্য জাতি। দুই আনা পয়সা দিলেই এই দুই পিয়ারেই বেড়াইতে পাওয়া যায়। যক্ষ্মা রোগ আরামের জন্য (Worthing) ওয়ার্দিং নামক স্থানে—সমুদ্রের মাঝখানেই—এই রকম ধরণে এক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ব্রাইটন হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কাচের ঘরে বসিয়া সারাদিন নির্ম্মল সমুদ্র বায়ুসেবনই চিকিৎসার প্রধান অংশ। সাগরতীরে ছোট 'ইলেক্‌ট্রিক ট্রামওয়ে' আছে—তাহাতে বেশ আরামে বেড়ান ও বায়ুসেবন চলে, কিংবা অমনিবসযোগে নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট গ্রামেও বেড়াইতে যাওয়া যায়। এইরূপে সমস্তদিনই একটা-না-একটা ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা যায়। নিভৃতে কাজকর্ম্ম বা পড়া-শুনা করিবার জন্য ব্রাইটনের মত যায়গায় পাওয়া কঠিন।

সমুদ্রতটে নৃত্যগীত, সভা-সমিতি বক্তৃতা প্রভৃতির অভাব নাই। সোসিয়ালিষ্ট (Socialist) দলভুক্ত বক্তাগণ এমন ভাবের বক্তৃতা করিতেছে যে, আমাদের দেশে হইলে তৎক্ষণাৎ জেল। এখানে কিন্তু তাহাদের প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই।

রবিবার দিন (Church Parade) অর্থাৎ, গির্জ্জায় যাইবার আগে ও পরে, সুসজ্জিতা স্ত্রীলোকদিগের শোভা যাত্রার পদ্ধতি আছে। লণ্ডন ও প্যারিসের নূতন নূতন ফ্যাশানের গাউন-পোষাক দেখিবার ও দেখাইবার এই এক প্রকৃষ্ট উপায়। তদুপলক্ষে পরস্পরের উপর হিংসা উদ্রেকেরও অভাব নাই। গহনার চলন বড় বেশী দেখিলাম না। "ন্যাকড়া চোকড়া"তেই ইহাদের শেষ।

কিছুক্ষণ সমুদ্রতীরে ভ্রমণের পর সহরের ভিতরে গেলাম। টাউন্ হল্, লাইব্রেরী, মিউজিয়ম্ প্রভৃতি দেখা হইল। সকল জায়গাতেই এইসকল

প্রতিষ্ঠান রীতিমত আছে। আমাদের দেশে বড় বড় সহরেও, এসকলের বিশেষ অভাব! রাজা চতুর্থ জর্জ্জ ব্রাইটনে সর্ব্বদা আসিতেন। তাঁহার বৈটকখানা-বাড়ীটি চীন দেশের ধরণে পূর্ব্বে যেমন সাজান ছিল, ঠিক তেমনি আছে। বড় বড় সেকেলে ধরণের পুরাতন পাঁচটা বেলওয়ারী ঝাড় আছে; এত বড় ঝাড় আমি কোথাও দেখি নাই।

ব্রাইটন হইতে দুই ক্রোশ দূরে, সমুদ্রের ধারে, (Rolling Dea n) রোলিংডিন নামে একগ্রাম আছে; তাহা দেখিতে গেলাম। যাইবার সময় অমনিবস ও আসিবার সময় খোলা গাড়ী করিয়া আসিলাম। সমুদ্রের ধার দিয়া যাওয়া আসাটা বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিকর বোধ হইল। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর বাড়ী। Golf Link, Ladies' Cottage, প্রভৃতি আছে। এখানে সমুদ্রের খুব 'ভাঙন' ধরিয়াছে, রাস্তা-ঘর-বাড়ী বড় অধিকদিন রক্ষা পাইবে বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই বোধ হয়, বড় যত্নও নাই। তবে, গ্রামটি পুরাতন ধরণের বলিয়া, অনেকে দেখিতে আইসে। রক্ষণশীল দলের একজন প্রধান নেতা, স্যর্ এড্ওয়ার্ড কার্সনের এই স্থানে বাড়ী আছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর Burne-Jones ও বিখ্যাত লেখক রডিয়ার্ড কিপ্লিং কিছুদিন এখানে বাস করিয়াছিলেন; তাঁহাদেরও বাড়ী আছে। নিকটেই পুরাতন একটি ছোট গির্জ্জা; Burne-Jones নিজহস্তে এই গির্জ্জার তিনটি সুন্দর কাঁচের জানালায় বিচিত্র ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন; বড়ই সুন্দর। ইহা দেখিতে অনেকে আইসে। বার্ম্মিংহম্ গির্জ্জাতেও বর্ণ-জোন্সের স্বহস্ত-অঙ্কিত তিনটি কাঁচের জানালায় যে চিত্র দেখিয়াছি সেগুলি এমন সুন্দর নহে। এই ক্ষুদ্রগির্জ্জার প্রাঙ্গণে বর্ণ-জোন্সের এবং বিখ্যাত গ্রন্থকার উইলিয়ম্ ব্ল্যাকের সমাধি আছে। সমাধির উপর, কেবল কয়েকটি সুন্দর শ্যামললতা রহিয়াছে—মর্ম্মর কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি কিছুই নাই। কোন মোগল রাজকুমারী এইরূপ সমাধিই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বোধ হয় কিছু গূঢ় অর্থ আছে।

শনিবার দিনটা জল বর্ষায় কোথাও বাহির হইতে পারা যায় নাই।

ববিবাব—১১ই—আগষ্ট—বেলে কবিয়া ডাইক্‌-নামক গ্রাম দেখিতে যাওয়া গেল। গ্রাম খুব উঁচু জমিব উপব, নীচেব পাহাড়গুলি এবং ছোট ছোট বাড়ী-গির্জ্জা, নদী-কৃষিক্ষেত্র বড়ই সুন্দব দেখায়—তাহাব পবেই দূবে, সমুদ্র। সমস্ত দৃশ্যটি উপব হইতে যেন একখানি সুন্দব ছবিব মত মনে হয়। এখানেও আমোদ আহ্লাদ, আহাব-বিহাবেব সমস্ত বন্দোবস্ত বহিয়াছে। বহুলোক এখানে ছুটি বা ববিবাব কাটাইতে আসে। সমগ্র সসেক্স্‌ প্রদেশেব মধ্যে এমন সুন্দব স্থান না কি আব নাই—উচ্চপাহাড়েব উপব হইতে চাবিদিকে সসেক্সেব বহুদূব পর্য্যন্ত দেখা যায। নীচে—এক দিকে, ছোট গ্রামগুলি ছবিব মত সাজান বহিয়াছে,—অপব দিকে সাগবলহবীব নৃত্য দেখা যাইতেছে। ওদিকে আবাব দূবে মালাব মত—ব্রাইটন, হোভ, ওযার্দিং প্রভৃতি নগবগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকাবে বিবাজমান,—বড়ই মনোহব দৃশ্য। বহুক্ষণ বসিয়া এই মনোবম দৃশ্য উপভোগ কবিয়া তৃপ্ত হইলাম।

সোমবাব—১২ই আগষ্ট।—আজ ব্রাইটন হইতে বিদায় লইলাম। গার্থ সাহেব কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না, আবও কিছুদিন থাকিয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত অনুবোধ কবিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা আব সম্ভব নহে। তিনি নিতান্ত দুঃখিত মনে বিদায় দিলেন, নিজে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া, গাড়ীতে বসাইযা, মালপত্র উঠাইযা দিযা, তবে ছাড়িলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে আমাবও বিশেষ কষ্ট হইল।

বুধবাব—১৪ই আগষ্ট।—ভাবতীয় ছাত্রেবা কি ভাবে বিদেশে বাস কবে, তাহাব অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিবাব জন্য, ছাত্রদিগেব সহিত কয়েক দিন ২১নং ক্রমওয়েল বোর্ডস্থিত নর্থব্রুক সোসাইটীব গৃহে বাস কবা স্থিব কবিলাম। আজ সকালে মহাবাজা ঝালোয়াব, সন্ধ্যাব সময় আহাব কবিবাব জন্য নিমন্ত্রণ কবিয়াছিলেন। শবীব ভাল নাই বলিয়া মাপ চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি পুনবায় বিশেষ অনুবোধ কবিয়া টেলিফোঁ কবিযা বলিলেন যে, একবাব যাইতেই হইবে—কাবণ, তিনি শীঘ্র স্থানান্তবে চলিয়া যাইবেন। অগত্যা সন্ধ্যাব সময়, আকাশ একটু পবিষ্কাব হওয়াতে, নিমন্ত্রণ বক্ষাব জন্য বাহিব

হইলাম। তাঁহার বাসস্থান (Hans Mansions) 'হ্যান্স্ ম্যানশন্স্'—নিকটেই; যাতায়াতে বিশেষ কষ্ট হইল না। দেশী-বিলাতী মিলাইয়া আহারের আয়োজন—নূতন ধরণের—একরকম মন্দ হয় নাই। মহারাজা নিজে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ অনুরাগী এবং দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী ব্যক্তিমাত্রকেই বিশেষ যত্ন করেন ও উৎসাহ দেন। নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তায় বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহার রাজ্য—ঝালোয়ার—দেখিতে যাইবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজা-মহারাজার মধ্যে এরূপ অমায়িক প্রকৃতির লোক বেশী দেখা যায় না। রাত্রি দশটার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

শুক্রবার—১৬ই আগষ্ট।—লণ্ডনে এতদিন আসিয়াছি, কিন্তু কার্য্যগতিকে ন্যাশন্যাল গ্যালরী এবং ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট্ গ্যালরী দেখা হয় নাই বলিয়া, আজ, চ্যারিং ক্রস ষ্টেশন হইয়া, সেখানে গেলাম। আজ দুই জায়গাতেই ছয় পেনী করিয়া দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিতে হইল, সেইজন্য ভিড়ের কষ্ট বড় পাইতে হইল না। সপ্তাহে পাঁচ দিন সাধারণকে বিনা দর্শনীতে যাইতে দেওয়া হয়; সেই জন্য সে কয়দিন খুব ভিড়ও হয়। যাহারা ভিড় সহিতে চাহে না, তাহারা, যে দুদিন দর্শনী দিতে হয়, তাহারই মধ্যে যে কোনও দিন যায়। নানাদেশীয় লোক দেখিলাম। একজন রুষ চিত্রকর, টর্ণরের একখানি সুন্দর নিসর্গ চিত্রের প্রতিলিপি করিতেছিল। এইরূপ বিখ্যাত চিত্রের প্রতিলিপিও বহুমূল্যে বিক্রয় হয়। রুষ চিত্রকর, আমার পাগড়ী দেখিয়াই হউক বা অপর কিছু মনে করিয়াই হউক, টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল ও আলাপ করিল। ইংরেজের অত্যাচার ইত্যাদির কথা আরম্ভ করিল। ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না,—লোকটা পুলিসের গুপ্তচর, কিম্বা রুষ এনার্কিষ্ট দলভুক্ত কেহ হইবে। আমার ছবি আঁকিয়া দিবে ইত্যাদি প্রলোভনের কথা অনেক বলিল। এরূপ লোকের সহিত, ভাল করিয়া না জানিয়া-শুনিয়া, বিশেষ আলাপ করা উচিত নহে—মনে করিয়া আমি অপর কথার অবতারণা করিলাম। পরেও, ভিন্ন ভিন্ন দুই জায়গায় লোকটার সহিত দেখা হইল। কেমন মনে

হইল, সে যেন আমার সঙ্গ লইয়াছে! তাহার সহিত অধিক কথাবার্ত্তা না কহিয়া, নিজমনে ছবি দেখিতে লাগিলাম। ইটালিয়ন, ফ্রেঞ্চ, ডচ্, ইংলিশ্ প্রভৃতি সমস্ত প্রসিদ্ধ চিত্রকরের উৎকৃষ্ট ছবি এই দুই গ্যালরীতে সংগৃহীত হইয়াছে। মাইকেল এঞ্জিলো, মুরিলো রেম্ব্রাণ্ড, স্যার জস্যুয়া রেনল্ডস্, টর্ণর, গেন্সবারো, হোগার্থ, মিলে, বর্ণ-জোনস্, ল্যাণ্ডসীর, রমিলে, ওয়াট্‌স্ প্রভৃতি বিখ্যাত-শিল্পিগণের প্রধান প্রধান চিত্র এই দুই গ্যালরীতে বিস্তর রহিয়াছে। টর্ণর যে সকল ছবি শেষ করিয়া যান নাই, কেবল যেগুলির আভাসমাত্র করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সাজান আছে। টেট গ্যালরী, ওয়ালস কলেকসন প্রভৃতি সব না দেখিলে, এই অদ্ভুতকর্ম্মা শিল্পীর অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। পাঁচঘণ্টাকাল সতৃষ্ণনয়নে চিত্র দেখিয়াও দর্শনপিপাসা নিবৃত্তি হইল না। শরীর যখন নিতান্তই অপারক হইয়া পড়িল, তখন ক্লান্তদেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

শনিবার—১৬ই আগষ্ট।—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইয়া ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসের নিকট, টমাস জোন্স্ সাহেবের বাড়ীতে তাঁহার সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। তিনি পীড়িত বলিয়া, আমায় যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ৭৮ বৎসরের অবিবাহিতা ভগিনী ও ৫০ বৎসরের কুমারী কন্যা যথেষ্ট আদরযত্ন করিলেন। বড়মার কথা শুনিয়া সকলেই তাহার বন্ধু হইয়া পড়িলেন, এবং তাহাকে বিলাতে আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কেন যে তাহার এদেশে আসা অসম্ভব, সে কথা আমি কিছুতেই তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না। মধ্যাহ্ন ভোজন ও চা-পান সেইখানেই সমাধা হইল। ৮২ বৎসর বয়স্ক জোন্স্ সাহেব এখনও কাটাইতেছেন মন্দ নহে। পুরাতন দুঃখের সুখের কথা অনেক হইল; অবশেষে, অতি দুঃখিত ভাবে আমায় বিদায় দিলেন। তাঁহার কন্যা ও ভগিনী ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

নিকটেই ক্রিষ্ট্যাল প্যালেস, কাঁচের প্রকাণ্ড বাড়ী—দর্শনীয় বস্তু। ১৮৫১ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের উদ্যোগে হাইডপার্কে

একজিবিসন হয়—সেই সময়ে কাঁচের এই প্রকাণ্ড বাড়ীটি প্যাক্সটন্-নামক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন কথায়-কথায় রেলওয়ে ষ্টেশন, কল-কারখানার বাড়ী, লোহা আর কাচে নির্ম্মিত হইতেছে;—কাযেই, এখন আর কাঁচের বাড়ীর তত আদর নাই। কিন্তু বহু বৎসর পূর্ব্বে—যখন এই প্রকাণ্ড কাচের বাড়ী একজিবিসনের জন্য প্রস্তুত হয়—তখন ইহা এক অভূত-পূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই মনে হইয়াছিল। একজিবিসনের পর, এই বাড়ী, ভিত্তিসমেত উঠাইয়া, লণ্ডনের বাহিরে—বর্ত্তমানস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বড় বড় নাচ-গান, খেলা, বক্তৃতা, একজিবিসন প্রভৃতি এই স্থানেই হয়। সেদিন এখানে হ্যাণ্ডেল-নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতার সম্মানে "হ্যাণ্ডেল্-উৎসব" হইয়াছিল; চারি হাজার লোক সমস্বরে, হ্যাণ্ডেলের সঙ্গীতে তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। তিন বৎসর অন্তর এই মহান্ সঙ্গীত-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসের মধ্যেই Alhambra Court;—এখানে ভিন্ন ভিন্ন "কেথিড্র্যালে"র নমুনা, "নর্থটাউয়র গার্ডেনে"র প্রসিদ্ধ প্রতিমূর্ত্তিগুলির 'প্ল্যাষ্টার'-নির্ম্মিত নকল প্রভৃতি দেখিবার বহুদ্রব্য সজ্জিত আছে। ইহারই মধ্যেই আবার কন্‌সার্ট, ব্যাণ্ড্, থিয়েটর্, সিনেম্যাটাগ্রাফ্, কৃত্রিম হ্রদে প্রমোদ-তরণী, শৈল-রেলওয়ে, এরোপ্লেন্, প্রভৃতি অসংখ্য আমোদ ও শিক্ষার জিনিস রহিয়াছে;—ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী এই স্থানেই হইয়াছিল; তাহার মধ্যে ক্যানেডার প্রদর্শিত দ্রব্যজাত সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার হইয়াছিল বলিয়া, এখনও রাখিয়া দিয়াছে। ওটাওয়ার পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের নমুনায় যে বাড়ীটি করিয়া রাখিয়াছে, তাহা করিতেই নাকি ৭০ হাজার পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। "All Red Track"-নামক একটি খেলা ঘরের রেলওয়ে তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছে; তাহার ধারে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নগরগুলির নমুনা করিয়া রাখিয়াছে।—যেন একনিশ্বাসে সমস্ত ইংরাজ সাম্রাজ্যটাই বেড়াইয়া আসা যায়। এই সকল আমোদের জায়গায়ও একবার বেড়াইয়া আসিলে, বহু জ্ঞাতব্য সমাচার সংগ্রহ করা যায়।

রবিবার—১৭ই আগষ্ট।—মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর টেট্‌গ্যালরী (Tate Gallery) দেখিতে গেলাম। এখানে সুন্দর ছবির সমাবেশ; এতদিন ইহা দেখা হয় নাই বলিয়া দুঃখ হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব-সংগ্রহ না দেখিয়া বিলাত হইতে যাইলে মনে বিষম খেদ থাকিয়া যাইত। কেবলমাত্র এই চিত্রাগারটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, আর একবার বিলাতে আসিলে-- বোধ হয়—কিছু বাহুল্য হইবে না। ইংলণ্ডের প্রধান চিত্রকর টর্ণরের প্রসিদ্ধ অনেক ছবি ও তাঁহার—অসম্পূর্ণ—চমৎকার—Studyগুলি এই স্থানে আছে। সম্পূর্ণ ছবিগুলি অপেক্ষা, অসম্পূর্ণগুলি যেন আরও চমৎকার মনে হইল। অসম্পূর্ণ ছবিগুলিতে একটা বিচিত্র গৌরব ও মাধুর্য্য বর্ত্তমান। ইহার কারণ বোধ হয় যে অসম্পূর্ণ ছবিগুলি তাঁহার পরিণত বয়সের কীর্ত্তি এবং এগুলি তাঁহার অন্নদাতা প্রভুর আদেশানুসারে এবং তাঁহারই রুচি-অনুযায়ী অঙ্কিত নহে --এগুলি টর্ণরের নিজের উদ্ভাবনা-শক্তিপ্রসূত। এই চিত্রগুলি সম্পূর্ণ হইলে যে কি মহান বস্তু হইত, তাহা মনে করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। টেট্‌ নিজে একজন চিনি-ব্যবসায়ী ছিলেন। খেয়ালের বশে অনেক অর্থব্যয় করিয়া—সুন্দর সুন্দর চিত্র সংগ্রহ করিয়া, জাতীয় সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই ইহারই নাম ‘টেট্‌গ্যালরি’। সার্জ্জেণ্ট্‌ মিলে, লেটন, ল্যাণ্ড্‌সীয়র, রেনল্ডস্‌, ওয়াটস্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীদেরও অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র কয়েকখানি এখানে আছে। বিলাত যাত্রার দিন সুরেশ লেটনের প্রসিদ্ধ চিত্র “The Sea giving up its Dead”-নামক ছবির কথা বলিয়াছিল; আজ তাহার আসল ছবিখানি এখানে দেখিলাম—চিত্রকলার সম্পূর্ণ সাফল্য দেখিয়া প্রাণ তৃপ্ত হইল। নকল দেখিয়া যাহাদের সারা-জীবনটা কাটে, কখন চকিতের ন্যায়ও, একটা-আধটা আসল দেখিলে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হয়। আলেখ্য-দর্শন এখনকার মত অনিচ্ছায় শেষ করিলাম।

বিলাতের বড় বড় বন জঙ্গল ত দেখা হইল না! সেই জন্য অমনিবসে করিয়া, সহর হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী “এপিং ফরেষ্ট” দেখিতে গেলাম। লণ্ডন সহরের ভিতরে ও বাহিরে—নিকটেই—বেড়াইবার খোলা জায়গা এতগুলি

আছে যে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমাদের দেশে এই সকলের কত অভাব! সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, বনের বেশী ভিতরে যাওয়া ঘটিল না। বনের ভিতর দিয়া রাস্তাগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে। অনেকে সান্ধ্যভ্রমণ করিতেছে। সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা এত লোক বেড়াইতেছে, বিশ্রাম করিতেছে, আমোদ করিতেছে যে মনে হয়,—তবে এদের কাজ-কর্ম্ম করে কে? অথচ এত কাজকর্ম্ম সকলেই করে যে, আমাদের তাহা করা সাধ্য ও ধারণার অতীত। এত খেলাধূলা-বেড়ান লইয়া তাহারা নিজেদিগকে কাজের-জন্য প্রস্তুত করে বলিয়াই বোধ হয়, কাজও এত করিতে পারে।

মদের দোকানের প্রাধান্য আজ খুবই দেখিলাম। এসবদিক্ এতদিন দেখিবার সময় হয় নাই। এ অঞ্চলে দুই পা অন্তর মদের দোকান। বড় বড় আলো জ্বলিতেছে। রবিবার হইলেও, সব দোকানেই খরিদদারের বিষম ভিড়। তবে, রাস্তায় মাতালের বাড়াবাড়ি কিছু দেখিলাম না।

সোমবার—২৯এ আগষ্ট—আজ "ওয়ালেস্ কলেক্শন্" দেখিতে গিয়াছিলাম। এই সংগ্রহে ছবি, চীনামাটির ও পোর্সেলেনের প্রতিমূর্ত্তি, মিনার, সোণা-রূপা-পিতল-লোহার কাজ, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির সুন্দর সমাবেশ—অতি নিপুণ সংগ্রহ-কারের কীর্ত্তি। শুনা যায় যে, সত্তরলক্ষ টাকা খরচ করিয়া, মার্কুইস্ অফ্ হেরেফোর্ড এই সকল সংগ্রহ করেন। একজন স্থানীয় রক্ষক, উপযাচক হইয়া, অনেক বিষয়ের সংবাদ দিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কাণপুরে ইহার জন্ম হয়। শিল্পমন্দিরের দৌবারিক হইয়া, এ ব্যক্তি উচ্চশিল্প সম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখে দেখিলাম।

ওয়ালেস্-সংগ্রহ দেখিয়া, মাডাম টুশোঁর মোম-মূর্ত্তিশালা দেখিতে গেলাম। ইহা না দেখিয়া যাওয়া বিশেষ লজ্জার কথা। এখানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মোমের পূর্ণকায় প্রতিমূর্ত্তি যথোপযুক্ত পোষাক পরাইয়া, সাজান আছে। অবশ্য ভারতবর্ষীয় কাহারও মূর্ত্তি নাই। পাশ্চাত্য দস্যু, নরহন্তা, জালিয়াৎ, প্রভৃতির মূর্ত্তিও এখানে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু যে রামমোহন রায় বিলাতের মাটীতে দেহ রাখিয়া, বিলাতকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন,

তাঁহার পর্য্যন্ত একটা প্রতিমূর্ত্তি ইহারা রাখে নাই! মনে বড়ই ক্ষোভ হইল। আজিকার মত দর্শনের পালা শেষ করিয়া, ক্লান্তদেহে বাসায় ফিরিলাম।

মঙ্গলবার—২০এ আগষ্ট।—আজ সকাল বেলাটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ছিল; বিকালে আবার বৃষ্টি ঝড়-ঠাণ্ডা সমানে চলিতে লাগিল। এ অবস্থায় এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করা-অপেক্ষা, য়ূরোপে চলিয়া যাওয়াই মোটের উপর ভাল বোধ হইল। তাহাতে শরীর ও মন একটু ভাল থাকিতেও পারে, এবং অবশ্য-দ্রষ্টব্য নগরগুলা মোটামুটীভাবে দেখা যাইতে পারে। তবে, এতদিন লণ্ডন-বাস করিয়াও, এক লণ্ডনেরই যখন সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখা হইল না, তখন দুই-এক দিন করিয়া রোমপ্রভৃতির ন্যায় বড় বড় প্রাচীন সহরের কি বা দেখা হইবে। ইতস্ততঃ না করিয়া, কুক এণ্ড সন্সের বাড়ী যাইয়া, জাহাজ ও রেলওয়ের সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আসিলাম।

বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে কষ্ট যথেষ্টই হইয়াছিল। অসম্পূর্ণ কার্য্য ফেলিয়া লণ্ডন ছাড়িতেও কষ্ট বড় কম হইতেছে না।

বুধবার—২১এ আগষ্ট।—যাইবার দিনের উদ্বিগ্নভাব কাল সমস্ত দিনটাকে অপ্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছিল। আজ প্রাতঃসূর্য্য উজ্জ্বলরশ্মিরূপে সুখসম্ভাষণ করিলেন। জবাকুসুম-সঙ্কাশ কাশ্যপেয়কে প্রণাম করিয়া শয্যাত্যাগ করিলাম। সর্ব্বশক্তিমানের হস্তে চিরদিনই আত্মসমর্পণ করিয়া রাখিয়াছি—আজ নূতন নহে। যাইবার উদ্যোগে সমস্তদিন কাটিল। সেই জন্য কোথাও দেখা করিতে যাইতে পারিলাম না। ভারতীয় ছাত্রগণ, যাহার যেরূপ সাধ্য, উদ্যোগে সাহায্য করিল। ইহাদের লইয়া তিনমাস মন্দ কাটে নাই; ইহাদের ছাড়িয়া যাইতে যথার্থই কষ্ট হইল।—মানুষ স্নেহ ও মায়ার এমনই বশ হইয়া পড়ে!

যে সকল কাজ সম্পূর্ণ করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার অনেক বাকী রহিয়া গেল। অসম্পূর্ণ কাজের গুরুভার অধিকতর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ভগবান্ দিন দেন ত, আবার আসিয়া কায শেষ করিতে

চেষ্টা করিব। চিরদিনের স্বপ্নদৃষ্ট—অধুনা সফলীভূত—বিলাত-বাস অদ্য শেষ করিয়া, য়ুরোপযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

বুধবার—২১এ আগষ্ট, ১৯১২।—সকলের সহিত দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তায় সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। ক্রমওয়েল-রোডের বাটীতে কয়দিন থাকিয়া ছাত্রদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে। তাহারা নানাকষ্টে থাকে; অভাব-অভিযোগেরও অন্ত নাই। বুঝাইয়া-সুঝাইয়া, অনেক মুস্কিল আসানের উদ্যোগ হইয়াছে। কয়দিন আমার সাহচর্য্যে তাহাদের প্রবাস-বাস-ক্লেশ কতকটা লাঘব হইয়াছিল। আমার প্রতিগমন উদ্যোগে ছাত্রদল ও কর্ত্তৃপক্ষগণ নিরানন্দ। অল্পদিনে ইহাদের স্নেহের পসরা উপার্জ্জন করা পরম সৌভাগ্য মনে করি। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিতে যথেষ্ট কষ্ট বোধ হইতেছে।

মিঃ আর্ণল্ড, মিঃ ক্যাম্পিয়ন্, মিস্ রেক্, মিসেস্ উইলিয়মস্ প্রভৃতি বন্ধুগণ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সকলেই পূর্ণ সহৃদয়তার সহিত পুনরাগমনের কামনা বারংবার প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বৈকালে 'ময়্যাল এড়ুকেশন লিগ'এর পক্ষ হইতে মিঃ ফক্স পিট্ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সম্প্রদায় আমার হেগ (La' Hague) গমনের জন্য বিশেষ যত্ন, উদ্যোগ ও বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সেই বন্দোবস্তের কথা সবিশেষ জানাইবার জন্যই তাঁহার আগমন। তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় সময় নষ্ট হইতেছে মনে করিয়া, ছেলেদের বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল—তাহারা এভাব চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। কথার ভাবে ফক্স পিঠ সাহেবকে তাহা স্পষ্ট জানাইতেছিল; কাজেই আমিও তাঁর সঙ্গে অধিকক্ষণ ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না; ছেলেদের স্নেহাচ্ছন্ন মোহভাবের ছায়া আমায় ঘন আবরণে আবৃত করিয়াছিল। নিতান্ত কাজের কথা কহিয়া, তাঁহাকে অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় দিলাম।

নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ ষ্টেসনে আসিবার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু, দেখি যে বাড়ীর সকলেই বলিয়া দিয়াছে যে তাহারাও একত্রে আহার করিয়া

ষ্টেসনে যাইবে। আমি ত একেই কোথাও যাইবার সময় কিছুই আহার করিতে পারি না, তাহার উপর এতগুলি প্রবাসী, চিন্তাক্লিষ্ট নানাবিঘ্নসমাবিষ্ট স্বদেশবাসী যুবকের দুঃখভাবপ্রপীড়িত মুখশ্রী, আহার সময়ের স্বাভাবিক আনন্দ-কল্লোলের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে দেখিয়া আরও কাতর হইলাম। আহার মোটেই হইল না। তাহাদেরও কাহারও ভাল করিয়া আহার হইল না; সকলেই তাহা লক্ষ্য করিল এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। এতদিনের পর দেশাভিমুখে ফিরিবার সময় যে আনন্দ, উৎসাহ হওয়া স্বাভাবিক, তাহা মনে স্থান পাইল না -স্থান পাইলেও সেই সকল প্রবাসীর সম্মুখে তাহার পূর্ণপকাশ যেন আমার একটা বিশেষ অন্যায়কার্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহা জন্মিবার ও প্রকাশ পাইবার বিশেষ অবকাশও হইল না, কারণ তাড়িতপ্রবাহপূর্ণ বায়ুস্তরের ন্যায় সকলের মনের অবস্থা তখন একভাবে প্রণোদিত। দেবতাও আজ বিরূপ—ঠাণ্ডা, বৃষ্টি, মেঘ, অন্ধকার। সকলের চিত্তের অবসাদ আরও ঘনীভূত করিয়া দিল। নীরবে মোটর-ট্যাক্সির সাহায্যে সুদূর লিভারপুল ষ্টেসনে আসিলাম। সঙ্গিগণও কেহ মোটরে, কেহ বাসে সঙ্গে আসিলেন।

সুশীলপ্রসাদ, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাক্তার গুরুসদয় মিত্র, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, অনুকূল চন্দ্র সিংহ, বিমলচন্দ্র দে, প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়-প্রভৃতি অনেকে ষ্টেসনে আসিলেন। বিদায়কালে এত লোকের জনতা দেখিয়া ষ্টেসনের লোকেরা পাগড়ীধারী পুরুষকে রাজারাজ'ড়া মনে করিয়া লোক সরাইয়া, গাড়ী ছাড়ার সময় পর্য্যন্ত আরামের জন্য সম্মানসূচক স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দিল। ফার্ষ্টক্লাস গাড়ী একলার জন্য রিজার্ভ করিয়া টিকিট আনাইয়া দিল, এবং সেলাম করা ও টুপিখোলার ধুমে সমবেত বন্ধুগণের নিকট হইতে বিস্তর বক্‌সীস আদায়ও করিল। আমার আজ যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য তাহারা নানামতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না।—কোনও প্রকারে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ফক্স পিট-সাহেব যথাসময়ে আসিয়া জুটিলেন। জনসন, গুল্ড, স্পিরর

প্রভৃতি অন্যান্য ডেলিগেটও সেই ট্রেণে চলিয়াছেন। ভারতবাসীর জনতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন।

লণ্ডন হইতে সমুদ্রকূলে পৌঁউছিতে, গাড়ীতে মোট দুই ঘণ্টা সময় লাগে; সমুদ্রধারে হারউইচে (Harwich) আসিয়া জাহাজে উঠিতে হয়। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নূতন ভ্রমণে ব্রতী হইলাম। ছাত্র বন্ধুগণকে ছাড়িয়া আসার জন্য মনের অবসাদ কিছুতেই গেল না, অন্যান্য ডেলিগেটদিগের

হল্যাণ্ডের গ্রাম্যদৃশ্য।

সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ যোগ দিতে পারিলাম না। আসিবার সময়, ক্যালে হইতে ডোভার ইংলিশ-চ্যানেল পার হইতে দিনের বেলায় এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগে নাই। কিন্তু হেগে যাইবার সময় হারউইচ হইতে 'হুক অফ্ হল্যাণ্ড'—এইটুকু সমুদ্র পার হইতে জাহাজে সমস্ত রাত্রি কাটিল। জাহাজে উঠিবার সময়েও বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বেশ ছিল, কিন্তু ক্যাবিনে বিশেষ কষ্ট বা নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

বৃহস্পতিবার, ২২এ আগষ্ট।—প্রত্যূষে ৪॥ টায় নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম যে, সমুদ্রের পরপারে পৌঁছিয়া নদীতে ৪০ মাইল উজান বহিয়া, হুক অফ্ হল্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সকালেও বৃষ্টির বিরাম নাই। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা যেন সঙ্গের সাথী। কোন রকমে জাহাজ হইতে নামিয়া রেলে উঠিলাম।

এস্থান হল্যাণ্ডের রাজ্ঞী উইলহেল্‌মিনার রাজ্য-অন্তর্ভুক্ত; হেগ তাঁহার অন্যতম রাজধানী। আমার প্যারিসে থাকার সময় রাণী উইল্‌হেল্‌মিনা প্যারিসে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয়, প্যারিসবাসীরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান-সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল - তাঁহার সম্মান-রাত্রে প্যারিস আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল।

এখানে—আচার, ব্যবহার, ভাষা, আইন—সবই স্বতন্ত্র। ইংরাজের রাজত্ব ছাড়িয়া, এইবার যথার্থ "বিদেশে" আসিলাম।

য়ুরোপের অধিকাংশ সহরের—বাড়ী-ঘর-দ্বার-রাস্তা-ঘাট—সবই প্রায় একরকমের দেখিতেছি, কোন্ দেশে বা কোন্ নগরে উপস্থিত, তাহা হঠাৎ বলা আগন্তুকের পক্ষে সহজ নহে। অন্যান্যস্থান অপেক্ষা হল্যাণ্ডের কিছু পারিপাট্য ও তারতম্য আছে। অন্যান্যদেশ অপেক্ষা এদেশ সাধারণতঃ, পরিষ্কার ও বাড়ীঘর-দ্বারেরও একটা বিশিষ্ট সৌষ্ঠব আছে। "সভ্য" শ্রেণীভুক্ত উচ্‌গণের পোষাকপরিচ্ছদ ধরণধারণ সাধারণ ভদ্র ইংরাজেরই ন্যায়, কিন্তু "ছোট"লোক—"চাষাদের" পোষাক সেকালের ডচ্‌দিগের মত। আমি তাহাদের নূতনধরণের পোষাক দেখিয়া বিস্মিত এবং তাহারাও আমার পাগড়ী দেখিয়া চাহিয়া থাকে। দেখিতেছি য়ুরোপে পাগড়ীর জয় সর্ব্বত্র। অনেকে পাগড়ী দেখিয়া অকারণ সেলাম করে।

'হোটেল ডি ভিউ ডিলেন' নামক হোটেলে আসিয়া উঠিলাম। প্রত্যহ ১০।১২ টাকায় কষ্টেস্থষ্টে এসব হোটেলে চলে। এখানে পরিচারকেরা সকলেই ইংরাজী কথা বোঝে, এই সুবিধা। ঘর-দুয়ার বেশ পরিষ্কার; স্নানাদির সুবিধাও আছে। যে সকল স্থানে যাইতে হইবে, সেগুলিও এই হোটেলের খুব নিকট। লিডস্-এর ভাইস-চ্যান্‌সেলার স্যাডল্যার ও আমেরিকার ১২ জন

ডেলিগেট, এই স্থানে আসিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদেরও অন্যান্য ডেলিগেটদিগের সহিত দেখাশুনা কথাবার্ত্তায় সুবিধা হইবে।

বিশ্রামান্তে কংগ্রেস-আপিসে দেখাশুনা করিয়া আসিলাম; সহরও কতক-কতক দেখা হইল—রাজবাড়ী, রাজ-অশ্বশালা, আদালত, বাজার, দোকান ইত্যাদি স্থানগুলি দর্শনীয়। বাড়ীগুলি বিশেষ জাঁকজমকের না হইলেও সৌষ্ঠবযুক্ত, একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হইল। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার। রাস্তার ধারে ও মাঝে গাছের সারি দেখিতে বড়ই সুন্দর। ট্রাম, মোটর, ব্যস ইত্যাদির অন্যত্র যেমন ছড়াছড়ি, এখানেও তাহাই। ইংলণ্ডের রাজদূত (Ambassador)এর উপর পরিচয় পত্র ছিল, তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম—কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছেন, দেখা হইল না।

তথা হইতে আর্ট গ্যালরিতে ছবি দেখিতে গেলাম। এক সময়ে ডচেরা চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। রেমব্রাণ্ড, ভ্যানডাইক, পটার-প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পিগণ সকলেই ডচ। রেমব্রাণ্ড ও পটারের আসল কয়েকখানা ভাল ভাল ছবি রহিয়াছে। প্রাণীচিত্র পারদর্শিতায় পটার অদ্বিতীয়—তাঁহার অঙ্কিত একটি বৃষের চিত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়—জীবন্ত বলীবর্দ্দ যেন সম্মুখে দণ্ডায়মান।

আজ রাত্রে রাজপক্ষ হইতে ডেলিগেটদিগকে সান্ধ্যসম্মিলনে আহ্বান করা হইবে। য়ুরোপের কোন ব্যাপারই পার্টি, খানা প্রভৃতি না হইলে সম্পূর্ণ হয় না। অদ্যকার সান্ধ্যসমিতি হেগ সহর হইতে কিছুদূরে সেভনিং (Shavening) নামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপনগরে অনুষ্ঠিত হইবে। হেগের কার্য্য সারিয়াই দেশভ্রমণে বাহির হইয়া কলোন্, হাইডলবার্গ, বাসল্, বর্ন্, লুসার্বণ হইয়া, সিম্পল্‌ন টনেলের মধ্য দিয়া আল্‌পস্ পাহাড় পার হইবার ইচ্ছা আছে। তাহার পর মিলান, ভেনিস্, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপল্‌স্ ও ইটালীর অন্য নগরগুলি দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। সুবিধা হয় ত, ভিসুভিয়স্ আগ্নেয়-গিরিও দেখিয়া যাইব। ৩রা সেপ্টেম্বর রোমে স্যর রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথা। সমস্ত যদি দেখা হইয়া না উঠে অগত্যা কতক

বাদ দিতেই হইবে। এত কষ্ট করিয়া আসিয়া কোন দ্রষ্টব্য স্থান বাদ দিতেও ইচ্ছা করে না। তিন মাস বিলাতবাসে যে স্বাস্থ্যলাভ হইয়াছে, এই ১৫ দিনের কষ্টে ও পরিশ্রমে তাহা নষ্ট হইবে—এ ভাবনা হইতেছে।

এখানকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তিনদিনের স্থলে ছয় দিন থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। বড় বড় নগরে দুই এক দিনের অধিক থাকিতে পারিব না, আর এখানে পাঁচ ছয়দিন অনর্থক কাটান হইতেই পারে না। এখানে যদি বেশী বিলম্ব হইয়া যায়, অগত্যা অন্যান্য সহর দেখা হইবে না।

রাত্রে ফস্ত পীট প্রভৃতির সহিত আমি সমুদ্রধারে সেভ্নিং উপনগরে, 'ক্রান্স্ হাউস'-নামক হোটেলে সান্ধ্য-সমিতিতে গেলাম। কংগ্রেসের সভাপতি ও মিউনিসিপালিটির মেয়র্-প্রভৃতি সকলে বিশেষ আগহ ও যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। প্রকাণ্ড হল, সুন্দর বন্দোবস্ত, লোক-সমাগমও অত্যধিক।

এত বিভিন্ন-জাতীয় য়ুরোপীয় নরনারীর একত্র সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই। জর্ম্মণ, ডচ, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজ, রুষিয়ান, হঙ্গেরিয়ন, সুইস প্রভৃতি সমস্ত য়ুরোপীয় জাতির প্রতিনিধি এবং দুইচারিজন ইজিপ্সিয়ানও উপস্থিত ছিল। ভারতবাসীর মধ্যে আমি একেশ্বর। পাগড়ীর মর্য্যাদা, যতদূর সম্ভব, রক্ষিত হইল। অপরিচিত কতলোক উপযাচক হইয়া, আলাপ আত্মীয়তা করিতে লাগিলেন, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে বিন্দুমাত্র আলাপ পরিচয় না থাকিলেও, বা কেহ আলাপ না করাইয়া দিলেও ইহঁারা অকুতোভয়ে অকপট-চিত্তে আলাপ করিলেন। ইংরাজদের সহিত ইহাদের ইহাই বিশেষ প্রভেদ দেখিলাম। আধআধ ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরাজী যাহারা জানেন, তাঁহাদের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা অধিক হইল। অপর সকলের সঙ্গে আমার কষ্টেসৃষ্টে আদায়করা, ভাঙ্গা ফ্রেঞ্চ দুইচারি বুলিতেই ভদ্রতা শেষ করিতে হইল। ধনকুবের কার্ণেগীর সেক্রেটরী মিঃ ফস্কনরের সহিত আলাপ হইল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যাহাতে ইঁহাদের দ্বারা কিছু উপকৃত হয়, তাহার চেষ্টা করিলাম।—হইবার সম্ভাবনা কম। পানভোজন, বক্তৃতাদি রীতিমত হইল। ক্লান্তদেহে রাত্রি ১১টার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

শুক্রবার, ২৩এ আগষ্ট।—আজ কংগ্রেসের অধিবেশন। একটু সকালেই বাহির হইলাম। নূতন-নূতন রাস্তা-ঘাট দেখিতে দেখিতে যাওয়া গেল। সহরে গাছপালা বিস্তর। সমুদ্রের উৎপাত হইতে হল্যাণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য বহুসংখ্যক বাঁধ ও খাল সহরের মধ্যে রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে এই স্থান নাকি অতি মনোরম; কিন্তু বর্ষায় যেন প্রাণান্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

মেটর হর্ণ শৈলশৃঙ্গ— আলপ্ পর্ব্বত।
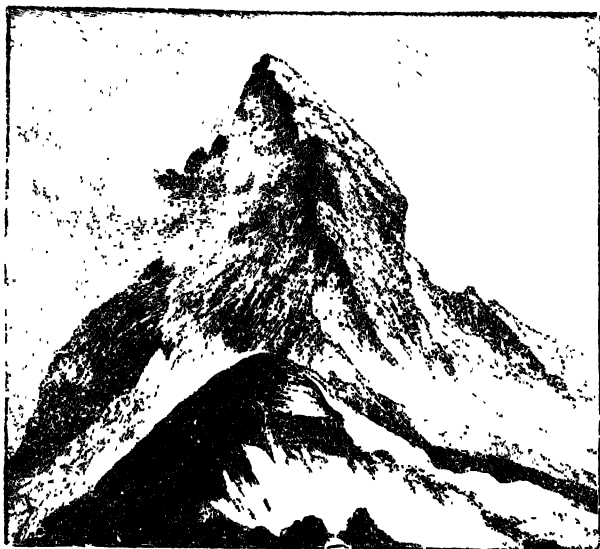
স্থানীয় 'জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনে'র ভিতর প্রকাণ্ড এক বাটীতে কংগ্রেসের সমাবেশ। স্থানমাহাত্ম্যটা কিছু বিচিত্র মনে হইল। জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনএ পণ্ডিত-সভার অধিবেশন কেন? সভাপতি ভ্যাণ স্যাণ্ডিক ও অন্যান্য অধ্যক্ষেরা বিশেষ যত্ন করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর নিজেদের নিকটে আসন দিলেন। প্রায় ১৫০০ পনর শত মেম্বর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীর নানাজাতীয় প্রতিনিধির অতি বিচিত্র ও বিরাট সমাগম। ফ্রেঞ্চ, ডচ জর্ম্মণ,

ইংরাজী—সকল ভাষাতেই বক্তৃতা হইতে লাগিল। ইংরাজী ছাড়া আমার কিছুই ত বুঝিবার সামর্থ্য নাই। কাজেই "জয়মিত্রের" মত, অপরের সাহায্যে অধিকাংশ বক্তৃতার সারসংগ্রহ করিতে হইল। অবশেষে, আমাকে বক্তৃতা করিবার জন্য তলব করা হইল। অন্যান্য কংগ্রেসের মত এখানেও চারি মিনিটের অধিক কেহ বলিতে পারিবে না, এইরূপ নিয়ম ছিল। কারণ, সভাস্থলে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ বক্তা উপস্থিত। চারি মিনিটে, যথাসম্ভব নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় সভার চারিদিক্ হইতে "আরও বল", "আরও বল", চীৎকার তারস্বরে হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী বক্তাগণ, সভাপতিকে "লিখিত দরখাস্ত" পেশ করিলেন যে, তাঁহাদের জন্য নির্দ্ধারিত চারি মিনিট, আমাকে দেওয়া হউক। সভাপতিও সে দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া আমাকে আরও বলিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবল বন্যার ন্যায় নেশার ঝোঁকে বক্তৃতার স্রোত ছুটিল। বক্তৃতা ও বক্তৃতার বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব তাহার আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইব না। বক্তৃতা শেষে যে জয়ধ্বনি ও করতালি হইল, তাহা ভুলিবার নহে। বক্তৃতা শেষ হইবার পর জয়ধ্বনি ও করতালি শেষ হইতেও প্রায় দুই মিনিট লাগিল। অদ্ভুদর্শন জীবের মুখে ইংরাজী কথা নতুন শুনিয়া জগতের সভ্যজাতির প্রতিনিধিগণের ইহা কৌতূহলপূর্ণ আনন্দ প্রকাশ মাত্র। আমার নিজপ্রাপ্য ইহাতে নিতান্ত কম। পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়াও, আনন্দধ্বনি নিবারণ করিতে পারিলাম না—অতিশয় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। প্যাটফর্ম্মের সকল লোকেই আগ্রহের সহিত "সেকহ্যাণ্ড" ও "কন্‌গ্র্যাচুলেসন" করিতে লাগিলেন;—"Perfect speech" "beautiful speech" "well done" "bravo"—এই সকল শব্দে সভা পূর্ণ হইতে লাগিল। জীবনে গর্ব্বিত হইবার অবকাশ বড় অধিক হয় নাই। সমবেত য়ুরোপ ও আমেরিকার বিদ্বৎ-প্রতিনিধিগণের নিকট এই আদর, সম্মান ও অভ্যর্থনা পাইয়া যে গর্ব্বসঞ্চার হইল, ভগবান তাহার জন্য মার্জ্জনা করিবেন। মানুষে কখন তাহা মার্জ্জনা

করে না। আর কখনও এ গৌরব, এ সম্মান পাইবার অধিকার হইবে কি না সন্দেহ। সভাভঙ্গ হইলে আলাপ-করার—নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া গেল। জলযোগের জন্য কত পুরুষ ও মহিলাই যে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। তাহা সব গ্রহণ করা অসম্ভব; কোনও রকমে পরিত্রাণ পাইলাম।

বৈকালে পুনরায় কংগ্রেসের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতেছি, এমন সময় দ্বিতীয়সভার সভাপতি ফেলিক্স এড্লার পুনরায় বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন—সভাপতির আদেশ লঙ্ঘন করা যায় না; অগত্যা কিছু বলিতে হইল। আবার সেইরূপ জয়ধ্বনি ও করতালির পুনরভিনয়! বক্তৃতা করিবার জন্য সভায় বহুতর উপযুক্ত লোক উপস্থিত ও প্রস্তুত। তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে দ্বিতীয়বার তলব করাতে নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। কালা-বাঙ্গালীর ভাঙ্গাভাঙ্গা দুইচারিটা "মাথামুণ্ড" "আবলতাবল" বুলি শুনিয়া। আমাদের উড়িয়া বেহারার বাঙ্গালা বলার প্রশংসার মত, বিলাতেও প্রশংসা হইত; এখানেও তাহারই অধিকমাত্রায় পুনরভিনয় মাত্র।

দ্বিতীয় বক্তৃতার পর বন্ধুর সংখ্যা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। কংগ্রেস ভাঙ্গিবার পরও তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হইল। "শরীর খারাপ" "অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে" ইত্যাদি কথায় ফক্সপিট কোনক্রমে আমাকে উদ্ধার করিয়া হোটেলে আনিলেন।

২৪এ আগষ্ট, শনিবার।—আজই রটার্ড্যামে যাইব মনে করিয়া, একেবারে জিনিসপত্র গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া কংগ্রেসে গেলাম। ক্রমাগত বৃষ্টিতে আর ভাল লাগিতেছে না; শরীর ও মন অবসন্ন হইবার উপক্রম। কংগ্রেসে যাইবামাত্র তিনটি নিতান্ত পীড়াপীড়ির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেই হইল; তাহা কোনমতেই এড়াইতে পারা গেল না। অগত্যা আজ রটার্ড্যামে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল। কংগ্রেসের কার্য্য উপলক্ষ করিয়া, দুইদল গোঁড়া খৃষ্টানে অত্যন্ত কলহ-বিবাদ হইতে লাগিল; পরস্পরের প্রতি উভয়পক্ষই তীব্রভাষা প্রয়োগ করিল—প্রায় হাতাহাতি হইবার উপক্রম!—পুলিস ডাকিবার প্রয়োজন হইল। সভাপতি

মহাশয বারংবার শান্তিরক্ষার সঙ্কেত ঘণ্টা দিয়াও গোলমাল থামাইতে পারিলেন না। কেন যে জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনে এহেন সভার সমাবেশ-ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা যেন এখন কতকটা বুঝিতে পারা গেল। কয়েকজন এমনই ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনই তাঁহাদের যথার্থ স্থায়ী বাসস্থান বলিয়া মনে হইল। সভাপতির বিশেষ অনুরোধক্রমে এবিষয়ের মীমাংসা করিবার ভার আমার উপর পড়িল। তিনি নিম্ন স্বরে বলিলেন, "বিদেশীর কথায় এসব আহম্মকদিগের যদি চক্ষুলজ্জা আসিয়া পড়ে, অতএব আপনি এ গোলযোগ থামাইবার চেষ্টা করুন।" এরূপ কংগ্রেসে, এত সুযোগ্য বক্তা থাকিতেও বিভিন্নজাতীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মুখে, আমার মত লোকের এ সম্মান সহজ গৌরবের কথা নহে। ভগবানের কৃপায়, আমায় উপলক্ষ করিয়া আপাততঃ সভার শান্তি রক্ষা হইল, নরম-গরম করিয়া বক্তৃতার ফাঁদ পাতায়, বিষম গোলযোগ থামিল। তাঁহাদিগকে বলিলাম "নীতি-শিক্ষার সাহায্যপ্রণালী জানিবার জন্য সমবেত য়ুরোপীয় ও আমেরিকান বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকটে, আমি বহুদূর হইতে আসিয়াছি। একধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মতভেদ লইয়া, এই হাতাহাতি-মারামারির সংবাদ আমায় যদি দেশে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ও আমাদের উভয়ের ঘৃণা, দুঃখ ও লজ্জার কথা। যে দেশ হইতে আমি এই শিক্ষার আশায় আসিয়াছি, সেখানকার প্রচলিতধর্ম্ম ও শাখা-ধর্ম্মের তালিকা ছাপার অক্ষরে অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ করে, অথচ পরস্পর বিদ্বেষভাব প্রায় ভুলিয়া, তাহারা একরাজার ছত্রতলে নিজ-নিজ ধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, জানিয়া তাঁহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।" এ-কথায় শ্বেত-সভ্যগণের বাস্তবিক লজ্জা বোধ হইল, এবং সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল।

অসংখ্য নিমন্ত্রণের মধ্যে একস্থানে জলযোগ করিয়া দ্বিতীয়স্থলে চা-পান এবং তৃতীয় স্থলে রাত্রিভোজন করিতে গেলাম। সর্ব্বত্রই বিস্তরলোকের সহিত দেখা, আলাপ, আত্মীয়তা এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিমন্ত্রণের পীড়াপীড়ি হইল। সমাদরের শেষ নাই;—এখন কেবল 'মরণং গোমতীতীরে' বাকি।

ক্লান্তদেহকে একটু সুস্থ করিবার জন্য সেভ্নিং-সহরের সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলাম। সুন্দর সহর। সমুদ্রের ধারে বড় বড় বাড়ী, হোটেল, "পীয়ার" স্নানাগার ইত্যাদি। গ্রীষ্মকালে ইহা অতি মনোহর স্থান। কিন্তু অবিরত বৃষ্টির জন্য এখন অতি শ্রীহীনভাব ধারণ করিয়াছে।

পৃথিবীর শান্তি-সংস্থাপন জন্য, 'পিস্-কংগ্রেসের' অবতারণা হইয়াছে; তাহার জন্য প্রসিদ্ধ ধনকুবের কার্ণেগী যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, তাহা দেখিলাম। সুন্দর বাড়ী বাগান দেখিয়া, আনন্দ করিতে-করিতে, বলিলাম যুদ্ধ উপস্থিত হইলে—এ শান্তি সভার অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে, কে জানে। একজন ইংরাজ আমার কথা শুনিয়া, বলিল যে, 'যুদ্ধের সময় ইহা হাঁসপাতাল-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।' এক জর্ম্মণ্ বলিল, 'তাহা না হইয়া, পাগলা-গারদরূপে ব্যবহার হইলেই ভাল হইবে।' জর্ম্মণ্‌দিগের "শান্তি বিচারালয়" সম্বন্ধে মনের ভাব—এই ছোট কথায় বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত উপবনটি অতি চমৎকার; উপনগরের সমস্ত বাড়ীগুলিই সুন্দর। একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য চারিদিকেই লক্ষিত হয়। বৃষ্টি না হইলে বড়ই আনন্দ হইত। অতি কষ্টে ও অসুবিধায়, জলবৃষ্টি মাথায় করিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই সুন্দর সহরের কতক অংশ দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

২৫শে আগষ্ট, রবিবার।—রবিবারে খৃষ্টান-সহরে কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকে। আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ দেখি না! রবিবারের অজুহাতে কংগ্রেসের কাজ আজ হইল না; তাহার পরিবর্ত্তে পার্টির ধূম! অভ্যাগতগণের সম্বর্দ্ধনার জন্য এই সকল আমোদ-প্রমোদের আয়োজন। হেগ হইতে জাহাজে করিয়া লাইডেন নগরে যাওয়া গেল। লাইডেন—বহুপ্রাচীন, বিখ্যাত সহর! এখানকার য়ুনিভার্সিটিও বহুকালের। চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য ইংরাজেরাও—তাঁহাদের নিজের য়ুনিভার্সিটি উত্তমরূপে স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে—এখানে পড়িতে আসিতেন। সহরের রাস্তার মধ্যস্থলেই বড়-বড় খাল; বড়-বড় জাহাজ-নৌকা তাহাতে অবাধে চলিতেছে। হল্যাণ্ডের নগরগুলি,

সবই প্রায়, ভিনিস নগরের মত খালে পরিপূর্ণ। "God made the sea, Man made the canal; God made the country, Man made the town" কথা ঠিক ইহার রূপান্তর নহে। হল্যাণ্ডের লোকের এই স্পর্দ্ধা। বিপুল পরিশ্রমে, সমুদ্রের গ্রাস হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া, সুজলা-সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। সহরের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ হইতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য, খালের উপর বহুতর পোল আছে। আমাদের জাহাজখানি

হল্যাণ্ডের একটি দৃশ্য।

নিকটে যাইবামাত্র, পোলগুলি ঘুরিয়া, সরিয়া বা খাড়া উঠিয়া, পথ দিতে লাগিল—আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধির চরম নিদর্শন।

দেশময় চারিদিকে wind-millএর ছড়াছড়ি। প্রসিদ্ধ চিত্রকর Rembrandt, যে wind-millএর চিত্র-অঙ্কিত করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাহাও পথে দেখা গেল। শুদ্ধ এই wind-mill—রেমব্র্যাণ্ডের পুণ্য-নামের সহিত স্মৃতি বিজড়িত—দেখিতে বহু তীর্থযাত্রী লাইডেনে প্রতি

বৎসর আসিয়া থাকেন। বড় বড় দুইটি দেবখাত হ্রদও পথে পড়িল। আমোদ বা কার্য্য উপলক্ষে কত নৌকা-ষ্টীমার, বিচিত্র পতাকা উড়াইয়া, চলিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। তীরে প্রাচীনতন্ত্রের নরনারী, প্রাচীনতন্ত্রের অপূর্ব্ব জাতীয়-চিত্রবিচিত্র-পোষাক ও কাষ্ঠের জুতা পরিয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে, অথবা কাজকর্ম্ম করিতেছে। পুরাতন ছবিতে দেখা ডচ্‌ম্যান সহরে বড় দেখিতে পাই নাই, পল্লীগ্রামে খালের ধারে বিস্তর দেখিলাম। বৈকালে লাইডেন প্রদক্ষিণ করা হইল। কলেজ, য়ুনিভার্সিটি, বট্যানিকাল গার্ডেন, পিল্‌গ্রিম-ফাদারদিগের গির্জ্জা, ইত্যাদি সব দেখা হইল। আদিম পিলগ্রিম ফাদার-এর জননী যে উদ্যানে শেষ কতিপয় দিবস বাস করিযাছিলেন, তাহাও দেখা হইল। গির্জ্জাটি অতি প্রাচীন ও সুন্দর। এমন সুন্দর আলো অধিকাংশ গির্জ্জায় দেখা যায় না, কিন্তু বাহ্যসৌন্দর্য্য বিশেষ কিছুই নাই।

সহরটি পুরাতন। কাজেই রাস্তা ঘাট-বাড়ী, সবই যেন পুরাতন-ধরণের—ধীর, গম্ভীর চাক্‌চিক্যহীন ভাবের—আধুনিক ভাব আদৌ নাই। চারিদিক দেখিয়া মনে বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব আসিল। হোটেলে ফিরিয়া আসিয়াই আবার কংগ্রেস সভাপতির বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণে যাইতে হইল; গৃহিণী আদর-অভ্যর্থনার চূড়ান্ত করিলেন। আমাদের নিমন্ত্রিতগণকে আমরা ইহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারি না। নানাকথায় অনেক রাত্রি হইল। হল্যাণ্ডের স্ত্রীলোকেরা ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষাও যেন অতিথি-সৎকারপ্রিয়, বলিয়া মনে হয়।

সোমবার, ২৬শে আগষ্ট।—কংগ্রেসের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। বক্তৃতা করিবার তলবের ভয়ে, আমি বাহিরে এদিক্ ওদিক্ করিযা কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু ভারত-বিষয়ক কথা শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। কোন-কোন শাখা-সভায় কিছু কিছু বলিতেই হইল। হোটেলে পলাইযা আসিয়াও নিস্তার নাই,—সেখানে জাভা দ্বীপের একটি যুবক উপস্থিত। ধর্ম্ম মুসলমান, নাম সংস্কৃত, কথা কহিবার ভাষাও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সংস্কৃত। ভারতবাসী একজন হিন্দু সহরে উপস্থিত; শুনিয়া

তিনি দেখা করিতে আসিলেন। প্রাচীন ভারত, বর্ত্তমান জাভা, সংস্কৃত-সাহিত্য, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। যুবক লাইডেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন।

জাভা-দ্বীপ বহুদিন ডচ্ গভর্ণমেণ্টের অধীন—হল্যাণ্ডে Indies বলিতে জাভা দ্বীপই বুঝায়। জাভা-দ্বীপ সম্পর্কে হল্যাণ্ডের অনেকে সংস্কৃতশাস্ত্র ও ভারতীয় সভ্যতার কতক সংবাদ রাখেন।

রাত্রে কমিটির তরফ হইতে প্রকাণ্ড ভোজ দেওয়া হইল। বিলাতী এত বড় 'ব্যাঙ্কোয়েটে' আমি কখনও উপস্থিত হই নাই। প্রায় তিনশত লোক। রাজরাজেশ্বর জর্জ্জ লণ্ডনে যুনিভার্সিটি-প্রতিনিধিগণকে যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতে এত লোক ছিল না, কারণ তাহাতে বাছা-বাছা লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। প্রধান টেবিলেই আমার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকলেই নানারূপে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে বক্তৃতা করিবারও তলব হইল। স্তুতিবাদে বড়ই লজ্জাবোধ করিতে লাগিল। ফক্সপিট বলিলেন "তোমাকে আনিয়া ইংলণ্ডের মুখ রক্ষা হইল।" আমার "বক্তৃতা-শক্তি"কে কেহ কেহ বলিলেন, "rare-gift"; কেহ বা বলিলেন, "you have varied the tone of the Congress।" কাহারও মতে "superb" "beautiful"—"but for you, the Congress would have failed" ইত্যাদি। "shakehands"এর দৌরাত্ম্যে হাতে রীতিমত ব্যথা হইয়া গিয়াছে। আর 'কনগ্রাচুলেসন্' শুনিতে-শুনিতে কান ঝালাপালা। কথাগুলিতে আত্মস্তুতির ছায়া থাকিলেও প্রিয়জনকে বলিতে দোষ নাই। এবং বিদেশে ভারতবাসীর খাতিরের সংবাদ দেশের সকল লোকের পক্ষে কষ্টকর নাও হইতে পারে।

হেগের ভোজরাত্রের বক্তৃতায় একটু বিশিষ্টতা ছিল। খানার টেবিলে আমার দুইপার্শ্বে যে দুই মহিলার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, পূর্ব্বদিন বৈকালিক ভোজে তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। একজন কংগ্রেসের সভাপতি ভ্যান স্বাণ্ডিকের সহধর্ম্মিণী; অপরাও বিশেষ সম্ভ্রান্ত মহিলা। ভারত-রমণীর

দুরবস্থা ও পুরুষহস্তে নির্যাতনের সম্বন্ধে অসম্ভব উপকথা ইঁহারা অনেক শুনিয়াছেন। আমার মুখে চিত্রের অপর পৃষ্ঠার কিছু সংবাদ পাইয়া তাঁহারা বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলামহলে ভারত-রমণীর নির্যাতন সম্বন্ধে এখনও এই সকল উপকথার প্রচার দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। নানা কথায় তাঁহাদের এ ভ্রম অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। আরও তথ্য বিশেষরূপে শুনিবার জন্য ভ্যান স্যাণ্ডিকের সহধর্ম্মিণী তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আজও ভোজবাসরে সেই কথার পুনরুত্থাপন হইল। ভ্রম আরও অনেক কাটিল বোধ হইল। ইংলণ্ডে সফ্রেজিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্তা মহিষমর্দ্দিনী দলের অত্যাচার-অনাচার সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে আমি বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ভ্যান স্যাণ্ডিক-সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার সখী সফ্রেজিষ্ট দলভুক্তা না হইলেও, তাঁহাদের মতের পক্ষপাতিনী। কথাটা তাঁহাদের ভাল লাগিল না এবং ভারত-রমণীর গৌরবমণ্ডিত উচ্চ স্থান সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে যে সকল কথা বলিতেছিলাম, তাহাও কতকটা উপকথা বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল মনে হয়।

আমাদের ভোজন-অবসরে এই সব গল্প-সল্প চলিতেছে, ওদিকে বক্তৃতা-স্রোতও খুব চলিতেছিল। একজন বক্তা বক্তৃতার মাঝে সফ্রেজিষ্টদের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে সকল বিষয়ে নারী-নর তুল্যাধিকারী। তাঁহার বক্তৃতার উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম ছিল ভাল! নীতিশিক্ষার সাহায্যে রমণী অগ্রসর না হইলে এবং গৃহে নীতিশিক্ষার আদর ও চর্চ্চা না হইলে, শুধু পুস্তক, বিদ্যালয়, শিক্ষক বা কংগ্রেসের সাহায্যে নীতিশিক্ষার সমীচীন প্রচার হইবে না, ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। এ কথায় সকলকেই সম্মতি দিতে হয়। কিন্তু বক্তা সফ্রেজিষ্টদের কথার অবতারণা করিয়া যে ভাবে পুরুষ ও রমণীর তুল্য অধিকারের দাবী করিলেন, তাহাতে আপত্তির অনেক কথা ছিল; অথচ তাঁহার বক্তৃতার এই অংশটাই অত্যন্ত উল্লাসের সহিত গৃহীত হইল। তাহার পরেই আমার বক্তৃতার পালা। পূর্ব্বোক্ত বক্তার বক্তৃতায় ও ভ্যান

স্থাণ্ডিক-সহধর্ম্মিণীর কথাবার্ত্তায় আমি একটু "মরিয়া" হইয়াছিলাম। অনভিপ্রেত হইলেও সে ভাবটা আমার বক্তৃতায় ফুটিয়া পড়িল। শুধু ফুটিয়া পড়িল নহে, একটু বিপদে ফেলিবার জোগাড়ও করিয়াছিল।

ধন্যবাদ প্রদান ও অন্যান্য মামুলী কথার পর আমি বলিলাম যে, "সর্ব্বাঙ্গীণ নীতি-শিক্ষাকল্পে স্ত্রীলোকের পূর্ণপ্রাণ সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে কার্য্য বিফল হইবে, সে কথা সত্য। কিন্তু সেরূপ শিক্ষার যথার্থ সাহায্য করিতে হইলে রমণীকেও বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। শুধু রমণী কেন পুরুষকেও প্রস্তুত হইতে হইবে। য়ুরোপের সাধারণ নর-নারী যেভাবে আজ বিলাস মন্ত্রে দীক্ষিত, সে শিক্ষায় নীতি-শিক্ষার সাহায্য হইবে না। রাজনৈতিক কার্য্যে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত সভ্যবেশধারী পুরুষ যেরূপ মনে এক কথা, মুখে এক কথার দাস, তাহাতেও নীতি-শিক্ষাকার্য্যের সাহায্য হইবে না। 'য়ুনিভারস্যাল রেসেস্ কংগ্রেস' (Universal Races Congress) করিয়া ও 'মর্যাল এজুকেশন কংগ্রেস' করিয়া মহাসত্যের প্রচার যাহারাই করিতেছে, তাহারাই পরস্পর হিংসা, দ্বেষ করে এবং পরশ্রী কাতর; কি করিয়া পরের রাজ্য বা বাণিজ্য অধিকার করিবে তাহার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার জন্য গোপনে নানা অকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত নহে; অকারণ সৈন্য-সমাবেশের আড়ম্বরে দেশকে ঋণভারে দলিত করিতে সদাই অগ্রসর; তাহাদের ন্যায় হীনচেতা রাজনৈতিকদিগের দ্বারা নীতিশিক্ষার কি সম্প্রসারণ হইবে? সকলের সমাধিকার যাঁহারা বক্তৃতায় প্রচার করিলেন, কার্য্যে তাঁহাদের অধীনস্থ লোকদিগের প্রতি অযথা ব্যবহার করিয়া অন্যায় অনুষ্ঠান করিলে যদি নীতি-শিক্ষার সম্প্রসার হয়, তাহা হইলে হইতে পারে। কিন্তু কথায় কাজে সামঞ্জস্য যদি নীতি-শিক্ষা প্রসারের বিশেষ প্রয়োজনীয় সহায় হয়, তাহা হইলে অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পুরুষদিগের সম্বন্ধে যে কথা, স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও তাহাই। যে শিক্ষায় য়ুরোপের সাধারণ রমণী অনুপ্রাণিত, তাহাতে নীতি-শিক্ষার সাহায্য হইবে না। যে ভাবে বিলাস, স্বার্থপরতা এবং আনুষঙ্গিক পাপের প্রসার হইতেছে, সমাজের

স্তরে স্তরে তাহা বিঁধিতে আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্র যদি এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান না হওয়া যায়, তাহা হইলে নীতি-শিক্ষার সাহায্য দূরে থাক, কেহ সমাজরক্ষা ও আত্মরক্ষা করিতেও পারিবে না। যে সমাজে রমণী জননীর দায়িত্ব লইতে অস্বীকৃত, নিজ বিলাসবিভ্রমেই ব্যস্ত, পুত্র কন্যার লালনপালন ভার, স্বামীর সেবার ভার বেতনভোগীর হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত, সে শ্রেণীর রমণীর নিকট নীতি-শিক্ষার সাহায্য-প্রত্যাশা বৃথা। অতএব নীতি শিক্ষার সম্যক সাহায্যের জন্য য়ুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই বিশেষ শিক্ষার, উদ্যোগের এবং প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন। নীতি-শিক্ষাকার্য্যে সাহায্য-আহ্বান অবসরে একজন বক্তা স্ত্রীলোকের পক্ষ হইয়া দাবী করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের অধিকার সর্ব্ববিষয়ে তুল্য এবং সমাজে তাঁহাদের স্থান সমান। এ কথা আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করি।”

এই কথা বলাতে মহিলামণ্ডলী আমার প্রতি যেভাবে চাহিলেন, তাহাতে যেন সহস্র বিদ্যুৎশিখা জ্বলিয়া উঠিল। এই জ্বালাময়ী শিখা ভ্যান হ্যাণ্ডিক-সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার সখীর চক্ষেই বিশেষ প্রদীপ্ত হইল। প্রতিক্ষণে মনে হইল “স্বাস্থ্য পানের” জন্য যে শত শত মদিরাপূর্ণ গ্লাস অভ্যাগতগণের হস্তে রহিয়াছে, তাহা বুঝি আমার মাথায় আসিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এরূপ মুহূর্ত্ত আমার জীবনে অতি অল্পই আসিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে।

আশুবিপদের ভয় থাক্ না থাক্, মনে মনে হাসি পাইল। পরক্ষণেই আমি নিম্নস্বরে গম্ভীরস্বরে বলিলাম, “স্ত্রীলোকের অধিকার ও স্থান পুরুষের সমান নয়, পুরুষের বহু উচ্চে।” এই কথায় হাওয়া ফিরিয়া গেল—রমণী-চক্ষের বিদ্যুৎ রূপান্তর ধারণ করিল, “নৃমুণ্ডমালিনী সখীর” ক্রূর দৃষ্টি কোমলতায় আচ্ছন্ন হইল। সহস্র সুরা-কম্পিত হস্তের জয়তালিতে সভা মুখরিত হইয়া উঠিল।

সুর ফিরিয়াছে, ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া আমি আরও বলিলাম, “আমি যে দেশের অধিবাসী, সেখানকার রমণীর অবস্থা ও তাহাদের প্রতি পুরুষের ব্যবহার সম্বন্ধে আপনারা অনেক অপরূপ কুৎসা শুনিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকই

সেখানে রমণীর অধিকার অনেকাংশে পুরুষের বহু উৰ্দ্ধে। অসংখ্য ভক্ত যুক্ত-করে নিশি-দিন নারীমূর্ত্তিতে ভগবানের ধ্যানধারণা, পূজা করে; নারীর পূজা যেখানে, দেবতা সেখানে প্রীত, একথা বিশ্বাস করে। গৃহস্থালীর গণ্ডির মধ্যে নারীর যে অধিকার ও ক্ষমতা, তাহা আপনাদের ধারণার অতীত। প্রয়োজন হইলে রমণী রাজ্যশাসন করে, যুদ্ধ করে, বিষয়-আশয় চালায়। সৰ্ব্বত্র রমণী ক্রীড়াপুত্তলিকা নয়,—সহধৰ্ম্মিণী। নারীর এই আদর্শে ভারত অনুপ্রাণিত। অপব্যবহার কোথাও নাই, সে কথা বলিতে পারি না; সামাজিক অধঃপতন হয় নাই, সে কথা বলিতে পারি না। কিন্তু আদর্শ উচ্চ; রমণী আমাদের সহধৰ্ম্মিণী,—অধিকার অনেকাংশে সমান নহে,—বহু উচ্চতর। আমরা আবাল্য রমণীকে "হৃদয়-ভাঙ্গার" কাযে উৎসাহ দিয়া কাঁধে করিয়া বেড়াই না; তাই তাহারা আজও দোকানের কাঁচ-ভাঙ্গা, বাড়ী-ভাঙ্গা কাজে অগ্রসর হয় নাই। অনিবার্য্য কারণে কখন কখন "ঘরভাঙ্গার" দোষে ভারত-রমণীকে দোষী করা যায় বটে; কিন্তু স্বতন্ত্র গৃহস্থালী-প্রাণ সভ্য-য়ুরোপে "ঘরভাঙ্গার" সম্ভব বা প্রয়োজন হইতে পারে না, কাযেই সে কথা অবান্তর এবং সে কথা আপনারা বুঝিবেন না। কিন্তু নীতি-শিক্ষাকার্য্যের যথার্থ সহায় করিতে হইলে রমণীপক্ষ হইতে সফ্রেজিষ্টদিগের ন্যায় রমণীর তুল্যাধিকার দাবী করিলে চলিবে না। আমি তাঁহাদিগকে উচ্চাধিকার দিতে চাই,—তাহা দিতে হইবে। সুবেশা, সুকেশা, সুহাসিনী, বিলাসিনী, ক্রীড়া-পুত্তলিকার পরিবর্ত্তে, সহধৰ্ম্মিণীর আদর্শ সমাজচক্ষে উপস্থিত না করিতে পারিলে নীতি-শিক্ষার সাহায্যও হইবে না য়ুরোপীয় সমাজের ভদ্রস্থও নাই।"

যাঁহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রীত হইলেন—ভ্যান স্যাণ্ডিক-সহধৰ্ম্মিণী ও তৎসখী সুখী হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সস্নেহ-করমর্দ্দনের সহিত প্রভূত অভিনন্দন করিলেন।

আরও অনেক বক্তৃতা বাকি ছিল। পরদিন প্রত্যুষেই যাইতে হইবে। সভাপতি ও তাঁহার আত্মীয়ের নিকট সকাল-সকাল বিদায় লইতে হইল। শ্রীমতী ভ্যান স্যাণ্ডিক পরদিন প্রত্যূষে স্নেহ-নিদর্শনস্বরূপ লোভনীয়

পুষ্পোপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। "বত্‌"র জন্য উইণ্ডমিল-মার্কা রূপার চামচ ও নিজের ছবি পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং এখনও মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া থাকেন।

মার খাইতে গিয়া এত আদরের অবতারণা প্রায় ঘুটে না, তাই হেগের শেষ বক্তৃতাটার কথা একটু বিস্তারে বলিলাম।

ফ্রাঙ্কফোর্ট—জর্ম্মাণী।

২৭শে আগষ্ট, মঙ্গলবার।— –বক্তৃতা ও অভিনন্দনের উৎপীড়নে হেগ হইতে এক রকম পলাইয়া আসিতে হইয়াছে। এখন ফ্রাঙ্কফোর্টের রেলওয়ে-হোটেলে বসিয়া চার পয়সার একখানি করিয়া চিঠির কাগজ কিনিয়া "ভ্রমণ-কথা" লিখিতেছি। জর্ম্মাণীর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে এই প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পরিচয়ে দেশের প্রতি ও জাতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার উদ্রেক সহায়তার অধিক কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে হোটেলে যখন ভোজন, বিশ্রাম করিয়াছি, সেইখানেই কালি কলম-কাগজের অজস্র শ্রাদ্ধ করিয়াছি। কোথাও তাহার পয়সা লাগে নাই। হোটেলের ছবিওয়ালা কাগজে বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া ও ভ্রমণ কথা লিখিয়া জায়গাটার বর্ণনা যেন কিছু অধিক জীবন্তভাবে হয় মনে করিয়া এ ব্যবস্থা বরাবর করিয়া আসিয়াছি। সেইজন্য পোর্টমেণ্ট খুলিয়া কাগজ বাহির না করিয়া হোটেলের কাগজ তলব করাতে সঙ্গে সঙ্গে চার-পয়সার হিসাবে কাগজের বিলও আসিল। জর্ম্মাণ আতিথ্যের এই প্রথম পরিচয়।

লুসার্ণ যাইবার গাড়ী ঠিক মধ্যরাত্রে ছাড়ে। ততক্ষণ ভরসা করিয়া নিদ্রা যাইবার যো নাই। অথচ চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও যায় না। আহারের পর সহরে খানিক ঘুরিয়া দেখিলাম, অথচ অজানা সহরে অপরিচিত লোক সমভিব্যাহারে রাত্রে ষ্টেসন হইতে বহুদূর যাওয়াও সুযুক্তি মনে হইল না। কাজেই সময়টা এই 'অপূর্ব্ব ভ্রমণকাহিনী' লেখার কাজে লাগাইতেছি। ইংলণ্ডে একরকম "দেশে" ছিলাম বলিলেও হয়, বিশেষ কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু য়ুরোপ ভ্রমণ আরম্ভ হইয়া অবধি যথার্থ "বিদেশ"-ভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নানা বিভ্রাটেরও সূচনা হইয়াছে। ভাষার অনভিজ্ঞতা তাহার প্রধান কারণ। হেগ সহরে যে কয়দিন ছিলাম সে কয়দিন ফক্স-পিট প্রভৃতি বন্ধু ও ডচ-জানা ইংরাজদিগের এবং

ইংরাজী-জানা ডচ-বন্ধুগণের অনুগ্রহে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু আজ সকালে একাকী হেগ সহর ছাড়িয়া অবধি যে যন্ত্রণার উপক্রম হইয়াছে, তাহার আর অবধি নাই। ডচ-ম্যানেরা প্রায় সকলেই যেরূপ ইংরাজী লিখে ও বলে, জর্ম্মাণ মহাপ্রভুরা তাহা করেন না। রাজনৈতিক কিম্বা বিষয়নৈতিকই বল, আর সমরনৈতিকই বল, এই সকল কারণে কেহ কেহ ইংরাজী-চর্চ্চা করে। ডচদিগের মত সাধারণ লোকে ইংরাজী চর্চ্চা জর্ম্মাণিতে করে না। আমার সহায় ইংরাজী, বড় জোর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ফরাসী ও জর্ম্মাণ দুইচারি কথা মাত্র; তাহাতে কাজ চলে না। সকাল হইতে এক রকম "নাস্তানাবুদ" হইতেছি। হাসি কান্না দুই-ই পাইতেছে; তবে ইসারা ইঙ্গিতে কাজ একরকম চলিয়া যাইতেছে, এই মাত্র। টমাস কুক-এণ্ড-সনের ছয় ভাষায় লিখিত বাক্যাবলীর সহায়তায় মান প্রাণ কষ্টে শ্রেষ্টে সমস্তদিন বজায় হইয়াছে। জর্ম্মাণের মধ্যে যাহারা ইংরাজী জানে, তাহারা অনেকে অজ্ঞতার ভাণ করে; ইহার স্পষ্ট পরিচয় স্থানে স্থানে পাইলাম। ইংরাজ, ফরাসী কিম্বা ডচ দিগের মত ইহারা অতিথির সাহায্যের জন্য উন্মুখ নয়; বরং যন্ত্রণা দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করে।

সমস্ত দিন রেলে থাকিয়া হেগ হইতে ফ্রাঙ্কফোর্টে আরঘণ্টা হইল পৌঁছিয়াছি। ফ্রাঙ্কফোর্ট ইতিহাসবিখ্যাত প্রাচীন বৃহৎ সহর। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ও ভাষাজ্ঞানের অভাবে সহরের মধ্যে একাকী বহুদূরে বেড়াইতে যাওয়া উচিত মনে করিলাম না; বিশেষতঃ বৃষ্টি ও ঠাণ্ডার এখনও বিরাম নাই, তাহার উপর গতরাত্রে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। গাছপালা পড়িয়া টেলিগ্রাফ ও ট্রামের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। যদিও দিনেরবেলা কতকটা দুর্য্যোগ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু ঠাণ্ডা অত্যন্ত বহিয়াছে। সে জন্যও সহর দেখিতে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিয়া, ষ্টেসনের নিকটেই এদিক-ওদিক একটু বেড়াইলাম। য়ুরোপের অন্যান্য সহরের মত ফ্রাঙ্কফোর্টও প্রায় একই ধরণের। বড় বড় বাড়ী চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রীক্ আলো, গাড়ী, লোকজন, থিয়েটার, গোলমাল,—সবই এক রকমের। উইস-বাডনে স্বাস্থ্য লাভ-মানসে কয়েকদিন

থাকিয়া বিখ্যাত খনিজ-জল "সেবন" করিব, মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু অন্ততঃ তিন সপ্তাহ না থাকিলে যাওয়া-না-যাওয়া সমান। তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়া, অকারণ নগণ্য স্থান দেখার অনুরোধে অপরিচিত জায়গায় এক রাত্রিও না কাটাইয়া, বরাবর লুসার্ণ চলিয়া যাওয়াই ভাল বোধ হইল।

ইংলণ্ডেই জিনিসপত্র দুর্ম্মূল্য মনে করিতাম। য়ুরোপে আসিয়া দেখিতেছি ইংলণ্ড এ বিষয়ে অনেক ভাল। দুইটা ডিমের অমলেট ও এক টুকরা রুটী বার আনা দিয়া লইতে হইয়াছে। ছোট এক বাটী কফীর মূল্য তিন আনা। মুটে মহাপ্রভু রেলগাড়ী হইতে পোর্টমেণ্টটি নামাইতে বার আনা লইলেন। এরূপ "গ্রাহী" দেশ এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। বিদেশীর নিকট "দেহি" "দেহি" ছাড়া সম্বর্দ্ধনার আর শব্দই নাই। জর্ম্মাণ জিনিস আমাদের দেশে পৌঁছিয়া রাজনৈতিক কারণে সস্তা হয়। কিন্তু তাহাদের দেশে, অন্ততঃ বিদেশীর নিকট, তাহার বিপরীত দেখিলাম।

কা'ল সমস্তরাত্রি ঝড় জলে নিদ্রার বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আজ হেগ্ পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া খুব ভোরেই ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। হংক্ল-পিট বেচারাকেও আমার দায়ে সকাল সকাল শয্যাত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কয়েকদিন তাহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছি। মিসেস ভ্যান স্থাণ্ডিক কা'ল রাত্রে খানার পর বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, আজ গার্ডেন-পার্টির ও কা'ল রটার্ড্যাম মিউনিসিপালিটির পার্টির দুইটা দিন থাকিয়া যাই। কিন্তু তাহার ও অন্যান্য বন্ধুগণের অতি যত্ন, আগ্রহ সত্ত্বেও থাকা কিছুতেই হইল না। সেই জন্য বন্ধুগণের নিকট কা'লই রাত্রে তাড়াতাড়ি বিদায় লইতে হইয়াছিল, কারণ বক্তৃতা-স্রোত ও সুরাস্রোত যেরূপভাবে বহিতেছিল, তাহাতে বোধ হয় রাত্রি একটার কম শ্রাদ্ধ মিটে নাই। আমি খানার টেবিলে ততক্ষণ থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না; কারণ আমাকে সকাল-সকাল উঠিতে হইবে। কাজেই রাত্রি ১১টার মধ্যেই চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। আমি দুই দিন থাকিতে না পারায়, স্থাণ্ডিক,

মিসেস দুঃখিত হইয়া সকালে সুন্দর একখানি পত্র লিখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ও বিদায়-উপঢৌকনস্বরূপ সুন্দর ফুল উপহার পাঠাইয়াছেন। রেলগাড়ীতে দুইচারিটি ভাঙ্গা ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মাণ কথায় নামিয়া যাইবার ট্রেণের সন্ধান বলিয়া দেওয়ার পারিতোষিকস্বরূপ এক জর্ম্মাণ মহিলাকে সমস্ত দিনের শুষ্ক সেই ফুল উপহার দেওয়াতে তাহার আনন্দ ও ধন্যবাদ আর থামে না। দেশে সেখানে যে ফুল উপহার পাই, সযত্নে শুকাবার জন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া পৌঁছাইয়া দিতে হয়। উপহারপ্রাপ্ত মালবেলোড়া ফুলের মালা লইয়া গিয়া দিলে "বড় মা" বড় খুসী হয়, কত যত্ন করিয়া গ্রহণ করে ও রাখে এবং শুদ্ধির করিয়া যতদিন সম্ভব বাঁচাইয়া রাখে, মণি মুক্তা মরকতেও তত আগ্রহ প্রকাশ করে কি না সন্দেহ। স্নেহ ও যত্নের সহিত প্রদত্ত মিসেস ভ্যান স্প্রাণ্ডকের এই ফুল উপহার হাতে লইয়া সমস্ত দিন বড়মাকে বড়ই মনে পড়িতে লাগিল। তাহাকে দিবার সুযোগ নাই বলিয়া পথে অপরিচিতা উপকারিণী রমণীকে উপহার দিয়া ফুলের সদ্ব্যবহার করিলাম।

আমি যে গাড়ীতে উঠিলাম, তাহার পাশের গাড়ীতেই Prince of Holland উঠিলেন। ইনি ডচ রাজ্ঞীর স্বামী। সাধারণ লোকের মত ইঁহার ধরণধারণ। তবে Utrecht নগরে platformএ যখন নামিলেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য কিছু সৈন্যসমাবেশ ছিল, দেখিলাম। Utrecht, Amsterdam প্রভৃতি Hollandএর সকল সহরই প্রায় হেগের মত এক ধরণের। এই দুই জায়গাতেই কেল্লা আছে, বড় বড় গির্জ্জা এবং কলকারখানাও রীতিমত আছে। রাত্রে জল হইয়া গিয়াছে, আর উইণ্ডমিলগুলি অমনি বায়ুবেগে মাঠ হইতে জল তুলিয়া বাধ-পারে ফেলিতেছে। হল্যাণ্ডের চারিদিক ছড়াইয়া এই উইণ্ড-মিল আছে। কৃষিকর্ম্মের জন্য যতটুকু জল দরকার, খালে সেই আন্দাজ জল রাখিয়া বাকি জল অমনি সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি (pump) করিয়া দেশ নিরাপদ রাখিতেছে। প্রায় সমগ্র দেশটাই সমুদ্রের 'লেভেলের' নিম্নে হইয়াও বাঁধ দিয়া আর উইণ্ড-মিল পম্প্ সাহায্যে জল নিকাস করিয়া দিয়া Holland "ধনধান্যভরা"; আমাদের দেশে এমন উপায়

দ্বারা 'বেগুয়া-হানার' মত জায়গা রক্ষা কেন হয় না, জানি না। হল্যাণ্ডবাসী বার মাস সমুদ্রের কবল হইতে দেশ রক্ষা করিতেছে, আর আমরা নদীর সাময়িক বন্যার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারি না। সকলই সুকৃতির ফল।

এমিরিক ষ্টেসন হইতেই জার্ম্মাণীর এলাকা আরম্ভ হইল। দেশের আকার, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পথ, ঘাট, বাড়ী, লোকজন, সমস্তই যেন চকিতের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সবই কেমন মোটা, "জবড়জঙ্গ", ভারী, বোধ হইতে লাগিল। হল্যাণ্ডের সূক্ষ্মভাব, শিল্পী ভাব, মোলায়ম ভাব অন্তর্হিত হইয়া জার্ম্মাণীর স্থূলভাবের পরিচয় সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাইতে লাগিল। কেমন একটা নিরেট, জমাট, অটুট, ভারী ভাবের পরিচয়। সমগ্র বিশ্বকে অবিশ্বাস ও সমগ্র বিশ্বগ্রাসের নিঃশব্দ আয়োজনের ভাব প্রতি পদেপদে পাওয়া যাইতে লাগিল। দেশের সীমান্তে পৌছিবার পূর্ব্বেই 'ওয়াচ টাওয়ার' দেখা যাইতে লাগিল। দেশ ছাইয়া 'ওয়াচ-টাওয়ার'। ইমিরিক ষ্টেসনে পৌছিবামাত্র সমস্ত মাল তদারক করা হইল।

হল্যাণ্ডে প্রবেশ সময়ে কাষ্টমস কর্ম্মচারীগণ আমার ট্রাঙ্ক খোলে নাই। ইমিরিকে কিন্তু অব্যাহতির লক্ষণ দেখিলাম না। বাক্স প্রভৃতি খুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু পাগড়ী দেখিয়াই হউক কিম্বা অপর কিছু বুঝিয়াই হউক, একজন প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। সঙ্গে মদ চুরুট ইত্যাদি মাসুলআদায়যোগ্য জিনিস কিছু আছে কিনা দেখিবার জন্য এই তদারক হয়। শত্রুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য জার্ম্মাণীর দেশময় এইরূপ উচ্চ 'টাওয়ারের' উপর সৈনিক সমাবেশের নিয়ম আছে। ফ্রান্সের ভয় এখনও যায় নাই। প্রতি পাহাড়ের উপরেই কেল্লা। বিশ্ব-গ্রাসের চেষ্টা সর্ব্বত্র প্রকট। সকল কেল্লাতেই শুধু কেল্লার কাজ হয় না। ভদ্রলোকের কারাগারস্বরূপ এই সকল কেল্লার এখন অধিক ব্যবহার। দুর্গের নক্সা অথবা অস্ত্রাগারের সংবাদ যদি গোপনে কেহ সংগ্রহ করিয়া শত্রুপক্ষকে বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার গুরুতর শাস্তি হয় এবং এই সকল কেল্লায় তাহাদিগকে

কয়েদ করা হয়। ইংরাজ-ভ্রমণকারীরা মাঝে মাঝে এইরূপ বিভ্রাটে পড়েন। উভয়পক্ষের মুখে খুব সদ্ভাবের চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু মাঝে মাঝে বিশেষ তিক্তভাব যখন আইসে, তখন মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায়। যুদ্ধের প্রকাশ্য ও মৌখিক সম্ভাবনা না থাকিলেও সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য সাজসজ্জা করিতে প্রতি বৎসর কত কোটি টাকা যে খরচ হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। নিঃশব্দে যুদ্ধের আয়োজন সমগ্র জাতি অকাতরে বৎসরের পর বৎসর করিয়া যাইতেছে,—কাহার সঙ্গে কবে লড়াই হইবে স্থির নাই। তবে কাহারও না কাহারও সঙ্গে যবে হয় যুদ্ধ হওয়া স্থির, সেই "সুদিনের" আশায় জার্ম্মাণ নিশি-দিন প্রস্তুত হইতেছে। মৌখিক আত্মীয়তা সত্ত্বেও যত রাগ ইহাদের ইংরাজের উপর। ইংরাজ সে কথা জানে, অথচ সকলে বিশ্বাস করে না।

Drenesberg, Bohen, Cologne, Duseldorf, Coblen, Mem, Memhim, Wishden প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান রেলগাড়ী হইতে যতদূর দেখা যায়, দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কলোন নগরের নিকট বিখ্যাত রাইন নদী দেখা গেল। প্রবল খরস্রোতা রাইন জার্ম্মাণীর লক্ষ্মী। কলোন গির্জ্জা (Cologne Cathedral) বিশ্ব-বিখ্যাত। ৪০০ ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড সুন্দর গির্জ্জাটি ঠিক রেলওয়ের ধারে। বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল। 'সেণ্ট আরনেল চার্চ্চ' নামে আর একটি বিখ্যাত গির্জ্জাও কলোন নগরে আছে। হূনগণ ১১০০০ খৃষ্টান কুমারী হত্যা করিয়াছিল। তাহাদের অস্থিতে এই গির্জ্জার দেওয়াল বিভূষিত। নরকপাল, নরঅস্থি পূজা আমাদের দেশে আছে বলিয়া আমরা ঘৃণ্য হেয় কেন হইয়াছি জানি না। উহা এখানেও বর্ত্তমান এবং মালটাতেও উহা দেখিয়া আসিয়াছি। যে তিনজন পূর্ব্বদেশীয় মহাপুরুষ (wise men of the East) যীশুখৃষ্টের দৈবজন্ম পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের অস্থিও কলোনের 'Three King's Church এ' সমাহিত রহিয়াছে। কলোঁ ষ্টেসন হইতে ট্রেণ রাইনের পুল পার হইয়া নদীর তীর দিয়া বরাবর উইসবাডেন পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাইন নদীর উভয় তীরেই রেলরাস্তা। নদীর উপর দিয়াও উইসবাডেন যাওয়া যায়।

আমার টিকিটে যে দিক দিয়া ইচ্ছা যাওয়া যাইত, কিন্তু জার্ম্মাণীতে অধিক সময় ক্ষেপণ করা অভিপ্রায় নয় বলিয়া রেলপথেই শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া আসিলাম।

রাইন নদীর উভয় পার্শ্বের দৃশ্য সুন্দর। দুইদিকেই অনুচ্চ পাহাড়; পাহাড়ের গায়ে সমতল জমি কাটিয়া আঙ্গুরের ক্ষেত। তাহার উপর ছোট বড়, নূতন পুরাতন দুর্গ, বাড়ী, গির্জ্জা, বাগান প্রভৃতি রহিয়াছে। সেই সকল Chiefless towers in forests and dales বর্ণনা করিতে গিয়া কবিবর বাইরণের লেখনী হার মানিয়াছে। কোথাও নদী খরস্রোতা, কোথাও আবার ধীরবেগে চলিতেছে, কোথাও তীরভূমি জলের সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও আবার নদীতীরে অতি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ উচ্চ মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, পর্ব্বতমালা কোথাও দূরে কোথাও নিকটে, কোথাও নদীর উপরেই দুর্গ। বনান্তরাল কিম্বা উদ্যানান্তরালের মধ্য দিয়া সেই রজতশুভ্র মূর্ত্তি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। নগর, উপনগর, গ্রাম, ষ্টেশন, প্রান্তর, দুর্গ, যেখানে যা সাজে, তেমনি সাজাইয়া যেন জর্ম্মাণ জাতি "রাইন লহরীর" সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। "যমুনা লহরী"র মত জর্ম্মাণও রাইন লহরী The Silver Rhine—সঙ্গীত জগৎকে মোহিত করিয়াছে। কবি, চিত্রকর, পর্য্যটক সকলে মিলিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া রাইন-মহিমা বর্ণনা করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। নদীতে নৌকা ষ্টিমার নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে। কোথাও অবাণিজ্য নহে। আমেরিকার হডসন নদীর উপত্যকাও কতক এই ধরণের। কিন্তু রাইনের নিকট হডসনকেও হার মানিতে হইবে।

সমস্ত দিন অতৃপ্ত নয়নে রাইনের এই অপূর্ব্ব রূপ দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। সে রূপ ভুলিবার নহে। উইসবাডেন রাইন নদীর ঠিক উপরেই। দিনকয়েক থাকিতে পারিলে শরীর ভাল হইত বটে, কিন্তু কার্য্য-গতিকে তাহা হইয়া উঠিল না।

রাত্রি সাড়ে দশটা। লুসার্ণ যাইবার গাড়ীর সময় প্রায় হইয়া আসিতেছে। সামান্য কিছু খাইব মনে করিয়া, চা এবং একটু মাছ আনিতে বলিলাম। হোটেলওয়ালা প্রকাণ্ড এক সোলমাছ (sole) মাছ আনিয়া উপস্থিত করিল;

বলিল, তাহাদের ছোট মাছ নাই এবং এক-জনের উপযোগী প্রয়োজনমত ছোট টুকরা বেচিবার নিয়মও নাই। অতএব গোটা মাছটা কিনিয়া যাহা ইচ্ছা খাও, যাহা ইচ্ছা ফেলিয়া দাও। এই ধরণের কথা; কাযেই সবটার দাম দিয়া একটু খাইয়া উঠিতে হইল। জর্ম্মাণ সাধারণের পক্ষে বোধ হয় জল-যোগচ্ছলে এইরূপ একটা বৃহদাকার মৎস্যের খরচ হওয়া নিত্যক্রিয়ার মধ্যে। পান ভোজন-ব্যবহারে কেমন একটা ইতরভাব জনসাধারণের মধ্যে জার্ম্মাণির সকল জায়গায় লক্ষিত হয়! "আদবকায়দার" জন্য যেন কেহ ব্যস্ত নয়—সৌখীন চাল সাধারণ চলন নয়। সাধারণ ভদ্রব্যবহারের যে সকল নিয়ম সর্ব্বত্র বহুদিন গৃহীত, জর্ম্মাণিতে তাহার অসদ্ভাব আগন্তুকের চক্ষে সহসাই পড়ে।

লুসার্ণ বুধবার, ২৮শে আগষ্ট।—ভোর রাত্রে Bal অথবা Basel নামে Switzerlandএর সীমান্তবর্ত্তী নগরে পৌছিলাম। রাত্রে জার্ম্মাণির Black Forest নামক বিখ্যাত অরণ্য Sleeping Carএর জানালা হইতে যতদূর সম্ভব, দেখিয়াছিলাম। ব্যাসল হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফ্রান্স জার্ম্মাণি হল্যাণ্ড সকল দেশের স্বাভাবিক দৃশ্যকেই পরাজয় করিল। Baselএ সুইস্ গবর্ণ-মেণ্টের পক্ষ হইতে যথা-বিহিত মাল-তদারক হইল। এই মাল-তদারক সময় সময় বড়ই বিরক্তিকর। এখানেও পাগড়ীর কৃপায় আমি অব্যাহতি পাইলাম। ব্যাসল হইতে লুসার্ণ আসিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ীতে উঠিতে হইল।

আল্‌পস্ পর্ব্বতমালা এখানে খুব উচ্চ নহে; কিন্তু য়ুরোপের অপর পর্ব্বতগুলি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। হিমালয়ের তুলনায় আল্‌পস্ একপ্রকার নগণ্য হইলেও য়ুরোপে তিনি গিরিরাজ। চিরতুষারমণ্ডিত "Matterhorn" "Jangfrau" প্রভৃতি ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্য প্রতি বৎসর অনেকে অকাতরে প্রাণ দেয়। "Alps, There shall be no Alps", নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাঁহার এই দম্ভপূর্ণ বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। হ্যানিবলও যখন আল্‌পস্ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তখন টনেল হয় নাই, এবং হাওয়ার জাহাজ ও পার্ব্বত্য

রেলওয়ে সাহায্যে আলপস পার হওয়া যাইত না। এখন প্রতিপদে Tunnel, Funicular Railway, ও এরোপ্লেনের দৌরাত্ম্যে আল্‌প্‌সকে মর্য্যাদাহীন করিয়া তুলিয়াছে, কলির অগস্ত্য চিরাদনের তরে গিরিরাজের হেট মাথা করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিরাণীর এই চিরসুন্দর লীলাভূমির অনবদ্য মধুরিমা নষ্ট করিতে পারে নাই। নদী, হ্রদ, বন, উপবন, তুঙ্গশৃঙ্গ, উপত্যকা প্রভৃতি পরস্পরে স্তরে স্তরে কি বিচিত্র শোভা ধরিয়া যুগযুগান্তর হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা চক্ষে না দেখিলে উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। সুশিল্পি অঙ্কিত এই পর্ব্বতমালার কারুকার্য্যের চিত্র দেখিলে মনে হয়, বুঝি চিত্রকর তাহার সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া আঁকিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, চিত্রকর সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। পাহাড়ের গায়ে, হ্রদের তটে, ছোট ছোট সুন্দর ঘরবাড়ী শোভা পাইতেছে। জার্ম্মণীর সে "heaviness, coarseness, loudness" বাড়াবাড়ি অন্তর্হিত হইয়াছে। হল্যাণ্ডের সূক্ষ্ম সারল্যের উপর আরও যেন নিখুঁতভাবে নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বাড়ী, ঘর, গির্জ্জাগুলি যেন চারিদিকে সুন্দর "সবুজের" কেয়ারির মধ্যে সযত্নে বসান। বিরাট হরিৎ প্রান্তর, অভ্রভেদী শৃঙ্গ, অভেদ্য বন এবং মনোরম উপবনের মধ্যে মধ্যে সুন্দর গৃহগুলির সমাবেশে কি অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়—তাহাই দেখাইবার জন্যই যেন আল্‌পের সৃষ্টি। দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। মন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভাবে যেন এলাইয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা নয়টার সময় লুসার্ণ পৌঁছিয়া কুকের সাহায্যে হোটেলে আসিলাম। কাল সমস্ত দিন-রাত্র রেলে ঘুরিয়া দেহ যতদূর পরিশ্রান্ত হওয়ার সম্ভব, তাহা হইয়াছিল। অল্প বিশ্রাম করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। সাড়ে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত (লুসার্ণ) Lucerneএর অপূর্ব্ব Lake of the four Cantonsএর উপর (ফ্লুলেন) Flulen পর্য্যন্ত ষ্টীমারে করিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। আবার সেই সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে গা ভাসাইয়া আত্মহারা হইয়া শ্রান্তি ভুলিয়া গেলাম। দেখিতেও আর পারি না, কিন্তু না দেখিয়াও

থাকিতে পারি না, এইরূপ ভাব। বিখ্যাত (উইলিয়াম টেল) William Tellএর কীর্ত্তিস্থান এই হ্রদের ধারেই। Tell Platte নামক স্থানে তাঁহার স্মৃতি-সম্মানার্থ স্থাপিত গির্জ্জা দেখিলাম। প্রাচীন কাহিনী কত মনে পড়িল। এখনকার ইতিহাস নাকি প্রমাণ করিতেছে যে উইলিয়ম টেলের গল্প সবই জাল। ধন্য প্রত্নতাত্ত্বিক!"

জাহাজে বেড়াইবার সময় প্রকাণ্ড একখানি এরোপ্লেন দেখিলাম। বার্ম্মিংহামে এবং উইণ্ডসরে সম্রাটের গার্ডেনপার্টিতে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা ছোট। এত নিকটে ও এত বড় এরোপ্লেন পূর্ব্বে দেখি নাই। এটি হ্রদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রত্যেক যাত্রীর ভাড়া ১০০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৬০৲ টাকা শুনিলাম। ১০।১২ জন লোক একবারে উঠিতে পারে। একবার আমাদের প্রায় মাথার উপর দিয়া গেল। হ্রদের উপরেই প্রকাণ্ড গোলের খিলানের মত ঘর, ইহার 'আস্তাবল"।

আহারের সময় হোটেলে Robert Edmundson, Special Correspondent of 'John Bull' এর সহিত আলাপ হইল। অনেকক্ষণ পরে ইংরাজী কথা কহিয়া বাচিলাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

লুসার্ণ সহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ী ঘর দ্বার সাধারণ ভাবেরই। বিশেষ দেখিবার কিছুই নাই। উইলিয়ম টেলের বীরকীর্ত্তিসংক্রান্ত কিম্বদন্তীযুক্ত অনেক স্থান আছে। প্রাকৃতিকদৃশ্য সকলকে হার মানাইয়াছে। উচ্চ পাহাড়ের অনেক উপর দূরে তুষারধবল আলপসের অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলি দেখা যায়। দার্জ্জিলিং হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা বা ধবলগিরি যত দূরে, এগুলি তাহা অপেক্ষা অনেক নিকটে। অনেকেই আরোহণ করে, এবং সময়ে সময়ে প্রাণও দেয়।

Alpine stick হাতে করিয়া দলে দলে পাহাড়-"যাত্রী", guide সঙ্গে লইয়া, পিঠে বোচকায় জিনিসপত্র বাধিয়া পাহাড়ে উঠিতে যাইতেছে। ইহাই ইহাদের "তীর্থ-ভ্রমণ"।

সুইস দুধ ও মাখম অতি চমৎকার। দুধ আমার সহ্য হয় না;

তবু ইচ্ছা করিয়া দুধ খাইতে হইল। নিকটেই চ্যাম নামক গ্রামে বিখ্যাত সুইস মিল্কের কারখানা। কিছু সময় থাকিলে দেখিতে যাইতাম।

সহরটি কেবল ভ্রমণকারী ও যাত্রীতেই পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতি লোকপিছু প্রাত্যহিক ।৴০ হিসাবে মিউনিসিপ্যাল মাশুল দিতে হয়। হোটেল-ওয়ালারাই তাহা আদায় করিয়া দেয়। হোটেলের এক অদ্ভুত নিয়ম দেখিলাম; যে ব্যক্তি মদ্য পান করিবে না, তাহাকে আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য অধিক দিতে হইবে। মদেই হোটেলওয়ালারা পয়সা করিয়া লয় এবং মাতাল "বাবু" পাইলে অন্য নানারকমে টাকা আদায়ের সুবিধা। হোটেলের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে, চারি ভাষায়, বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে যে— "যাহারা মদ খাইবে না, তাহাদিগকে খাবারের দাম বেশী দিতে হইবে।" এমন নির্লজ্জ বেহায়া বিজ্ঞাপন কখন দেখি নাই; মদ্যপান-নিবারণী সভা এ বিষয়ে কেন উদাসীন, জানি না। বিদেশীর রাজ্য বলিয়া কথা না থাকিতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

মিলান—ইটালী।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে আগষ্ট।—প্রাতঃসূর্য্য-বিভাসিত লুসার্ণ ও তাহার হ্রদের শোভা দেখিতে দেখিতে পোলের উপর দিয়া হ্রদ পার হইয়া পদব্রজেই ষ্টেসনে গেলাম। এই প্রাতঃভ্রমণ বড়ই স্নিগ্ধ ও মনোরম বোধ হইল। হোটেল ষ্টেসনের খুব নিকটেই। ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য। য়ুরোপ-ভ্রমণকারী সকলেই লুসার্ণে বেড়াইতে আর পাহাড় ও হ্রদের শোভা দেখিতে সর্ব্বদাই আসে। টিকিট কিনিতে ও মাল ওজন করাইতে বিলম্ব হইল। কারণ এখানে তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া টিকিট কেনা বা মাল ওজন করার পদ্ধতি নাই; যে যেমন সময়ে আসিবে তদনুসারে পরে পরে সমস্ত কাজ হইবে। আমাদের দেশে ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে কি হৈ হৈ কাণ্ডই না হয়। ট্রেণে ইংরাজীজানা কেহই ছিল না। কাজেই কথাবার্ত্তা বড় হইল না। আর কথা কহিবার অবকাশ বড় পাইলাম না। পথের দৃশ্য সমস্ত মনটাকেই আকর্ষণ করিয়া রাখিল। সে দৃশ্যাবলী ভুলিবার নহে, বর্ণনা করিবারও নহে। কেবল অতৃপ্ত-নয়নে দেখিবার এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার। ক্ষুদ্র মানবের মানসপট কতই বা বৃহৎ, যে তাহা এই মহান দৃশ্যের সমগ্র চিত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারে?

ট্রেণ কিছুদূর লুসার্ণ সহরের ভিতর দিয়াই গিয়াছে। তাহার পর ফ্লুলেন (Flulen) পর্য্যন্ত হ্রদের ধারে ধারে গিয়াছে। কাল যে পর্য্যন্ত জাহাজে গিয়াছিলাম সেই পর্য্যন্ত রেল হ্রদের তীর দিয়াই, আবার কোথাও বা কিছু দূর দিয়াও গিয়াছে; পাহাড়গুলির মধ্যে যেখানে যেমন সুবিধা পাইয়াছে, সেইমত রেলপথ করা হইয়াছে। ছোট বড় অসংখ্য টনেলের ভিতর দিয়া যাইতে হইল। কোথাও এক পাশে অতি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ, অপর পার্শ্বে অতলস্পর্শ "খাদ"। কোথাও জলের সীমানা হইতে ২০০ ফুট উচ্চ স্থান দিয়া রেল যাইতেছে, কোথাও বা ঠিক জলের ধারে-ধারেই; কোথাও নিবিড় বন, কোথাও বা সাজান বাগানের মত উপবন, নগর, গ্রাম। কাল হ্রদের উপর হইতে

যেগুলিকে খেলাঘরের বাড়ী মনে হইয়াছিল, আজ সেগুলির নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেগুলি রীতিমত ৪ তালা ৫ তালা বাড়ী, দূর হইতে কাল অত ছোট দেখাইতেছিল।

অনেকস্থলে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহার চূড়া দেখাই যায় না। আবার "খাদ" গুলিও যথার্থই অতলস্পর্শ। নীচের দিকে চাহিলে বাস্তবিকই মাথা ঘুরিয়া যায়। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েতে কোথাও কোথাও এইরূপ দেখিয়াছি। তবে ইহার তুলনায় তাহা অতিসামান্য। তাহাতে রেলওয়ের এত কারিকরী, বাহাদুরী নাই। এত দীর্ঘপথ এত কৌশলে রেল লইয়া যাওয়া সামান্য কথা নহে। সমস্ত আল্পস পর্ব্বতটাই রেলপথ এইরূপে অতিক্রম করিয়াছে। হিমালয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া রেলে তিব্বত পৌঁছিতে পারিলে এই ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধির সহিত তুলনা চলে। এরোপ্লেনে এই পর্ব্বত পার হইতে গিয়া দুঃসাহসী অনেকে প্রাণ দিয়াছে।

ছোট ছোট টনেলের সংখ্যা নাই, কোন কোন "ছোট" টনেল ভারতবর্ষের বৃহত্তম টনেল অপেক্ষা বৃহত্তর। সেণ্ট গথার্ড টনেল সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। পার হইতে ২০ মিনিট লাগিল। এই সময় গাড়ী মিনিটে একমাইল বেগে চলিতেছিল, অর্থাৎ টনেলের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল। ইহা অপেক্ষা আরও দীর্ঘ একটা টনেল সম্প্রতি হইয়াছে। তাহার নাম Simplon Tunnel, তাহা এ পথের কিছু পশ্চিমে। এই সেণ্ট গথার্ড পাহাড়ের নিকট শীতকালে এত বরফ পড়ে যে, পথিকগণ প্রায়ই বরফচাপা পড়িয়া প্রাণ হারায়। তাহাদিগকে বরফ খুঁড়িয়া বাচাইবার জন্য একদল ঋষি পাহাড়ের উপর মঠ বাঁধিয়া বাস করেন। St. Barnard Dogs নামে বড় বড় কুকুর সেই শুভকার্য্যের সহায়তা করিত। এখন Tunnel (টনেল) হইয়া, রেল হইয়া সে সকল ব্যবস্থার বড় প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই মহৎকার্য্যের কীর্ত্তি চিরদিন প্রসিদ্ধ আছে এবং থাকিবে।

লুসার্ণ হ্রদ কখনও বামে কখনও দক্ষিণে রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহার পর সেণ্ট গথার্ড পার হইয়া ইটালীর রাজ্যে পড়িলাম। সেই আল্পস

পর্ব্বত শ্রেণী তখনও চলিতেছে। ম্যাগেলান হ্রদ দক্ষিণে রাখিয়া লুগানো (Lugano) হ্রদে পৌঁছিলাম। তাহাও প্রায় প্রদক্ষিণ করিয়া পুলের উপর দিয়া পার হইতে হইল। লুগানো সহরটি পাহাড়ের গায়েই। হ্রদের উপর হইতে দেখিতে অতি চমৎকার। আমাদের রেলগাড়ী অপেক্ষা ছোট একটা রেলগাড়ী (Funnicular Railway) অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর পিপীলিকার সারির মত উঠিয়া চলিয়াছে। আবার বহুদূরে নীচে উপত্যকায় দেখি, যেন কেন্নইয়ের মত সারি দিয়া আর একটা ট্রেণ ধীরে ধীরে চলিয়াছে। এই তেতালা রেল দেখিয়া অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, কি প্রকাণ্ড পর্ব্বত আমরা (খেলাচ্ছলে) পার হইতেছি। মানববুদ্ধির এরূপ চরম বিকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়।

ইটালীর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ঘরবাড়ীগুলির গঠনও সুইজারল্যাণ্ড হইতে যেন স্বতন্ত্র। দেশের সীমা পার হইতেই সকল জিনিসের পরিবর্ত্তন এই কয়দিনে যত দেখিলাম, এত কখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। সুইজারল্যাণ্ডে একটা গাম্ভীর্য্য ও ইটালীতে একটা চাপল্য সকল জিনিসেই লক্ষ্য হয়। লোকজনের পোষাক-পরিচ্ছদ, ধরণ-ধারণ, কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহারের পার্থক্য ত আছেই; প্রকৃতিদেবীরও সঙ্গে সঙ্গে কায়াপরিবর্ত্তন; অথবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের জন্যই অন্যান্য সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন। বিশ্ব-স্রষ্টার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল! খরস্রোতা গিরিতটিনী পর্ব্বতগাত্র হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে উপত্যকার মধ্য দিয়া ছুটিতেছে। কোথাও বারিপ্রবাহ হ্রদের আকারে পরিণত হইয়া স্থির গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। শীঘ্রই কোমো নামে তৃতীয় হ্রদে উপস্থিত হইলাম। তাহার উপরেই কোমো সহর; পুরাতন পাঠ্য ভূগোলে পরিচিত জায়গাগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল!

এই ইটালী—গ্যারীবল্ডী-মাটসিনির ইটালী,—দান্তে, টাসো, পেট্রার্কের ইটালী—সিজার, আগষ্টসের ইটালী,—সিসিরো, ভার্জ্জিলের ইটালী,—কবিত্ব দর্শন, বীরত্ব, ধর্ম্ম, ইতিহাস, পুরাণ, সকলের অক্ষয় কীর্ত্তিগাথাজড়িত ইটালী—দেখিবার বাসনা বহুদিন অত্যন্ত বলবতী ছিল; আজ বাসনার চরিতার্থতা

হইল। ইটালী প্রবেশমুখে নানাভাবের তরঙ্গে প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার উপর স্বাভাবিক দৃশ্যের অনির্ব্বচনীয় শোভা যেন উন্মাদ করিয়া তুলিল।

ইয়ংম্যানস্ খৃশ্চান এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন—কিন্তু তাঁহার সাহায্যে বিশেষ উপকার পাইলাম না। নিজেই ষ্টেসনের নিকট সুবিধামত হোটেল ঠিক করিয়া লইলাম। সকল ক্ষেত্রেই এ শ্রেণীর সহায়কদিগের নিকট সম্পূর্ণ সাহায্য প্রত্যাশা করা ও তাহার উপর নির্ভর করা বিশেষ ভুল। বিদেশে স্বাবলম্বন অভ্যাস না হইলে অনেক সময়ে কষ্ট পাইতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। গাইডবুকের সাহায্যে সহর দেখিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ সহর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার দুরাশা করি নাই। প্রধান-প্রধান দ্রষ্টব্য-বিষয়-গুলিমাত্র দুইএক দিনে দেখা সম্ভবপর; তাহাই ঘটিল।

নানা শ্রেণীর অপূর্ব্ব-দর্শন লোকজন, নূতন ধরণের বাড়ীঘর বিস্তর দেখিলাম। নূতন দেশে সবই নূতন ধরণের বোধ হইতে লাগিল। শিল্প-প্রাচুর্য্যে ছোট-বড় সকল বাড়ীই যেন রাজ বাড়ী বলিয়া মনে হয়। বিচিত্র প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি বহু স্থানে প্রাচীন ইতিহাসের কালিমা অথবা গৌরবের এবং অক্ষয়-কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি এবং তদনুরূপ ঘর-দুয়ারেরও অভাব নাই। বড়মানুষী ধরণের অপেক্ষা গরিবানা ধরণের বাড়ীর সর্ব্বত্র যেমন প্রাধান্য, এখানেও তাহাই। কিন্তু গরীবের ঘরেও একটা কেমন পারিপাট্য এখানে আছে, তাহা সচরাচর অন্য স্থানে নজরে পড়ে না। বাঙ্গালা দেশের মত খোলার ঘরও দেখিলাম। কিন্তু তাহাও নূতন ছাঁচে ঢালা বলিয়া তাহার একটা বিশেষত্ব আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-দর্শনীয় বস্তু এখানকার ক্যাথিড্রাল—শ্বেতপ্রস্তরের সুন্দর উচ্চ Gothic Styleএর গির্জ্জা! বহির্দৃশ্য অতি সুন্দর। সহস্র সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তিতে গির্জ্জার অভ্যন্তরভাগও সুশোভিত। Parisএ Notre Dame দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম; Milanএ Cathedral দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। Romeএ St. Peter দেখিয়া বোধ হয় স্তম্ভিত হইতে হইবে। প্রাকৃতিক-দৃশ্যাবলী

এবং সঙ্গেসঙ্গে শিল্প-চাতুর্য্য যতই দেখিতেছি, ততই যেন "তার বড়" "তার বড়" দেখিতে পাইতেছি। অন্ধ নয়ন ক্রমশঃ খুলিয়া যাইতেছে; নিজের মূর্খতা, অজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাব পদেপদে মনকে ব্যথিত ও লজ্জিত করিতেছে। বাস্তবিক, আমি অতি সামান্য "পুঁজিপাটা" লইয়া ভ্রমণে আসিয়াছি। এ সকল মহীয়ান বিষয় সম্বন্ধে জানাশুনা নিতান্তই অল্প। এই অল্পতার পরিমাণ কত, তাহা এই সকল মহাস্থানে আসিয়া উপলব্ধি হইতেছে। 'গিবন' ইটালীতে বেড়াইতে আসিবার জন্য দুই-তিন বৎসর "সময়" লইয়াছিলেন, এবং অক্লান্তভাবে ইটালী সম্বন্ধীয় সকল কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার ফল, তাঁহার 'Decline and Fall of the Roman Empire.', সামান্য গাইডবুক এবং বাল্যে পরিচিত ইতিহাসমাত্র আমার ইটালী-সম্বন্ধীয় বিদ্যার সহায়। তাহার ফল এই অপূর্ব (!) "ভ্রমণ বৃত্তান্ত"। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

Castle, Arc de Peace, Victor Emanuel Gallery প্রভৃতি দেখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া হোটেলে ফিরিলাম। রাত্রিতে আহারাদি বড় করিলাম না। হোটেলের অধ্যক্ষ কিছু খাওয়াইবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন। তাহাতে পরম প্রীতি বোধ হইল। তুমি খাও না খাও—তাঁহার প্রাপ্য পয়সা তিনি আদায় করিবার হক্‌দার। কিন্তু অপরিচিত বিদেশীর আরাম এবং সুবিধার জন্য এরূপ জেদাজিদীতে মনুষ্যত্বের একটি প্রীতিজনক যে ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিদেশে বড় মধুর লাগে। মাঝে মাঝে গুরু পরিশ্রমের উপর উপবাস-সাহায্যে শরীররক্ষা করিতে হয়,—এই কৈফিয়তে অধ্যক্ষের তুষ্টিসাধন করিলাম।

পরিশ্রমের আধিক্যে এবং দর্শনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্যে দিনগুলা এত বড় মনে হইতেছে যে, যেখানে একদিনমাত্র কাটাইয়াছি, সেখানে যেন একমাস কিম্বা তদপেক্ষা দীর্ঘকাল ছিলাম মনে হইতেছে। ক্রমাগত এ কয়দিন যেরূপ ব্যাপার চলিতেছে এবং জাহাজ পৌঁছান পর্য্যন্ত যেরূপ চলিবে, তাহাতে শরীররক্ষা হইবে কি না জানি না। কিন্তু সময় যেরূপ সংক্ষেপ, তাহাতে এইরূপে দেশভ্রমণ না সারিয়া লইলেও চলিবে না। আমার শরীরের উপর এরূপ অত্যাচার যে সম্ভব,

পাঁচমাস আগে অপর কেহ বলিলে বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় এ পর্য্যন্ত এক রকম কাটিয়াও গেল। বিশেষ কোনও অসুস্থতা অনুভব করি নাই। বাকী কয়দিন যে কি হইবে, তাহা তিনিই জানেন। বাস্তবিক, "তীর্থ দর্শন" মনে করিয়া এ পরিশ্রম স্বীকার না করিলে, যাহা করিতেছি তাহা করা সম্ভব হইত না।

কালিকার কথা আজ মনে রাখা কঠিন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, মিলান-ভ্রমণ কথা কাল ভারতবর্ষের ডাকে গিয়াছে কি না, কিছুতেই মনে পড়িতেছে না। নিশ্চয় গিয়াছে মনে করিয়া, সে সব কথা এখানে পুনর্লিপিবদ্ধ করিলাম না। কারণ পরশ্ব অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া কি লিখিয়াছি, নিশ্চয় মনে হইতেছে। মিলানের কতক কতক কথা লেখা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে—অথচ মস্তিষ্ক সে বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অক্ষম।

ভিনিস।

আজ ভিনিসের অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। এই সময়ে অনেকে য়ুরোপ-ভ্রমণে বাহির হন। সেই জন্য রেলগাড়ীতে বেশ ভিড়। মিলান হইতে বাহির হইয়া পথে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। পাহাড় অথবা নদী কিম্বা বন, এদিকে বড়-একটা নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশই সমতল, উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র। ঘোড়ার দ্বারা চাষ করিতে দেখিলাম না, আমাদের দেশের মত গরুতেই লাঙ্গল ও গাড়ী টানিতেছে। কৃষিকার্য্য-প্রণালী ও ফসলের ধরণও কতকটা আমাদের দেশেরই মত।

লেক গার্ডা পথে পড়িল। পাহাড়ের নীচেই প্রকাণ্ড হ্রদ—প্রায় সমুদ্রের মত বিস্তার। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে গাছপালা না থাকাতে এই হ্রদের ও পাহাড়ের—আলপ্‌স্‌ প্রদেশের হ্রদের মত সৌষ্ঠব নাই। হ্রদের তীরে ছোট বড় নগর অনেক আছে। ইটালীর সকল নগরই প্রায় এক ধরণের। বড় বাড়ী বা গির্জ্জা নাই, এমন নগরই দেখিলাম না। মাঝে-মাঝে পাহাড়েব উপর ব্যারণ অথবা ভূস্বামীদিগের প্রাচীন দুর্গ অনেক দেখা গেল। ইটালী ম্যাজিনি গ্যারিবল্ডীর কল্যাণে স্বাধীনতা পাইয়া একরাজ্য হইবার পূর্ব্বে চিরদিনই, ভিন্ন-ভিন্ন ছোট-ছোট—"ভূস্বামী"ই বল আর "দস্যুপতি"ই বল—তাহাদের শাসনে অথবা কু-শাসনে থাকিত। এই সকল দুর্গ ই তাহাদের কার্য্যাবলীর কেন্দ্র-স্থল ছিল। রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্র-প্রদেশেও এইরূপ প্রতি পাহাড়ের উপর কেল্লা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সভ্যতা বা অসভ্যতার এবং প্রাচীন কলাবিদ্যার আদর-অনাদর এই সকল দিগন্তবিস্তৃত ওমরাহদিগের কেল্লায় যত ছিল, একচ্ছত্রের অধীনে তত নহে।

পথে 'ভেরোনা' ও 'পাডুয়া' প্রধান নগর পড়ে। 'টু জেণ্টল্‌মেন অফ্‌ ভেরোনা' 'মার্চ্চেণ্ট অফ্‌ ভিনিস', 'রোমিও জুলিয়েট্‌' প্রভৃতি সেক্সপীয়রের প্রধান-প্রধান নাটকের প্রস্তাবনাস্থান ইটালীর ভিন্ন-ভিন্ন নগর।

আজকাল কোন কোন পণ্ডিত (!) প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, সেক্সপীয়র নামক কোন লোক এই সকল নাটক রচনা করেন নাই। কারণ সেক্সপীয়রের জীবনচরিত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে তিনি কখনও ইটালীতে আসিয়াছিলেন, এরূপ জানা যায় নাই। যে ব্যক্তি ইটালী দেখে নাই, তাহার পক্ষে ইটালীর এরূপ সুন্দর বর্ণনা অসম্ভব। অতএব সেক্সপীয়র "সেক্সপীয়র" লেখেন নাই। এ কথা গুরু-গম্ভীরভাবে বলিতে পারিলে স্থলবিশেষে পাণ্ডিত্যের চরম প্রাচুর্য্য হয়। আমাদের দেশেও আজকাল এ শ্রেণীর পাণ্ডিত্য ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। য়ুরোপের যে যে দেশ দেখিলাম, তাহার অধিকাংশের চিত্র আমার মনে পূর্ব্ব হইতে এমনি অঙ্কিত রহিয়াছে যে, কোথাও আমি বিশেষ নূতন অর্থাৎ 'অভাবিত' জিনিস দেখিতেছি, তাহা সহসা মনে হয় না। সবই যেন পরিচিতের মত মনে হইতেছে। আমার মত লোকের পক্ষে যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেক্সপীয়রের মত মনীষার পক্ষে ইটালী না দেখিয়াও ইটালীর সুচারু বর্ণনা অসম্ভব কিসে, জানি না। তখন সচিত্র সংবাদপত্র এবং "চিত্রময় সংস্করণের" ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদি ছিল না বলিয়া সেক্সপীয়রের মনীষা খর্ব্ব করিতে হইবে ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

গাড়ীতে একটি ভদ্রলোক নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সেক্সপীয়রের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভেরোনা পার হইবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "How do you like—'Two Gentlemen of Verona'?" তিনি বলিলেন, "I know no gentlemen there. I have merely passed it several times" আমি ত শুনিয়া অবাক। বহুদিন পূর্ব্বে যখন Herr Bandmann ও Miss Boudet কলিকাতায় খুব বাহবার সহিত সেক্সপীয়র অভিনয় করিতেছিলেন, তখন একদিন আমি অভিনয়-গৃহদ্বারে-প্রবেশোন্মুখ ভদ্রবেশী একজন ইংরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "Will Bandmann act 'As you like it' soon?" তিনি

উত্তর করিয়াছিলেন, "We like all his acting very well." আজ সেই ঘটনা মনে পড়িল। অনেক ইংরাজের এখনও সেক্‌সপীয়র-জ্ঞান এবম্বিধ!

বেলা ২টার সময় ভিনিসে পৌছিলাম। লাগুন পার হইবার জন্য ব্রীজ অথবা প্রকাণ্ড 'কজ্‌ওয়ে' রহিয়াছে। দূরে জলের উপর হইতে সহরের তেমন কিছু শোভা দেখা যায় না। আড্রিয়াটিক্‌ সাগরের এক স্বল্পতোয় শাখার উপর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই প্রাচীন বহুদিন-বিখ্যাত নগরের সৃষ্টি। বড় বড় কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া সহরের পত্তন এবং শতসহস্র খাল ইহার বড়রাস্তা ও গলিরাস্তা। বরুণের নগরে ট্রাম বা মোটরগাড়ীর হাঙ্গামা নাই; এ সকল উপদ্রব পৃথিবীর এই অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত। "ডুবিয়া" মরিতে পার; কিন্তু "জলময়ী" রাস্তায় "গাড়ী চাপা" পড়িয়া মরিবার সম্ভাবনা মোটেই নাই। "পথ চলিতে" হইলেই গণ্ডোলা (Gondola) চড়িতে হইবে। আড্রিয়াটিক্‌ সাগর ও ভিনিসের খালের মাঝখানে ভিনিসের উপনগর Lido, ভিনিসের চৌরঙ্গী বলিলেও হয়। জাহাজে যাইতে ১৫ মিনিট লাগে, কিন্তু দ্রুতগামী গণ্ডোলা কম সময়েও যাইতে পারে। বড় বড় খালের ভিতর ছোট ছোট ষ্টীমার চলাতে লোকের বড়ই সুবিধা হয়। কারণ, গণ্ডোলার মাঝী-মহাশয়েরা এক-একটি দস্যু-অবতার। "কবি-কল্পনার" জন্য গণ্ডোলা চাপিতে হয় চাপ; কিন্তু সুবিধা খুঁজিতে হইলে জাহাজে যাতায়াত কর। গণ্ডোলা দেখিয়া কবিত্ব-কণ্ডূয়ন পরিতৃপ্ত কর, এই পর্য্যন্ত।

Y. M. C. A.র পাদ্রী-সাহেব এক দোভাষী ইংরাজ মেমকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে আমার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে চা খাইয়া তাঁহার সঙ্গে নগর-দেখা কার্য্য শেষ করিয়া, তাঁহারই নির্ব্বাচিত এক জঘন্য জর্ম্মাণ-হোটেলে রাত্রিবাস করিতে হইল।

আহার, শয়ন সকলেরই অসুবিধা। ভদ্রবেশী ও ভদ্র-পরিচয়ে পরিচিত জর্ম্মাণ পুরুষ-স্ত্রীলোক যেরূপ আহারের পক্ষপাতী, তাহা অপরের পক্ষে

অসম্ভব। আর তাহাদের মধ্যে কোন-না-কোনরূপ বাদবিতণ্ডা দিবারাত্রি চলিয়াছে। ইংরাজবিদ্বেষ তাহাদের কথাবার্ত্তার শ্রেষ্ঠ বিষয়। এমন সকল বিষয়ে সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা হয় যে সাধারণ ভদ্রলোকের তাহা অশ্রাব্য। য়ুরোপে যে সকল জর্ম্মাণের সংস্রবে আসিতে হইয়াছে, তাহারা গেটে, সীলার, হাইন, ক্যাণ্টের জাতি কি না সন্দেহ। একরাত্রের জন্য আর পাদ্রী সাহেবের বন্দোবস্তের অন্যথা করিলাম না। তিনি দয়া করিয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদের বন্দোবস্তেই থাকিতে হইল। তবে, আমার কল্যাণে তাঁহাদের এমন সব জায়গায় যাওয়া ঘটিল যে, তাহারা এতদিন নগরে বাস করিয়াও সে সমস্ত দেখেন নাই। এইরূপই ঘটে, লণ্ডনে দেখিয়াছিলাম যে বহুদিন যাঁহারা লণ্ডনে বাস করিয়াছেন তাহাদের অপেক্ষা তথ্য আমি অল্প দিনের মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছি। কলিকাতার সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান কি আজন্ম কলিকাতাবাসী দেখিয়াছেন? বরং দুইদিনের জন্য আসিয়া ভ্রমণকারীর পক্ষে সমস্ত দেখা সম্ভব, কারণ উহা দেখাই সে ব্যক্তির মুখ্য কর্ম্ম।

মিলানে এ শ্রেণীর সাহায্য গ্রহণে অস্বীকার করিয়া সুবিধা হইয়াছিল। এখানে ভরসা হয় নাই, কারণ, কোন বদমায়েসের হাতে পড়িয়া এই জলময় দেশের কোথায় তলাইয়া যাইব তাহার ঠিকানা কি?

খালের ধারে বড়-বড় সুন্দর পাথরের বাড়ী আছে। রিয়ালটো, ব্রীজ অফ্ সাইজ্, পিয়াজা ডি সেণ্ট মার্কস্, রয়াল গার্ডেনস্ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি যথারীতি দেখা গেল। তাহার পর ইলেক্‌ট্রিক্ লিফ্‌টে নূতন ক্যাম্পানুলার উপর উঠিয়া সমস্ত নগরের এবং দূরে আড্রিয়াটিক সাগর, অস্ত্রাগার, সমাধিভূমি প্রভৃতির দৃশ্য একাধারে দেখিতে পাইলাম।

সেণ্ট মার্ক গির্জ্জার বিচিত্র কারুকার্য্য বড়ই চমৎকার। মার্ব্বেলের সুন্দর থাম; তাহার উপর আগাগোড়া সোণার পাতমোড়া ছাদ এবং তাহার উপরে মোজেয়িক সাহায্যে অঙ্কিত বাইবেল উল্লিখিত ঘটনার চিত্রাবলী কত সুন্দর ও কি আশ্চর্য্য, তাহা চক্ষে না দেখিলে বোঝা যায় না। শিল্প-বিদ্যার

শীর্ষস্থান ইটালীদেশের মধ্যেও সেণ্ট মার্কের গির্জ্জা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত। সেণ্ট মার্ক স্কোয়ারে বহু সংখ্যক পায়রার আড্ডা। ২টার সময় ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই সবগুলি আহারের জন্য একত্র হয়। রাজপক্ষ হইতে তাহারা আহার পায়। কাহারও মারিবার অধিকার নাই। প্যারিসের নটারডেম মন্দির-শীর্ষে এইরূপ দেবাশ্রিত ও জনরক্ষিত অসংখ্য পারাবত দেখিয়াছিলাম। আমাদের দেশে বানর ও ময়ূরের, কোথাও-কোথাও বা মৎস্য, হরিণ, পারাবত ইত্যাদির এই মতে রক্ষার নিয়ম আছে। তাহাতে কোন-কোন শিকারীপুঙ্গবের মনে বিদ্রোহভাবের উদ্রেক কেন হয়, বুঝিতে পারি না। একজন যাহাকে যত্ন করিয়া রক্ষা করিতে ও রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত, অকারণ তাহাকে হত্যা করিবার জন্য অপরের হস্ত কণ্ডূয়নের কারণ কি ?

বাহিরের চাকচিক্য যতই হউক, সহরের ভিতরের কতকগুলি রাস্তা দেখিলে হরিভক্তি থাকে না। কাশীর পুরান গলি-রাস্তাগুলিকেও ভিনিসের রাস্তা পরাজয় করিয়াছে। স্থানে-স্থানে দুইজন মানুষ পাশাপাশি যাইতে পারে না। এত সঙ্কীর্ণতার ভিতর মাঝে-মাঝে সুন্দর অট্টালিকা ও গির্জ্জার সমাবেশ বিসদৃশ। সাক্ষাৎ কাশীতে উপস্থিত। কাশীর প্রতি গলিতে শিবমন্দিরের মত এখানেও সর্ব্বত্র গির্জ্জা। অনেক গির্জ্জায় দর্শনীর জন্য সেইরূপ পীড়াপীড়িও আছে। পাণ্ডা-প্রাধান্য সর্ব্বত্রই সমান দেখি। জেসিকা, পোসিয়া, নেরিসা বা বিয়েট্রীস যত্রতত্র দেখিতে না পাওয়া যাউক, ভিনিসের স্ত্রীলোকদিগের সুঠাম গঠন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দারিদ্র্যের মাঝেও সুরূপের অভাব নাই এবং দারিদ্র্যও এখানে যথেষ্ট ; কাজেই পাপ-বিস্তারের সুবিধার অভাব নাই।

এই সমস্ত দেখিতে-দেখিতে ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ষ্টেসনটী ঠিক বড় খালের (Grand Canal) উপর। ট্রেনে ভিড় খুব। সকাল-সকাল না আসিলে স্থান পাইতাম কি না সন্দেহ। গাড়ীতে সুইডেন, পোল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি নানা দেশের লোক। তাহাদের মধ্যে দুইএকজন সামান্য ইংরাজী জানে।

তাহাদের ভাঙ্গা ইংরাজী ও আমার ভাঙ্গা ফ্রেঞ্চ মিশাইয়া কায একরকম চলিতে লাগিল।

সমস্ত দিন গরম খুব ছিল। মধ্যে একটু বৃষ্টি হওয়াতে সকলেই যেন পরিত্রাণ পাইল।

ফ্লোরেন্স।

পাডুয়া নগর পর্য্যন্ত পুরাতন পথে আসিয়া পরে ভিন্ন পথে যাইতে হইল। ফেরোরা, বলোনা প্রভৃতি নগরী এই পথে পড়ে। ফেরোরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঋষিকল্প Savanarolaর লীলাভূমি। এই স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ও ধর্ম্মধ্বজী আততায়ী হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া নগরীকে চিরস্মরণীয় ও পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। বলোনা পুরাতন জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মস্থান। রেলগাড়ী হইতে যতটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, দেখিলাম। সময় থাকিলে এ সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া যাইবার যোগ্য। এইবারে ট্রেন এপিনাইনস্ পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বতটি স্থানে স্থানে নিতান্ত বন্ধুর ও কর্কশ। কোথাও কোথাও উহার শোভা অতি মনোরম। উপলশয্যায় রেণো (Reno) নদী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ফ্লোরেন্সের নিকটবর্ত্তী আর্ণো নদীর উপত্যকায় আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল।

ফ্লোরেন্স পৌঁছিতে পাঁচটা বাজিল। ষ্টেসনের নিকটেই একটা হোটেলে উঠিলাম। বিভ্রাট এই যে, কেহ একবর্ণও ইংরাজী বুঝে না। কাযেই সকল বিষয়েই অসুবিধার চূড়ান্ত হইল। অগত্যা চা রুটির উপর দিয়াই আজ দক্ষিণহস্তের ব্যাপার সারিতে হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি—"ফল" চাহিতে কতকগুলা কাচা পিচ ও পেয়ারা আনিয়া দিল। বাস্তবিক ইটালীতে পদার্পণ করা অবধি আহারের বড়ই গোলমাল চলিতেছে। ইটালিয়ান রসুয়ের খুব বাহাদুরী থাকিতে পারে, কিন্তু আহার্য্যগুলি প্রায় "অখাদ্য"—অতএব পরিত্যজ্য। রুটি ও ফল ভরসা; কারণ সকল মাংস সহজে চেনা যায় না। আবার মাছ ও ডিমের রেওয়াজ এখানে কম। ৭টার সময় সহর দেখিতে বাহির হইলাম; "ধূলা পায়ে" কতকটা সহর না দেখিলে যেন ঘুম হয় না। এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি নিশ্চিন্ত হইতে ত পারি না। ভাষাজ্ঞানবিহীন বলিয়া অন্ধকারে একলা হোটেল হইতে বড় অধিক দূরে গেলাম না; বিশেষতঃ ইটালীর ষ্টিলিটো-শোভিত সহরে।

নিকটের মধ্যে Dumo (ডুমো) অর্থাৎ ক্যাথিড্রাল দেখিলাম। সে এক বিরাট ব্যাপার। যাহাই প্রথম দেখিতেছি, তাহার পরেরটি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। কোনও বড় রকমের ভোজে গিয়া যেমন পরপর উত্তমোত্তম সুখাদ্য আসিয়া ভোক্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, রোম ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া অবধি দৃশ্যের পর দৃশ্যও আমায় সেই দশায় ফেলিয়াছে। ফ্লোরেন্স ক্যাথিড্রালটি শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। অতি সুন্দর। ইহা দেখিয়া কনারকের মন্দির মনে পড়ে [illegible]ন হইল কনারকের মন্দির পূর্ণ অবয়বে ইহা অপেক্ষা অনেক বড় ও সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ছিল। গির্জ্জা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পদদ্বয় শ্রান্ত হইয়া পড়িল। সম্মুখেই ব্যাপ্টিষ্ট্রি নামে একটি ছোট গির্জ্জা আছে। তাহার তিনটি প্রবেশদ্বার ব্রোঞ্জনির্ম্মিত। তাহাতে অতি চমৎকার শিল্পকার্য্য আছে। অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ভাল করিয়া দেখা হইল না। ইটালীর বিচিত্র শিল্পসম্ভার পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার এবং যথাযথরূপে বুঝিবার আশায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিষয়ের পুস্তকাদি পড়িলাম। প্রস্তুত না হইয়া পরীক্ষা দিতে যাওয়া অপেক্ষা প্রস্তুত না হইয়া ইটালী দেখিতে আসা অধিকতর বিড়ম্বনা। ব্রাউনিং কবির Old Pictures of Florence মনে পড়িল।

শনিবার, ১লা সেপ্টেম্বর—সকালেই বাহির হইয়া পড়িলাম। গত রাত্রের পঠিত পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া ইউফিজি গ্যালারী, পিটি গ্যালারী, পিটি প্যালেস্, ন্যাসন্যাল মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখা হইল। ভাষাজ্ঞানের অভাবে কষ্ট পাইতে যথেষ্টই হইয়াছিল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজীজানা একজন লোকেরও দেখা পাইলাম না। কিছুক্ষণ বেড়াইয়া গরম ও পরিশ্রম বোধ হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে ১০।১২ ঘণ্টা ঘুরিয়া ও পরিশ্রম করিয়াও শ্রান্তিবোধ হইত না। কিন্তু এখানে ৩।৪ ঘণ্টায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। এখানে কতকটা আমাদের দেশেরই মত জলবায়ু, আমাদের দেশের মতই গরম। ইংলণ্ডে আশ্চর্য্য হইতাম যে, অত পরিশ্রম সহ্য হইত কি করিয়া। এখন বুঝিতেছি জলবায়ুর গুণেই।

ইউফিজি গ্যালারী ও পিটি গ্যালারীতে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহার বর্ণনা করা আমার সাধ্য নহে। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী "রাজাই" বল বা "ওমরাহই" বল—এই দুই অপূর্ব্ব শিল্প-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহারই অনুকরণে লণ্ডনের ওয়ালেস গ্যালারী, কিন্তু ইহার তুলনায় তাহা খেলার জিনিস মাত্র।

রুবেন, টিসয়ান্, মাইকেল এঞ্জেলো, ক্যানোভা, ব্যাটিচ্লি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগের প্রধান-প্রধান আসল চিত্র সবই এই দুই স্থানে সংগ্রহ করা রহিয়াছে। তাঁহারা অধিকাংশই হয় ফ্লোরেন্সের অধিবাসী, না হয় বিশেষভাবে ফ্লোরেন্সের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয়, অন্ততঃ তাঁহাদের চিত্রগুলি আমেরিকান ধনকুবেরগণও টাকার লোভ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই। দেওয়ালে, ছাদে, মেঝের উপর চারিদিকেই শিল্পকার্য্যের "ছড়াছড়ি" দেখিয়া সকল বিষয়েই যেন "খেই হারাইয়া" যাইতে লাগিল। আর্ণো নদীর উভয় তীরে এই দুই জগদ্বিখ্যাত শিল্পমন্দির অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে নদীর উপর এক দীর্ঘ সেতু দর্শকদিগের সুবিধার জন্য গঠিত হইয়াছে। এই সেতুপথের দুই দেওয়াল চিত্র পরিশোভিত। ইহার মধ্যে একখানি সামান্য ছবিও আমাদের দেশের কাহারও বাড়ীতে থাকিলে তিনি একজন অতিশয় শিল্পপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন। এইরূপ কত সহস্র ছবি এই চলনপথেতেই রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। দেখিয়া রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের শিল্প সংগ্রহের কথা মনে পড়ে। যদিও ইহার সহিত তাহার তুলনা করা যায় না, কিন্তু বাঙ্গালী যে এত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার বংশাবলী যে এত দিন তাহার রক্ষা ও উন্নতি করিতে পারিয়াছেন, ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বারান্দাটি ইউফিজি গ্যালারীর বারান্দার অনেকটা অনুকরণে সাজান বোধ হয়। ছবিগুলি অধিকাংশই প্রাচীন। তাহা সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে ও তাহার রস গ্রহণ করিতে অনেক বিদ্যার প্রয়োজন। এই অল্প সময়ের মধ্যে দৌড়াইয়া এগুলির উপর মাত্র চোখ বুলাইয়া কি বা বুঝিব আর কিই বা বর্ণনা করিব।

পোর্সিলেন্‌, চায়না, টেরাকটা, রিলিফওয়ার্ক, ব্রঞ্জওয়ার্ক, ম্যাজোলিকা ওয়ার্ক প্রভৃতির প্রাচুর্য্যে চক্ষু ঝলসিয়া দিতে লাগিল, মস্তিষ্ক পীড়িত করিতে লাগিল। কাতর হইয়া পলাইয়া আসিতে হইল।

হোটেলে বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া আবার বাহির হইলাম। স্থির হইয়া থাকিবারও যো নেই। কা'ল রাত্রে ক্যাথিড্রাল্‌ অর্থাৎ ডিউমো ভাল করিয়া দেখা হয় নাই বলিয়া দেখিতে গেলাম। কিন্তু গিজ্জা তখনও বন্ধ। কাজেই সময় কাটাইবার জন্য ট্রামওয়ে করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। সমস্ত সহরটি প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিবার জন্য একটা আলাহিদা টামওয়ে আছে; তাহারই সাহায্যে পরের সহায়তা না লইয়াও সহরটা ঘোবার সুবিধা হইল। ফিরিয়া আসিয়া ক্যাথিড্রাল্‌ দেখিতে গেলাম। কা'ল বাত্রে যাহা কালো মনে করিয়াছিলাম, তাহা সবুজ, লাল, হল্‌দে প্রভৃতি নানারঙ্গের পাথর—পাশাপাশি সাদা পাথরের সহিত বড়ই সুন্দর মনে হইল। ফটকেব, থামের, মন্দির গাত্রের নানা শিল্পকার্য্য ও প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে চক্ষু ফিরান যায় না। প্রধান গির্জ্জার সম্মুখে যে ছোট গির্জ্জাটির কথা বলিয়াছি, তাহাও মহান্‌। তাহার তিনটি দরজা ও সেই দরজায় ছয়জোড়া ব্রঞ্জেব রিলিফওয়ার্কের যে সূক্ষ্ম বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত কপাট দেখিলাম, তাহার পারিপাট্য স্বচক্ষে না দেখিলে ছবি হইতে কিছুই বোঝা যায় না। পাশেই অতি উচ্চ ক্যাম্পানুলা বা স্তম্ভ। ইহার উপর উঠা যায়। আমি পরিশ্রান্ত শরীরে সে চেষ্টা করিলাম না। ছোট গির্জ্জাতে (ব্যাপ্‌টিসট্রি) আজ বৈকালে নবজাত শিশুগণকে (ব্যাপ্‌টিসম্‌) খৃষ্টান করান হইতেছিল। রোমান ক্যাথিলিক্‌ প্রণালীতে ধূপ-ধূনা-দীপ দেওয়া, গান, মন্ত্র প্রভৃতির অনুষ্ঠান কতকটা আমাদেরই মত। পুরোহিতের নগদ দক্ষিণা এবং তদনুষঙ্গিক বচসা-বাহুল্যের পর্য্যন্ত ত্রুটী দেখিলাম না।

এই সকল দেখিতে দেখিতে বৈকালিক উপাসনার জন্য প্রধান গির্জ্জার দরজা খোলা হইল। উচ্চ তিনতালা গথিক্‌ কল্‌মের উপর ছাদ। কিন্তু গৃহভিত্তিতে কিম্বা স্তম্ভগাত্রে কোন শিল্পকার্য্য নাই। সম্পূর্ণ অলঙ্কারবিহীন দেওয়াল। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের ধারে বহুসংখ্যক বড়-বড় বাতি জ্বালিয়া ধূপ-

ধুনা পোড়াইয়া মন্ত্রপাঠ হইতেছিল। স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। উপাসনান্তে ভক্তিভরে সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

সোমবার, ৩রা সেপ্টেম্বর আজ বৈকালে রোমে যাইবার জন্য বওয়ানা হইতে হইবে। সেইজন্য সকালে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু চেষ্টাই সার। কারণ, চিন্তার হাত হইতে একটুও নিস্তার পাইলাম না। জানি না শ্রীভগবান কৃপাপর হইয়া কতদিনে আমার চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিবেন, এবং কতদিনে সাবধানে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহার প্রতি অখণ্ড মন লইয়া থাকিবেন। ইহাও তাঁহারই ইচ্ছাসাপেক্ষ। কর্ম্মসূত্র তথা চিন্তাসূত্র ছেদন করা মানবের কর্ম নহে, তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার উপর মন অখণ্ড হওয়া অসম্ভব। নানা চিন্তায় বিশ্রাম সময় অতিবাহিত হইল। "সোলজারস ডিম' ছবি দেখিয়াছি।

হোটেলের বিল দেখিয়া চমকিত হইতে হইল। নিষিদ্ধ মাংস আহার না করার অপরাধে আহার্য্য বস্তুর দাম প্রায় ৫ গুণ ধরিয়াছে। "গো" মাংস খাই না বলিলে 'গোবৎস" মাংস আনিয়া হাজির করে। এই সকল বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য মাছ ডিম ফল রুটী ইত্যাদির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইতেছে। তাহার জন্য এত জরিমানা। মদ না খাওয়ার দরুণ জরিমানার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাংস না খাইলেও জরিমানা সেইরূপ। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বধারণার অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে। ভবিষ্যতে যাঁহাদের এরূপ অবস্থায় পড়িবার সম্ভাবনা তাঁহারা সাবধান হইতে পারিবেন বলিয়া, এই সকল সামান্য কথার অবতারণা করিতেছি।

ফ্লোরেন্স হইতে রোমের গাড়ীতে বহু লোক উঠিল। গাড়ীতে ইংরাজীজানা লোক কেহ ছিল না। কাজেই চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। সেইজন্য পুনরায় নানা চিন্তাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কত আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি ও ধ্বংস এই পাঁচ ঘণ্টায় হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

রোম।

রোমের পথে দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই নাই। কর্কশ, বন্ধুর, শোভাশূন্য এপিনাইন পর্ব্বত-গাত্রে ছোট-ছোট সহর, গ্রাম ও কেল্লাগুলি সাধারণ ধরণের! পথে ট্রলজিনা লাগুন নামক শোভাশূন্য এক বৃহৎ হ্রদ পর্ব্বতপ্রান্তে দেখা গেল। বিশেষ সৌষ্ঠব ও শোভাসম্পন্ন বহু হ্রদ দেখিয়া "নজর খারাপ" হইয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে শোভাশূন্য বোধ হইল। হয় ত প্রথমে ইহা দেখিলে ইহারই কত শোভা দেখিতাম। বিস্তৃত জলরাশি কখনই একেবারে শোভাশূন্য হইতে পারে না। তাহা হইলে অগাধ অসীম মহাসমুদ্রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইত না। গরু-বাছুরের আকার প্রকারেরও দেশভেদে পরিবর্ত্তন দেখিলাম। ইংলাণ্ড, সুইজাবলাণ্ড ও হলাণ্ডের মত সে প্রকাণ্ড নধর গাভীব জাতি আর দেখিতে পাইলাম না। অনেকটা আমাদের দেশের ভাগলপুব গাভীজাতীয় বোধ হইল। দলে দলে অশ্বশাবক ঘেরা মাঠে চরিতেছে; বাঁধা নাই, খোলা রহিয়াছে।

ক্রমে ইতিহাস ও সাহিত্য-প্রসিদ্ধ টাইবাব নদ নয়নগোচর হইল। রোমে পঁহুছিবার জন্য তিনবার টাইবার পার হইতে হইল। দেখিয়া বিশেষ ভক্তি উছলিয়া উঠিল না। হোরেসিয়াস্ এই নদী পার হইয়া মেকলেকে কেন এত উত্তেজিত করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তবে প্রাচীন কাহিনীর মাহাত্ম্যই স্বতন্ত্র! আর্‌নো, টাইবার, উভয়ই ক্ষুদ্র নদী; ইতিহাস ও সাহিত্যে তাহাদের স্থান অতি উচ্চে বলিয়া মনে-মনে তাহাদের মাহাত্ম্য কতকটা ধরিয়া লইতে হয়। টেমস বা টাইবার আমাদের ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গার সহিতও তুলনার যোগ্যনহে। ইহা শুদ্ধ প্যাট্রিয়টিজ্‌মের কথা নহে, যথার্থ কথা। সহরের কাছে—বাঁধ পড়িয়া বরং আর্‌নো ও টাইবারের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। টেম্‌সেরও তাহাই দেখিয়াছি। নতুবা বন্ধুর উপলশয্যায়, স্বল্পতোয়া তটিনীর বিশেষ মনোহারিণী কান্তি দেখিলাম না। জলও স্বচ্ছ নহে। এই জলে কবিত্ব-

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শক্তি এত উর্ব্বরা করে কি গুণে, তাহা বুঝিতে হইলে মনে ইটালিয়ান মাটী মাখাইয়া না লইলে চলে না।

সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে সেণ্ট পীটরের বিশ্ববিখ্যাত গির্জ্জার চূড়া দেখিতে পাইয়া নতমস্তকে বিশ্বরাজকে প্রণাম করিলাম। বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়েই রোম এককালে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং রোম নতমস্তকে প্রণাম করিবার যোগ্য। রোম সে দিন হারাইয়াছে। ম্যাজিনা গ্যারিবল্ডির প্রতিভায় আবার হারান মাণিক ফিরিয়া পাইবার উদ্যোগ হইতেছে।

ইংলণ্ডের কোন নগরে বা গ্রামে একখানা প্রাচীন "রোমান্" ইট পাইলে 'প্রত্নতত্ত্ববিদেরা" উন্মত্ত হইয়া উঠেন। রোমের চতুর্দ্দিকে তাহার অপেক্ষা লক্ষগুণে মূল্যবান কত বস্তু ছড়ান রহিয়াছে, তাহা কেহ বড় গ্রাহ্যও করে না। কাযেই পুরাতন দেওয়াল দেখিয়া আমার যে আগ্রহ, উদ্বেগ, ঔৎসুক্য হইবে, রোমানদিগের তাহা হওয়া সম্ভব নহে।

এখানে সপরিবার স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গী পাইয়াছি। তাহারা 'ফিসার পার্ক হোটেল' নামে প্রকাণ্ড আমীরি ধরণের হোটেলে বাসা লইয়াছেন। আমার হোটেলটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, সাধারণ রাজবাড়ীর তুল্য, কোন অসুবিধাই নাই। দামও "গৃহস্থপোষা।" সাধারণ ভ্রমণকারীদিগকে এ সকল সামান্য বিষয়ে লক্ষ্য দিবারাত্রি রাখিতে হয়। সেইজন্য "আত্ম-অমর্য্যাদা"র ভয়কে তুচ্ছ করিয়া অনুগামিগণের হিতার্থ বারংবার এই সব সামান্য কথার অবতারণা করিতেছি। আমার হোটেলটি স্যার রাজেন্দ্রের হোটেলের খুব নিকট। পরস্পরের দেখা-শুনার কোন অসুবিধা নাই। এক হোটেলেরই দূরের ঘরে আছি মনে করিলেই হয়। বাস্তবিকই এক একটি গ্রাম জোড়া হোটেলের একটি ঘর হইতে আর একটি ঘরে যাওয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনতুল্যই মনে হয়।

বেলা ১০টার সময় স্যার রাজেন্দ্র ও লেডি মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহাদের সাহেব কুরিয়ার (Courier) অর্থাৎ ভ্রমণ সহচরের সহিত সহর দেখিতে
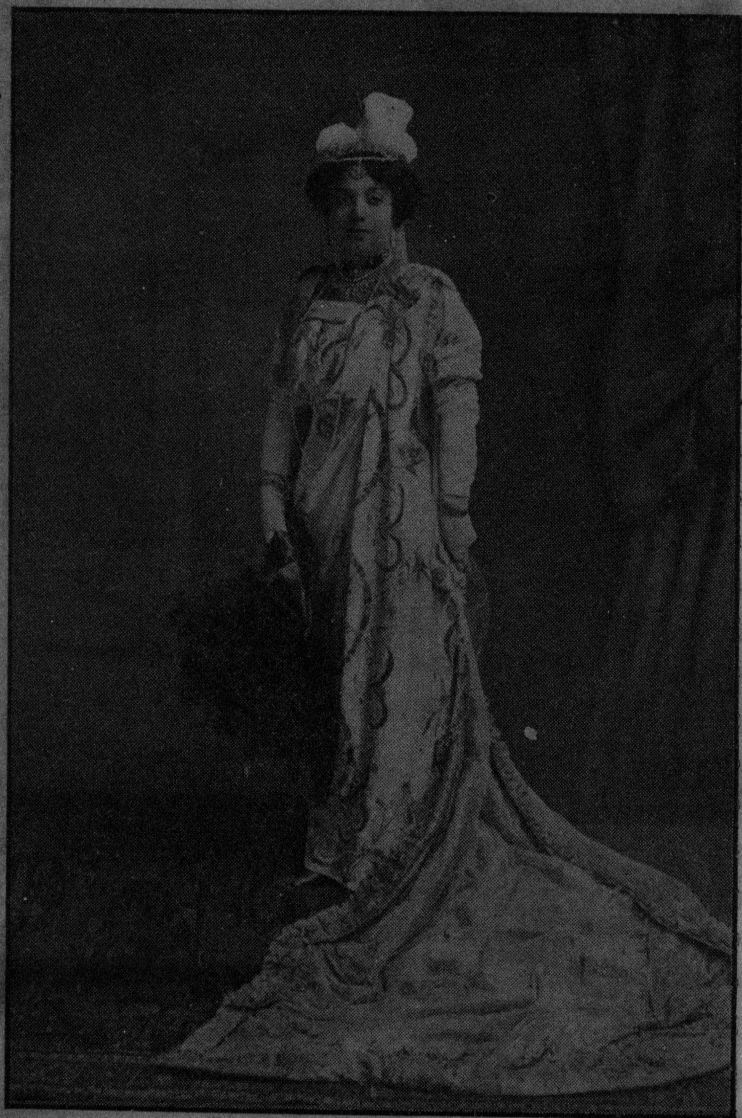
লেডি রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বাহির হওয়া গেল। ভ্রমণ-সাহায্য-জন্য বিস্তর ব্যয় করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সাহেব ভৃত্যকে বাহাল করিয়াছেন এবং খরচ বাড়াইবার পক্ষে এ ব্যক্তিও তাঁহার যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। ভ্রমণসম্বন্ধে তাহার বিশেষ কি অভিজ্ঞতা আছে এবং ভ্রমণে সে বিশেষ কি সাহায্য করিতেছে বা করিতে পারে তাহা রোমে ভাল বোঝা গেল না; কারণ, রোমের ব্যাপার অন্যান্য সহরের মত নহে। অন্য স্থানে গৃহস্থালীর সাহায্য জন্য এরূপ লোক প্রয়োজন। যে কোন স্থানের সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, তাহাতেই বলে, "আমি জানি না।" আমার জেরার চোটে বেচারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। একটা গির্জ্জার উচ্চ শিখরে মুখোপাধ্যায়-পরিবার উঠিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা গাড়ীতে রহিলেন। আমি সেই কুরিয়ারকে সঙ্গে লইয়া উপরে গেলাম। নির্জ্জনে সুবিধা পাইয়া সে আমায় অনুনয় করিয়া বলিল "আমি তিন বৎসর রোমে আসি নাই, এবং তন্নতন্ন করিয়া দেখিবার জন্যও আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। বার্লিন প্রভৃতি নূতন সহর আমার নখ-দর্পণে আছে। সেখানে সব ভাল করিয়া দেখাইতে আমার কষ্ট নাই; কিন্তু রোমের কোথায় কি নূতন হইয়াছে, জানি না।" বাবাজীর বিদ্যার দৌড় দেখিয়া আমার হাসি পাইল। আমি বলিলাম, রোমের নূতন বাড়ী ঘরদ্বার দেখিবার কাঙ্গালী আমরা কেহই নই। যে-যে জায়গার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা তিন বৎসর কেন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল; তাহা দেখাইবার জন্যই তাহাকে আহ্বান হইয়াছিল মাত্র। পাণ্ডাজীর তীর্থমহিমাসম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখিয়া যাঁহারা তীর্থসম্বন্ধে হতশ্রদ্ধ হন তাঁহারা এইরূপ পথপ্রদর্শকের সাহায্যে বিপদে পড়েন। এরূপ অবস্থায় তাহাকে অপ্রস্তুত করিয়া আমার-ফল কি? স্যার রাজেন্দ্র সব কথাই সহজে বুঝিতে পারিলেন; অনুরোধ করিলেন যে প্রণালীতে অল্প সময়ের মধ্যে সহর দেখা ভাল হয়, আমি যেন তাহার একটা ফর্দ্দ করিয়া দিই; ওদিকে পাণ্ডাজীও "যথাজ্ঞানং করবানি" করুন। অগত্যা আমার নির্দ্দেশমতই অতঃপর সহর দেখা হইতে লাগিল। স্যার

রাজেন্দ্র সর্ব্বত্র মুক্তহস্ত। সাহেব ভৃত্যের হাত দিয়াই সব খরচ। এবার য়ুরোপ ভ্রমণে নাকি তাঁহার ইতিমধ্যেই ছাপ্পান্ন হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে! আমাদের রোম-দর্শনব্যাপার নিতান্তই তাড়াতাড়ি-সারা-গোছের হইল।

Scala Sancta প্রাচীন গির্জ্জা দেখা হইল। এখানে প্রাচীন ছবি বিস্তর আছে। এখানে একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। তারকেশ্বরের যাত্রীরা "দাণ্ডা" কাটিতে-কাটিতে যেমন মন্দিরের দিকে যায়, এখানেও উপাসকেরা হাঁটু গাড়িয়া মন্ত্রপাঠ করিতে-করিতে এক একটি সিঁড়িতে উঠিতেছে। মন্ত্র ভুল হইলে আবার নামিয়া আসিয়া নীচে হইতে তেমনি করিয়া উঠিতে হয়। কঠোরতায় হিন্দুয়ানী হার মানিয়া যায়। তাহাদের প্রদর্শিত "পিপীলিকা মার্গ" অবলম্বন না করিয়া "পক্ষীমার্গ" অন্বেষণ করিতে হইল। আমি "তত্ত্বান্বেষীর" ন্যায় সিধা পথ ধরিয়া পাশের সিঁড়িদিয়া উঠিয়া গির্জ্জা দেখিয়া আসিলাম। কুরিয়র সাহেব এইস্থানেই নিভৃতে নিজ বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, জেরুসালেমে পেটা পনটিয়াসের বিচার-গৃহের যে সিঁড়িতে দণ্ডপ্রত্যাশী যীশু-খৃষ্ট শেষবার উঠিয়াছিলেন, ইহা সেই সিঁড়ি; জেরুসিলাম হইতে এখানে ইহা সশরীরে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। যীশু-পদস্পর্শে পবিত্র সোপানে মানুষ আবার পা দিবে কি করিয়া? সেইজন্য এইভাবে উঠিতে হয়। সুন্দর ভাবটি বটে!

সেণ্ট বম্বিনো ডি আর্কটিক্ গির্জ্জায় হোলি চাইল্ডএর (পবিত্র শিশুর) সোণা-রূপা-হীরা-জহরৎ-মোড়া মূর্ত্তি বিরাজমান। সাক্ষাৎ "বালগোপাল।" শিশুদিগের অসুখ ভাল হইলে পিতামাতার "মানতের" দেওয়া গহনা বালগোপালকে পরাইয়া রাখিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করাইয়াছে। এখানে এই বালগোপালের বিশেষ সমাদর। মূর্ত্তির চিত্রের বিক্রয় খুব। সৌন্দর্য্যে ম্যাডোনা এণ্ড চাইল্ড, মা যশোদা ও কৃষ্ণকেও হারাইয়াছে। দক্ষিণাভুয়িষ্ঠ মুখোপাধ্যায়-পরিবারের কৃপায় স্থানীয় পাণ্ডাজীর প্রীতিচিহ্নস্বরূপ

বালগোপালের সুন্দর ছবি উপহার পাইলাম। দক্ষিণা প্রণামী না পাইলে মূর্ত্তিও সকলকে দেখায় না। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের নামে এইরূপ অত্যাচার একই ভাবের।

তাহার পর আরও কয়েকটি স্থান দেখিয়া 'গোল্ডন হাউস অফ নিরো' দেখিয়া কলোসিয়ম গেলাম।

কলোসিয়ম এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। মধ্যস্থলে এরেনা। এইস্থানে গ্ল্যাডিয়েটরদিগের কুস্তিলড়াই হইত। এখানেই আদি খৃষ্টানদিগকে তদানীন্তন রোমের নর-ব্যাঘ্রেরা সিংহ-ব্যাঘ্র দিয়া খাওয়াইবার আমোদ অনুভব করিতেন এবং সভ্য রোমসম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও ওমরাহেরা চারিদিকের নিরাপদ উচ্চাসন হইতে অমানুষ আনন্দের সহিত উৎসব দেখিতেন, "অ্যাডলিও" শব্দে গগন ফাটিত। যেখানে মানুষে বাঘে লড়াই নহে, বাঘের মত মানুষে মানুষে লড়াই, সেখানে পরাহত গ্ল্যাডিয়েটারের দণ্ডস্বরূপ মৃত্যুসঙ্কেতরূপে The Emperor used to turn down his thumb. আজ রোমের ভগ্নস্তূপ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। নিকটেই 'নিরোস টাওয়ার্স'। প্রজ্বলিত রোম দেখিতে দেখিতে নরপিশাচ নিরো এইখানে বংশীবাদন করিয়া ইতিহাসে "অমর" হইয়া গিয়াছে। কলোসিয়মের ভিতরে ভেসট্যাল ভারজিনদিগের এক নূতন মন্দির সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভেস্‌ট্যাল ভারজিনদিগের পুরাতন মন্দির সহরের বাহিরে আছে, তাহা পরে দেখিলাম।

কলোসিয়ম হইতে ক্যাপিট্যল্, ফোরম্, রোসট্রাম, টেম্পল্ অব স্যাটার্ণ ইত্যাদি দেখিতে গেলাম। ইতিহাসে ও গাইড-বুকে এ সকলের বর্ণনা যথেষ্টই আছে। অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সিসিরো, সেনেকা যেখানে জ্বলন্ত বক্তৃতায় জগৎ মাতাইয়াছিলেন, সিজারের মৃত্যুর পর এণ্টনি, ব্রুটাসের বিরুদ্ধে যেখানে রোমানদিগকে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মোহিনীশক্তিতে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ-প্রান্তরে দাঁড়াইয়া নীরবে দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

পুরাতন বাড়ীগুলির মধ্যে পার্থিয়ন্ সর্ব্বাপেক্ষা সুরচিত। ইহারও ব্রোঞ্জ গেট্স্ দেখিবার চমৎকার জিনিস। ভিতরের ডুমটি প্রকাণ্ড ও সুন্দররূপে আলোকিত। দেওয়ালে কোথাও-কোথাও ফাট ধরিয়াছে। ভিক্টর এম্যানুয়েল্ ও কিং হাম্বার্টের সমাধি এইস্থানে আছে। র‍্যাফেলের সমাধিও এইস্থানে। সেণ্ট পিটার্স স্কোয়ারের পশ্চাতে পোপদিগের বাসস্থান ভ্যাটিক্যানের মধ্যস্থলে গগনস্পর্শী সেণ্ট পিটারের অনিন্দ্য ডুমের প্রতি অনিমিষনেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়। 'ফিলসফী অফ হিষ্ট্রি' প্রণেতা আরনোল্ড বলিয়াছেন যে সেণ্ট পিটার দেখিয়া প্রথমেই হতাশ হইতে হয়;—তাহার পর ক্রমশঃ মানসচক্ষে উপলব্ধি করিতে করিতে তাহার সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়—আজ তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। সেই মধ্যাহ্নসূর্য্যবিভাসিত বিশ্ববিখ্যাত মন্দির-প্রধানের সৌধচূড়া দেখিয়া হৃদয়ে যুগপৎ কত ভাবের উদয় হইল তাহার বর্ণনা অসম্ভব। সকল ভ্রমণকষ্ট সফল মনে হইল।

মধ্যমন্দির ও পার্শ্বের সবমন্দির যেমন উচ্চ, তেমনি সুন্দর আলোকে আলোকিত। ভিত্তিগাত্র সমস্তই বহুমূল্য চিত্রশোভিত। চতুর্দ্দিকেই বহুমূল্য প্রস্তর ও ব্রোঞ্জমূর্ত্তি সজ্জিত রহিয়াছে। মার্ব্বেলের দেওয়াল, মার্ব্বেলেরই থাম—কি দেখিব, কাহাকে রাখিয়া কাহার প্রশংসা করিব, খুজিয়া পাই না। সেণ্ট পিটারের সমাধিটী মধ্যস্থলেই। বিশেষ প্রণামী দিয়া নীচে যাইয়া দেখিতে হয়। সেই স্থানে কেনোভা-রচিত পোপের এক সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি ও দুই পার্শ্বে এ্যালাবাস্টার নির্ম্মিত দুই অপূর্ব্ব স্তম্ভ আছে। প্যারিস ইনভ্যালিডেস নেপোলিয়নের সমাধির উপরকার থাম ইহারই অনুকরণে রচিত। প্যারিসের কলোসিয়মের স্থাপয়িতা নেপোলিয়ন রোমের পুরাতন কলোসিয়মের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন; ভ্যাটিকানের সার-রত্ন সমস্ত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ।

সেণ্টপিটার গির্জ্জায় সোণা, রূপা, কিংখাব, রেসমের সব আসবাব (স্যাক্রিষ্টি) ভিতরে রক্ষিত; স্বতন্ত্র দর্শনী দিয়া দেখিতে হয়। এত ধনরত্নসম্ভার ধর্ম্মকার্য্যের নামে সংগৃহীত হইয়াই ধর্ম্মের পতনের সূত্রপাত হইয়াছিল, সন্দেহ

নাই। আমাদের দেশের মতই অনেক ধনরত্ন সময়ে-সময়ে নানা বিজয়ী লুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

সেণ্টপিটারস্ সৌন্দর্য্য সম্ভোগ সুখ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হোটেলে জলযোগের জন্য ফিরিয়া আসা দুষ্কর হইল। 'সেণ্ট পলস্ প্রিজন' দেখিতে গেলাম। সেণ্ট পলকে কারাবদ্ধ করিয়া এইখানেই তাঁহার মস্তক ছেদন করা হয়। জনশ্রুতি এই যে সেণ্টপলের ছিন্নমুণ্ড লাফাইয়া তিন বার গিয়াছিল এবং কথাও কহিয়াছিল। এরূপ জনশ্রুতি আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ নহে।

পুনরায় কলোসিয়ম, ফোরম, ক্যাপিটলের পথ দিয়া দূরে প্যালাটাইন হিল দেখিয়া 'রিমেন্স অফ দি ওয়ালস্ অফ রমুলাস' দেখিতে গেলাম। এক্ষণে 'বাথস্ অফ কারাকুলা' একটি প্রকাণ্ড স্তূপ মাত্র; কিন্তু নির্ম্মাণ-প্রণালী এত সুন্দর যে, যেটুকু দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মিস্ত্রীর হিসাব যেন এখনও চুক্তি হয় নাই।

য়্যাপিয়ান রোড হইয়া ক্যাটাকুম্বে যাওয়া হইল। সঙ্গীদিগের সেই পাতাল-বিবরে নামিবার ইচ্ছা না হওয়াতে জ্বলন্ত বাতি লইয়া আমি একাকী স্থানীয় পথপ্রদর্শক লইয়া নীচে গেলাম। অত্যাচার-জর্জ্জরিত নবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত আদিম খৃষ্টানেরা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য জীবন তুচ্ছ করিয়া এইখানে লুকাইয়া থাকিতেন ও এইখানেই গোপনে ইষ্টপূজা করিতেন। মাটীর নীচে পাঁচতলা কবরস্থান। ইহার মধ্যে সব সুড়ঙ্গপথ, প্রায় ১২ মাইল লম্বা। মধ্যে মধ্যে ভিত্তিগাত্রে খৃষ্টীয় উপাসনার আদিম গুহ্যচিহ্ন "মৎস্যধ্বজা"। আদিম খৃষ্টীয় উপাসনার সহিত মৎস্যচিহ্ন অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। ইহার তথ্য কি বুঝা যায় না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, ঠাণ্ডাও বেশ বোধ হইতেছিল; সঙ্গীদিগকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করাইয়া রাখা উচিত বোধ হইল না।

ফিরিবার পথে নদীতীরে সুদর্শন সেতুর উপর 'কাস্‌ল্ অফ সেণ্ট এ্যাঞ্জিলো' দেখা হইল। ইহা মেরামত হইয়া এখন কেল্লার কায করিতেছে। প্যালেস অফ জস্‌টিস্ ও মনুমেণ্ট অফ কিং এমানিউয়েল নূতন শ্বেতপ্রস্তরের প্রকাণ্ড ও সুন্দর

বাড়ী এখনও শেষ হয় নাই। বাজপ্রাসাদ কুইরিনাল প্রকাণ্ড অট্টালিকা। কিন্তু ইহাব বহিঃশোভা বিশেষ কিছু নাই। নূতন পুরাতন প্রকাণ্ড কতকগুলা বাড়ীর সমষ্টি মাত্র।

ষ্টাটু অফ মোসেস এবং ফ্রেয়াব ফাউনটেন দর্শনযোগ্য এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সহবের নিতান্ত অল্পপবিসব স্থানে আছে বলিয়া এ সকল অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শনেব শোভাব তত সমাদব হয় না।

বুধবাব, ৪ঠা সেপ্টেম্বব—আজ প্রথমে কাপুচিন মঙ্কদিগেব কনভেণ্টে যাওয়া হইল। পথে পালাজো ডি অবসিনি ও পালাজো ডি কলোনা বলিয়া বেয়েন্‌জি আখ্যায়িকায় উল্লিখিত দুই ইটালিয়ান ওমবাব পালাজো দেখিয়া যাওয়া হইল। পালাজো কলোনা এখন পিক্‌চার-গ্যালাবি। বোমেব চাবিদিকে অসংখ্য পিক্‌চাব গ্যালাবি। সমস্ত দেখিবাব সময় হওয়া দুঃসাধ্য। ট্রেভি ফাউনটেন, কলোসিয়াম, ব্যাপিটল, ফোবম, ক্লিওপেট্রা নিড্‌ল প্রভৃতির সহিত পুনরায় ভাল কবিয়া পবিচয় কবিয়া ভেটিক্যান অর্থাৎ পোপের আবাসস্থানে যাওয়া হইল। পথে পুনরায় সেণ্ট পিটাবেব গির্জ্জা স্কোয়াব কলোনেড দেখা হইল, কাবণ ভেটিক্যান সেণ্ট পিটাবেব ঠিক পাশেই। আজ সেণ্ট পিটাব প্রদক্ষিণ করিতে হইল; সেই মহান্ স্তূপের পবিমাণ প্রদক্ষিণ কবিয়া কতক বোঝা গেল।

ভেটিক্যান্ প্রকাণ্ড অট্টালিকা। তাহাব চারিদিকে এবং ভিতরে সুন্দর বাগান আছে। (Pope) পোপ এইখানেই অবস্থান করেন; সহবে তাঁহাব কোন অধিকাব নাই। ম্যাজিনি ও গারিবল্ডিব সহিত যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার পতনেব পর হইতে তিনি এক রকম ভেটিকানেই বন্দী।

ভেটিকানের মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারি প্রভৃতি যাহা দেখিলাম, তাহার বর্ণনা দূবে যাউক, যথেষ্ট উল্লেখ কবা পর্য্যন্ত আমার সাধ্য নহে। এত Sculpture, Fresco-Tapestry, Oil-paintings, Marble Baths and Vases আছে যে, মাসাবধি তন্নতন্ন করিয়া দেখিলেও তাহার শেষ হয় না।

ফিরিবার পথে পার্সিও নামে সাধারণের আরামের বাগান হইয়া আসা হইল। সেখান হইতে রোমের সমগ্র দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। পুনরায়

বৈকালে নগর-দর্শন করিতে করিতে জানিকিউলাম হিলে যাওয়া হইল। দূরে প্যালাটাইন হিল, য়্যালপাইন হিল, টিভোলি ভিল। দেখিতে পাওয়া গেল। পথে " টাসোস্ ক্লইষ্টার "। কবি টাসো এইখানে বাস করিতেন, তাঁহার ঘরখানি যেমনটি ছিল, ঠিক তেমন সাজান রহিয়াছে। তাঁহার লিখিবার প্রকরণগুলিও ঠিক তেমনিভাবে রাখা হইয়াছে। যে ওক্ গাছের তলায় তিনি বেড়াইতেন তাহার কাঠ কাটিয়া যত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

জানিকিউলাম পাহাড় হইতে রোমের দূরদৃশ্য ও " প্যানোরামা " বড়ই হৃদয়গ্রাহী। সেই পাহাড়ের শীর্ষদেশে দেশোদ্ধারকর্ত্তা গ্যারিবল্ডির প্রস্তরমূর্ত্তি। বীরের প্রতিমূর্ত্তি উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিয়া উপযুক্ত সম্মান করা হইয়াছে।

কিছু দূরেই ফোন্টানা যুটেন নামে কৃত্রিম প্রস্রবণ বড়ই সুদৃশ্য। পাহাড় হইতে নামিবার পথে পিরামিড্ অফ কেয়াস সিস্টাস দেখিয়া সেণ্ট পল্স্ গির্জ্জায় গেলাম। এত বড় প্রকাণ্ড হল কখন দেখি নাই। ৮০টা গ্রানাইট্ পাথরের থামের উপর প্রকাণ্ড ছাত। মার্ব্বেল পাথরের দেওয়াল এবং স্তম্ভের সারিগুলি বিচিত্র বর্ণের মার্ব্বেলের, অতি চমৎকার। মধ্যস্থলের "চাঁদোয়া" ধরিবার জন্য ৪টা ভিনিস্ মার্ব্বেল কলমের শোভা অতুলনীয়। অনেকে বলেন যে ইহা porphery। এত বড় একএকটা পর্ফারি যে হওয়া সম্ভব, তাহা জানিতাম না। ভিতরের বাগান ও তাহার চারিপার্শ্বের ক্লইষ্টার বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। সুন্দর-সুন্দর জিনিস অনবরত দেখিয়া ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে—কি ফেলিয়া কি দেখিব, কি বর্ণনা করিব, বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব নিরস্ত হওয়াই ভাল। মনে ও মস্তিষ্কে মহান্ এবং সুন্দরের ছবি ও ছায়া লইবার স্থান নাই, এইরূপ বোধ হইতেছে।

রোম-ভ্রমণ সাঙ্গ হইল। য়ুরোপে আসা অবধি অনেক স্থানই ত দেখিলাম। কিন্তু প্রাচীন কীর্ত্তির একত্র সমাবেশ, এরূপ কোথাও দেখি নাই। প্রাচীন রোমক সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ ভগ্নাবশেষগুলিই অধিকতর মনোরম। যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহার চিত্র আমরণ উজ্জ্বল থাকিবে।

নেপল্‌স্‌

বৃহস্পতিবার, ৫ই সেপ্টেম্বর।—বৈকালে ৩টার সময় নেপল্‌স্‌ পৌঁছিলাম। রোম হইতে স্যার রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সপরিবারে আমার সহযাত্রী হইয়াছেন; মোটরে সহর বেড়াইতে যাওয়া গেল। আমাদের হোটেলটি সমুদ্রের উপরেই। অর্দ্ধচন্দ্রাকার সমুদ্র-শোভা এখানে বড় মনোরম। কেবল এই নেপল্‌স্‌ উপসাগর দেখিবার জন্যই অনেকে বহুদূর হইতে এখানে আসেন। সেই উপসাগরের অর্দ্ধচন্দ্রের ঠিক মধ্যস্থলেই এই হোটেল অবস্থিত। এখান হইতে দুইদিকেরই সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপল্‌সের উপসাগর অনেকটা বম্বে উপসাগরের ধরণের। সহরটি খুব বড় না হইলেও মন্দ নয়। অন্যান্য সহরের ন্যায় রাজবাড়ী, মিউজিয়ম প্রভৃতি সমস্তই দস্তুরমত আছে। সমুদ্রের তীর দিয়া বেড়াইতে-বেড়াইতে পাহাড়ের ধার দিয়া এস্ক্যান্‌ দ্বীপের নিকট পর্য্যন্ত যাইলাম। একদিকে উচ্চ পাহাড়, অপরদিকে গভীর সমুদ্র; সম্মুখে দ্বীপের উপর বাড়ীগুলির শোভা বড় মনোরম। জনশ্রুতি আছে যে সেণ্ট পিটার, সেণ্ট পল এবং য়ুলিসিস্‌ এইস্থানেই নাকি নামিয়াছিলেন। পাহাড়ের উপরের কেল্লা হইতে সমুদ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার সহরের দৃশ্য সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। কেল্লাটি পুরাতন ধরণের; কতকটা এডিনবার্গ ক্যাস্‌লের ধাঁজের। তুর্কী যুদ্ধের ৩৪০ জন বন্দী এখানে এখনও আছে।

কেল্লার উপর হইতে ভেস্ক্যান্‌, হার্ম্মল্যান্‌, কেপস্‌, সন্‌রিটো, ক্যাস্‌ল্‌টন্‌ প্রভৃতি স্থান বেশ দেখিতে পাওয়া গেল। ছয় বৎসর পূর্ব্বে বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের সময় গাছপালা একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সহরের কতকটাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লালরঙের 'লাভা' অর্দ্ধেক পাহাড় আবৃত করিয়া, সমস্ত পাহাড়টাকে কতকটা লাল্‌চে ধরণের করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই অপর পার্শ্বে পম্পিয়াই সহরের ধ্বংসাবশেষ।

আহারের পর হোটেলের বাহিরে নেপলিট্যান্ জেলেরা তাহাদের জাতীয় বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল। সমুদ্রের উপর বলিয়াই হউক, বা সুর মিষ্ট বলিয়াই হউক, সময় ও স্থানগুণে তাহাদের সঙ্গীত বড় মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তাহারা আশাতীত পারিতোষিক পাইল। স্যার্ রাজেন্দ্র মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন।

লেডি মুখার্জ্জীর সকল বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বেশ আছে। তিনি নিজহস্তে সুন্দর ছবি আঁকিতে পারেন। সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্য তিনি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় লক্ষ্য করেন। ইংলণ্ড ও য়ুরোপ দুইবার ভ্রমণ করিলেন; মুক্তহস্ত স্বামীর ব্যয়ে অকুণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের নিজ বন্দোবস্তে ভ্রমণের কোন বাধাবিঘ্নই নাই। ভ্রমণকালেও তিনি নিজ পূজা-পদ্ধতি ত্যাগ করেন নাই। কমনীয় ব্যবহারে সকলেরই স্নেহ-শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবেন।

৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।—আজ প্রাতে উঠিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গেলাম। দুরবিস্তৃত নেপল্‌সের শোভা বড়ই মনোরম। দুইদিকে উপসাগরের দুই বিস্তৃত বাহু সহরটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অপর-দিকে তৃণ-লতা-বৃক্ষশোভিত পাহাড় শোভার আরও বৃদ্ধি করিতেছে। অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলাম। এখানে সমুদ্রের শান্ত তরঙ্গ দেখিয়া পুবীর চঞ্চলোর্ম্মির কথা মনে পড়িল; "বহু"মার মতে তরঙ্গের ভিতব সমুদ্রের নাচ, গান, হাসি, কান্না, রাগ, অভিমান ইত্যাদি দেখিতে পাওয়ার গল্প মনে পড়িতে লাগিল।

স্নানের জন্য সমুদ্রতীরে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে; কারণ, এখানে সমুদ্র একবারে গভীর, কাজেই তীরভূমি পাকা উচ্চ "পোস্তা" বাঁধাইয়া রক্ষিত। ঢালু সমুদ্র তীরে সাধারণ লোকে ইচ্ছামত যেরূপ স্নান করিতে পারে, এখানে তাহা পারে না। পৃথক দর্শনী দিয়া স্নানাগার সাহায্যে সমুদ্র স্নান করিতে হয়। নিকটেই বন্দর-রক্ষার জন্য দ্বিতীয় কেল্লা আছে। গতকল্য যে কেল্লার উপর হইতে সহর দেখিয়াছিলাম, তাহা দূরে পর্ব্বতশিরে বিন্দুর ন্যায় দেখা যাইতেছিল মাত্র। দূরতাবশতঃ কেল্লাটি পর্ব্বত-শিখরস্থ গৃহ-তরু-লতার সহিত মিশাইয়া রহিয়াছে মনে হইল। নেপল্‌স্ উপসাগর গভীর বলিয়া

বিস্তর বড়-বড় জাহাজ এখানে আসে। ইটালীর ইহা একটা প্রধান বন্দর প্রায় জেনোয়া-ভিনিসেরই সমকক্ষ। আপাততঃ যুদ্ধের সময় ইহার উপকারিত এবং প্রসিদ্ধি আরও বাড়িয়াছে। সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে স্যাং রাজেন্দ্রের সহিত দুঃখের-সুখের অনেক কথা হইল।

বেলা ১১টার সময় ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। পম্পিয়াই নগরীর ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া যে সকল সুরম্য প্রস্তরমূর্ত্তি ও অন্যান্য কারু-কার্য্যের নিদর্শন এবং গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ এই স্থানে রক্ষিত। কাউণ্ট অফ্ ফেরেন্স নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি রোমের

বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাত।

বাথস অফ্ কারক্যালা হইতেও অনেক শোভন প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য মিউজিয়মের মত চিত্র ও ট্যাপেষ্ট্রি, পটারী, ব্রোঞ্জ প্রভৃতিও যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে পম্পিয়াই হইতে আনীত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলিই প্রধান স্থান পাইযাছে। সংগ্রহ-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। কাশীর উপকণ্ঠে সারনাথেও এইরূপ মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অপরাহ্নে পম্পিয়ার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাওয়া হইল। স্থানটি এখান হইতে ১৫ মাইল। রাস্তা অতি কদর্য্য। নেপলস্‌বাসীরা রাস্তার নিয়ম মানিয়া চলে না। গাড়ীর গাড়োয়ানেরা, মোটর-চালকেরা ও পথিকেরা

ক্রমাগত কোলাহল, ঝগড়া, মারামারি করিতেছে। পথে দুর্ঘটনা যে কেন আরও বেশী হয় না, তাহাই আশ্চর্য্য। রাস্তা ১৫ মাইল; একটানা সহরের ভিতর দিয়াই অনেক দূর যাইতে হইল। অতএব ভাল করিয়া সহর দেখিবার সুবিধা হইল। রাস্তার একধারে বরাবরই বাড়ী; অনেক স্থলে দুইধারেও আছে।

উচ্চ পাহাড় কাটিয়া পম্পিয়াই সহর নির্ম্মিত হইয়াছিল। একদিকে উচ্চ-ভিসুবিয়স পর্ব্বত, অপরদিকে গভীর সমুদ্র; মধ্যে এই পাহাড়ের উপর গৌরবশালী পম্পিয়াই ছিল। খৃষ্টজন্মের আশি বৎসর পূর্ব্বে একদিন আগ্নেয়গিরির উৎপাতে নিমেষের মধ্যে সোণার সহর ছাই হইয়া গেল। জ্বলন্ত লাভার (Lava) স্রোতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, গৃহ, উদ্যান, প্রাঙ্গণ, মহাশিল্পসম্ভার, ধনগৌরব, সব প্রোথিত হইযা গেল; চিহ্নমাত্রও রহিল না। রহিল কেবল নাম ও স্মৃতি। তাহার পর কতকাল সেইভাবে কাটিয়া গেল। পরে একশত বৎসর ধরিয়া খননকার্য্য করিয়া সহরের কতক-কতক অংশ আধুনিক জগতের সম্মুখে উপস্থিত করা হইযাছে। যতটুকু ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইযাছে তাহা অপূর্ব্ব। এখনও খননকার্য্য চলিতেছে। ১৮৯৪ সালে নূতন যে সকল আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার মধ্যে একজন ধনীর গৃহ (house of a private gentleman) পাওয়া গিয়াছে। তাহার উদ্যান, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভ, গৃহ, ভিত্তিগাত্রে রম্যচিত্র, প্রস্তরের ও ব্রোঞ্জের পুত্তলী ও জলাধার, ইত্যাদি প্রায় পূর্ব্বেকার মত অবস্থায়ই আছে।

পম্পিয়ার ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃতভাবে দেখা ও তাহার বিবরণ লিখিবার চেষ্টা করা অসম্ভব। অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর দেখা সম্ভব দেখিয়া, একটা সাধারণ ধারণামাত্র করিয়া লইলাম।

পাহাড়ের উপর উঠিবার পথ ও সাধারণ সব পথ খুব বাস্তা মোটা পাথর দিয়া বাঁধান। তাহার দুইধারে ড্রেন আছে, ফুটপাথ আছে, বর্ণ কোম্পানির ক্লে-পাইপের মত পাইপ আছে। জল লইয়া যাইবার সীসার নল পর্য্যন্ত দেখিলাম। টুরিষ্ট মহাপ্রভুরা স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ পাছে কাটিয়া লইয়া যান,

এই ভয়ে, লোহার জাল দিয়া তাহা ঢাকিতে হইয়াছে। এই চাক্ষুষ প্রমাণ-সত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্ববিৎ কোন-কোন ইঞ্জিনিয়ার স্পর্দ্ধা, দাম্ভিকতা ও অজ্ঞতা একাধারে প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, "২০০০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ সুন্দর লেড-পাইপ গঠন অসম্ভব; পরে কেহ বসাইয়া দিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে।" এ জুয়াচুরিতে কাহার কি স্বার্থ আছে বুঝিতে পারিলাম না। কণারকের লোহার কাজ দেখিয়া অনেক বিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার স্থির করিয়াছিলেন যে, "৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা লোহার এত সুন্দর জিনিষ তৈয়ারি করিতে পারিত ইহা অসম্ভব কথা, ইহা আধুনিক জুয়াচুরি।" এসকল কথার উত্তর নাই; উত্তর দিবার চেষ্টা করাও বৃথা।

ছোট-বড় সমস্ত রাস্তাই পাথর-বাঁধান। অধিকাংশ রাস্তায় চেরিয়ট চলিত। চেরিয়টের চাকা চলিয়া-চলিয়া পাথরের উপর যে গভীর দুইটি দাগ বা "নেমিবর্ত্ম" পড়িয়াছিল, তাহার স্পষ্ট চিহ্ন এখনও রহিয়াছে। অধিকাংশ বাড়ী ও ঘর ছোট-ছোট। তখন নিজ-নিজ বাসগৃহসম্বন্ধে বড় কেহ ভাবিত না। সাধারণের মিলিত হইবার গৃহপারিপাট্য সম্বন্ধেই বেশী যত্ন ছিল। টেম্পল অফ এ্যাপোলো, ফোরম্, কমিক এণ্ড ট্র্যাজিক থিয়েটার, ট্রায়াঙ্গুলার ফোরম্, এরেণা প্রভৃতি সাধারণ যে সব স্থান বাহির হইয়াছে, সে সকল বহুবিস্তৃত ও শিল্পশোভিত। গৃহ বা স্তম্ভ অধিকাংশই ইষ্টক নির্ম্মিত; স্তম্ভশিরে প্রস্তরের কারুকার্য্য বহুস্থানে ছিল। প্রস্তর ও ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিও যথেষ্ট। বাসগৃহের দেওয়ালে আমাদের দেশের মত "কোলোঙ্গা" ও "চালচিত্রের" ছড়াছড়ি। দেওয়ালে রঙ্গীন আলিপনা এবং মেঝেতে অতি নিখুঁৎ ধরণের মোজেইক কাজগুলি এখনও সুন্দর রহিয়াছে। এমন কি ফুটপাথেও মোজেইক কার্য্যের অভাব নাই।

বাড়ীতে বা দোকানে মাটির জলের জালাগুলি যেমন বসান ছিল, অনেক জায়গায় এখনও তেমনি আছে। মাটির বাসন, লোহার বাসন, বাক্স, সিন্দুক, ব্রোঞ্জের প্রদীপ প্রভৃতি গৃহস্থালীর যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা একটি মিউজিয়াম করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে

নরকপাল, নর-অস্থি, পশু-পক্ষীর অস্থি, ধ্বংসাবশেষ খনন করিতে করিতে পাওয়া গিয়াছে; তাহা যত্ন করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। কয়েকটি পূর্ণাবয়ব নরনারী, শিশু এবং পশুদেহ পাওয়া গিয়াছে; লাভা ও ভস্মে আচ্ছন্ন হইয়া, এই দুইসহস্র বৎসর অটুটভাবে রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায় তরল প্রস্তর-লৌহস্রোতে চাপা পড়িয়া প্রাণ দিয়াছিল; তাহার দেহ সেইভাবেই জমিয়া গিয়াছে। এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত ছিল ব'লিয়া অটুট ছিল; কিন্তু এখন বাহিরের জল-হাওয়ার গুণে ধ্বংসাবশেষ সব নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। যে সকল নরদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একটা নাকি এক চোরের। অপহৃত দ্রব্য লইয়া পলাইতে-পলাইতে প্রাণ দিয়াছে; কিন্তু সেই দ্রব্যের মায়া তখনও ছাড়ে নাই। অপর দুইজন ঝগড়া করিতে করিতে মরিয়াছে।

যে স্থানে গ্লাডিয়েটরদিগের যুদ্ধ হইত, তাহার পার্শ্বেই বন্দীনিবাস ছিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েকজন বন্দী যে ভাবে দাঁড়াইয়া মরিয়াছে, তাহাদের দেহ সেইভাবেই সশৃঙ্খল অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ভীষণ মৃত্যু ও তাহাদিগের অস্থি-পঞ্জরকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে পারে নাই; তাহারা মরিয়াও পলাইতে পারে নাই। যাহারা এই হতভাগ্যদিগকে বন্দী করিয়া উৎসবস্থানে প্রাণনাশের পাশব ব্যবস্থা করিয়া আমোদের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা পলাইবার পথ পাইয়াই বা পলাইতে পারিল কই? "মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

লর্ড লিটনের "Last days of Pompii" পুস্তকে এই অগ্ন্যুৎপাতের জ্বলন্ত বর্ণনা আছে। আজকাল বায়স্কোপেও ইহার পুনরভিনয় হয়। পম্পিয়াই নগরের পূর্ব্বে যে সভ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ত গিয়াছেই; বহু কালপরে যাহা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও গিয়াছে, পম্পিয়াইও গিয়াছে। ধর্ম্ম-রাজ্য যতদিন ছিল, রোমের গৌরব ততদিন অক্ষুণ্ণ ছিল; পাপ প্রবেশ করাতেই অধঃপতনের সূচনা হইল। এই ইটালিতেই ২।১ সহস্র বৎসরের মধ্যেই কত যুগ-যুগান্তর হইয়া গেল। এ মহাশ্মশানের দৃশ্য দেখিয়া হিন্দুর মনে স্বতঃই নানা ভাব তরঙ্গের উদয় হয়; সঙ্গেসঙ্গে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে হয়

যে, বহু সঙ্ঘর্ষে ও বহু পরিবর্ত্তনেও হিন্দুসমাজ, হিন্দুসভ্যতা এখনও "যেন তেন প্রকারেণ" টিকিয়া আছে। এখনও সাবধান হইয়া, আপনাকে বুঝিয়া চলিতে পারিলে এবং ধর্ম্মরাজ্যের গৌবব অটুট রাখিবার সংকল্প দৃঢ় রাখিতে পারিলে, সেই ছিন্নভিন্ন ভগ্ন সমাজ এখনও বহুকাল টিকিয়া থাকিবে। অদূরে ভিসুবিয়সের "ভীষণ শৃঙ্গ" কয়েকশত ফুট উচ্চ, কিন্তু অগ্নিগর্ভ। বারংবার অগ্ন্যুৎপাতে আপাততঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছে। সূক্ষ্ম ধূমরেখা অভ্যন্তরস্থ তেজের পরিচয় দিয়া জগৎকে সাবধান করিয়া দিতেছে, আবার কখন মহাপ্রলয় সাধন করিবে তাহার স্থিরতা নাই। ছয় বৎসর পূর্ব্বে সামান্যরূপ অগ্ন্যুৎপাত হইয়া পাহাড়তলীর যে গ্রাম নষ্ট হইয়াছিল তাহার পুনর্গঠন হইয়াছে। জন্মভূমির প্রতি অধিবাসিগণের এতই মমতা যে, এই অগ্নিগর্ভ গিরিপার্শ্ব তাহারা কিছুতেই ছাড়িতে পারে না। লাভাস্রোতে গিরিগাত্র রক্তিমাভা ধারণ করিয়া তৃণলতা জন্মিবারও অনুপযোগী হইয়াছে, কিন্তু অধিবাসিগণ এ স্থান ত্যাগ করে নাই; ভগ্ন, নষ্ট গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া বাস করিতেছে। তাহাদের ধারণা যে আর বিপদ হইবে না। বারংবার বিপৎপাতের পর শিশুর ন্যায় ভগবানে ন্যস্তবিশ্বাস মানব মনে করে বিপদের শেষ হইয়াছে, আর বিপদ অসম্ভব। যাহাদের জন্মভূমির প্রতি মমতা এত সুগভীর, যাহাদের এমন জীবন্ত বিশ্বাস, তাহাদের বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া উচিত।

ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়; কিম্বা কুক এণ্ড সন্সের উদ্যোগে যে ট্রামওয়ে হইয়াছে, তাহাতেও পাহাড়ের উপর উঠা যায়। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল; অতএব এযাত্রা পাহাড়ের উপর উঠার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া গিরিপার্শ্বের শোভা উপভোগ করিতে-করিতে সহরে ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে আহারের ইচ্ছা হইল না। অসুখ হইয়াছে মনে করিয়া স্যার রাজেন্দ্র সংবাদ লইবার জন্য আমার ঘরে আসিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন। ইটালির মহান দৃশ্য দেখিয়া যে ভাবে আমি অভিভূত, তাহার আংশিক বিবৃতিতে সহৃদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও

অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এরূপ হৃদয়বত্তা না থাকিলে সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে সহজে বরণ করেন নাই।

স্যার রাজেন্দ্র ষ্টেটসম্যান পড়িয়া বলিলেন, ডাক্তার পি. সি. রায়ের লণ্ডনের য়ুনিভারসিটি-কংগ্রেসের বক্তৃতা উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে। কয়েকসহস্র উৎসাহী ছাত্র আসিয়া তাঁহার গাড়ী টানিয়াছিল। সহযোগীর এই অপূর্ব্ব সম্মানে আমিও আপ্যায়িত হইলাম; কারণ, সে সম্বর্দ্ধনার অংশ আমারও প্রাপ্য; আমিই জেদ করিয়া দাঁড় করাইয়া ডাক্তার রায়কে বক্তৃতা করাইয়াছিলাম। অতএব তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করিবার আমার অধিকার কি নাই?

ইংলণ্ডে যাঁহারা বিশেষ দয়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জনকয়েককে বিদায়পত্র লিখিলাম। ফক্সপিট লিখিয়াছেন যে, "Hague Conference' নিজ ইচ্ছাক্রমে unanimously and with acclamation have appointed you a permanent member of the International Executive—the only Asiatic on the Committee." ফক্সপীটকে বিশেষ ধন্যবাদ করিয়া পত্র লিখিলাম।

এখন বৃণ্ডিসী পৌছিয়া জাহাজে চড়িলেই একরূপ বাড়ী পৌঁছিলাম, মনে করিতে হইবে। এতদিন মন এত উতলা হয় নাই। বাড়ী যাইবার দিন যত নিকট হইয়া আসিতেছে, মনের উতলাভাব যেন ততই বাড়িয়া উঠিতেছে। পাঁচমাসেরও অধিককাল বাড়ীছাড়া। শরীর সারিয়া যাইবে মনে করিয়াছিলাম, অতিশ্রমে তাহা ত হইল না। সাধারণের শুভার্থে যে কার্য্যে আসিয়াছিলাম, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমি ত বুঝিতে পারি না। যতদূর বোধ হইতেছে, কিছুই হয় ত করিতে পারি নাই। দেশ-দর্শন-কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য শুধু এই কয়মাস ঘুরিয়া বেড়াইলাম। শেষে কি ইহাই দাঁড়াইল? কি জানি? ইহার উত্তর ত আমি দিতে পারিলাম না।

শনিবার, ৭ই সেপ্টেম্বর।—বেলা ৭।৪৫ মিনিটের সময় নেপল্‌স্ ত্যাগ

করিলাম। রেলপথ অনেকদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রতীর দিয়াই গিয়াছে। একপাশে পাহাড় অথবা বন; মাঝে-মাঝে গ্রাম, সহর বা কৃষিক্ষেত্র; আর অপরপাশে অসীম সমুদ্র। যাত্রাপথ বড়ই সুন্দর। নেপল্‌সের পর যে অফ সালার্ণোও সুন্দর স্থান। নেপল্‌স্ সহরটি সমুদ্রের কিছু উচ্চ বেলাভূমিতে সংস্থিত; কিন্তু সালার্ণোর তীর একেবারে ক্রম-নিম্ন হইয়া পুরীর সমুদ্র তীরের মত জলে মিশিয়াছে; এখানে রেল প্রায় জলের কাছে দিয়াই চলিতে লাগিল।

পথে পাহাড়ের দৃশ্যই অধিক মনোরম। চূড়া কোথাও অতি উচ্চ, কোথাও অত্যন্ত নিম্ন; কোথাও একেবারে সমতল। এইভাবে য়্যাপিনাইন পাহাড়শ্রেণী বিস্তৃত। রেলপথে এত অধিক বড়-বড় টনেল আছে যে, প্রায় একশগজ রাস্তা যাইতে দুই-তিনটি টনেল পার হইতে হয়, অর্থাৎ পাহাড়ের পর পাহাড় পার হইতে হয়; সেইজন্যই এইরূপ ঘটে। মাঝে-মাঝে একটু ফাঁক থাকায় আলো পাওয়া যায়; তাহার পর আবাব টনেল। যদি এই ফাঁকগুলা না থাকিত এবং ছোট-ছোট টনেলগুলি একটানা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় সেণ্ট গোথার্ড ও সিমপ্লনের অপেক্ষাও বড় টনেল হইত। কোথাও কোথাও বা পাহাড় প্রস্থে না কাটিয়া দৈর্ঘ্যেই টনেল কাটিয়াছে। যেখানে পাতলা পাহাড় পাইয়াছে, সেখানে পাহাড়ের গায়ে থিলান করিয়া আলো এবং হাওয়া আসিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এরূপ "জানালা" দেওয়া টনেল পূর্ব্বে দেখি নাই। টনেল পার হইয়া মাঝে মাঝে, 'rugged wild mountain scenery" দেখিলাম; আলপস্ পার হইবার সময় সেরূপ দেখি নাই। একদিকে বন্ধুর বৃক্ষবহুল উচ্চ পাহাড়, অপরদিকে খরস্রোতা পার্ব্বত্যনদীর মধ্যে পাহাড়ের "ledge" কাটিয়া টনেল। চমৎকার দৃশ্য। কোথাও-কোথাও বা টনেলের নীচে দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে। অগত্যা টনেলের ভিতরেই পুল বাঁধিতে হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রাইডাব হ্যাগার্ড বর্ণিত King Solomon's Mines প্রভৃতির বর্ণনা মনে পড়িতে লাগিল। বাল্যকালে সার্কাসে Brigands of Calabriaর ভয়াবহ অভিনয় দেখিয়াছিলাম, তাহাও মনে পড়িতে লাগিল। ইটালীর এইরূপ পার্ব্বত্য

প্রদেশেই বোধ হয় সেই সকল দস্যুর বাস ছিল। এখনও এ সকল পথ সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। আমি বিলাতে যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বেই, বিলাতী ডাকগাড়ী হইতে চলন্ত গাড়ীর ছাদ কাটিয়া ৫।৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুট হইয়া গিয়াছে। তাহার সন্ধান এ পর্য্যন্ত হইল না।

নেপল্‌স্‌ ইটালীর পশ্চিমকূলে, বৃণ্ডিসী পূর্ব্বকূলে। অতএব সমস্ত ইটালীটা আজ আবার পার হইতে হইল। আজ লইয়া তিনবার ইটালীকে প্রস্থে পার হওয়া হইল। নুসার্ন হইতে মিলান হইয়া য়্যাড্রিয়াটিক তীরে ভিনিস এক-বার, ভিনিস হইতে ফ্লোরেন্স ও রোম হইয়া নেপলস যাইতে দ্বিতীয়বার; আজ নেপল্‌স্‌ হইতে বৃণ্ডিসী আসিতে তৃতীয়বার পার হওয়া হইল, আজ পশ্চিম-সমুদ্র ও পূর্ব্ব-সমুদ্র-তীরস্থ নগর ও দুর্গ দেখা হইল। বিস্তর সহর, গ্রাম, কৃষিক্ষেত্র, বাগানও দেখা গেল। সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় বৃণ্ডিসী পৌঁছিলাম।

বৃণ্ডিসী।

হোটেলে আমার ঘরের নীচেই সমুদ্র। দূরে একখানি জাহাজ বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের জাহাজ কা'ল আসিয়া পৌঁছিবে। কখন জাহাজে চড়িতে হইবে, তাহা এখনও ঠিক শুনি নাই।

পুরাতন পারস্য-কাহিনীতে পড়া যায়, পারস্য-বিজয় করিয়া গ্রীক-সৈন্যেরা যখন দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখন কই সমুদ্র, কোথা সমুদ্র, এই শব্দ করিতে-করিতে তাহারা সেনাপতির আজ্ঞা পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া সমুদ্রের দিকে দৌড়াইয়াছিল। বিশাল দুস্তর অসীম সমুদ্র মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও, সমুদ্রতীরে পৌঁছিলেই প্রায় দেশে পৌঁছান হইল, এই মনে করিয়া তাহারা অজ্ঞাত দেশের মধ্যস্থল হইতে পলায়নপর হইয়াছিল। আমারও আজ কতকটা সেই ভাব। দুস্তর সমুদ্র সম্মুখে, বিপদসঙ্কুল ও ভীতিপূর্ণ সমুদ্রযাত্রা এখনও বাকী। ভগবান ভরসা; কি করিবেন, তিনিই জানেন। কিন্তু সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়াই যেন প্রায় বাড়ী পৌঁছিলাম, মনে হইতেছে। এ বড় আশ্চর্য্য মনের গতি। দিগ্বিজয়াভিলাষী সেনানীরা, পূর্ব্বে কোন দেশ জয় করিতে গিয়া, জাহাজ হইতে নামিয়াই জাহাজ দগ্ধ করিয়া, নিজেদের প্রত্যাবর্ত্তন-পথ ইচ্ছা করিয়াই নষ্ট করিত। এই মনে করিত যে, ফিরিবার উপায় না থাকিলেই, সৈন্যেরা প্রাণপণ করিয়া, মরি কি মারি ভাবিয়া, যুদ্ধে মন দিবে। " But I have not burnt my boats yet ; nor broken down my bridge. My beloved land calls me back ! "

রবিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২।—আজ ভারত যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে; আজিকার প্রভাত মনোরম হওয়াই উচিত। উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি, শীতল বায়ু, বিশাল সমুদ্রবক্ষের গম্ভীর দৃশ্য যদি প্রভাতকে মনোরম করিতে পারে, তাহা হইলে অদ্যকার প্রভাত বিশেষ মনোরম।

জোন্‌স্ সাহেব ও রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্নেহবচনে বিদায়পত্র লিখিয়াছেন। বম্বে হইতে বন্ধুগণও বিশেষ সম্বর্দ্ধনাসূচক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে বম্বে বন্দরে তাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন। চারিদিক হইতে এরূপ অজস্র অযাচিত করুণায় আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে।

মশকের উৎপাতে রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল। ভিনিসে সেই উৎপাতের জন্য হোটেলে আমাদের দেশী রকমের মশারির চলন দেখিয়াছিলাম। এখানে ছোট ছেলে ঢাকাদেওয়া গোল মশারির মত এক রকম মশারি ব্যবহার করে। মস্তকটি তাহার ভিতর দিয়া দেহ কম্বলে ঢাকিয়া শয়নের নিয়ম। কায ইহাতেই একরকম চলিয়া যায়। ইটালীর সর্ব্বত্র মশক-দংশনজনিত ম্যালেরিয়ার ভয়। মশারির প্রয়োজন সেইজন্য; আর সেইজন্যই জল গরম করিয়া পানের বিধি সর্ব্বত্র। ইউরোপের অন্যত্র মশারির প্রয়োজন হয় নাই। আমার সঙ্গের মশারি এ পর্য্যন্ত ট্রঙ্ক ত্যাগ করে নাই।

বৃণ্ডিসী সহরে দেখিবার বড় কিছু নাই। বাড়ী রাস্তা প্রভৃতি সমস্ত একই রকমের। কতকগুলি পুরাতন গির্জ্জা ও কনভেণ্ট আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর সম্রাট বারবারসনের পুরাতন কেল্লা আছে। বহু ব্যয়ে সহরের বাহিরে নূতন কেল্লা হইয়াছে। বন্দরের প্রবেশ-দ্বারেও একটা পুরাতন কেল্লা আছে। ডাক যাইবার পথ বলিয়া এই স্থানের গৌরব। আপাততঃ তুরস্ক-ইটালী যুদ্ধে বন্দরের গৌরব আরও বাড়িয়াছে।

মেলট্রেণ আমাদের হোটেলের নিকটেই বন্দর পর্য্যন্ত আসে। তবে মারসেলিজের মত ট্রেণ হইতে একেবারে জাহাজে উঠা যায় না। এবং বম্বের মত জাহাজ দূরে থাকে, ছোট জাহাজ কিম্বা নৌকা করিয়া যাইয়া জাহাজে উঠিতে হয়। সহর বেড়াইয়া সে সব জায়গা ও বন্দোবস্ত দেখিয়া আসিলাম। জাহাজ ৪টার সময় পৌঁছিবে এবং আমরা সকাল-সকাল উঠিয়া বসিয়া থাকিব, এই মনে করিয়া ২টার সময় হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু সংবাদ আসিল যে জাহাজ ৭টার সময় পৌঁছিবে; আমরা ৬টার সময় হোটেল ছাড়িলাম। ইউরোপের শেষ বাসস্থান-হোটেলে জুয়াচুরি যথেষ্ট

দেখিলাম। আহার করিয়া সেখান হইতে জাহাজে উঠিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া সেখানে থাকিতে আর প্রবৃত্তি হইল না।

'পি এণ্ড ও' কোম্পানির টেনডার জাহাজ হোটেলের ঘাট হইতেই মালপত্র লইয়া জাহাজঘাটে গেল। পরে আমরা সে ঘাটে গেলাম। বৃণ্ডিসী ডাকের গাড়ীও সেই ঘাটে আসিয়া লাগে। অধিকাংশ লোকই মার্সেলিজের পথে আইসে; তাহাতে রেলে অবস্থানটা একদিনমাত্র হয়। বৃণ্ডিসীর পথে আসিতে আড়াই দিন রেলে থাকিতে হয়।

জাহাজঘাট হইতে ছোট ষ্টীমার যখন বড় জাহাজ ধরিবার জন্য ছাড়িল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘাটের আলো, সহরের আলো, আর দূরে আমাদের জাহাজের আলোয় মিশিয়া আলোকমালার সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্যে নীল সমুদ্র, উপরে নীল আকাশ। দৃশ্য বড় সুন্দর, বড় গম্ভীর, বড় মনোরম! পূর্ণপ্রাণে ভগবানকে স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। জাহাজের জনতা ও কল-কল ধ্বনির সহিত নিজেকে মিশাইতে পারিলাম না। যাহাদের দেখিবার জন্য উতল প্রাণে যাইতেছি, তাহাদের মঙ্গলকামনা করিয়া এবং আপনাকে ভগবৎ-পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া যাত্রা করিলাম। শুভাশুভ সবই তাঁহার উপর নির্ভর।

বহুদিনের আশা—য়ুরোপদর্শন—সফল হইল। অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, অনেক শিখিলাম; লিখিলাম অতি অল্পই। কারণ, যাহা দেখিলাম, সব লিখিবার সাধ্য আমার নাই। প্রয়োজনও আছে কি না, জানি না। আবার অনেক দেখিবার, শুনিবার, শিখিবার বাকীও রহিয়া গেল। জানি না, পুনরায় সুযোগ, ক্ষমতা ও ইচ্ছা হইবে কি না।

গৃহাভিমুখে

রবিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর।—এবার জাহাজে যাত্রীর ভীড় খুব বেশী নহে। তথাপি কেবিনের বন্দোবস্ত বড়ই খারাপ, যথেষ্ট স্থান সত্ত্বেও এক ঘরে তিনটি "কালা আদমী"র স্থান দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন গতবারে আমাদের সঙ্গেই গিয়াছিলেন। ইনি পার্শী, তৃতীয় ব্যক্তি মুসলমান:—অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহারা দুইজনেই ভদ্র ও প্রিয়বাদী। আমায় খাতিরযত্নও যথেষ্ট করিলেন। নীচের শয্যা আমায় সসম্ভ্রমে ছাড়িয়া দিলেন এবং "পোচান" "বৃদ্ধ" "মুরুব্বী" "ডাক্তারকে" যে সম্মান করা উচিত, তাহা করিলেন। প্রাচীনত্বের দাবী স্বেচ্ছাকৃত না হইলেও, সাদা চুল দিনরাত্রি সে দাবী করিতেছে, সাদাচুল এই তিন মাসের কঠোর শ্রমে আরও সাদা হইয়াছে। সহযাত্রীদিগের পরিত্যক্ত বিছানায় শয়নে প্রবৃত্তি হইল না, ষ্টুয়ার্ডকে ডাকিয়া বিছানা বদলাইয়া লইলাম। সশব্দ নাক পরিষ্কার, দাঁত পরিষ্কার ও গলা পরিষ্কার করার বাহুল্যে গা কেমন করিতে লাগিল। বহু দিন এক ঘরে তিনজনের বাসের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা কম সাহেবেরা দেশী লোকের সহিত ভ্রমণ করিতে আপত্তি করে, সকল সময় সেটা তাহাদের দোষ নহে। আমরা অনেক সময়ে সহযাত্রীগণের সুবিধা অসুবিধা. আচার ব্যবহার ও আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়ে উদাসীন।

রাত্রি ১টার সময় জাহাজ ছাড়িবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটে নাই। শুনিলাম, রাত্রি ৪টার সময় ছাড়িয়াছিল। আহারের পর নূতন সহযাত্রী ঠাকুর সাহেব লীমরী, স্যার কে, জি, গুপ্তর পুত্র প্রভৃতির সহিত ডেকে বেড়াইতে বেড়াইতে কথাবার্ত্তা হইল। ঠাকুর সাহেব মিষ্টভাষী, বিদ্যোৎসাহী এবং প্রজারঞ্জক "করদ"-রাজা। তাঁহার এক পুত্র বিলাতে লেখাপড়া করিতেছেন। তাহাকে দেখিতে এবং নিজেও দেশভ্রমণের সাহায্যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির আশায় বিলাত গিয়াছিলেন।

এইবার জাহাজের "আহার-শৃঙ্খল" আরম্ভ হইল। প্রত্যূষে চা, বেলা সাড়ে আটটায় প্রাতভোজন, মধ্যে স্যুপ অখাদ্য বলিয়া পরিত্যজ্য—এবং ৭টায় রাত্রির আহার। এই প্রণালীমত একটার সময় জলযোগ, চারিটায় আবার চা এবং সাতটার সময় রাত্রির আহার॥ ইহাই হইল দৈনিক ব্যবস্থা। এই প্রণালীতে আহারাদি এখন ১২দিন চালাইতে হইবে। এবার স্নানাগারের বড় সুবিধা নাই। পোর্টসায়েদে যাত্রী অনেক নামিয়া যাইবে, যদি সেই সময়ে ঘরের সুবিধা কিছু হয়।

লিমবীর ঠাকুর সাহেব ও স্যার রাজেন্দ্রের সহিত দুঃখের সুখের, দেশের শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদির অনেক কথা হইল।

আমরা জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে কা'ল সকালে ভূমধ্যসাগরে জোর হাওয়া ও তুফান হইয়া যাত্রীদের বড় কষ্ট হইয়াছিল শুনিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজ হাওয়া কম, কষ্ট নাই। সাদা আঁচলার নীলাম্বরী সাড়ী পরিয়া সাগরিকা সুন্দরী মনোরম ভঙ্গিতে নীল আকাশতলে স্থির প্রফুল্লভাবেই আছেন। মানব-রমণীর ন্যায় সাগরিকারও ও উদ্দাম চঞ্চল প্রফুল্লতায় "গা-কেমন" করে। বরাবর এই মধুর ভাব থাকিলেই ভাল।

সহযাত্রীদিগের সহিত নানা কারণে একত্র বাস অসম্ভব বলিয়া অন্য কেবিনের বন্দোবস্ত করিতে হইল। Main Deckএ একটা ঘর একাকী দখল করিতে পাওয়া গেল। ঘরটা জাহাজের ঠিক মুখের গোড়ায় বলিয়া বেশী কাঁপে। তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত সম্ভাবনা। তাহা হইলেও একাকী থাকিতে পাওয়া যাইবে, ইহাই লাভ।

আহারের পরে পূর্ব্বপরিচিত মান্দ্রাজের বিশপ হোয়াইটহেড ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত অনেক কথা হইল। শ্রীমতী হোয়াইটহেড কলিকাতায় তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করার জন্য অনেক অনুযোগ করিলেন। "স্ত্রীশিক্ষা" "স্ত্রী-স্বাধীনতা" "পরদা" "সাহেব-বাঙ্গালীর মিশামিশী" ইত্যাদি গুরুতর অনেক বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ আলোচনা হইল। শ্রীমতী হোয়াইটহেড যথার্থ ভারত-হিতৈষিণী।

লিমরীর ঠাকুর সাহেব।

শীতকালে কলিকাতায় পুনবায় কথাবার্ত্তা হইবে এবং যদি সম্ভব হয়, কিছু কাযেব চেষ্টা হইবে—এই বন্দোবস্ত হইল।

তুরস্ক ও গ্রীস দূবে 'বামে' বাখিয়া জাহাজ সমস্ত বাত্রি চলিয়াছে। বাত্রিব অন্ধকারবশতঃ দূব হইতেও গ্রীসেব পুণ্যভূমিব দর্শন পাইলাম না। সকালে ক্যান্‌ডিযা বা ক্রীট্ দ্বীপ বামে রাখিয়া জাহাজ যাইতে লাগিল। সমুদ্রতীবে ঘববাড়ী বা গাছপালা বিশেষ কিছু নাই।

বর্ণনাযোগ্য ঘটনা কিছুই ঘটিতেছে না। প্রথম যাত্রাব পুনবাবৃত্তি মাত্র বলিয়া জাহাজেব দৈনিক ঘটনা বিবৃতিব প্রয়োজন নাই। লোহিতসমুদ্রে গবম পড়িবে—সকলে ভয় দেখাইতেছে। সেইজন্য পাখা প্রভৃতিব প্রয়োজন এখন হইতেই ঘোবতবরূপে চলিতেছে। তাস মদ জুয়া আব পবকুৎসা যথেষ্ট চলিয়াছে। জাহাজে সময় কাটাইবাব আব হজমেব এমন সহজ উপায় আব নাই। স্যাব্ বাজেন্দ্র, লেডি মুখোপাধ্যায় ও মিসেস হোয়াইটহেডেব সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া সময় একপ্রকাব কাটিতেছে মন্দ নহে।

লিমবীব ঠাকুব সাহেব তাঁহাব বাজ্যে যাইবাব জন্য নিমন্ত্রণ কবিলেন। আমাদেব রাজা-বাজড়াবা দেশ ভ্রমণে অনেক উপকাব পান। মহাবাণা ঝালোয়ার ও বাজা লিমবী তাহাব প্রমাণ। আমাদেব মত সামান্য লোককেও বন্ধুভাবে, এমন কি সমকক্ষভাবে দেখিবাব চসমা, সহজে দেশেব কোন দোকানেই পাওয়া যায় না। বিলাতী দোকানে অতি অল্পক্লেশেই ইহারা সে চসমা পান।

কায়বো ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কেব একজন ম্যানেজাবেব সহিত আলাপ হইল। Sir Acquin Martinএব কনিষ্ঠ পুত্রেব সঙ্গেও আজ আলাপ হইল। কথাবার্ত্তা কহিবার লোকের অভাব নাই। বাত্রে বৈঠকখানায় রীতিমত গান-বাজনার ধুম পড়িয়া গেল। দুই-একটা গান মন্দ লাগিল না। গায়ক-গায়িকাব মধ্যে অধিকাংশই "অব্যবসায়ী", কিন্তু পশ্চাৎপদ কেহই নহে; বিশেষত্ব এইটুকু। যেখানেই থাকুক, ইহারা নিজের আরাম ঠিক করিয়া লয়; বন্দোবস্ত মনের মতন করিয়া সময় কাটাইতে পারে। আমাদেব তাহা

হয় না ; যাহার যেটুকু শিক্ষা, তাহার বাহিরে একপাও চলিবার যো নাই। তাই ভদ্রলোকের সমাজে হাইকোর্ট, য়ুনিভারসিটি, 'মাথামুণ্ড', "দোকানদারী" ছাড়া অন্য কথা কহিতে পারি না ; ভালও লাগে না।

পোর্ট সায়েদ।

১১ই সেপ্টেম্বর, বুধবার।—পোর্ট সায়দে আটার সময় পৌঁছিলাম। বেড়াইতে, আমোদ করিতে, না হয় দ্রব্যাদি খরিদ করিতে, অধিকাংশ যাত্রীই পোর্ট সায়েদে নামিয়া গেল। জাহাজে প্রায় কেহ নাই বলিলেও হয়। "কয়লা লওয়ার" ময়লার ভয়ে সব দরজা, জানালা এবং বৈঠকখানা বন্ধ। গরমের জন্য কেহ এ ঘরে প্রবেশ করে নাই। গতবারের অভিজ্ঞতার পর পোর্ট সায়েদের "মাটিতে" পা দিতে ইচ্ছা হইল না। বৈঠকখানা একাব দখলেই কয়েক ঘণ্টা রহিল। একাকী শুইতেছি, বসিতেছি, পড়িতেছি। ডাক লওয়া, দেওয়া, কয়লা-তোলা, মাল-নাবান প্রভৃতি অসংখ্য কায চলিতেছে; অসংখ্য লোক নামিতেছে, উঠিতেছে। নৌকায়-নৌকায় জাহাজের চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে। পুলিস বোট, সৈনিক বোট, যাত্রীর বোট, দোকানদারের বোট, ভিখারীর বোট, আরও কত রকমের বোট চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। বড় বড় জাহাজ পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ওরিয়েণ্ট লাইনের কোয়ার্টো Qwerto নামে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ যাত্রী লইয়া বোম্বাই হইয়া অষ্ট্রেলিয়া যাইতেছে। মস্ত বড় জাহাজ; অনেকগুলি ডেক্, মাঝি মাল্লা ও যাত্রী বিস্তর; এখানা আমাদের আগে বাহির হইয়া গেল। বন্দরের মুখে জল কম বলিয়া ক্রমাগত ড্রেজার দিয়া মাটী কাটিয়া ও দুই ধারে পাথরের প্রকাণ্ড Break-water বা বাঁধ বাঁধিয়া বন্দর রক্ষা করিতে হইতেছে। মধ্যে ডি লেসেপ্সের প্রস্তরমূর্ত্তি বাহু বিস্তার করিয়া খালের সুবিধার পথ দেখাইয়া দিতেছে। তীরে লোকজন, গাড়ী, হোটেল, দালাল ও পুলিশের রীতিমত ভিড়।

এ কয় দিন পথে জাহাজ যাতায়াত বড় দেখি নাই। আজ সকাল হইতে পোর্ট সায়েদের কাছাকাছি অনেক জাহাজ যাইতেছে আসিতেছে।

১২ই সেপ্টেম্বর।—রাত্রে আহারের পর মাদ্রাজের লর্ড বিশপ ও তাঁহার স্ত্রী শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। পূর্ব্ব পরিচয় সত্ত্বেও আমি অগ্রসর হইয়া কাহারও সহিত বেশী কথা কহিতে ইচ্ছা করি না। যে সব সাহেবলোক পূর্ব্বে বিস্তর আত্মীয়তা করিতেন, পোর্ট সায়েদ পার হইবার পর তাঁহাদেরও দয়া কমিয়া যায়, ইত্যাদি কিম্বদন্তী আছে। অতএব সাবধান হওয়াই শ্রেয়ঃ। জাহাজে সাহেবরা "কালা বাঙ্গালী"র সঙ্গে মিশে না, কথা কহে না, ইত্যাকার কথা শুনিয়া আমার যাইবার সময় প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল যে, অকারণ অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকট যাইব না। আমার দিকে যে অদ্ধেক পিছন ফিরায়, আমি সম্পূর্ণভাবে তাহার দিকে পিছন ফিরানই এ রোগের উত্তম ঔষধ। বৃথা কাহারও পশ্চাৎ দৌড়াইয়া মন ক্ষুণ্ণ হইবার প্রয়োজন বা ফল কি? যাঁহারা এইটা বোঝেন না, তাঁহারাই কষ্ট পান। আমি ভিন্ন উপায় অবলম্বন করাতে অন্ততঃ এ বিষয়ে মানসিক বিকারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি, ইহাতে যত্ন ও সম্মান অধিক হয়।

সময় কাটে না যাহারা মনে করেন, তাঁহাদের বড়ই ভুল। উপরে অসীম আকাশ, নীচে অপার সমুদ্র; জাহাজের উপর বিবিধ জনস্রোতের গতি। অতএব চিন্তা ও অধ্যয়নের যথেষ্ট সামগ্রী চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। কোন "অগ্রগমন-প্রয়াসী" ভারতীয় যাত্রা, সহযাত্রীর তাচ্ছিল্য ব্যবহারে ক্ষুব্ধচিত্তে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করাতে আমার এই তথ্য ও কাহিনী তাঁহাকে শুনাইলাম। তিনি বুঝিলেন, আশ্বস্ত হইলেন এবং মৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলেন, বলিয়া পূর্ব্বকথার পুনরাবর্ত্তারণা।

পোর্ট সায়েদে ভারতীয় খবরের কাগজ পড়িয়া দেশের খবর কতক পাইলাম। রাত্রি ১০॥টার সময় লর্ড বিশপের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় বাড়ীর চিঠিপত্র একতাড়া পাইলাম। সেগুলি তখনই পড়িবার অদম্য ইচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া চিঠি পড়িবার জন্য দৌড়াইতে পারিলাম না। যে পত্রের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি তাহা পাইলাম, অথচ পড়িবার সুযোগ পাইলাম না; সংযমশিক্ষা পদে পদে চূড়ান্তই হইতেছে। কথা

সাঙ্গ হইলে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে বিদায় লইবার পর আমি নিজের কামরায় গিয়া চিঠিগুলি খুলিবার অবকাশ পাইলাম।

বেঙ্গলী, ষ্টেট্স্‌ম্যান, অমৃতবাজার প্রভৃতি সংবাদপত্রে বিলাত-প্রবাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য ছেলেরা পাঠাইয়া দিয়াছে। পড়িয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট হইলাম। অগ্রসর হইয়া, ঠেলাঠেলি করিয়া বড় হইবার ইচ্ছা কোনকালেই হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কর্ত্তব্যপথে যে কার্য্য যখন পড়িবে, ভগবৎ ইচ্ছায় সেইটুকু মানে মানে শেষ করিয়া তাঁহার হিসাব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। বাড়ীর চিঠি ও খবরের কাগজগুলি পড়িয়া মনে বল আসিল—কিছু গৌরবেরও সঞ্চার হইল,—ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যপথ সম্বন্ধে নিজের অকর্ম্মণ্যতা বশতঃ ভয় ও সন্দেহেরও আবির্ভাব হইল।

সন্ধ্যার সময় আমরা সুয়েজের খালে প্রবেশ করিযাছি। সম্মুখে সেই বড় জাহাজ চলিয়াছে। পশ্চাতে সার্চ্চ-লাইট-সাহায্যে আমরাও চলিয়াছি। দুই পার্শ্বে মরুভূমি, বাঁধান খাল, তাহার ধারে ধারে রেল চলিয়াছে। কোথাও ছোট ছোট গ্রাম, কোথাও বা রেলওয়ে ষ্টেশন। কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া রেলে ৩।৪ ঘণ্টার মাত্র পথ। সময় থাকিলে পীরামিড প্রভৃতি দেখিয়া যাইতাম। এযাত্রা তাহা হইল না। সমস্ত রাত্রি ধীরে ধীরে খালের পথে চলিয়া সুয়েজে পৌঁছিলাম। খালের ময়লা জলে স্নান করা উচিত নহে বলিয়া, স্নান বন্ধ করিলাম। সুয়েজের সেই সব বাড়ীঘর জাহাজ আবার দেখিতে পাইলাম। মোজেস্ কূপ ও তন্নিকটবর্ত্তী পাহাড় সমস্তই চক্ষে পড়িতে লাগিল। এশিয়ায় পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। য়ুরোপকে শেষ বিদায়, শেষ ধন্যবাদ, কাল দিয়াছি।

নীল আকাশ আরও নীল দেখাইতেছে। সাগররাণীর নীল অঞ্চলে সাদা পাড়ের বাহার আরও যেন বাড়িতেছে। তবে অঞ্চলখানি ঘন-ঘন দুলাইয়া বিশাল তরঙ্গোৎপত্তি না করিলেই মঙ্গল।

কাল পোর্ট সায়েদে বিস্তর লোক নামিয়া যাওয়াতে জাহাজ অনেকটা হাল্‌কা হইয়াছে। আহারের টেবিলেরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লিমরীর রাজা বাহাদুর এখন আমাদের টেবিলে। ইহাতে তাঁহার সহিত আত্মীয়তাও যথেষ্ট

বাড়িবার সুযোগ হইয়াছে। তিনি এতদিন সাহেব সাজিয়া সমস্ত দিন থাকিতেন; রাত্রে আহারের সময়মাত্র দেশী পোষাক পরিতেন। এডেনে তাঁহার প্রজা কেহ কেহ আছে বলিয়া, আজ হইতে দেশী কাপড় সকাল সন্ধ্যা পরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বস্ত্র-বিভীষিকাসম্বন্ধে বিলাত-যাত্রীর বিশেষ বিবেচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি দেশী কাপড়-চোপড় বজায় রাখিয়া অনেকটা জিতিয়াছি, একথা মহারাজা লিমবাও স্বীকার করিলেন।

জাহাজের ডাক্তারটি প্রাচীন ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি সেণ্ট এন্‌ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। আমি সেখানে অনারারী ডিগ্রী পাইয়াছি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহাদের Alma materএর প্রতি এমনই ভক্তি এবং ফেলো গ্রাজুয়েট বলিয়া এত সহানুভূতি! দুইজনে বহুক্ষণ সেণ্ট এণ্ড্রুজের গল্প হইল।

১৪ই সেপ্টেম্বর, শনিবার।—উন্মুক্ত সাগরবক্ষে থাকিয়াও গত কল্য সমস্ত দিন বাতাসের অভাবে সকলের বড় কষ্ট গিয়াছে। সমস্ত জাহাজের মধ্যে কোথাও একবিন্দু বাতাস ছিল না। বায়ু-দুর্ভিক্ষ-তাড়িত হইয়া, এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিয়া, যেখানে "একমুঠা" হাওয়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, জাহাজশুদ্ধ লোক ডেক-চেয়ার লইয়া সেইখানে ছুটিয়াছিল; পাছে একটুকুও নষ্ট হয়, এই ভাব। অপার সমুদ্রের মাঝে পালভরে যাইতে যাইতে সেকালে জাহাজ এই অবস্থায় Becalmed হইলেই পাল অকর্মণ্য হইত, অগ্রসর হওয়া বন্ধ হইত। এখন ষ্টীমারের Becalmed হওয়া সম্ভব নহে বটে, কিন্তু ষ্টীমারযাত্রীর জীবন কখন-কখনও Becalmed হইবার উপক্রম হয়। ডাক্তার সাহেব বলিলেন, সময়-সময় ৫।৬ জন লোক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তখন জাহাজের মুখ ঘুরাইয়া লইয়া, বিপরীত দিক হইতে যদি কিছু বাতাস পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা হয়। এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা সেরূপ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু মধ্যাহ্নে ও বৈকালে যথেষ্ট গরম; সূতার কাপড় ব্যবহার করিয়াও নিস্তার নাই।

আজ Arabia জাহাজ—যে জাহাজে আমি বিলাত গিয়াছিলাম—আমাদের কিছু দূর দিয়া পুনরায় বিলাত গেল। চীফ জষ্টিস ও অন্যান্য জজের এবং কোন কোন ব্যারিষ্টার তাহাতে যাইতেছেন। কোন কোন যাত্রী-মধ্যে 'মারকোনিগ্রাম' সাহায্যে আলাপ ও ভদ্রতা বিনিময় হইল। গত কল্য জাহাজে খেলাধূলা নাচগান আমোদের যাহা "ঢিমা" পড়িয়াছিল, আজ হাওয়া পাইয়া তাহার পূর্ণমাত্রায় পুনরুদ্রেক হইয়াছে।

লোহিতসমুদ্রের কোন দিকেই বহুদূরেও তীরভূমি দেখা যাইতেছে না কিন্তু ছোট-ছোট পাখী কাতারে-কাতারে জাহাজের দুইদিকেই উড়িতেছে ও ছোট ছোট মাছ ধরিয়া খাইতেছে; এই ক্ষুদ্র জীবগুলি তীর হইতে কতদূরে সন্ধান করিয়া—আহার অন্বেষণে আসিয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় হরিণপাল কখন্ কোথা হইতে কি ভাবে আইসে, "বিষয়-কর্ম্মবীর' ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল, সভা-সমিতির গুরুতর কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার ভাণের মধ্যে তাহা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। প্রাকৃতিক ঘটনা-পরম্পরা দুর্ব্বোধ্য। এখানে মানুষের সাহায্যে 'জাহাজের তাড়নায়' ছোট মাছের দল দেখা দিবে, আর ছোট পাখীগুলির আহার জোগাইবে—ভূয়োদর্শন প্রভাবে পাখী তাহা লক্ষ্য করিয়াছে; তাই পাখী কাতারে কাতারে জাহাজের ধারে আসে; মানবও বিধিনিয়মের অধীন হইয়া এই জীবিকা-অর্জ্জন উপলক্ষ করিয়া সব কায বা অকায করিয়া বেড়াইতেছে। ধর্ম্মের নামে, বিজ্ঞানের নামে, লোকহিতের নামে, এই মুখ্য উদ্দেশ্যই তাহার চরম লক্ষ্য; অধিকন্তু অকারণ পাপ অর্জ্জন করিয়াও বেড়াইতেছে। জীবজন্তু শুদ্ধ জীবিকার জন্য হিংসা করে; মানব নিষ্প্রয়োজনে পাপ ও নিষ্ঠুরতার অপরাধী।

১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার—ঢংঢং, ঢংঢং, ঢংঢং,—জাহাজের ঘণ্টায় রাত্রি তিনটা বাজিল। তিনটা বলিলে ভুল হয়—ছয় আধ্টা, ঘন ঘন দুইবার বাজিলে জাহাজের একঘণ্টা বাজা জ্ঞাপন করে। এমন করিয়া তিনবার দুই আধ্টা বাজিল। তিন ঘণ্টায় ছয় আধ্টা—চব্বিশ ঘণ্টায় আটচল্লিশ আধ্টা—জীবনের সময় গণনাও কখন কখন এইরূপে হয়। কৃপণের ধনের

চায়—মানুষ যাহা পায় তাহা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ মনে কবিয়া লইয়া নিজেব মহিমা বৃদ্ধিব চেষ্টা কবে—অন্ততঃ নিজেব মনের কাছে ত বটে। তাহাতেও যদি জীবনেব মেয়াদ বৃদ্ধি পায়। হায় ভ্রান্তি। অভিমান মানুষকে মাঝে মাঝে বলায়—“আমায় কি পশু পাইয়াছ ?” না ভাই, তোমায় পশু পাই নাই। পশুও অনেক অংশে ভাল। তোমাব পশুত্বলাভেব বিলম্ব আছে,—তুমি মানব।

বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ এক ঘোব নিশীথে, চিন্তাক্লিষ্ট মনে, পাড়য়াছিলাম—

The clock strikes one,

The iron tongue of time has tolled the hour.

We take no note of time but by its loss.

Night Thoughtsএ Young যে ভাব প্রকাশ কবিয়াছেন, পলে-পলে শোণিতেব প্রসাবণ-সঙ্কোচছলে, শিবায়-শিবায়, সে শিক্ষা পাইয়াও জ্ঞান হয় না।

বাত্রি ১টাব পব হইতে নিদ্রা হয় নাই। কেবল গবমেব জন্যই যে হয় নাই, তাহা নহে। সমস্ত দিন ববং ঠাণ্ডাই ছিল। পোর্ট হোল্ খোলা বহিয়াছে—তথাপি নিদ্রা হইতেছে না। অগত্যা উঠিয়া লিখিতে বসিলাম। বাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মাথামুণ্ড কত কি লিখিলাম। তাহাব পব কাতব-উদ্বেলিত প্রাণে ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন কবিলাম। মহান আঁধাবেব মাঝে, যুক্ত কবে, স্ফীত বক্ষে, গদগদ বচনে, সজল-নয়নে, প্রাণেশ্ববেব পাদপদ্মে —উচ্ছ্বাস[illegible] আত্মসমর্পণ কবিবাব এবং ক্ষণেকেব তবে আত্মহাবা হইয়া আত্মপব জ্ঞান ভুলিয়া, আমাব-আমাব ভুলিয়া, প্রাণ ঢালিয়া দিবাব গৌবব-মহিমা ও বল বহুদিন পবে পাইয়া ধন্য হইলাম। এই অগাধ জলধিই তাহার উপযুক্ত মহাতীর্থ। বাহিবে মহানের সহিত মহানেব সংযোগ, আকাশ বাবিধিব মহামিলন, বিবাট আঁধাবেব মাঝে নক্ষত্রালোকভূষিত নিশায় বড় মধুব, বড গম্ভীব মনে হইল। অন্তবেও সেই মহানেব সহিত মিলনেব সুব বাজিতেছিল।

সন্ধ্যায়, চতুর্থী জ্যোৎস্নায়—নির্ম্মল নীল আকাশতলে অপূর্ব্ব ভাতি দেখিয়া

প্রাণ পুলকিত হইতেছিল। সূর্য্যাস্তে পশ্চিমগগনে রামধনুর উদয় হইয়াছিল তাহার অন্তরাল হইতে উজ্জ্বল শুকতারার শোভা বড়ই মনোরম। মাথ উপর চতুর্থীর ধোয়া-পোঁছা বাঁকা চাঁদ দেশের মতনটি করিয়া হৃদয়ে আ ছড়াইবার জন্য মধুর হাসিতেছিল। হৃদয় অধিকারের জন্য হৃদয়নাথের আ অপূর্ব্ব আয়োজন! ভক্তিভরে পাপ-তাপ-চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়খানি পাতিয়া দিলাম প্রাণেশ্বর বড় দয়া করিয়া পদার্পণ করিলেন। প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। এম মধুর যামিনীতে, এমন পূর্ণ প্রাণে কি নিদ্রার কথা মনে আসে? শৈশব যৌবন, প্রৌঢ়কালের কত কথা ধারাবাহিকরূপে মনে পড়িতেছে। কত ত্রুটি হইয়াছে; কত সুবিধা হারাইয়াছি; কত সময় গিয়াছে। ভগবানের কা কত গাফিলতি হইয়াছে, সে সবের হিসাবখতিয়ান লইতে প্রভু আ চাহিলেন না। আজ নূতন তহবীল দিয়া বাহাল-বজায় রাখিলেন—পুনবা যেন হিসাব গল্তী না হয়।

আমার-আমার করিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করি কেন? "আমার" 'আমি', আমি ত গড়ি নাই। বাজারে হাটে কিনিয়া আনি নাই। কাহার চুরি ত করি নাই। তিনি যাহাদের দিয়াছেন, তাহাদেরই আমার করিয়াছি তাহাতে ত্রুটি হইয়া থাকে, সে তাঁহারই ত্রুটি। তাঁহার দেওয়া "আমার"ই ত আমার করিয়াছি। সেও ত কায, সেই ত কায। শত্রুর শত্রুতা, নিন্দুকের নিন্দা, আততায়ীর অকরুণ ব্যবহার—সবই তিনি। তাঁহার কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য এই সকল আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া তবে ত সোজাপথে রাখিয়াছেন। নতুবা কোথায় যাইয়া পড়িতাম। এ পথে যেন কখনও ভ্রান্ত না হই। এ নববল যেন কখনও না হারাই।

গয়াধামে পিতৃকৃত্যের পর প্রভু দেখা দিয়া নবশক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিলেন। পঙ্কিল মনের দৌর্ব্বল্যে, ধরিয়া রাখিবার শক্তির অভাবে, তাহা হারাইয়াছি। আবার যেন না হারাই। আজ আবার প্রভু দেখা দিয়াছেন। আর কাহারও নিকট প্রত্যাশা ও ভিক্ষা না করিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া থাকিবার বলের চেষ্টা করিব।

স্থির সমুদ্র, গভীর নিশি, স্তব্ধ বায়ু। এমন স্থানে ও কালে, প্রাণের মন উন্মাদনায়, হৃদয়ে কত কথার উদয় হইতেছে—সাধ্য কি লেখনী-যোগে তাহার একাংশও পত্রস্থ করি। মনের কথা মনেই উদয়—মনেই লয়। বুকের হৃদয়ের ফটোগ্রাফ হয় না কি? লইতে জানিলে হয় বৈ কি। তাহার কাছে, তাঁহারই দেওয়া, হৃদয়ের নিভৃততম অংশেরও ছবি ত লুকান থাকে না।

রবিবার, এডেন।—জাহাজ এডেনের বন্দরে থামিয়াছে। মালতোলা, নামান, কয়লাওয়ালা প্রভৃতি দস্তুরমতই হইতেছে। গরম ভয়ানক। কয়লার ভয়ে দরজা জানালা সব বন্ধ। জাহাজ দাঁড়াইয়া থাকার দরুণ হাওয়া বন্ধ হইয়া স্বাভাবিক গরমকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। এখানে বাড়ী হইতে কোনও টেলিগ্রাম পাইলাম না। পোর্ট সায়েদ হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম যে, এডেনে যেন একখানা টেলিগ্রাম নিশ্চয়ই পাই।

ভগবানের বিরুদ্ধে মনে মনেও আপীল করিব না, কা'ল স্থির করিয়াছি। আজই দেখ আপীলের অজুহৎ প্রস্তুত। কিন্তু আপীল করিব না, স্থির।

জাহাজে আজ গির্জ্জার দিন। বিশপ হোয়াইটহেড পাদ্রীর কাজ করিলেন। আমিও প্রার্থনার সময় উপস্থিত হইলাম। "ভগবানের বিরুদ্ধে আপীল করিব না" এই মর্ম্মে এক সুন্দর সঙ্গীত হইল। কি অপূর্ব্ব "chance coincidence"। যেন আমার প্রাণের ছবি বাহিরে ফুটিয়া উঠিল। পূর্ণপ্রাণে সঙ্গীতে যোগ দিতে পারিলাম। ভারতবাসীকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করা উচিত—এই মর্ম্মে পাদরী সাহেব উপস্থিত সাহেব মেম উপাসকগণকে উপদেশ দিলেন। উপদেশের কথাগুলি তাহাদের এক কর্ণে প্রবেশ, অপর কর্ণে প্রস্থান সতত করে, আজও করিয়াছে কিনা জানি না। ভগবান তাহাদিগকে সুমতি দিন।

আজ রবিবার বলিয়া জাহাজের দেশী বিদেশী দোআঁসলা মাঝী-মাল্লা কর্ম্মচারীদিগের প্যারেড্ হইল। সকলেই উৎকৃষ্ট পোষাক পরিয়া পরিদর্শনকার্য্যে উপস্থিত। কে কোথায় থাকে, সব সময়ে দেখা যায় না।

এই উপলক্ষে সকলের একত্র সমাবেশ হয়। বিস্তর লোক জাহাজে কা করে; রাঁধুনি ঠাকুরেরাও নিজ নিজ কার্য্যযোগ্য পোষাক পরিয়া উপস্থিত দৃশ্য মন্দ লাগিল না।

এডেনে পাইলট্ উঠিতে, মাল তুলিতে-নামাইতে, দর্শকগণ উঠিতে নামিতে দুই তিন ঘণ্টা সময় গেল। ডাক-আপিস জাহাজে আসিয়া উঠিল। ভারতবর্ষে কোন কোন্ সহরে ডাক যাইবে, তাহার বন্দোবস্ত জাহাজে এই আপিসে হয়। কাজেই সেখানে পৌঁছিয়া কোন গোলমাল কি বিলম্ব হয় না। ডাক পৌঁছিলেই তিনখানা স্পেসাল এক্সপ্রেস্ ডাক লইয়া দিল্লী, কলিকাতা, মান্দ্রাজ চলিয়া যায়। তাহার পর সাধারণ ডাকগাড়ী নিত্য যেমন যায়, তেমনি যায়।

১৬ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।—দিন ও রাত বড় দীর্ঘ মনে হইতেছে। যত ভারতবর্ষের নিকট হইতেছি, তত সময় যেন ফুরায় না মনে হইতেছে। এখনও তিন দিন চারি রাত্রি কাটিলে তবে বম্বে। তাহার পর রেলে দুই দিন।

আজ বিশেষ গরম নাই। হাওয়া বেশ জোরেই চলিতেছে। জাহাজও সঙ্গে-সঙ্গে নাচিতেছে, দুলিতেছে। অনেক যাত্রী তাহার জন্য বিপন্ন। কেহ-কেহ আজ আহার পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাহেব-মেমেদের বাজী রাখিয়া খেলার ধূম কমে নাই। স্পোর্টস্এর জের বম্বে পৌঁছানর পূর্ব্বে যে কমে, তাহা বোধ হয় না।

লিমরীর রাজা-বাহাদুর আজ "সোমবার" করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা আহার করিবেন না। সকালে চন্দন, ফোঁটা ইত্যাদির রীতিমত ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা উপবাস করিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ হইতেছে। বাড়ী গিয়া একাদশীর দিন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে উদাসীনতা দেখিয়া এবং ধর্ম্ম জগতে নমস্য জনগণসম্বন্ধে বিদ্রূপভাবের কথা উপলক্ষ করিয়া এক জনকে একবার বলিয়াছিলাম, "ভগবান আপনাকে অনেক বিষয়ে কৃপা করিয়াছেন, এ বিষয়ে করেন নাই; তাহা আপনার দুর্ভাগ্য। তবে আপনার যেরূপ

প্রকৃতি, তাহাতে শীঘ্র এ কৃপার অধিকারী হইবেন, এ ভরসা আমার আছে।”

১৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।—মাঝী-মাল্লারা সিঁড়ি-দড়ি-টাঙ্গান ইত্যাদি কাযে লাগিয়াছে। হঠাৎ দেখিলেই মনে হয়—যেন আজ রাত্রে, না হয় কাল সকালে বম্বে পৌঁছিব। বাস্তবিক এখনও দুই তিন রাত্রি বাকী। কাল ও পরশ্ব মাঝীমাল্লারা ডাক ও মাল লইয়া ব্যস্ত থাকিবে বলিয়া আজ “বাসীপাট” সব সারিয়া রাখিয়াছে।

কাল রাত্রে সকোট্রা দ্বীপ পার হইয়া খোলা সমুদ্রে পড়িয়াছি। “সমুদ্র-পীড়ার” উৎপাতে আহার নিদ্রা অনেকেরই ত্যাগ হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় ফিরিবার সময়ও ভালয়-ভালয় কাটিয়া যাইতেছে। কাল রাত্রে সমুদ্র-তরঙ্গ কাহারও-কাহারও শয়নকক্ষেও প্রবেশ করিয়াছিল।

সমুদ্র দেখিতে স্থির ; ফেনা পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু যাহাকে ground-swell বলে তাহা সম্পূর্ণরূপ রহিয়াছে। অর্থাৎ তলা হইতে সমস্ত সমুদ্র তরঙ্গায়িত, উপরে ক্ষুদ্র তরঙ্গের চিহ্নও নাই। Late Mon soon এর সময়ও বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রবক্ষ তরঙ্গায়িত করিয়া ক্ষান্ত হয় না ; তলদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রকে কাঁপাইয়া, দোলাইয়া তোলে।

কোন উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসী আপনার মাথার পাগড়ী খুলিয়া তাঁহার জুতা ব্রুশ করিবার অযোগ্য সাহেবদের মাথায় বাঁধিয়া, তাহাদের সহিত রহস্য করিয়া বেড়াইতেছেন। “Real jolly good fellow” এই সুখ্যাতি লাভের আশায় আমাদের বড়লোকেরা এইরূপে ইতর সাহেবদের সহিত মিশিতে গিয়া ও অপরকে মিশিতে দিয়া নিজেদের ও স্বাধীনচেতা ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ ক্ষতি করিতেছেন। আমাদের নিকট এইরূপ চাটু ব্যবহার পায় না, আর যাহারা আমাদের খরিদ-বিক্রয় করিতে পারে, তাহাদের নিকট পায়—কাজেই আমাদের উপর রাগের সীমা থাকে না ; ইহা স্বাভাবিক। সমস্ত দিন দৌড়াদৌড়ি, তাসপাশা, মদ-চুরুটে যাহারা মগ্ন, তাহাদের সহিত বাক্যালাপে সুখ নাই। ইংরাজ ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

কথা কহিলে কথা কহাই যুক্তিযুক্ত, নতুবা এডেন পার হওয়ার পর অপমানিত হইতে হয়।

ফিন্‌লে মিউর কোম্পানীর একজন বড় সাহেব আজ আসিয়া কথা কহিলেন। প্রদোষে সূর্য্যাস্ত-শোভা একদৃষ্টে তন্ময় হইয়া দেখিতেছি, এমন সময় তিনি আসিয়া সেই বিষয়ে কথা পাড়িলেন। ভাবুক ব্যক্তি; "ভাবুকের ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন", বলিয়া স্বয়ং আসিয়া কথা কহিলেন।

স্যার রাজেন্দ্র পোষ্টাল এক্সপ্রেসে যাওয়া স্থির করিয়া টিকিট কিনিয়াছেন আমিও তাহাই স্থির করিলাম। রাত্রে চুপে চুপে হাবড়া পৌছান স্থির করিলাম যাহাদের মনে কষ্ট দিয়া নিশীথে নিঃশব্দে চলিয়া আসিয়াছি, নিশীথে নিঃশব্দে তাহাদের কাছে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত মনে করিলাম।

বৃহস্পতিবার।—আজ জাহাজে এযাত্রার মত শেষ রাত্রিবাস। সেই জন্য সন্ধ্যার আহারের পর মান্দ্রাজ বিশপ, জাহাজের কাপ্তেন সামারের সুখ্যাতি করিয়া health propose ও বক্তৃতা করিলেন। কাল স্পোর্টসের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষেও বক্তৃতার ছড়াছড়ি হইয়াছিল। মান্দ্রাজ বিশপের স্ত্রী উপস্থিত থাকিতেও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে লেডি মুখার্জ্জির উপর পুরস্কার দিবার ভার পড়িয়াছিল।

আহারের টেবিলের বন্ধুগণ আজ একটু শ্যাম্পেন পান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। আমি বলিলাম, কথায় পরস্পরের প্রতি মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ ভাল। শ্যাম্পেনে জল মিশাইলে যেমন স্বাদের তারতম্য হয়, যথার্থ মঙ্গলেচ্ছার ভিতরেও শ্যাম্পেন টানিলে স্বাদের সেইরূপ তারতম্য হয়; আমি নির্জ্জলা নিভাঁজ মঙ্গলেচ্ছার পক্ষপাতী। ইহাতে তাঁহারা তুষ্ট হইলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।—আজ সুপ্রভাত; মালাবার উপকূলের ধূম্রাকার পর্ব্বতরাজি, ভারতের মেঘমালার অন্তরাল দিয়া দেখা দিয়াছে। বম্বের লাইট হাউস্, লাইট সিপ এবং দুঃসাহসিক ক্ষুদ্র মৎস্যজীবিগণের নৌকাগুলি দেখা যাইতেছে।

স্থানীয় নিয়মানুসারে রাত্রি ১২টার সময় ঘড়ি ৫১ মিনিট আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আমাদের জাহাজে থাকিবার সময় আরও প্রায় এক ঘণ্টা কমিয়া গিয়াছে। এখন যেন একঘণ্টাই লাভ বোধ হইতেছে।

ঘড়ির কাঁটা আগাইয়া পিছাইয়া দিয়া মানুষ পরকে, কখন কখনও নিজেকেও, ঠকাইতে পারে। কিন্তু আসল হিসাব নিকাশ মিটিবে কোথায়? মা যখন আনন্দে বলেন, ছেলেটি আমার আজ পাঁচ বছরে পড়িল—মনে থাকে না, অথবা মনে হইতে ইচ্ছা হয় না যে, পরমায়ুর ৪ বৎসর কাটিয়া গেল। হায় রে ঘটিকা-যন্ত্র! হায় রে আত্ম-প্রবঞ্চনা। জাহাজের ঘড়ির দেখাদেখি নিজের ঘড়ির কাঁটা আগাইয়া দিয়া সেরেস্তা দুরস্ত করিলাম।

প্রাণের ব্যাকুল আবেগে অতি প্রত্যূষেই শয্যাত্যাগ করিয়া ডেকে যাইলাম। বিশেষজ্ঞ বোধ হয় ইহাকে nervousness বলিবেন। বহুদিনের পর মার প্রভাতীমূর্ত্তি সকলের আগে যাহাতে নয়নগোচর হয়, তার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। এখন কি আর শুইয়া থাকা চলে? আমার মত বায়ুরোগগ্রস্ত জাহাজে একজনও ছিল না, কেহ এত সকালে উঠে নাই। একাকী প্রভাতী অরুণচ্ছটার শোভা অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে স্যার রাজেন্দ্র আসিলেন। কয়েকবার যাতায়াতে তাঁহার এ nervousness বোধ হয় সহিয়া গিয়াছে।

সওয়া-ছয়টায় পাইলট জাহাজে আসিল। সুবাতাসে জাহাজ ক্রমে বম্বের নিকটবর্ত্তী হইতেছে; ভারতের সুদূর পর্ব্বতরাজি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে। বনানীর ছায়া এখনও বড় ঘোর—"শ্যামল চঞ্চল" ঘন শ্যামল; "শুভ্র কিরীট" ত চোখে পড়িতেছে না।

মালপত্র, ডাকের ব্যাগ, যথাযথভাবে সবই প্রস্তুত। কোথাও কোনও গোলমাল নাই। বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি নাই। ক্রমশঃ তীরভূমির "তমালতালী বনরাজিনীলা" নয়ন পথে সমাগত। তাজমহল হোটেল, রাজাবাই টাউয়ার প্রভৃতি উচ্চ অট্টালিকাগুলি ক্রমশঃ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ধীরে-ধীরে জাহাজ অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে নঙ্গর পড়িল। সিঁড়ি নামিল।

জাহাজ-যাত্রা এবারের মত শেষ হইল। মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিলাম।

কার্ণাকবন্দরে আমাদের নামিবার স্থান-নির্দ্দেশ হইয়াছে। যাইবার সময় এপোলো বন্দর হইতে গিয়াছিলাম। জানি না বম্বের এই অংশটা অপর অংশ অপেক্ষা বাস্তবিক সুন্দর, অথবা প্রাতঃসূর্য্যবিভাসিত, বহুদিন-অপরিচিত, ভারতভূমির নবাবিস্কৃত সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে আমার চক্ষে এ বন্দর অধিক শোভাকর, অধিক রম্য মনে হইল। যাইবার সময়, সন্ধ্যার অন্ধকারে কিম্বা অজ্ঞাত হৃদয়ান্ধকারে অন্য বন্দরের শোভা তত হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যাইবার-আসিবার সময় মার রূপলাবণ্যের প্রভেদ-জ্ঞানের কারণ যাহাই হউক, এই প্রাতদৃশ্য নয়ন-মনের বড়ই মনোরম।

জেটিতে আসিয়া বম্বের বহুতর বন্ধুগণ ফুলের মালা তোড়া দিয়া আশীর্ব্বাদ-অভিনন্দন করিলেন। লিমরীর রাজা বাহাদুরের গলায়ও অনেক মালা পড়িল। রাজা-প্রজার এইরূপ প্রায় সমান আদরে অনেকে বিস্মিত হইল; কেহ কেহ স্পষ্ট বিরক্তও হইল। স্থানীয় বন্ধুদিগের অনুগ্রহে কষ্ট বিশেষ-কিছু পাইতে হইল না; তাঁহারাই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বিশেষ দয়া করিয়াছেন। ভারতের শেষ বিদায় ও প্রথম সম্ভাষণ এই সুদূরপ্রবাসী বন্ধুগণের নিকট পাইলাম; ইঁহাদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কুক কোম্পানীর লোক-মারফৎ বাড়ীর চিঠি ও টেলিগ্রাম পাইলাম। সংবাদ সব মঙ্গল। অনেক বন্ধু-বান্ধবের বিশেষ অনুরোধ যে, শনিবার রাত্রে পোষ্টাল একস্‌প্রেসে না পৌঁছিয়া রবিবার সকালে কলিকাতায় পৌঁছাই। বাড়ী যাইবার মুখে শীঘ্র পৌঁছিবার নিমন্ত্রণ না হইয়া বিলম্বে যাইবার অনুরোধ অদ্ভুত। ডাক্তার পি. সি. রায়ের গাড়ী ছেলেরা টানিয়াছিল ও ষ্টেশনে খুবই হৈ হৈ করিয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ অদ্ভুত ঘটনার কাছাকাছি একটা-কিছু করিবার উদ্দেশ্যে, রাত্রে না পৌঁছিয়া সকালে পৌঁছিবার জন্য এত অনুরোধ।

কলিকাতা হইতে এইরূপ অনুরোধ আসিয়াছে শুনিয়া স্যার রাজেন্দ্র এবং বম্বের বন্ধুগণও ট্রেণ বদলাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এইরূপ হুজুগ আমার প্রকৃতিতে সহে না, চিরকালই আমি ইহার বিরোধী। ষ্টেশনে প্রকাশ্য অভ্যর্থনার কোন সঙ্গত কারণই খুঁজিয়া পাইলাম না। অতএব দ্বিপ্রহর রাত্রে পৌছানর বন্দোবস্তই বাহাল রাখিলাম।

একটা কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিলাত যাইবার মুখেও কতকটা এইরকমের ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল। দেশ-ভেদে কোনও কোনও মানুষেরও পরিবর্ত্তন ঘটে; ভারতে পদার্পণের সঙ্গেসঙ্গেই ইংরাজেরও মূর্ত্তিভেদ—চোখে পড়িল।

ট্রেণের যে কামরায় আমার বার্থ রিসার্ভ হইয়াছিল, তাহাতে অপর একজন ইংরাজপুঙ্গবেরও সহযাত্রী হইবার কথা ছিল। আমায় দেখিয়া সে মহাপ্রভু উঠিলেন না। কালা আদমীর সহিত একত্র এত পথ কি করিয়া যাইবেন, ভাবিয়া অন্য গাড়ীতে গেলেন। বাবাজীকে জাহাজে ত দেখি নাই। অথচ জাহাজে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা ছাড়া আর কেহই এ ট্রেণে যাইতে পাইবে না। অতএব বাবাজী নিঃসন্দেহ জাহাজের সেকেণ্ড ক্লাসে প্যাসেঞ্জার ছিলেন, এখানে পৌছিয়াই ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট খরিদ এবং "কালা বাঙ্গালী নীচে যাও" ভাব। আমার ইহাতে শাপে বর হইল। গাড়ীতে দু'জনের কোনও কষ্ট হইত না; কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে এই ইতর ইংরাজের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। অতএব গাড়ীর পূরা দখল পাইয়া দুঃখের কোন কারণ হইল না।

সাড়ে আটটায় জাহাজ হইতে নামা হইয়াছে। ১১॥ টায় ডাকগাড়ী ছাড়িল। এই পথে যাইবার সময় এক ভাবের শোভা দেখিয়াছি। ফিরিবার সময় নব শোভা দেখিতেছি। বর্ণনার নূতন কিছুই নাই। সেই বম্বের বাড়ী-ঘর-রাস্তা। সেই কল্যাণ ষ্টেশন; ষ্টেশন হইতে ঘাট পর্ব্বতের আরোহণ-অবরোহণ পূর্ব্বের মতই আরম্ভ হইল। সেই অন্ধকার টনেলে গাড়ীর আগুপাছু হওয়া, উপরে যাওয়া, নীচে নামা, প্রভৃতি ইঞ্জিনীয়ারিং বাহাদুরী।

সবই নূতন করিয়া চোখে পড়িতেছে। সকলেরই কেমন এক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি। পরিবর্ত্তনের কারণও আছে। গ্রীষ্মের নয়নক্লান্তিকর "উলঙ্গ"

জ্বালা, আর শরতের মনোমুগ্ধকর হরিৎ শোভার প্রভেদ থাকিবেই ত। শস্য শ্যামল প্রান্তর, পত্রপুষ্পে সুখদর্শন পর্ব্বতগাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

মালকোচা-করিয়া-কাপড়-পরা স্ত্রী-কুলারা পাহাড়ের গায়ে মাটা কাটিতেছে। গভীর গিরিতটিনীগর্ভে মৎস্যজীবিনী নারীগণেরও সেই বেশ। আবার সেইরূপ বেশে রাখালরমণী বৃক্ষছায়ায় মেষমহিষ রক্ষা করিতেছে। এ দৃশ্য বহু দিন দেখি নাই। উপত্যকার গভীর "আবর্ত্ত" শষ্পপত্রের রাশিতে যেন আচ্ছন্ন এবং গুপ্ত। সে এক বিচিত্র শোভা। ইংলণ্ডে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে বনস্থলীও যেন কে সাজাইয়া রাখিয়াছে মনে হয়। বর্ষান্তে ভারতের অরণ্যানী - ভারতের শস্যক্ষেত্রের সমাবেশ কেবল অযত্নবর্দ্ধিত প্রাচুর্য্যের চিহ্ন। সাজান বাগানের সাদৃশ্য কোথাও নাই।

জলের অভাবে বম্বে করাচী অঞ্চলে হাহাকার পড়িয়াছে। মধ্যে বর্ষা হইয়া বন্যা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, কিন্তু সাময়িক বৃষ্টি অভাবে শস্যের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। যে Late Monsoonএর অনুপস্থিতিতে আমরা আরব সমুদ্রে কোন কষ্ট পাই নাই, সেই কারণেই বৃষ্টি এখানে বন্ধ। সমুদ্রপথে আমাদের যাহা আরামের ও নিশ্চিন্তের কারণ হইয়াছিল, দেশে তাহা বিষম ক্ষতিকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব নাসীকের কাছাকাছি পৌছিবার পূর্ব্বে ঘনঘটা করিয়া যখন একপসলা খুব বৃষ্টি হইয়া গেল, তখন বড়ই আনন্দ হইল। মনে হইল, যেন ভগবান মায়ের কোলে নির্ব্বিঘ্নে ফিরাইয়া আনিয়াই দেশমাতৃকার কষ্ট-নিবারণের উদ্যোগে মনোযোগ দিলেন। মানুষ সকল বিষয়েই এইরূপে আপনার দিক হইতেই দেখে এবং নিজের মাপে ভগবানের মাপকাটীর দৈর্ঘ্য কমাইতে চায়। হৃদয়ে একটু উদারতা আনিতে পারিলে, ভগবৎ-বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা বোধ হয় অনেক কমিয়া আসে এবং বিশ্ব-আদালতের কাজেরও সুবিধা হয়।

যাইবার সময় নাসীকের নিদাঘতপ্ত "প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড"-মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলাম। মরুসদৃশ প্রান্তর এখন পত্রশষ্পে ভূষিত। শূর্পণখা ঠাকুরাণীর নাসাচ্ছেদ অভি-নয়ের সময় বনস্থলী ইহা অপেক্ষা নয়ন-মনোরম শোভা ধরিয়াছিল সন্দেহ নাই।

পম্পা বর্ণনা ও দণ্ডকারণ্য চিন্তা সংযমের প্রকৃষ্ট সহায়; উল্লাস উদ্যোগের নহে। "গাড়ী টানার" ও "ফুল দিয়া সাজান মোটর" অভিনয়ে বিশেষ আপত্তি বলিয়াই নিশীথে নীরবে প্রিয়জন-সকাশে উপস্থিতির বাসনা এবং সংযমচিকীর্ষা। উল্লাস-উদ্যোগের সময় পরে যথেষ্ট আছে।

দশমীর চাঁদ নীল আকাশে ও শস্যক্ষেত্রের বুকের উপর বড়ই মধুরিমা বিতরণ করিতেছিল। দেশের চাঁদ, দেশের আকাশ, দেশের বাতাস, সব যেন নিমেষের মধ্যে আপনার করিয়া লইল।

২১শে সেপ্টেম্বর, শনিবার।—কাল রাত্রে জব্বলপুর পৌছিবার পূর্ব্বে নর্ম্মদা পার হইয়াছি। অদূরে ভেড়াঘাটের জলপ্রপাত ও মার্ব্বেল-পাহাড়। সকালে কাটনীর নিকট শোণ নদীর প্রায় উৎপত্তিস্থান পার হইলাম। এখানে নদী ক্ষীণকায়া, স্বল্পতোয়া ও নিস্তেজ। বেলা সাড়ে আটটার সময় সট্না ষ্টেশন পার হইলাম। প্লাটফরমে বাঙ্গালী বাবু একটি বেড়াইতেছিলেন—ডাকিয়া আলাপ করিলাম। শুনিলাম তাঁহার পাণ্ডুয়ার নিকট বাড়ী—এখানে কেলনার কোম্পানীর চাকরী করেন। বিলাত-ফেরৎ, বিলাতী একস্প্রেস ডাকগাড়ীর যাত্রী "বাবু", কেরাণীকে অযাচিত ভাবে ডাকিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ ও নমস্কার করিল—এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় লোকটা আশ্চর্য্য হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে "বাবু"কে অপদার্থ জ্ঞানে শ্রদ্ধাহীন হইল। "ইজ্জৎ বজায়" রাখার চেষ্টা এক শ্রেণীর বিলাতফেরৎ বন্ধুগণের মধ্যে বোধ হয় এই জন্য এত প্রবল।

আজও পথের আহারের ব্যবস্থা কল্যকার মত, অর্থাৎ—"ফলাহার"; বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার প্রাক্কালে সংযম প্রয়োজন। আমার মনে হয়, সকল বিষয়ে যথাযথ সংযমই সামাজিক নিয়মে "প্রায়শ্চিত্ত।" বিদেশী বুক-ফোলান সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দিয়া,—'আমি তোমাদেরই'—বলিয়া, নতশিরে সমাজের সহিত একীভূত হওয়াই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত; এবং সংযমই তাহার উপকরণ। বুক ফোলান অপরাধে অপরাধী না হইলেও এ সংযম নিষ্প্রয়োজন নহে। জীবনের সমস্ত গুরুতর কার্য্যের প্রারম্ভে কিম্বা পুনরারম্ভের সংকল্প করিয়া সংযম প্রয়োজন।

রেওয়া ও মাণিকপুরের গিরিরাজি ছাড়াইয়া চলিয়াছি। বিন্ধ্য দক্ষিণে রহিলেন, লক্ষণ ভাল; মহাজনকে দক্ষিণে রাখিয়াই যাইতে হয়। "গুরুবাক্য লঙ্ঘন কবিব না" বলিয়া যিনি যুগান্তকাল পর্য্যন্ত নতশির হইয়া থাকিতে পাবেন,—তিনি যথার্থই ধন্য, যথার্থই মহাজন!

ধূলা ও কয়লাগুঁড়াব ঐশ্বর্য্য যদি দেখিতে হয়, তবে এই বিলাতী ডাকের পোষ্ট্যাল একস্‌প্রেস ট্রেণে চড়া উচিত। ইহার গুণ সবই;—ভাড়া বেশী চলতী গাড়ীর হোটেলের জিনিষেব দামও দ্বিগুণ। এক বাটী চা ও কিছু রুটীব দাম একটাকা! সর্ব্বত্র ধূলায় ধূলাময়। গাড়ীতে যাত্রীদেব "খিদমদ" খাটিবাব জন্য একটা লোক দেয় বটে, সে দয়া কবিয়া মাঝে-মাঝে আসিয়া ঘর্ ঝাড়িয়া যায়। তবু ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ। তাহার উপর গরমও তেমনি। বিলাতে, যুবোপে ও জাহাজে সর্ব্বত্র বিছানা পাওয়া যায় বলিয়া বিছানা সঙ্গে ছিল না। বিলাতী নিয়ম অনুসারে এ গাড়ীতেও বালিস কম্বল চাদর তোয়ালে সাবান—সব দেয়। ভাবতবর্ষের অন্য কোন ট্রেণে এ বন্দোবস্ত নাই। তাহাব কাবণ বোধ হয় যে, আহেল-বিলাতী লোকে বিলাতী বন্দোবস্তই জানে এবং বিলাতী নিয়ম অনুসারে বালিশ বিছানা লইয়া পথ চলে না। তাহাদেব কষ্ট নিবারণের জন্য বিলাতী ডাকগাড়ীটিতে এই বন্দোবস্ত। ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিয়াও, ধূলার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম না। ইচ্ছা ছিল না, তবু স্নান করিলাম। গাড়ীতে সাওয়ার বাথের স্নান প্রায় ঘটে না।

বেলা ১১টার সময়, ছিওকী অর্থাৎ এলাহাবাদের জংসন ষ্টেশনে পৌছিলাম। দেখিতে-দেখিতে মৃজাপুর চুনার পার হইলাম। রুটী ও ফল খাইয়া দিন কাটাইতেছি দেখিয়া, ন্তার রাজেন্দ্র রহস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, প্রাচীত্তির হচ্চে নাকি?" ইহার কিছু পূর্ব্বেই আমি ঠিক এইরূপ ভাবের কথা লিখিয়া স্নান করিতে গিয়াছি; তাঁহাকে একথা বলাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এটা করিডোর-ট্রেণ; ইচ্ছা করিলে এক কামরা হইতে অপর কামরায় যাওয়া যায়।

মোগলসরাই ষ্টেশনে "চাটুয্যে মহাশয়ের" সহিত দেখা হইবে বলিয়া বড়ই আনন্দ হইল। যিনি দয়া-যত্ন করেন, তাঁহারই প্রতি প্রাণের এইরূপ আকর্ষণ হয়। ষ্টেশনে বেচারা বিছানা পাড়িয়া সকাল হইতে অনাহারে বসিয়া আছেন; মুখ শুখাইয়া গেছে। বিলাত যাইবার সময়েও ইনি মোগল-সরাই হইতে কিছু পথ একত্রে গিয়াছিলেন এবং সজলনয়নে বিদায় দিয়াছিলেন। এখন সুস্থশরীরে নিরাপদে দেশে ফিরিতে দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কল্যাণ কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা মাধোলালের জামাতা বাবু বলদেও দাস ভ্যাস লোকজন লইয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। আমার দেশ-প্রত্যাবর্ত্তন-মুখে সহৃদয় বন্ধুগণ সংবাদ পাইয়া কাশী হইতে মোগলসরাইয়ে অগ্রসর হইয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছেন; সৌভাগ্যের কথা।

শোণ নদীর বিপুল পুল পার হইবার সময় ইহার ক্ষুদ্রকায় উৎপত্তি-স্থান পার হইবার কথা মনে হইল। উন্নতির সময়ে মানুষের উৎপত্তি-কথা কত কম মনে পড়ে, তাহাও সঙ্গে-সঙ্গে স্মরণ হইল।

বৈকালে দানাপুর, বাঁকীপুর ছাড়াইয়া মনে হইল, এখনও কত দূর যাইতে হইবে। শেষ কয় ঘণ্টা যেন আর কাটিতে চাহে না।

কলিকাতার সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, আমাদের জাহাজেই ডাকের থলি কাটিয়া চুরি হইয়াছে। শেষ দিন যখন ডাকের সব থলিয়া ডেকের উপর সাজাইয়াছিল, অরক্ষিত ভাব দেখিয়া মনে হইয়াছিল এরূপ দুর্ঘটনা সর্ব্বদা হয় না কেন? সহযাত্রীরা অনেকে বলিল, জাহাজে এবার অনেক চুরি হইয়াছে। জাহাজে কিন্তু কিছু শুনি নাই।

ষ্টেটস্‌ম্যানে দেখিলাম যে, আমার আজ রাত্রে কলিকাতায় পৌঁছিবার সংবাদ বাহির হইয়াছে। দেরি করিয়া, কাল দিনের বেলায় পৌঁছিবার বন্দোবস্তের কথা কলিকাতার কোন কোন বন্ধু চাটুয্যে মহাশয়কেও লিখিয়াছিলেন। যখন এত আয়োজনের ঘটা, তখন তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য "নিবিড় নিশীথের" আরও বেশী প্রয়োজন। শুনিলাম গাড়ী হাবড়ায়

দেরিতে অর্থাৎ প্রায় রাত্রি ১টায় পৌছিবে। অতএব লোকসমাগম কিম্বা বিজাতীয় সম্ভাষণ-বিভীষিকার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ক্রমশঃ মধুপুরের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, প্রাণ উচ্ছ্বাসে নাচিয়া উঠিল। উদ্দেশে, ভক্তিভরে পিতৃমাতৃচরণে প্রণাম করিলাম। মাতৃদেবী বহুকাল রোগভোগের পর এই মধুপুরে আসিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিলেন এবং বহুকাল পরে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের শেষজীবন মধুপুরেই কাটিয়াছিল; শ্মশানভূমি তাঁহার চিতাভস্ম বুকে ধরিয়া মধুপুরকে আমার পবিত্র তীর্থভূমিতে পরিণত করিয়াছে।

রেল কর্ম্মচারী, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র প্রভৃতি অনেকে "বিলাতী ডাকের" সংবাদ পাইয়া ষ্টেশনে আসিয়াছেন। সকলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে আমি বিশেষ গৌরবান্বিত; তাঁহারা কষ্ট করিয়া অসময়ে দেখা করিতে আসিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞ। পরিচিত অপরিচিত ভদ্রলোক অনেক আসিয়াছিলেন। অনেকে মধুপুরের প্রসিদ্ধ গোলাপফুলের তোড়া লইয়া আসিয়াছিলেন। বম্বে, মোগলসরাই, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে পরিচিত বন্ধুগণের আদর অভ্যর্থনায় প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। পথে স্থানে-স্থানে এত জনতা ও ঘটা দেখিয়া কোনও-কোনও সহযাত্রীর ভ্রূকুঞ্চনের অবধি রহিল না।

আসানসোল পার হইবার পর আলপাকার কোটের পকেটে হঠাৎ হাত পড়াতে ১৫ই মে তারিখের অর্থাৎ বিলাত যাইবার দিনের—লিখিত বড়দাদার চিঠিখানি বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় পুরাতন আলপাকার কোটটি গায়ে দিয়া দারুণ গ্রীষ্মে 'ভারত উপদ্বীপ' পার হইয়াছিলাম। ফিরিবার সময়ও গরমের জন্য তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল। চিঠি পাইয়া সেই সময়ে এই পকেটেই রাখিয়াছিলাম; এখন পর্য্যন্ত উহা এইখানেই ছিল।

তিনি লিখিয়াছিলেন—"May God bless you. May I see you back safe and covered with honor and glory............ Honor ও Glory, কথা বিশেষ কিছু বড়-মুখ করিয়া বলিতে পারি না।

যে মহাকার্য্যের জন্য গিয়াছিলাম, তাহার ত কিছুই করিতে পারিলাম না। ভগবৎকৃপায় আনুষঙ্গিক সম্মান ও স্নেহ যাহা লাভ হইয়াছে, হিতৈষী ও আত্মীয়গণের তাহাতে তুষ্টি—ইহাই পরম সৌভাগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে গিয়াছি ইহাই যথেষ্ট গৌরব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বংশের প্রতি চিরদিন যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন। প্রসন্নকুমার, সূর্য্যকুমার, রাজকুমার, জ্যোতিঃপ্রসাদ, সুরেশপ্রসাদ ও আমি সেনেটে স্থান পাইয়াছি, ইহা পরম গৌরব। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গণও যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

এত চেষ্টা করিয়াও "অভ্যর্থনার" হাত হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা হইল না। গভীর রাত্রেও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং সহৃদয় ছাত্রবৃন্দের অনেকের সমাগম হইয়াছিল। ফুলের মালা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইল না, "হারান রতন পেলেম ফিরে" গোছের সকলের মনের ভাব।

বাড়ী পৌঁছাইতে রাত্রি প্রায় ১॥০ টা বাজিল। চারিদিক লতাপাতা ফুলে সাজান ও তাহার মধ্যে-মধ্যে আলো। বাড়ীতে পা দিবামাত্র কেহ "See the conquering hero comes" বাজনা জুড়িয়া দিল।—দিগ্বিজয়ী বীরের নিদর্শন কোথায় দেখিল, বুঝিয়া উঠা কঠিন।

বহুদিন পরে আবার মায়ের কোলে আপনার জন-গণের নিকটে, ফিরিয়া আসিলাম, তাহাই যথেষ্ট। শ্রীভগবানের চরণে শতসহস্র প্রণাম।

উপসংহার।

উজ্জ্বল আলো—উঁচু সুর সময়োপযোগী বোধ হইল না। উদ্যোগী-দিগের অনভিমতেই কোন হিতৈষী বন্ধু এ 'উচ্চ' আয়োজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

চক্ষু, কর্ণ, প্রাণ, তখন অন্য পরদায় বাঁধা। 'বেসুরা' আলো, 'বেসুরা' সুর বন্ধ করাইয়া প্রাণ হাঁপ ছাড়িল।

মাতৃ-পাদপদ্মে আত্ম-নিবেদনার্থ প্রাণ নিভৃত খোঁজে,—নিস্তব্ধতায়, নিচু সুরেই, তার আনন্দ।

রেলগাড়ীর, প্রথম প্রথম, পাহাড়ের পথে মন্দ গতি ছিল, বাঙ্গলার সমতলক্ষেত্রে পড়িয়া অবধি সহানুভূতি প্রদর্শনচ্ছলেই যেন প্রকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল:—

'ধাবন্ত্যমী মৃগ জবাক্ষময়েব রথ্যাঃ'"

ইহা একদিন বড় বাহাদুরীর কথা ছিল। "মৃগজব" ও "রথজবে"র [illegible] একদিন 'মহিমা" খর্ব করিয়াছিল। "ন-কাকাবাবুর" মোটরগাড়ী প্রথম যে দিন তাহাকে বায়ুবেগে সার্কুলার রোডে নূতনবৌদিদির পিত্রালয়ে লইয়া যায়, স্তম্ভিত হইয়া সে অনেকক্ষণ বাক্যব্যয় করে নাই। তারপর জিজ্ঞাসা করিল:—"আচ্ছা মোটরগাড়ী ত মানুষ, [illegible] গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রেলগাড়ীর (অর্থাৎ কলিকাতার কলঙ্ককীর্ত্তি সার্কুলার রোডের ময়লাফেলা রেলগাড়ী) চেয়েও জোরে চলেছে। কিন্তু আমি যত মনে করি, তার চেয়েও জোরে যেতে পারে কি?"

ইহার বৎসরেক পূর্ব্বে মেঘ ডাকিলে সে জিজ্ঞাসা করিত, "ভগবান বুঝি গাড়ী তৈয়ারি কর্ত্তে হুকুম দিয়েছেন—তাঁর গাড়ী বুঝি আস্তাবল থেকে বাহির কচ্চে?" "তাই বুঝি অত গড়্ গড়্ শব্দ হচ্চে?" বিদ্যুৎ হানিলে জিজ্ঞাসা করিত "গাড়ীর বাতি জ্বালবার দেশলাই বুঝি ভিজে গিয়েছে, তাই ভাল

জ্বলছে না"। পুরীধামের সমুদ্র তরঙ্গভঙ্গে 'হাসি' 'কান্না,' 'রাগ,' 'আহ্লাদ' প্রভৃতি নিপুণচিত্তে, তন্ময় হইয়া অধ্যয়ন করা যাহার সনাতন আনন্দ ছিল এবং সাগর-রাণীর প্রত্যেক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট যাহার প্রতি জাগ্রত মুহূর্ত্তের কাজ ছিল, তাহার পক্ষে এ প্রশ্ন অদ্ভুত নয়। কিন্তু তাহার সদুত্তর তখন আমার বুদ্ধির অতীত!

পাচ বছরের মেয়ের এ 'পাকা' কথা চাপা দিয়াছিলাম,—হাসিয়া, ভুলাইয়া অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিশুর ঔৎসুক্য ও কৌতূহল নিবারণে অক্ষম বয়স্ক মাত্রেরই ইহা শ্রেষ্ঠ দুর্গ।

বালি ধূলা কাঁকর কয়লা উড়াইয়া "ভৌতিক হাওয়ার" বেগে ওভারল্যাণ্ড মেল মেদিনী কাপাইয়া যখন ছুটিয়াছিল, তখন "আমি যত মনে করি, তাহার চেয়েও জোরে গাড়ী যাইতে কেন পারে না," বড়মার নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য শীঘ্র হইতে শীঘ্রতর চেষ্টা কেন করে না, প্রবাসের শেষ কয়েক মাইল পথে সহস্রবার সে প্রশ্ন মনে উদয় হইয়া, নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন এবং নবীন "ডাক্তারত্বের" অসারতা প্রমাণ করিয়াছিল।

সেই বড়মা,—বড়মার দাদা, দিদিমা, দিদি, কাকা ও অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়া পরিবেষ্টিতা সেই বড়মা সম্মুখে;—মালা ফল আলো গ্রামোফনের সময় তখন নয়। বিরহ-ব্রত-দীর্ঘ মাসত্রয় যখন বর্ষত্রয়ের তুল্য মনে হইতেছিল, তখন এ সকল আড়ম্বরের প্রত্যাখ্যান প্রয়োজন।

দশমীর চাঁদ ডুবিয়াছে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে, স্তব্ধ-আঁধারের মাঝে যাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, তেমনি জমাট আঁধারেই তাহাদের সহিত মিলন-প্রয়াস স্বাভাবিক। কলহাস্য, উচ্চ স্বর, জ্বালাময়ী আলোকমালার সেখানে স্থান নাই।

এ আঁধারের একটা বিশেষত্ব আছে, মাধুর্য্য আছে, সামঞ্জস্য আছে—যেন স্থান-কাল-পাত্র-জ্ঞান আছে। "উজ্জ্বলে মধুরের" তালিকা সঙ্কলনের সময় বঙ্কিমবাবুর এ কথা মনে পড়ে নাই বলিয়া সে তালিকা অসম্পূর্ণ। অথবা মহকুমা হইতে সদরে বদলী হইবার সময়, কিম্বা কলিকাতা হইতে কাঁঠালপাড়া

যাইবার সময় অঘটন-ঘটন সম্ভব নহে, বলিয়াই বুঝি এ মধুর তালিকা অসম্পূর্ণ।

হাবড়া প্ল্যাটফর্মে আলোক ঝটিকার প্রবল আঘাতে, স্নেহ-ভক্তিভরে প্রণত ভ্রাতা ও পুত্রগণের অস্পষ্ট মুখচ্ছবি একটা বিষম ঝাপসার ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলাম। রাত্রি অধিক, আলোক অধিক, কিম্বা পথশ্রম অধিক, বলিয়া কি সে ঝাপসা বড় ঘন বোধ হইতেছিল? না, অন্য কারণে? স্নেহোৎফুল্ল বান্ধবগণ যখন আদরভাবে ও আদর-পরিচায়ক মালমালার ভারে নিপীড়িত করিতেছিলেন তখন কাহারও মুখ স্পষ্ট চিনিতে পারা যাইতেছিল না। সেই পীড়ন-নির্যাতন, তির্য্যগ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে, রেল ও জাহাজের সহচরগণ, 'নানা পক্ষী এক বৃক্ষে' নিশি বঞ্চনার পর 'দশ দিকে গমন' পন্থা অবলম্বন করিয়া যখন আমায় আংশিক অব্যাহতি দিলেন, তখনও সে ঝাপসা কাটে নাই। কাহাকে দেখিলাম, কাহার সম্ভাষণের কি উত্তর করিলাম, কিছু মনে পড়ে না। ফুলমালা, আলো, জনসঙ্ঘ, বান্ধবকণ্ঠে সমুচ্চারিত জয়গীতি একাকার হইয়া মিশাইয়া গেল। সুবেশের দণ্ডগামা মোটরও যেন সে দিন আদর-সোহাগে শ্লথগামা।

বাড়ী পৌঁছিয়া আবার কয়েকজোড়া ঝাপসা চোখের সান্নিধ্যে দৃষ্টিপ্রাখর্য্য বিশেষ শ্রীসম্পন্ন হইল বোধ হয় না। যাইবার সময় শাসাইয়াছিলাম "যতগুলি চোখে যত ফোঁটা জল পড়িবে, প্রবাস দেঘা তত মাস বাড়িবে।" আজ বাধ ভাঙ্গিয়াছে। সে বাধা আর মানে কে? আর সে শাসনই বা করে কে?

প্রবাস-অবসরে গৃহস্থের অবকাশ-প্রাচুর্য্য, শিল্পনৈপুণ্য-প্রাচুর্য্য এবং কবিত্ব-প্রাচুর্য্যের প্রমাণের অভাব দেখিলাম না। অভ্যর্থনা, প্রত্যুৎগমন, সম্ভাষণ-পরিচায়ক অশন-বসন-আসন-বৈচিত্র্যে সহস্র "স্বাগত" প্রকটিত। বালক বালিকাগণের স্বহস্ত-সমৃদ্ধ কারুকার্য্যে গৃহভিত্তি খচিত। স্বয়ং বাগ্দেবী পশমের হরফে, কাঠের ফ্রেমে, কাঁচের হাজতে বন্দী।

কিন্তু "চোখের কোলের কালী" যত্ন-সমাহৃত সম্ভাবের বিরুদ্ধে অকাট্য

সাক্ষ্য প্রদান করিয়া মামলা ফাঁসাইয়া দিল। আসনের আদর হইল বটে, কিন্তু যাইবার দিনের মত অশম অস্পৃষ্ট রহিল। শত ধন্য সেই, যাহারে প্রবাস মোচনে প্রাণফাটা এই ভাষা স্বভাব-সরল উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রাণে, বরণ করিয়া লয়। ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত ভাষায় অনেক কবিতা, গীতি ও বক্তৃতায় প্রবাস-গমনের পূর্ব্বে ও পরে, অসংখ্য সম্মান-সভাসমিতি মুখরিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন গীতি, কবিতা ও বক্তৃতা সেই চোখের কালির অধিক মর্ম্মস্পর্শী ?

ঝাপ্‌সা না কাটিতে-কাটিতে প্রাচীমূল তরুণাভ।

জয় জগদীশ হরে।

জীবন-প্রভাত!

বহুদূর বিস্তৃত, বহু পুরাতন অথচ চির-নবীন এবং চিরপ্রিয় জননীর কর্ম্ম-ক্ষেত্রের যবনিকা ধীরে-ধীরে উত্তোলিত হইল।

যিনি লইয়া গিয়াছিলেন, লইয়া আসিলেন, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম নিপুণতার সহিত সংসাধন-কল্পে এত আয়াস, এত ক্লেশ, এত আয়োজন—তাঁহার মঙ্গলময় শ্রীপদে আত্ম-নিবেদন, কর্ম্ম-নিবেদন, সর্ব্ব-নিবেদন করিয়া, "যা ছিলাম, তাই রয়ে গেলাম"।

প্রভাতসূর্য্যের সহিত কত বান্ধব, কত আত্মীয়, কত স্নেহাস্পদ জন আসিয়া কত আদর, কত আশীর্ব্বাদ, কত মঙ্গল-সাফল্য কামনা করিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ দুঃসাধ্য। সেই দিন হইতে কত দিন, কত সভা-সমিতি-সমারোহে সে সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনা পুঞ্জীকৃত হইল, সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া কত সম্বর্দ্ধনা-কার্য্যবিবরণ পাঠক-শ্রেণীবিশেষের ধৈর্য্যচ্যুতি করিল, এবং বিরক্তির কারণ হইল তাহার পুনরুক্তির স্থান ইহা নহে। হৃদয়স্পর্শী কবিতা, গীতি ও বক্তৃতায়, নগণ্য অধমের নগণ্য কার্য্যকলাপ-ব্যাখ্যানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা, য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, মাদকতা-নিবারিণী সভা, ধূমপান-নিবারণী সভা, কলিকাতা হাইস্কুল, ইণ্ডিয়া ক্লাব, এটর্ণীর এসোসিয়েসন, সঙ্গীত-সমাজ প্রভৃতির বৈধ কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত জন্মিল, তাহার সবিস্তার বিবৃতির স্থান, এ প্রবন্ধ নহে। এই বিলাত প্রবাসের পরোক্ষ ফল স্বরূপ উত্তর কালে

বড় লাট লর্ড-হার্ডিং।

লোকপ্রিয়, ন্যায় পরায়ণ, দক্ষ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিংএর আমন্ত্রণে চারি বৎসর বিশ্ব বিদ্যালয়ের চালনার গুরুভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সে কথার আলোচনার স্থানও ইহা নহে।

একটি কথা কিন্তু লিপিবদ্ধ না করিলেই নয়। "জাত মারিবার," একঘরে করিবার চেষ্টা, ঘরে-বাহিরে নিতান্ত কম হয় নাই। যাইবার পূর্ব্বে সে বিভীষিকা সাফল্য-লাভ করে নাই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পরও সৎসাহসীবৃন্দের উদ্যোগের ত্রুটি হয় নাই। কোন কুটুম্ব, কুটুম্বান্তরের বাড়ী গিয়া "নিমন্ত্রণ বন্ধের" চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেহ বা নিমন্ত্রণ করিয়া, "পাছে দোষ হইলে কষ্ট হয়" বলিয়া "স্বতন্ত্র পাতার" চেষ্টাও করিয়াছিলেন কেহ বা যথার্থই স্নেহভরে সামাজিক সম্মান-রক্ষার জন্য 'প্রায়শ্চিত্ত' ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এ সকল আলোচনা ও বাদানুবাদের উত্তরে, কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহে সমবেত দ্বিসহস্রাধিক অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির পদরজে সুরি লেনস্থ 'প্রসাদপুর' পবিত্রী-কৃত হইয়াছিল। তাহার অনেক পূর্ব্বে, ইহার উত্তরে, যোগী ও সাধকশ্রেষ্ঠ মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারী, মহাষ্টমার দিনে, যজ্ঞগৃহে, পূর্ণাহুতির সময়, সমবেত সাধক ও ভক্তমণ্ডলার মধ্যে, নিজহস্তে, সর্ব্বপ্রথমে, এই অধমের ললাটে যজ্ঞফোটা পরাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার উত্তর বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, জগন্নাথদেব ও তারকেশ্বরের মন্দিরের মহান্ত, পাণ্ডা ও পূজকগণ দিয়াছেন।

কিন্তু তাহাও অনেক পরে।

সঙ্গে সঙ্গে ইহার উত্তর নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলার পবিত্র আশ্রমে প্রদত্ত হইয়াছিল, সে আশ্রম আজ অন্ধকার।

পৌঁছিবার পর দিন বৈকালে গুরুকল্প গুরুদাস বাবুকে প্রণাম করিতে গেলাম। পিতৃবন্ধু, পিতৃস্থানীয়, মহাজন আহ্লাদে গদগদ হইয়া প্রেমালিঙ্গনে প্রবাসের সকল ক্লেশ ভুলাইয়া দিলেন। নিজের ঘরে বসাইয়া স্বহস্তে প্রসাদ দিয়া সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য সমাধা করাইয়া দিলেন।

নারিকেলডাঙ্গার সে দিনের ব্যবহৃত তৈজসপত্র ফেলা গিয়াছিল, এমন কথা শুনি নাই। স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুণ্য আত্মা, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, যেন সমূর্ত্ত

লেডি-হার্ডিং।

হইয়া স্নেহ আদব এবং অখণ্ড আশীর্ব্বাদের সহিত "ঝাঁকেব পাখীকে" "ঝাঁকে" টানিয়া লইলেন।

বাড়ী ফিরিলেই প্রবাস শেষ হয় না। প্রবাসান্ত এত সহজে হয় না—ইহা বলিবাব ও বুঝাইবাব জন্যই বোধ হয়, পূর্ব্বে দীর্ঘ-প্রবাসের পর "দাঁড়া গোপালেব ভোগ", "তীর্থ-প্রত্যাবর্ত্তন শ্রাদ্ধ" ও আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল।

প্রবাস শেষ হইলেই প্রবাস-কাহিনী শেষ হয় না। কথা কি ফুবায়! তিন মাসের ভ্রমণ কথা' 'ভাবতবর্ষে'ব 'স্তম্ভে' ক্ষোদিত হইতে লাগিল তিন বৎসর। পুস্তকাকাবে বাহির হইতে লাগিল আর চারি বৎসর; একজন রসিক (রসিকা?) পাঠক (পাঠিকা?) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সর্ব্বাধিকাবী মহাশয়েব যাত্রাটা কি গো যানে হইয়াছিল?"

"আমাব কথাটি ফুবাল";—গাছ কিন্তু মুড়ায় না। দুপুবে মাতনের পর, কিম্বা আট প্রহর হরিনামেব নগর-সংকীর্ত্তনের পর, বাড়ী ফিবিলে গৃহস্থ যেমন তাল ঠাণ্ডার জন্য দধি কাদাব আয়োজন করেন, "ভাবতবর্ষের" 'গৃহস্থ'ও সেই আয়োজনের পক্ষপাতী। সৌভাগ্যক্রমে প্রবন্ধ এত ধূলা মাটী আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ যে, প্রয়োজনীয় কর্দ্দমসম্ভার স্বল্পায়াসেই আহৃত।

'কর্দ্দমশেষ' প্রবন্ধের শেষ হইলেই পাঠক ও মুদ্রারা ক্ষস উভয়েরই বিবাম! কিন্তু বিজ্ঞ ভাবতবর্ষ সম্পাদক ও সাহিত্যিক "দণ্ডপাণি" জলধর বাবু সহজে পরিত্রাণ পাইতে ও দিতে প্রস্তুত নহেন। বিয়োগান্ত অভিনয় করিয়া গৃহস্থগৃহে "কুশীলব" পূর্ব্বে পবিত্রাণ পাইত না; বিয়োগকে মধুব মিলনে পর্য্যবসিত না করিলে যাত্রা-ওয়ালার সিধা-বক্‌সীস বাজেয়াপ্ত হইত। সিধা-বক্‌সীসের বিশেষ কি উদ্যোগ আছে, না জানিয়া 'গৃহস্থ' জলধর বাবুর ফরমাইসমত উপসংহার বা মিলনাঙ্কের অবতারণা বড় সহজ নয়।

আব্‌দাবও তাঁর অনেক।

গয়াধামে পিতৃকৃত্যের পর এবং ভারত মহাসাগর-বক্ষে প্রভু যে ভাবে ক্ষণেকের তবে হৃদয় অনুপ্রাণিত করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন, সেই ভাব

পুনরুদ্দীপিত করিয়া জলধর বাবুর ফরমাইস তামিল করিতে হইবে—ইহাই নির্দ্দেশ।

ফরমাইসমত এ ভাবের অবতারণা সম্ভব হইলে, ‘পৈত্রিক গুরু’র স্থান অধিকার করা দুঃসাধ্য হইত না।

‘যুগে যুগে’ প্রয়োজনমত অসারতম হৃদয়েও প্রভুর ‘সম্ভব’ অসম্ভব নহে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। মুহূর্ত্তের জন্য সে কৃপাকণা জীবনে একবার বা একাধিকবার পাইয়া যে ধন্য হইয়াছে, তাহাকে কৃপণের ধনের মত সে রত্ন সঞ্চয় ও রক্ষা করিতে হয়। ফরমাইস বা প্রয়োজনমত উদয় অস্তের বস্তু তাহা নহে।

“জলধর-পটল-সংযোগ” হইলেই যদি জলদবরণের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে “ভারতবর্ষের” দৈন্য, ক্লেশ, লজ্জা, সব নিবারিত হইত।

সে যে অনেক সাধনের ধন, চকিতে দেখা দিয়া সে চকিতে পলায়। Storage batteryর মত ধরিয়া রাখিয়া, অবসরমত যে খরচ করিতে পারে, সে যথার্থ মহাজন। শ্রীক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত মহাপ্রসাদের কণিকার ন্যায় সাবধানে ব্যবহৃত হইয়া সে মহাধন বংশপরম্পরায় জীবন, চরিত্র, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে। চাহিলেই জোটে কই?

‘য়ুরোপে তিনমাস” পরিপূর্ণ হইল। বহুদিন কল্পিত, বহুদিন-প্রতিজ্ঞাত ব্রত উদযাপন হইল। দেখিলাম অনেক, বুঝিলাম অনেক, শিখিলাম অনেক; বুঝি ভুগিলামও অনেক।

কিন্তু সবটাই লাভ। টাকার দিক হইতে না দেখিলে, এ তিনমাসের কারবারটার ষোল-আনাই লাভ।

ইংরাজের মধ্যে দেবতা দেখিয়াছি, ঋষি দেখিয়াছি, বীর দেখিয়াছি, সহৃদয় লোক দেখিয়াছি,—বানরও দেখিয়াছি। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, সাধনা, আতিথেয়তা, সমাজপ্রিয়তা, অভিমানবশে যাহারা এ দেশের একচেটিয়া করিতে চাহেন, তাঁহাদের মাঝে মাঝে এরূপ “তীর্থ-পর্য্যটন” প্রয়োজন। ইংরাজকে বুঝিতে এবং ভারতবাসীকে ইংরাজের নিকট বুঝাইতে, এ দেশের

ভাল লোকের সে দেশে ও সে দেশের ভাল লোকের এ দেশে আসা-যাওয়া যত বাড়ে, ততই উভয়ের মঙ্গল।

বিধি-নিয়মে উভয়েই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পরস্পরের যাথার্থ্য পরস্পরের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্পকলার অর্জ্জনজন্য বিলাত-যাত্রার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ-প্রয়োগ-সাপেক্ষ নহে—পরস্পরকে চিনিবার, জানিবার ও বুঝিবার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহার সম্যক লাভের জন্য এ আদান-প্রদান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এ মহান উদ্দেশ্যের অন্তরায় সাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল-সাধন হইতে পারে না; "জাতমারার" দল সে অন্তরায়-সাধন আর করিতে পারিতেছে না, পারিবে না। সেজন্য চিন্তা নাই; কিন্তু পল্লবগ্রাহী লোকের যাওয়া আসায় ফল নাই—বরং বিঘ্ন। মানুষের মত মানুষ একটু পরিণত বয়সে যাইলে সকল দিকেই মঙ্গল।

বিলাত যাইবার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে বা পিতামাতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে হয় না; জাতীয় আচার-ব্যবহার, নিয়ম-সংযম ত্যাগ করিতে হয় না, বিদেশী ভেক ধরিতে হয় না; বরং নিজ স্বাতন্ত্র্য ভদ্রভাবে রক্ষা করিতে পারিলে সুবিধা হয় ও উপযুক্ত স্থানে সম্মানভাজন হওয়া অসম্ভব নহে, একথা বুঝাইতে কিছু চেষ্টা করিয়াছি।

ইংরাজ (স্কচ, আইরিস ইহাতে বাদ পড়ে না) নরনারীর চরিত্রের ও হৃদয়ের মাধুর্য্যে মোহিত হইতে হয়; তাহাদিগকে পূজাঞ্জলি দিতে হয়, ভালবাসিতে হয়—একথা বহু স্থানে বহুবার বলিয়াছি; অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

স্বর্গীয় পিতামহ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিজ 'তীর্থযাত্রায়' ষাট বৎসর পূর্ব্বে উত্তরপশ্চিম-ভারতের যে সজীব চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, সেরূপ চিত্র আঁকিবার সাধ্য আমার নাই। বাঙ্গালা ভাষার 'অসংস্কৃত' অবস্থায়, চল্‌তি, ব্যাকরণ-দুষ্ট এবং গ্রাম্য-প্রায় কথায় তাঁহার ওজস্বী লেখনী ও চিন্তাশীল, পর্য্যবেক্ষণনিরত মস্তিষ্ক যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছে,

তাহার নমুনা সাহিত্য-পরিষদের কৃপায় সাহিত্যিক-মণ্ডলী পাইয়াছেন। এ প্রবন্ধ সে শ্রেণীর নয়;—রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয়কুমার সরকার প্রণীত বিদেশ বাস কাহিনীর শ্রেণীর নয়; 'ম্যাক্স ওয়েলের' অনুবাদ-শ্রেণীরও নয়। সাহিত্যের ধার কখন যে ধারে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ প্রবন্ধ-প্রকাশ অসহনীয় আস্পর্দ্ধা, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে অপরাধ লেখকের নয়। যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, ভাবিয়াছি ও বুঝিয়াছি—তাহারই অতি সামান্য অংশ প্রিয়জনের অবগতির জন্য দিনে-দিনে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। ছাপার হরপে কখন তাহা উঠিবে বা তৎসাহায্যে আধুনিক, সহজ-প্রণালীসঙ্গত সাহিত্যিক স্থান অধিকার করিবে, এ দুরাশায় প্রবন্ধ বলিয়া প্রবন্ধ লিখি নাই। যে অবস্থা-পরম্পরায় সে নগণ্য পত্রাবলী 'ভারতবর্ষের' রুচির দেহ কলঙ্কিত করিবার অধিকার পাইয়াছে, প্রবন্ধের প্রথমে তাহার প্রচুর পরিচয় আছে। এখন পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

কাহারও কাহারও কোন কোন অংশ ভাল লাগিয়াছে, শুনিয়াছি। তাই বোধ হয় 'ভারতবর্ষের' কর্ম্ম-কারকেরা স্থান-পূরণ-কল্পে এতদিন এই প্রবাস-কাহিনীকে আতিথ্য-সৎকৃত করিয়াছেন। তাঁহারা ও 'ভারতবর্ষের' অচ্যুত-ধৈর্য্য পাঠকগণ আমার অসংখ্য ধন্যবাদভাজন।

চটি-জুতা, গামছা, মগ, চাপকান, চোগা পাগড়ী সাহায্যে যদি কেহ সমর শেষে বিলাত-গমন-প্রয়াসী হয়েন, এই কাহিনী পড়িয়া তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে আশা-ভরসার সঞ্চার হইলেও হইতে পারে।

হ্যাট না পরিলে কুকুরে কামড়াইবে বা রাস্তার ছেলেরা ঢিল-কাদা মারিবে, মদ্য, গো-মাংস, শূকর-মাংসের শ্রাদ্ধ না করিলে ভদ্রগৃহে বা প্রকাশ্য হোটেলে স্থান পাওয়া যায় না, সর্ব্বস্বান্ত না করিলে ও না হইলে বিলাত যাওয়া হয় না এবং বিলাতের সব ভাল, আমাদের সব মন্দ কিম্বা আমাদের সব ভাল, বিলাতের সব মন্দ, এ সকল "পর্ব্বত সমান" ভ্রমের "দেউল" যে সকল পবন-নন্দনেরা "ক্রোধে জলে ফেলে" না দিয়া উত্তরোত্তর বাড়াইতেই থাকেন—

তাঁহাদের এ কাহিনী রুচিকর হইবে না। কিন্তু এ দেউলের বৃদ্ধিতে দেশে শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।

গিবন তাঁহার অমর কথা শেষ করিয়া সুরম্য সুইস হ্রদের তীরে, নিতা "সঙ্গীশূন্য ভাবে," বিভোর হইয়াছিলেন। সেই অমর কথার "তুল্যমূল্য-গ্রন্থ কাহিনীর" পরিচ্ছেদ-শেষে লেখকের ও প্রকাশকের কি ভাব সম্ভব, তাহা বিচার সহৃদয়, ক্ষমাশীল, পক্ষপাতশূন্য পাঠকের হস্তে।